



**The sweetest Children!**  
**Manmana Bava! Mathyaji Bava!**  
**Daily Murli Bengali**  
**December 2019**

**\*পরিশ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার সহজ সাধন - নিরাকার স্বরূপের বিধি\***

বাচ্চাদের স্নেহের জন্য বাপদাদা নৈঃশব্দের উর্ধ্ব নির্বাণ অবস্থা থেকে বাণীতে অর্থাৎ শব্দের দুনিয়ায় আসেন। কিসের জন্য? বাচ্চাদের নিজসম নির্বাণ স্থিতির অনুভব করানোর জন্য। তোমাদের নির্বাণে, সুইট হোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নির্বাণ স্থিতি নির্বিকল্প হওয়ার স্থিতি। নির্বাণ স্থিতি তথা নিরাকার থেকে তোমরা সাকার রূপধারী হয়ে শব্দে আসো। সাকারে এসেও নিরাকার স্বরূপের স্মৃতি, স্মরণে থাকে আমি নিরাকার, সাকার আধার দ্বারা বলছি। সাকারে থেকেও যখন তোমাদের নিরাকার স্থিতির স্মৃতি থাকে, তাকে বলে নিরাকার থেকে সাকার মাধ্যমে শব্দে এবং কর্মে আসা। \*প্রকৃত স্বরূপ নিরাকার, সাকার রূপ হলো আধার।\* নিরাকার তথা সাকারের এই ডবল স্মৃতি শক্তিশালী স্থিতি। সাকারের আধার নিয়ে নিরাকার স্বরূপ ভুলো না। ভুলে যাওয়ার কারণেই স্মরণ করা পরিশ্রমসাধ্য হয়। যেমন লৌকিক জীবনে নিজের শারীরিক স্বরূপ নিজে থেকেই সদা স্মরণে থাকে যে আমি অমুক এই সময় এই কার্য করছি, কার্যের পরিবর্তন হয় কিন্তু 'আমি অমুক' - এর কোনও পরিবর্তন হয় না আর না তোমরা তা ভুলে যাও। একইভাবে, 'আমি নিরাকার আত্মা', প্রকৃত এই স্বরূপ যে কোনও কার্য করাকালীন নিজে থেকেই সদা স্মরণে থাকা উচিত। একবার যখন তোমাদের এই স্মৃতি এসে গেছে, পরিচয়ও পেয়ে গেছে, 'তুমি নিরাকার আত্মা - পরিচয় অর্থাৎ নলেজ - তখন নলেজের শক্তি দ্বারা স্বরূপ জেনে নিয়েছ, জানার পর কীভাবে এটা ভুলতে পার? যেমন নলেজের শক্তি দ্বারা শরীরের অস্তিত্ব ভোলার চেষ্টা করলেও ভুলতে পার না, তাহলে, এই আত্মিক স্বরূপ কীভাবে ভুলে যাবে! অতএব, নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা কর আর অভ্যাস কর। চলতে-ফিরতে, কাজ করতে করতে চেক কর, নিরাকার আমি, সাকারের আধারে এই কার্য করছি! তখন তোমাদের স্বতঃই নির্বিকল্প স্থিতি, নিরাকার স্থিতি, নির্বিকল্প স্থিতি থাকবে; পরিশ্রম থেকে তোমরা রেহাই পাবে। তোমাদের তখনই পরিশ্রম মনে হয় যখন বারবার এটা ভুলে যাও। তারপর এটাই স্মরণ করতে তোমাদের পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু কেনই বা ভুলে যাও? ভুলে যাওয়া কি উচিত? বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কে? সাকার নাকি নিরাকার? তোমরা নিরাকার, তাই না! নিরাকার হয়েও ভুলে কেন যাও! প্রকৃত স্বরূপ ভুলে যাও আর আধার মনে থাকে! নিজের প্রতিই নিজের হাসি আসে না, এটা কি করছি! এখন হাসি আসছে, তাই না? আসল জিনিস ভুলে যাও আর নকল মনে থাকে? বাপদাদাও কখনো কখনো বাচ্চাদের জন্য বিস্মিত হন। নিজেকে নিজে ভুলে যায় আর তারপরে কি করে! নিজেকে নিজে ভুলে বিভ্রান্ত হয়। বাবাকে যেমন স্নেহের সাথে আহ্বান করে নিরাকার থেকে সাকারে

নিয়ে আসতে পার, তো যাঁর প্রতি স্নেহ তাঁর মতো নিরাকার স্থিতিতে স্থিত হতে পার না! বাপদাদা বাচ্চাদের পরিশ্রম দেখতে পারেন না! মাস্টার সর্বশক্তিমান আর পরিশ্রম! মাস্টার সর্বশক্তিমান তোমরা সর্বশক্তির মালিক। যে শক্তিকে যে কোনও সময় শুভ সঙ্কল্প দ্বারা আহ্বান করলে সেই শক্তি তোমরা সব মাস্টারের সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। এমন মালিক, সর্বশক্তি যার সেবাধারী, সে পরিশ্রম করবে নাকি শুভ সঙ্কল্পের দ্বারা তাদের অর্ডার করবে! কি করবে সে! রাজা হবে নাকি প্রজা! সাধারণতঃ যে বাচ্চা উপযুক্ত, তাকে কি বলা হয়? রাজা বাচ্চা বলে, তাই না! তাহলে তোমরা কে? তোমরা রাজা বাচ্চা নাকি অধীন? তোমরা অধিকারী আত্মা, তাই না! সুতরাং, এই শক্তি, এই গুণ এই সকলই তোমাদের সেবাধারী, আহ্বান কর আর সামনে উপস্থিত। যে দুর্বল, তার শক্তিশালী অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও দুর্বলতার কারণে পরাহত হয়। তোমরা দুর্বল কি? তোমরা বাহাদুর বাচ্চা, তাই না! সর্বশক্তিমানের বাচ্চারা যদি দুর্বল হও, তো লোকে কি বলবে! ভালো লাগবে? অতএব, আহ্বান করা, অর্ডার করা শেখো। কিন্তু সেবাধারী কার অর্ডার মানবে? যে মালিক হবে। মালিক স্বয়ংই সেবাধারী হয়ে গেছে, পরিশ্রম যে করে সে তো সেবাধারীই হলো, নয় কি! মনের এই কঠিন শ্রম থেকে তোমরা নিস্তার পেয়েছ! যজ্ঞ সেবার্থে তোমরা যে শারীরিক পরিশ্রম করছ তা' আলাদা বিষয়। সেটাও পরিশ্রম মনে হবে না যজ্ঞ সেবার মহত্ব জানলে। যখন সম্পর্কিত আত্মারা (নতুন ভাই-বোনেরা) মধুবনে আসে এবং দেখে এত বিপুলসংখ্যক আত্মার ভোজন তৈরি হচ্ছে আবার সেই একই সময়ে সব কাজও চলছে, তারা আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে কীভাবে তোমরা এই এত হার্ডওয়ার্ক কর! তারা বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয় কতবড় কর্মকাণ্ড কীভাবে হয়ে চলেছে! যতই হোক, যারা করছে তারা এতবড় কর্মকাণ্ডকে কি মনে করে? সেবার মহত্বের কারণে এইসবই খেলা মনে হয়, পরিশ্রম লাগে না। তোমরা এই মহত্বকে জানো বলে এবং বাবাকে ভালোবাসার কারণে পরিশ্রমের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইভাবে মনের শ্রম থেকে নিস্তার পাওয়ার সময় এখন এসে গেছে। দ্বাপর থেকে অনুসন্ধান, মরিয়্য হয়ে ওঠায় এবং চিৎকার করে আহ্বান করতে মনের পরিশ্রম করে আসছ। মনের শ্রম হেতু ধন উপার্জনের পরিশ্রমও বেড়ে গেছে। আজ যে কোনও কাউকে যদি

জিজ্ঞাসা কর তো কি বলে ? ধন উপার্জন মাসীর বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ নয় ! মনের শ্রমের সাথে তোমরা ধন উপার্জনের শ্রমও বাড়িয়ে দিয়েছ আর তন তো অসুস্থই হয়ে গেছে, সেইজন্য তনের কার্যেও পরিশ্রম, মনেরও পরিশ্রম, ধনের জন্যও পরিশ্রম ! শুধু এটাই নয়, বরং পরিবারে আজ ভালোবাসার দায়িত্ব পালনেও পরিশ্রম ! কখনো একজনের অভিমান তো কখনো আরেকজনের আর তারপরে তোমরা তাকে তোষামোদ করে রাজী করানোর পরিশ্রমে লেগে থাক ! আজ তোমার, কাল তা' তোমার হবে না, তদ্বিপরীত হবে ! সুতরাং, সবরকম পরিশ্রম করে তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছ, তাই না ! তন, মন, ধন, সম্বন্ধে সবকিছুতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছ !

বাপদাদা প্রথমে মনের শ্রম সমাপ্ত করে দেন, কারণ বীজ হলো মন ! মনের পরিশ্রম দেহের, ধনের পরিশ্রম অনুভব করায় ! যখন মন ঠিক থাকে না তখন যে কোনও কার্যের ক্ষেত্রেই বলবে 'আজ এই কাজ করতে অপারগ !' অসুস্থ হবে না, তবুও ভাববে, আমার ১০৩ ডিগ্রি স্বর হয়েছে ! তাইতো মনের পরিশ্রম তনের পরিশ্রম অনুভব করায় ! ধনের ক্ষেত্রেও একই হয় ! মন সামান্য খারাপ হলে, তোমরা বলবে, অনেক কাজ করতে হয় ! রোজগার করা খুব কঠিন ! বায়ুমন্ডল খারাপ ! আর যখন মন খুশি হবে, তখন বলবে কোনো বড় সমস্যাই নয় ! কাজ সেই একই হবে, কিন্তু মানসিক শ্রম ধনেরও পরিশ্রম অনুভব করায় ! মনের দুর্বলতা বায়ুমন্ডলে দুর্বলতা নিয়ে আসে ! বাপদাদা বাচ্চাদের মানসিক পরিশ্রম দেখতে পারেন না ! ৬৩ জন্ম তোমরা পরিশ্রম করেছে, এখন এই এক জন্ম আনন্দের জন্ম, ভালোবাসার জন্ম, প্রাপ্তির জন্ম, বরদানের জন্ম ! সহায়তা নেওয়ার, সহায়তা প্রাপ্ত হওয়ার জন্ম ! তবুও এই জন্মে পরিশ্রম কেন ? অতএব, এখন পরিশ্রমকে ভালোবাসায় পরিবর্তন কর ! এর মহত্ব জেনে এই শ্রমের অবসান ঘটাও !

আজ বাপদাদা নিজেদের মধ্যে অনেক চিটচ্যাট করছিলেন, বাচ্চাদের কঠিন শ্রমের ব্যাপারে ! বাপদাদা স্মিতহাসি হাসছিলেন, বাচ্চাদের মানসিক শ্রমের কারণে কোন গুলি আর তার ফল স্বরূপ তারা কি করে ! তারা টারা বাঁকা সব বাচ্চা রচনা করে, যাদের কখনো মুখ থাকে না, কখনো পা থাকে না, কখনো বা হাত ! এমন সব ব্যর্থের বংশাবলী সংরচন করতে থাকে আর যখন সেই রচনা রচিত হয়ে যায়, তখন কি করে ? তাদের প্রতিপালন করতে তখন তো কঠিন শ্রম করতেই হবে ! এইরকম রচনা সংরচন করার কারণে অধিকতর কঠিন পরিশ্রম করতে হয় আর স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হতাশার শিকার হয়ে যায় ! খুব কঠিন মনে হয় ! এটা খুব ভালো, কিন্তু বড় কঠিন ! ছাড়তেও চায় না আর উড়তেও চায় না ! তাহলে কি করতে হবে ! তোমাদের চলতে হবে, চলতে তো পরিশ্রম অবশ্যই হবে, সেইজন্য দুর্বল রচনা বন্ধ করো, তবেই মানসিক শ্রম থেকে নিস্তার পাবে ! তারপরে আমোদজনক ব্যাপারে কি বলে ? বাবা বলেন, এমন রচনা তোমরা কেন রচছে ! আজকালকার লোকে যেমন বলে তেমনই তারা তখন বলে, 'কি করব ! ঈশ্বর দেন ! সমস্ত দোষ ঈশ্বরের ওপরে ! এইরকম ব্যর্থ রচনা সম্বন্ধে কি বলে ? আমি এটা চাইনি কিন্তু মায়া এসে যায় ! এটা আমার চাওয়া নয়, কিন্তু ঘটে যায় ! সেইজন্য সর্বশক্তিমান বাবার বাচ্চারা ! মালিক হও ! রাজা হও ! দুর্বল অর্থাৎ অধীন প্রজা ! মালিক অর্থাৎ শক্তিশালী রাজা ! সুতরাং মালিক হয়ে আহ্বান কর ! স্ব-স্থিতির শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও ! সিংহাসনে বসে শক্তিরূপী সেবাধারীদের আহ্বান কর ! অর্ডার দাও ! এমন সম্ভবই নয় যে তোমাদের সেবাধারী তোমাদের অর্ডার অনুযায়ী চলবে না ! তখন বলবে না যে 'আমি কি করব ? সহন শক্তি না থাকার কারণে আমাকে পরিশ্রম করতে হয় ! অন্তলীন করার শক্তির অভাব ছিল, সেইজন্য এইরকম হয়েছে !' তোমাদের সেবাধারী সময়মতো প্রয়োজনে যদি না আসে তো তারা কেমন সেবাধারী হলো ! কার্য সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আর তারপরে সেবাধারী আসবে তবে কি হবে ! যার নিজের কাছে সময়ের গুরুত্ব আছে তার সেবাধারীও সময়ের মহত্বকে জেনে উপস্থিত হবে ! যদি কোনও শক্তি বা গুণ সময়মতো ইমার্জ না হয় তাহলে এর থেকে এটাই প্রমাণ হয়, মালিকের সময়ের কোনও গুরুত্ব নেই ! সুতরাং, কি করা উচিত তোমাদের ? সিংহাসনে অধিষ্ঠান করা ভালো নাকি পরিশ্রম করা ভালো ? এখন এতে সময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই ! পরিশ্রম করা তোমাদের ভালো লাগে নাকি মালিক হতে ? কি ভালো লাগে ? তোমাদের বলা হয়েছিল, এর জন্য শুধু এই এক অভ্যাস সদা করতে থাক- 'আমি নিরাকার সাকারের আধারে এই কার্য করছি !' করানোর মালিক (করাবনহার) হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা করাও ! নিজের নিরাকার বাস্তবিক স্বরূপকে তোমাদের স্মৃতিতে রাখ, তবে বাস্তবিক স্বরূপের গুণ শক্তি নিজে থেকেই ইমার্জ হবে ! যেমন তোমাদের স্বরূপ তেমন সেই রূপের গুণ আর সমস্ত শক্তি নিজে থেকেই কর্ম শুরু করে ! যেমন, কন্যা যখন মা হয়ে যায়, তখন মাতৃস্বরূপে সেবা ভাব, ত্যাগ, স্নেহ, অক্লান্ত সেবা নিজে থেকেই ইমার্জ হয়, তাই না ! সুতরাং তোমাদের অনাদি অবিনাশী স্বরূপ স্মরণে থাকায় স্বতঃই এই গুণ আর শক্তি ইমার্জ হবে ! স্বরূপ স্মৃতি আর স্থিতি নিজে থেকেই তৈরি করে ! বুঝেছ, কি করতে হবে তোমাদের ! পরিশ্রম শব্দটাই জীবন থেকে সমাপ্ত করে দাও ! তোমাদের পরিশ্রম করতে হয় বলেই কোনকিছু কঠিন লাগে ! পরিশ্রমের সমাপ্তি, তো কঠিন শব্দ নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে ! আচ্ছা !

যারা সদা কঠিনকে সহজ করে, পরিশ্রমকে ভালোবাসায় পরিবর্তন করে, সদা স্ব-স্বরূপের স্থিতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ শক্তি এবং গুণ অনুভব করে, সদা বাবার স্নেহের রেসপন্স দেয়, বাবা সমান হয়, সদা শ্রেষ্ঠ স্মৃতির শ্রেষ্ঠ আসনে স্থিত থাকে এবং মালিক হয়ে সেবাধারীদের দ্বারা কার্য করায়, এইরকম রাজা বাচ্চাদের, মালিক বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

**\*পার্সোনাল সাক্ষাৎকার\*** - (বিদেশি ভাই-বোনের সাথে)

সেবা বাবার সাহচর্য স্মরণ করায়। সেবাতে যাওয়া অর্থাৎ সদা বাবার সাথে থাকা। চাও তো সাকার রূপে থাক, অথবা আকার রূপে, বাবা সদা সেবাধারী বাচ্চাদের সাথেই আছেন। করানোর মালিক

করাচ্ছেন, যিনি চালানোর তিনি চালাচ্ছেন আর নিজে কি কর ? তোমরা নিমিত্ত হয়ে খেলা খেলছ। এইরকম তোমরা অনুভব করেছ, তাই না ? এমন সেবাধারী সফলতার অধিকারী হয়ে যায়। সফলতা জন্মসিদ্ধ অধিকার, সফলতা সদা পুণ্যাত্মা হওয়ার অনুভব করায়। যারা মহান পুণ্য আত্মা তারা অনেক আত্মার আশীর্বাদের লিষ্ট লাভ করে। আচ্ছা -

এখন তো সেই দিনও আসবে, যখন সবার মুখে মুখে \*এক আছেন, কেবল একই আছেন\* - এই গীত বের হবে। শুধুমাত্র এখন ডামার এই পার্টই বাকি থেকে গেছে। এটা হওয়ার সাথে সাথেই সমাপ্তি হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে এই পার্ট এখন কাছে নিয়ে আসতে হবে। এইজন্য অনুভব করানোই আকর্ষণের বিশেষ সাধন। অবিরত জ্ঞান শোনাও আর অনুভব করাও। তারা শুধু জ্ঞান শুনে সন্তুষ্ট হয় না, সুতরাং তারা জ্ঞান শ্রবণকালে, তাদের অনুভবও করাও। তাহলে জ্ঞানেরও মহত্ব বুঝতে পারবে আর তাদের প্রাপ্তির কারণে তারা উৎসাহ বোধ করবে। লোকের ভাষণ তো শুধু নলেজফুল। তোমাদের ভাষণ শুধু নলেজফুল হতে দিয়ো না, বরং তা' অনুভবের অর্থিটি হতে দাও। আর অনুভবের অর্থিটির সাথে বলার কালে অবিরত তাদের অনুভব করাও। উদাহরণস্বরূপ, যারা ভালো স্পিকার তারা যখন বলে, তারা মানুষকে কাঁদাতেও পারে, হাসাতেও পারে। শান্তির মধ্যে, সাইলেন্সেও তারা নিয়ে যেতে সক্ষম। যে বিষয়ে তারা বলবে, হলের বায়ুমন্ডল ঠিক সেইরকমই বানিয়ে দেয়। সেটা শুধুই টেম্পোরারি। তারা যখন এটা করতে পারে, তো তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান কেন পারবে না ! যখন কেউ বলে 'শান্তি' তখন শান্তির বাতাবরণ হোক, যখন কেউ বলে, 'আনন্দ', তখন আনন্দের বাতাবরণ হোক। যে ভাষণ এইরকম অনুভূতি করায়, তা' প্রত্যক্ষতার ধ্বজা ওড়াবে। কিছু তো বিশেষত্ব তারা দেখবে, নয় কি ! আচ্ছা - সময় নিজে থেকেই শক্তি দিয়ে তোমাদের ভরিয়ে দিচ্ছে। আগে থেকেই এটা সম্পন্ন হয়ে আছে, তোমাদের শুধু রিপিট করতে হবে। আচ্ছা।

**\*বিদায়কালে দাদী জানকীজীর সাথে সাক্ষাৎকার\***

এই সমস্ত দেখে তুমি প্রসন্নতা লাভ করেছ। সবচেয়ে বেশি প্রসন্নতা অনন্য বাচ্চাদের, তাই না ! যারা খুশির সাগর-তরঙ্গে তরঙ্গিত হতে থাকে। সুখের সাগরে, সর্বপ্রাপ্তির সাগরে তরঙ্গিত হতেই থাকে, তারা অন্যদেরও সেই সাগর-তরঙ্গে তরঙ্গিত করে। সারাদিন তুমি কি কাজ কর ? যদি কেউ সাগরে অবগাহন করতে না জানে তখন তারা কি করে ? তারা তার হাত ধরে অবগাহন করায়, তাই না ! এই কাজই করো, সুখের তরঙ্গে, খুশির তরঙ্গে এগিয়ে চলো ... এইরকমই করতে থাক, নয় কি ! বিজি থাকার ভালো কার্য পেয়ে গেছ। কতটা বিজি থাক ? ফুরসৎ আছে ? তুমি সর্বদাই এর সাথে বিজি আছ, অন্যেরাও তোমাকে দেখে ফলো করে। শুধু স্মরণ আর সেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রতীয়মান হয় না। অটোম্যাটিক্যালি, তোমার বুদ্ধি স্মরণ আর সেবাতেই যায় অন্য কোথাও যেতে পারে না। তোমার বুদ্ধিকে চালনা করতে হয় না, নিজে থেকেই ক্রিয়া করতেই থাকে। একে বলে, যে শিখেছে সেই শেখাচ্ছে। তুমি ভালো কাজ দিয়ে দিয়েছ, তাই না ! বাবা তোমাকে পারদর্শী বানিয়ে গেছেন, নয় কি ? তোমাকে অলস তো বানিয়ে যাননি ! কুশলী বানিয়ে, নিবেশিত করে গেছেন অর্থাৎ তুমি সুশৃঙ্খলভাবে রচিত হয়েছ, তাই না ! সদা তাঁর সাহচর্য তো আছেই, কিন্তু তোমাকে নিমিত্ত তো বানিয়েছেন, না ! সুনিপুণ বানিয়ে আসন দিয়েছেন। এখান থেকেই সীট দেওয়ার রীতি শুরু হয়। বাবা তোমাকে সেবার সিংহাসন আর সেবার সীট দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, এখন সাক্ষী হয়ে দেখছেন, বাচ্চারা কীভাবে সর্বাগ্রে এগিয়ে চলেছে। সহায়কের সহায়ও তিনি, সাক্ষীর সাক্ষীও। উভয় পার্ট অর্থাৎ দুইয়েরই ভূমিকা পালন করছেন। সাকার রূপে তাঁকে সাক্ষী বলা হবে আর অব্যক্ত রূপে সাথী। উভয় ভূমিকাই (পার্ট) পালন করছেন। আচ্ছা !

**\*বরদান:-\*** প্রতিটি শ্বাসে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স দ্বারা ব্লেসিংস প্রাপ্ত করে সদা প্রসন্নচিত্ত ভব\*

ঠিক যেভাবে তোমরা অ্যাটেনশন রাখো যাতে তোমাদের স্মরণের লিঙ্ক জুড়ে থাকে, সেইভাবে যেন সেবার লিঙ্কও জুড়ে থাকে। প্রতি শ্বাসে স্মরণ আর প্রতি শ্বাসে সেবা হল, তাকেই বলে ব্যালেন্স, এই ব্যালেন্সের সাথে তোমরা সদা ব্লেসিংয়ের অনুভব করতে থাকবে এবং এই আওয়াজ হৃদয় থেকে বেরোবে, 'আশীর্বাদের সাথে আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি।' পরিশ্রম থেকে, যুদ্ধ থেকে নিস্তার পাবে। কি, কেন, কীভাবে -এইসব প্রশ্ন থেকে মুক্ত হয়ে সদা প্রসন্নচিত্ত থাকবে। তারপরে সফলতা জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে অনুভূত হবে।

**\*স্লোগান:-\***

বাবার থেকে পুরস্কার নিতে হলে নিজের এবং সাথীদের নির্বিলম্ব হওয়ার সার্টিফিকেট তোমার সাথে থাকতে হবে।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিনাশের পূর্বে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে, নিজে ধারণ করে অন্যদের বোঝাও, তবেই উদ্ভূত লাভ করতে পারবে"\*

\*প্রশ্নঃ - রাজযোগী স্টুডেন্টদের প্রতি বাবার ডায়রেকশন কী?\*

\*উত্তরঃ - তোমাদের জন্য (বাবার) ডায়রেকশন হলো এই যে, এক পিতার সন্তান হয়ে পুনরায় অন্যের সঙ্গে হৃদয়ের আদান-প্রদান করো না। প্রতিজ্ঞা করো পুনরায় আর পতিত হবে না। তোমরা সম্পূর্ণরূপে এমন পবিত্র হয়ে যাও যে বাবা আর টিচারের স্মরণ যেন সর্বদা ও নিরবচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একমাত্র বাবাকেই ভালবাসো, তাঁকেই স্মরণ করো, তবেই তোমরা অত্যন্ত শক্তি প্রাপ্ত করতে থাকবে।\*

\*ওম্ শান্তি।\* আধ্যাত্মিক পিতা বসে বোঝান। বোঝান তখনই যখন এই শরীর বর্তমান। সম্মুখেই বোঝান হয়। যা সম্মুখে বোঝান হয় সেটাই আবার লেখনীর মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছায়। তোমরা এখানে আসো সামনে (বসে) শোনার জন্য। অসীম জগতের পিতা আত্মাদের শোনান। আত্মাই শোনে। সবকিছু আত্মাই করে -- তাই সর্বপ্রথমে এই শরীর দ্বারা নিজেকে আত্মা অবশ্যই মনে করতে হবে। কথায়ও রয়েছে যে, 'আত্মারা আর পরমাত্মা বহুকাল ধরে পৃথক হয়ে রয়েছে....'। সর্বপ্রথমে কারা বাবার কাছ থেকে দূর হয়ে আসে এখানে নিজ ভূমিকা পালন করতে? তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে কতকাল তোমরা বাবার কাছ থেকে দূরে ছিলে? তখন তোমরা বলবে, ৫ হাজার বছর। সম্পূর্ণ হিসেব তো রয়েছে, তাই না। বাচ্চারা, এ তো তোমরা জানো যে, নব্বয়ের ক্রমানুসারে কিভাবে আসে। বাবা, যিনি উপরে (পরমধামে) ছিলেন, তিনিও এখন নীচে নেমে এসেছেন --- তোমাদের ব্যাটারী চার্জ করতে। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন বাবা সম্মুখে রয়েছেন, তাই না। বাবার অক্যুপেশনের কথা ভুক্তিমার্গের কেউ জানেই না। নাম, রূপ, দেশ, কাল-কে কেউ জানেই না। তোমাদের তো নাম, রূপ, দেশ, কালের কথা সব জানা আছে। তোমরা জানো যে, এই রথের(ব্রহ্মা) দ্বারা বাবা আমাদের সব রহস্য বোঝান। রচয়িতা এবং রচনার আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝান। এ অতি সূক্ষ্ম বিষয়। এই মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের বীজ হলেন একমাত্র বাবা। তিনি এখানে অবশ্যই আসেন। নতুন দুনিয়া স্থাপন করা ওঁনারই কাজ। এমন নয় যে, ওখানে (পরমধাম) বসে স্থাপন করেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা এই শরীরের দ্বারা আমাদের সম্মুখে বসে বোঝান। এও তো বাবার স্নেহ করাই হলো, তাই না। আর কেউই ওঁনার জীবন-চরিত (বায়োগ্রাফী) জানে না। গীতা হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। এও তোমরা জানো -- এই জ্ঞানের পরেই আসে বিনাশ। বিনাশ অবশ্যই হবে। আর যেসব ধর্মস্থাপকেরা আসে, তাদের আগমনের পর বিনাশ হয় না। বিনাশের সময়ই হলো এটা, তাই তোমরা যে জ্ঞান পাও তা পুনরায় লুপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এসব কথা রয়েছে। তোমরা রচয়িতা আর রচনাকে জেনে গেছ। দুটোই হলো অনাদি যা ক্রমশঃ চলে আসছে। বাবার আসার ভূমিকা(পার্ট) হলো সঙ্গমযুগে। ভুক্তি অর্ধকল্প চলে, জ্ঞান চলে না। জ্ঞানের প্রালম্ব বা উত্তরাধিকার (বর্সা) অর্ধকল্পের জন্য প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান তো একবারই শুধুমাত্র সঙ্গমেই পাওয়া যায়। তোমাদের এই ক্লাস একবারই চলে। এইকথা ভালভাবে বুঝে পুনরায় অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেবার উপর। তোমরা জানো, পুরুষার্থ করে, এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। ধারণা করতে হবে আর অন্যদের-কেও বোঝাতে হবে -- এর উপরেই তোমাদের পদমর্যাদা। বিনাশের পূর্বে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিতে হবে। তোমরাও বাবাকে স্মরণ কর যেন জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যায়। যতক্ষণ বাবা পড়াতে থাকেন, ততক্ষণ তাঁকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। পড়ান যিনি, তাঁর সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, তাই না। টিচার যখন পড়ান তখন ওঁনার সঙ্গে যোগ তো থাকে। যোগ ব্যতীত পড়বে কীভাবে? যোগ অর্থাৎ যিনি পড়ান, তাঁকে স্মরণ করা। ইনি পিতাও, টিচারও, সতগুরুও। তিনরূপেই সম্পূর্ণভাবে স্মরণ করতে হবে। এই সতগুরুকে তোমরা একবারই পাও। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। ব্যস, তখন থেকে গুরু-প্রথা সমাপ্ত। বাবা আর টিচারের রীতি-রেওয়াজ চলতে থাকে, গুরু-প্রথা সমাপ্ত হয়ে যায়। সঙ্গতি লাভ হয়ে গেছে, তাই না। বাস্তবিকই তোমরা নির্বাণধামে যাও, পুনরায় নিজেদের সময়ানুসারে নিজ ভূমিকা পালন করতে আসবে। মুক্তি-জীবনমুক্তি দুটোই তোমরা প্রাপ্ত কর। মুক্তিও অবশ্যই পাও। অল্পসময়ের জন্য ঘরে গিয়ে থাকবে। এখানে তো শরীরের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করতে হয়। পরে সব কুশীলবরাই (অ্যাক্টর) চলে আসবে। নাটক যখন সম্পূর্ণ হয় তখন সব অ্যাক্টরসরাই স্টেজে চলে আসে। এখনও সব অভিনেতার স্টেজে এসে সমাবেত হয়েছে। কত ভয়ানক যুদ্ধ। সত্যযুগ ইত্যাদিতে এত ভয়ানক যুদ্ধ হতো না। এখন কত অশান্তি। তাই এখন যেমন বাবার সৃষ্টি-চক্রের নলেজ রয়েছে তেমন বাচ্চাদেরও এই নলেজ রয়েছে। বীজের তো এই জ্ঞান রয়েছে যে ---

আমাদের বৃক্ষ কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সমাপ্ত হয়ে যায়। এখন তোমরা বসে আছো নতুন দুনিয়ার চারা রোপনের জন্য (স্যাপলিং) অথবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের চারাগাছ রোপনের জন্য। তোমরা জানো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁদের রাজ্য কিভাবে পেয়েছে ? তোমরা জানো যে, আমরা এখন নতুন দুনিয়ার প্রিন্স হব। ওই দুনিয়ায় যারা থাকবে তারা সকলে নিজেদের মালিকই বলবে, তাই না। যেমন, এখনও সকলে বলে যে, ভারত আমাদের দেশ। তোমরা জানো যে, আমরা এখন সঙ্গমে দাঁড়িয়ে রয়েছি, শিবালয়ে যাব। ব্যস, এখনই যাব-যাব করছি। আমরা গিয়ে শিবালয়ের মালিক হব। এটাই হলো তোমাদের এইম অবজেক্ট। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা, সকলেই শিবালয়ের মালিক হয়ে যায়। এছাড়া রাজধানীতে বিভিন্ন স্ট্যাটাস(পদমর্যাদা) তো থাকেই। ওখানে কোন পরামর্শদাতা (উজীর) থাকে না। পরামর্শদাতার প্রয়োজন তখন পড়ে যখন অপবিত্র হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাম-সীতার পরামর্শদাতা কখনো শোনো নি কারণ তাঁরা স্বয়ং সতোপ্রধান পবিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন। পুনরায় যখন পতিত হয়ে যায় তখন রাজা-রানী একজন পরামর্শদাতা রাখে রায় নেওয়ার জন্য। দেখ, এখনও তো অসংখ্য পরামর্শদাতা রয়েছে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো অতি মজার খেলা। খেলা সর্বদা মজারই হয়। সুখও থাকে, আবার দুঃখও থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এই অসীম জগতের খেলাকে জানো। এতে কান্নাকাটি, লড়াই-ঝগড়ার কোন কথাই নেই। গাওয়াও হয় যে, যা ঘটে গেছে তা বিগত, দেখ..... যা পূর্ব-নির্ধারিত তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এই নাটক তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। আমরা এর (নাটকের) অ্যাক্টর্স। আমাদের ৮৪ জন্মের ভূমিকা সঠিক, অবিনাশী। যারা যে জন্মে যে অ্যাক্টিং করেছে তারা সেটাই করবে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদের একথাই বলেছিলাম যে নিজেদের আত্মা মনে কর। গীতাতেও এই শব্দ রয়েছে। তোমরা জানো যে, অবশ্যই যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়েছিল, তখন বাবা বলেছিলেন দেহের সর্ব ধর্মকে পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর আর বাবাকে স্মরণ কর। 'মন্মনাভব'-র অর্থও বাবা সঠিকভাবে বুঝিয়েছেন। ভাষাও একটাই। এখানে দেখ কত অসংখ্য ভাষা রয়েছে। ভাষা নিয়েও কত শোরগোল হয়। ভাষা ব্যতীত তো কোন কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। এমন-এমন ভাষা শিখে আসে যে মাতৃভাষাই ভুলে যায়। যারা অনেক ভাষা শেখে তারা পুরস্কার পায়। যত ধর্ম তত ভাষা। তোমরা জানো, ওখানে তো আমাদেরই রাজস্ব হবে। ভাষাও এক হবে। এখানে তো ১০০ মাইল পর-পর একেক ভাষা। ওখানে একটাই ভাষা। এসব কথা বাবা বসে বোঝান, তাই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান। রথ তো অবশ্যই চাই। শিববাবা আমাদের পিতা। বাবা বলেন, আমার বাচ্চারা তো অসীম জগতের। বাবা এঁনার মাধ্যমে পড়ান, তাই না। টিচারকে কখনো আলিঙ্গন করে কী, না করে না। বাবা তোমাদের পড়াতে এসেছেন। রাজযোগ শেখান, তবে তো তিনি টিচার হলেন, তাই না। তোমরা হলে স্টুডেন্ট। স্টুডেন্ট কখনো টিচারকে আলিঙ্গন করে কী ? এক পিতার কাছে (নিজেকে) সমর্পণ করে আর অন্য কাউকে হৃদয় দিও না।

বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি, তাই না। তোমরা শরীরধারী, আমি অশরীরী, উপরে বসবাসকারী। তোমরা বলো, বাবা আমাদের পবিত্র করতে এসো, তাহলে তো তোমরা পতিত, তাই না। তাহলে আমাকে আলিঙ্গন কীভাবে করবে ? প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় অপবিত্র হয়ে যায়। যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন আবার তা স্মরণও থাকবে। শিক্ষককে, গুরুকে স্মরণও করতে থাকবে। এখন যদি অপবিত্র (ছি-ছি) হয়ে অধঃপতনে যায় তবে আরও শতগুণ দন্ড ভোগ করতে হবে। এঁনাকে(ব্রহ্মা) তো মাঝে দালাল-রূপে পেয়েছ, স্মরণ ওঁনাকে(শিব) করতে হবে। বাবা(ব্রহ্মা) বলেন -- আমিও ওঁনার চতুর বাচ্চা, কিন্তু আমি কোথায় আলিঙ্গন করতে পারি ! তোমরা তো এই শরীরের দ্বারা মিলিত হও। আমি ওঁনাকে কীভাবে আলিঙ্গন করব ? বাবা বলেন -- বাচ্চা ! তোমরা একমাত্র পিতাকেই স্মরণ কর, ভালবাসো। স্মরণের দ্বারা অনেক শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাবা সর্বশক্তিমান। বাবার থেকেই তোমরা এত শক্তি পাও। তোমরা কত বলবান হয়ে যাও। তোমাদের রাজধানীর উপর আর কেউ-ই বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে না। রাবণ-রাজ্যই সমাপ্ত হয়ে যায়। দুঃখ দেওয়ার মত আর কেউ থাকেই না। একে সুখধাম বলা হয়। রাবণ সমগ্র বিশ্বে সকলকে দুঃখ দেয়। জানোয়ারও দুঃখী থাকে। ওখানে তো জানোয়ারদেরও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা থাকে। এখানে তো ভালবাসাই নেই।

বাচ্চারা, তোমরা জানো এই ড্রামা কিভাবে আবর্তিত হয়। এর আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবা-ই বোঝান। কেউ সঠিকভাবে পড়ে, কেউ পড়ে না। পড়ে তো সকলেই, তাই না। সমগ্র দুনিয়াই পড়বে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করবে। বাবাকে স্মরণ করা -- এও তো পড়া, তাই না। ওই পিতাকে সকলেই স্মরণ করে, তিনি হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা। সকলকে সুখ প্রদান করেন। তারা বলেও যে, এসে, পবিত্র কর তাহলে অবশ্যই এখন পতিত। ওঁনার এটাই কাজ, তাই ওঁনাকে আহ্বান করা হয়।

তোমাদের ভাষাও সঠিক হওয়া উচিত। ওরা(মুসলিম) বলে 'আল্লাহ', ওরা(খ্রিস্টান) বলে 'গড', আবার গডফাদারও বলে। পরে যারা আসে তাদের বুদ্ধি তবুও ভাল থাকে। এত দুঃখ ভোগ করে না। এখন তোমরা সম্মুখে বসে রয়েছ, কী করছ ?

বাবাকে এই ভ্রুকুটিতে দেখ। বাবা আবার তোমাদের ভ্রুকুটিতে দেখে। যার মধ্যে প্রবেশ করি তাঁকে কি দেখতে পারি ? তিনি তো পাশে বসে রয়েছে, এ অতি বুঝবার মতো বিষয়। আমি এঁনার পাশে বসে রয়েছি। ইনিও বোঝেন যে, আমার পাশে বসে রয়েছেন। তোমরা বলবে, আমরা সম্মুখে দু'জনকে দেখতে পাই। বাবা আর দাদা -- দুই আত্মাকেই দেখ। তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞান রয়েছে যে -- বাপদাদা কাকে বলে ? আত্মা সম্মুখে বসে রয়েছে। ভক্তিমার্গে চোখ বন্ধ করে বসে শোনে। পড়া কি এভাবে কখনো হতে পারে, না পারে না। টিচারকে দেখতে হবে তো, তাই না। ইনি তো বাবাও, টিচারও তাই সামনে থেকে দেখতে হয়। সম্মুখে বসে রয়েছে আর চোখ বন্ধ, ঢুলে পড়ছে, এভাবে পড়া হয় না। স্টুডেন্ট টিচারকে অবশ্যই দেখতে থাকবে। তা নাহলে টিচার বলবে, এ তো ঢুলতেই থাকে। এ যেন কেউ ভাং খেয়ে এসেছে। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, বাবা এই শরীরে রয়েছেন। আমি বাবাকে দেখি। বাবা বোঝান যে, এ কোন সাধারণ ক্লাস নয় -- যেখানে কেউ চোখ বন্ধ করে বসবে। স্কুলে কখনও কেউ চোখ বন্ধ করে বসে কী ? আর কোন সতসঙ্গ-কে স্কুল বলা হয় না। অবশ্যই সেখানে বসে গীতা শোনানো হয় কিন্তু তাকে স্কুল বলা হয় না। তারা কী কোন পিতা যে তাদের দেখবে, না দেখবে না। কেউ-কেউ শিবের ভক্ত হয় তখন তারা শিবকেই স্মরণ করে, শুধু তাঁর কথাই কর্ণগোচর হয়। যারা শিবের ভক্তি করে তারা শিবকেই স্মরণ করবে। কোন সতসঙ্গে প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি থাকে না, এখানে থাকে। এখানে তোমাদের আমদানি অনেক। আমদানি হতে থাকলে কখনও হাই উঠতে (ক্লান্তি) পারে না। ধন প্রাপ্ত হয়, তাই না, তখন খুশীও হয়। হাই তোলা দুঃখের প্রতীক। রোগগ্রস্ত বা দেউলিয়া হয়ে গেলে তখন হাই উঠতে থাকবে। ধন প্রাপ্ত হতে থাকলে তখন আর কোন হাই উঠবে না। বাবা আবার ব্যাপারীও। রাতে স্টীমার আসত তখন রাতে জাগতে হতো। কোনো কোনো মহিলা রাতে আসে, তাই শুধু মহিলাদের জন্যই খুলে রাখা হয়। বাবাও বলেন, প্রদর্শনী ইত্যাদিতে মহিলাদের জন্য বিশেষদিন রাখা, তাহলে অনেকেই আসবে। পর্দার আড়ালে (ঘোমটার আড়ালে) যারা থাকে তারাও আসবে। অনেকেই পর্দার আড়ালে থাকে। মোটরগাড়িতেও পর্দা দেওয়া থাকে। এখানে এ হলো আত্মার কথা। জ্ঞান লাভ করলে (অজ্ঞানতার) পর্দা খুলে যাবে। সত্যযুগে পর্দা ইত্যাদি থাকেই না। এ হলো প্রবৃত্তিমার্গের জ্ঞান, তাই না। \*আচ্ছা!\*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* এ অতি মজার খেলা তৈরী হয়েই রয়েছে, এতে সুখ আর দুঃখের ভূমিকা ফিক্সড হয়ে রয়েছে তাই এখানে কাল্পনিকটি বা হা হতাশ করবার কিছু নেই। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে এই ড্রামা হল পূর্ব-নির্ধারিত, সেটাই আবার রিপিট হচ্ছে। অতীত অতিক্রান্ত, তাই তাকে নিয়ে চিন্তন করা উচিত নয়।

\*২)\* এ কোনো সাধারণ ক্লাস নয়, এখানে চোখ বন্ধ করে বসা উচিত নয়। টিচারকে সম্মুখে দেখতে হবে। হাই তোলা উচিত নয়। হাই তোলা দুঃখের লক্ষণ।

**\*বরদান:-\*** প্রসন্নতার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা সকলকে অধিকারী তৈরী করে তোলা গায়ন এবং পূজন যোগ্য ভব\*  
**\*ব্যখা :-\*** যে সকলের থেকে সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট নিতে পারে, সে-ই সদা প্রসন্ন থাকে, আর এই প্রসন্নতার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কারণে প্রখ্যাত অর্থাৎ গায়ন এবং পূজন যোগ্য হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ শুভচিন্তক, প্রসন্নচিত্ত আত্মাদের দ্বারা সর্বজনের যে খুশীর, সাহায্যের, শক্তির পাখনা, উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখনা প্রাপ্ত হয় -- সেই প্রাপ্তি কাউকে অধিকারী বানিয়ে দেয়, কেউ ভক্ত হয়ে যায়।

**\*স্লোগান:-\*** বাবার থেকে বরদান প্রাপ্ত করার সহজসাধন হলো -- হৃদয়ের স্নেহ।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই গীত হল সঞ্জীবনী বুটি, এটাকে বাজালেই তোমাদের মূর্ছিত দশা কেটে যাবে"\*

\*প্রশ্ন:- স্থিতি খারাপ হওয়ার কারণ কী? কোন্ যুক্তিতে স্থিতি খুব ভালো থাকবে?\*

\*উত্তর:- ১) জ্ঞানের নৃত্য করে না, পরচিন্তন পরদর্শনে নিজের সময় নষ্ট করে, এইজন্য স্থিতি খারাপ হয়ে যায়।\*  
\*২) অপরকে দুঃখ দেয়, তাই তার প্রভাব নিজের স্থিতির উপরও এসে পরে। স্থিতি ভালো তখন থাকবে, যখন আচার-আচরণে মিষ্টি হয়ে থাকবে, স্মরণের উপর সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ থাকবে। রাতে শোয়ার আগে ন্যূনতম আধঘন্টা স্মরণের যাত্রায় বসতে হবে আবার অমৃতবেলায় উঠে স্মরণ করলে নিজের স্থিতি খুব ভালো থাকবে।\*

\*গীত:- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে....\*

\*ওম্ শান্তি।\* এই গীতও বাবা তৈরি করেছেন বাচ্চাদের জন্য। এর অর্থও বাচ্চারা ভিন্ন অন্য কেউ জানতে পারে না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন যে এই রকম ভালো ভালো গীত ঘরে রেখে দিতে হবে, যদি কখনো কোনো কারণে স্থিতি খারাপ হয়ে যায় তখন এইসব গীত বাজালে বুদ্ধিতে এর অর্থ স্মরণে এসে যাবে আর তখনই মূর্ছিত দশা কেটে যাবে। এই গীত হলো সঞ্জীবনী বুটি। বাবা নির্দেশ তো সবাইকেই দেন কিন্তু খুব কম সংখ্যকই তা ধারণ করে। এখন এই গীতটাতে কে বলছে যে আমাদের তোমাদের সকলের হৃদয়ে কে এসেছে! যে এসে জ্ঞানের নৃত্য করেন। তারা বলে যে গোপিকারা কৃষ্ণকে নৃত্য করাতেন, কিন্তু এটা তো হয়না। এখন বাবা বলছেন - হে শালিগ্রাম বাচ্চারা। সবাইকে বলেন তাই না। স্কুল মানে স্কুল, যেখানে পড়াশোনা হয়, এটাও হল স্কুল। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে আমাদের হৃদয়ে কার স্মরণ আসে! অন্য কোনো মানুষদের বুদ্ধিতে এসব কথা আসেনা। কেবলমাত্র এই সময়তেই তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তাঁর স্মরণ থাকে আর অন্যরা কেউ তাঁকে স্মরণ করে না। বাবা বলেন যে তোমরা রোজ আমাকে স্মরণ করো তাহলে ধারণা খুব ভালো হবে। যেরকম আমি নির্দেশ দিই, সেইরকম ভাবে তোমরা আমাকে স্মরণ করো না। মায়া তোমাদেরকে স্মরণ করতে দেয় না। আমার শ্রীমতে তোমরা খুব কম সংখ্যকই চলে আর মায়ার কথাতে অনেকে চলে। অনেকবার বলা হয়েছে - রাতে শোয়ার আগে আধঘন্টা বাবার স্মরণে যাত্রায় বসতে হবে। হয়তো স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বসে বা আলাদা বসে। বুদ্ধিতে এক বাবার-ই স্মরণ থাকবে। কিন্তু কোন বিড়লাই এই স্মরণ করতে পারে। মায়া ভুলিয়ে দেয়। শ্রীমতে না চললে পদ পাবে কি করে? বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে। শিববাবা তুমিই হলে আত্মাদের বাবা। সবাই তোমার থেকেই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। যে পুরুষার্থ করেনা সেও আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে, ব্রহ্মান্ডের মালিক তো সবাই হবে। সকল আত্মারা নির্বাণধামে আসবে ড্রামা অনুসারে। কিছু না করেও। আধাকল্প যদিও ভক্তি করে কিন্তু ফিরে কেউই যেতে পারে না, যতক্ষণ না আমি পথ প্রদর্শক হয়ে না আসি। কেউ রাস্তা দেখেনি। আর যদি দেখাতো তাহলে তার পেছনে সবাই মাছির মতো ছুটে যেত। মূলবতন কি আছে - এটাও কেউ জানে না। কেবলমাত্র তোমরাই জানো যে এটা হলো পূর্বপরিকল্পিত ড্রামা। এটারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এখন দিনের বেলায় কর্মযোগী হয়ে ব্যবসাদি করতে হবে। রান্না করা আদি সব কর্ম করতে হবে, বাস্তবে কর্মসন্ধ্যাস বলাই হল ভুল কথা। কর্ম ছাড়া তো কেউ থাকতে পারে না। কর্মসন্ধ্যাসী মিথ্যা নাম রেখে দেয়। তাই দিনে যদিও ব্যবসা আদি করো কিন্তু রাতে শোয়ার আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করো। যাকে এখন ধারণ করেছে তাঁকে স্মরণ করলে তার সাহায্য অবশ্যই প্রাপ্ত করতে পারবে। আর না করলে পাবে না। ধনী ব্যক্তিদের তো বাবার বাচ্চা হওয়ার জন্য হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় তাই তাদের পদও প্রাপ্ত হয় না। এই স্মরণ করা খুব সহজ। তিনি আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু। আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের রহস্য বুঝিয়েছেন - এই বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে পুনরায় স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক শিববাবা-ই আছেন। এইরকম এইরকম চিন্তনে থাকতে হবে। রাতে শোয়ার সময়ও এই জ্ঞান চিন্তন করতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যেন এই জ্ঞান স্মরণে আসে। আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা আবার ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবো। তারপর বাবা আসবেন, পুনরায় আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবো। বাবা ত্রিমূর্তি, ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রীও আছেন। আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রও প্রাপ্ত হয়। এইরকম বাবা তো আর অন্য কেউ হতে পারেন না। বাবা রচনা করেন তাই তিনি মা-ও হয়ে গেছেন। জগদম্বাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন। বাবা এই শরীরে এসে ব্রহ্মা রূপে দ্বারা খেলা করেন। ঘুরতেও যান। আমরা বাবাকে স্মরণ তো করি, তাই না! তোমরা এখন জেনে গেছো যে এনার রথের মধ্যে বাবা আসেন। তোমরা বলবে যে বাপ-দাদা আমাদের সাথে খেলা করেন। খেলার মধ্যেও বাবা (ব্রহ্মা) স্মরণের পুরুষার্থ করেন। বাবা

(শিব)বলেন যে আমি এনার দ্বারা খেলা করি। আমরা হলাম চৈতন্য, তাই না। তাই এই রকম চিন্তন করতে হবে। এইরকম বাবার উপর সম্পূর্ণ সমর্পন হয়ে যেতে হবে। ভক্তি মার্গেও তোমরা এই গীত গেয়ে এসেছো যে তোমার কাছে সমর্পিত হয়ে যাব.... এখন বাবা বলছেন, এই এক জন্ম তোমরা আমাদের উত্তরাধিকারী বানাও তাহলে আমি ২১ জন্মের জন্য তোমাদের রাজ্য ভাগ্য দেবো। এখন এই নির্দেশ দিয়েছি তাই এই নির্দেশে তোমাদের চলতে হবে। তিনিও যেরকম দেখবেন সেই রকম নির্দেশ দেবেন। নির্দেশ মেনে চললে মমত্ব কেটে যাবে, কিন্তু ভয় পায়। বাবা বলেন তোমরা সমর্পিত হও না তাহলে আমি তোমাদেরকে কিভাবে আশীর্বাদ করব। তোমাদের পয়সা কি কেউ নিয়ে চলে যাবে? বলবে, আচ্ছা তোমাদের পয়সা আছে, ম্যাগাজিন করতে লাগিয়ে দাও। নিমিত্ত আছে তাই না। বাবা রায় দিতেই থাকবেন। বাবার সব কিছু বাচ্চাদের জন্য আছে। বাচ্চাদের থেকে বাবা কিছুই নেন না। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন তাতেই মমত্ব কেটে যায়। এই মোহ হল বড় তেজী। (বাঁদরের মতো) বাবা বলেন যে তোমরা বাঁদরের মতো তাদের পিছনে মায়া কেন রাখো। তাহলে ঘরে-ঘরে মন্দির কিভাবে তৈরি হবে। আমি তোমাদেরকে এই বাঁদরপোনা থেকে ছাড়িয়ে মন্দিরের মূর্তি তৈরি করছি। তোমরা এই নোংরা জায়গায় কেন মমতা রেখেছো। বাবার শুধুই মত দেন - কিভাবে পালন করতে হবে। সেটাও বুদ্ধিতে বসে না। এই সবকিছুই হল বুদ্ধির কাজ।

বাবা রায় দেন অমৃতবেলায় কিভাবে বাবার সঙ্গে কথা বলতে হয়। বাবা, তুমি অসীম জগতের বাবা, আছো আবার শিক্ষকও আছো। তুমিই আমাদের অসীম জগতের ইতিহাস-ভূগোল বলতে পারো। লক্ষ্মী-নারায়ণের চুরাশি জন্মের কাহিনী এই দুনিয়াতে আর কেউ জানেনা। জগদম্বাকে মাতা পিতাও বলে দেয়। তিনি কে আছেন? সত্যযুগে তো হতে পারে না। সেখানকার মহারানী-মহারাজা তো লক্ষ্মী-নারায়ণ আছেন। তাদের নিজের বাচ্চারাই সিংহাসনের অধিকারী হবে। আমরা কিভাবে তাদের বাচ্চা হতে পারব যে সিংহাসনে বসবো। এখন আমরা জেনেছি যে এই জগদম্বা ব্রাহ্মণী আছেন। ব্রহ্মার মেয়ে সরস্বতী। মানুষেরা এই রহস্য জানে না। রাতে শোয়ার আগে বাবার স্মরণে বসার এই নিয়ম রাখো তাহলে খুব ভালো হয়। নিয়ম বানালে তোমাদের খুশির পারদ উর্ধ্ব থাকবে। আর কোন কষ্ট থাকবে না। বলবে এক বাবার বাচ্চা আমরা হলাম ভাই-বোন। এরপরও নোংরা দৃষ্টি রাখা অপরাধমূলক কর্ম হয়ে যাবে। নেশাও সত্য, রজো এবং তমোগুণী হয়। তমোগুণী নেশা চড়ে গেলে মারা পরে যাবে। এই নিয়ম বানিয়ে নাও - অল্প সময়ের জন্য বাবাকে স্মরণ করে তারপর বাবার সেবায় যাও। তাহলে মায়ার তুফান আসবে না। সেই নেশা দিনভর চলবে আর স্থিতিও খুব সুন্দর হয়ে যাবে। যোগের লাইনও ক্রিয়ার হয়ে যাবে। এইরকম এইরকম গীতগুলিও খুব সুন্দর হয়, গীত শুনতে থাকলে তো নাচতে শুরু করে দেবে, রিফ্রেশ হয়ে যাবে, দু-চার-পাঁচটা গীত তো খুব সুন্দর আছে। গরীবও যদি বাবার এই সেবাতে লেগে যায় তো তারও মহল প্রাপ্ত হয়ে যাবে। শিব বাবার ভান্ডার থেকে সবকিছুই প্রাপ্ত হয়। সেবাধারীদেরকে বাবা কেনই বা দেবেন না। শিববাবার ভান্ডার সর্বদা ভরপুর থাকে।

(গীত) এ হলো জ্ঞানের নৃত্য। বাবা এসে জ্ঞানের নৃত্য করান গোপ-গোপীদেরকে। যেখানেই বসে থাকো না কেন বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে স্থিতি খুব ভালো হয়ে যাবে। যেরকম বাবা জ্ঞান আর যোগের নেশায় থাকেন, তোমাদের বাচ্চাদেরও শেখান। তাহলে খুশির নেশা তো থাকবে। নাহলে তো পরচিন্তন পরদর্শনে থাকার জন্য নিজের স্থিতিকে খারাপ করে ফেলবে। সকালে ওঠা তো খুব ভালো। বাবার স্মরণে বসে বাবার সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি কথাবার্তা বলতে হবে। যারা বক্তৃতা দেয় তাদের তো বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। আজ এই পয়েন্টের উপর বোঝাবো, এইভাবে বোঝাবো। বাবাকে অনেক বাচ্চারাই বলে যে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো? কিন্তু বাবা বলেন যে প্রথমে সেবার প্রমাণ দাও। বাবা তো স্মরণের যুক্তি খুব সুন্দর বলে দিয়েছেন। কিন্তু কোটির মধ্যে কয়েকজনই বেরোবে, যাদের এই অভ্যাস থাকবে। কারোর তো আবার খুব অল্পক্ষণের জন্য স্মরণ থাকে। তোমাদের কুমারীদের নাম তো খুব গৌরবান্বিত হয়ে আছে। কুমারীদের সবাই পায়ে ধরে। তোমরা ২১ জন্মের জন্য ভারতকে স্বরাজ্য দান করো। তোমাদের স্মরণাগার হল মন্দির। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের নামও গৌরবান্বিত হয়ে গেছে তাইনা কুমারী সেই যে ২১ কুলের উদ্ধার করতে পারে। সেই অর্থও বুঝতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এটা হল ৫ হাজার বছরের ড্রামা, যা কিছু অতীত হয়ে গেছে সেটাই ড্রামা। ভুল হলেও তা ড্রামা। ভবিষ্যতের জন্য নিজের রেজিস্টারকে সর্বদা ঠিক রাখতে হবে। পুনরায় যেন রেজিস্টার খারাপ না হয়ে যায়। খুব বড় পরিশ্রম আছে তবেই তো এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। বাবার হয়ে গেছো তাহলে বাবা আশীর্বাদও দেবেন। কুপুত্রকে আশীর্বাদ করবেন না। সাহায্য করা তো বাবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যে সহানুভূতিশীল হবে সে প্রত্যেক কথা দিয়ে সাহায্য করবে। বাবা দেখো কত সাহায্য করেন। সাহসী বাচ্চার জন্য সাহায্যকারী স্বয়ং ভগবান। মায়ার উপর বিজয় পাওয়ার জন্য অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। এক আত্মিক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অন্যান্য সঙ্গ ত্যাগ করে একসঙ্গ জুড়তে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি বলেন আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি, কথা বলি। আর তো কেউ এ

সমস্ত কথা বলতে পারবে না যে আমি বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গী আছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের রচয়িতা আছি। এই সমস্ত কথাগুলো এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝতে পারো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।\*

**\*ধারণার জন্যে মূল্য সার:-\***

\*১)\* পুরানো নোংরা আবর্জনাতে মমতা রেখো না, বাবার নির্দেশে চলে নিজের আসক্তিকে মুক্ত করতে হবে। নিমিত্ত হয়ে থাকতে হবে।

\*২)\* এই অন্তিম জন্মে ভগবানকে নিজের উত্তরাধিকারী বানিয়ে তাঁর ওপর সমর্পিত হয়ে যেতে হবে, তবে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করে সেবা করতে হবে। নেশায় থাকতে হবে। রেজিস্টার যাতে কখনো খারাপ না হয় সেই দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

**\*বরদান:-\*** পরমাত্মা ভালোবাসায় থেকে নিজেকে এবং বিশ্বকে নির্বিল্ল করে তপস্বীমূর্তি ভব\*

**\*ব্যখ্যা :-\*** এক পরমাত্মার ভালোবাসায় থাকাই হল তপস্যা। এই তপস্যার শক্তিই নিজেকে আর বিশ্বকে সদাকালের জন্য নির্বিল্ল বানাতে পারে। নির্বিল্ল থাকা আর নির্বিল্ল করাই হলো তোমাদের সত্যিকারের সেবা, যে অনেক প্রকার বিঘ্ন থেকে সকল আত্মাদেরকে মুক্ত করতে পারে। এইরকম সেবাধারী বাচ্চারা তপস্যার আধারে, বাবার থেকে জীবনমুক্তির বরদান নিয়ে, অন্যদেরকেও তা প্রদান করার নিমিত্ত হয়ে যায়।

**\*স্লোগান:-\*** চারিদিকে ছড়ানো তোমার স্নেহকে গুটিয়ে নিয়ে যদি এক বাবার প্রতি স্নেহ রাখো, তাহলে পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - সমস্তকিছুই কর্মের উপর নির্ভর করে, সর্বদা যেন খেয়াল থাকে যে, মায়ার বশীভূত হয়ে কোনো উল্টো কাজ যেন না হয়, যার সাজা ভোগ করতে হয়"\*

\*প্রশ্নঃ - বাবার নজরে সবথেকে অধিক বুদ্ধিমান কে ?\*

\*উত্তরঃ - যার মধ্যে পবিত্রতার ধারণা আছে সে-ই বুদ্ধিমান আর যে পতিত, সে বুদ্ধিহীন। লক্ষ্মী - নারায়ণকে সবথেকে অধিক বুদ্ধিমান বলা হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুদ্ধিমান হচ্ছো। পবিত্রতাই হলো সবথেকে মূল্য, তাই বাবা সাবধান করেন - বাচ্চারা, এই চোখ যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়, একে সামলে চলতে হবে। এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখো না। নতুন দুনিয়া স্বর্গকে স্মরণ করো।

\*ওম্ শান্তি।\* মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এ কথা তো বুঝতেই পারে যে, এই পুরানো দুনিয়াতে আমরা অল্প দিনের অতিথি। দুনিয়ার মানুষ মনে করে এখনো ৪০ হাজার বছর এখানে থাকবো। বাচ্চারা, তোমরা তো নিশ্চিত, তাই না। এই কথা ভুলে যেও না। বাচ্চারা, এখানে বসে থাকলেও তোমাদের অন্তরে গদগদ খুশীর ভাব হওয়া উচিত। তোমরা এই চোখে যা কিছুই দেখো, সবই বিনাশ হয়ে যাবে। আত্মা তো অবিনাশী। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছি। বাবা এখন এসেছেন আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। পুরানো দুনিয়া যখন সম্পূর্ণ হয়, বাবা তখন আসেন নতুন দুনিয়া স্থাপনের জন্য। নতুন থেকে পুরানো আর পুরানো থেকে নতুন দুনিয়া কিভাবে হয়, এ তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। আমরা অনেকবার এই চক্র সম্পূর্ণ করেছি। এখন এই চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। নতুন দুনিয়াতে আমরা দেবতারা খুব অল্প সংখ্যায় থাকি। সেখানে মানুষ থাকে না। বাকি সম্পূর্ণই কর্মের উপর নির্ভর করে। মানুষ উল্টো কর্ম করে, তা অবশ্যই খাতায় জমা হয়, তাই বাবা জিপ্তোস করেন, এই জন্মে এমন কোনো পাপ করোনি তো? এ হলো পতিত ছিঃ ছিঃ রাবণ রাজ্য। এ হলো অন্ধকারের দুনিয়া। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। তোমরা এখন কোনরকম ভক্তি করো না। তোমরা ভক্তির অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে এসেছো। এখন তোমরা বাবার স্পর্শ পেয়েছো। বাবার সাহায্য ছাড়া তোমরা বিষয় বৈতরণী নদীতে গোত্তা খেতে। অর্ধেক কল্প হলো ভক্তি, জ্ঞান পাওয়াতে তোমরা সত্যযুগী নতুন দুনিয়াতে চলে যাও। এখন তো এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যেখানে তোমরা পতিত ছিঃ ছিঃ থেকে ফুল, অথবা কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছো। তোমাদের এমন কে তৈরী করেন? অসীম জগতের পিতা। লৌকিক জগতের পিতাকে অসীম জগতের পিতা বলা হবে না। তোমরা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর কাজকেও জেনে গেছো। তাই তোমাদের কতো শুদ্ধ নেশা থাকার প্রয়োজন। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন -- এ সব সঙ্গম যুগেই হয়। বাচ্চারা, বাবা এখন বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন, পুরানো এবং নতুন দুনিয়ার এ হলো সঙ্গম যুগ। মানুষ ডাকতেও থাকে, আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসো। এই সঙ্গমে বাবারও অভিনয় চলতে থাকে। তিনি তো সৃষ্টিকর্তা এবং নির্দেশক, তাই না। তাই অবশ্যই তাঁরও কিছু ভূমিকা থাকবে। সবাই জানে যে, তাঁকে মানুষ বলা হয় না, তাঁর তো নিজের কোনো শরীরই নেই। বাকি সকলকেই মানুষ বা দেবতা বলা হবে। শিববাবাকে না দেবতা বলা হবে, আর না মানুষ। এই শরীর তো তিনি সাময়িকভাবে ধার হিসাবে নিয়েছেন। তিনি কোনো গর্ভ থেকে জন্ম নেনই নি। বাবা নিজেই বলেন -- বাচ্চারা, শরীর ছাড়া আমি কিভাবে রাজযোগ শেখাবো। যদিও মানুষ আমাদের বলে দেয় যে, পরমাত্মা নুড়ি - পাথরে আছেন কিন্তু বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমি কিভাবে আসি। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো। এই রাজযোগ কোনো মানুষই শেখাতে পারেন না। দেবতারা তো রাজযোগ শিখতে পারে না। এখানে এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে রাজযোগ শিখে মানুষ থেকে দেবতা হয়।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের অগাধ খুশী হওয়া উচিত যে, আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। বাবা কল্পে - কল্পে আসেন, তিনি নিজেই বলেন, এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন, তিনি এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেন। শিববাবা তো এই ৮৪ জন্মের চক্রে আসবেন না। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই সুন্দর থেকে শ্যাম হয়, এ কথা কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যেও নব্বয়ের ক্রমানুসারেই তা জানতে পারে। মায়া অনেক কড়া। মায়া কাউকেই ছাড়ে না। বাবা সবই জানতে পারেন। মায়া একদম গিলে ফেলে। এ কথা বাবা খুব ভালোভাবে জানেন। এমন ভেবো না যে, বাবা অন্তর্যামী। তা নয়, বাবা সকলের গতিবিধি জানেন। খবর তো আসে, তাই না। মায়া একদম কাঁচা গিলে ফেলে। বাচ্চারা, এমন অনেক কথা তোমরা জানো না। বাবা তো সবই জানতে পারেন। মানুষ মনে করে নেয় যে, পরমাত্মা

অন্তর্যামী । বাবা বলেন, আমি অন্তর্যামী নই । প্রত্যেকেরই চলন দেখে বোঝা যায়, তাই না । অনেকের খুবই ছিঃ ছিঃ আচার-আচরণ, তাই বাবা প্রতি মুহূর্তে বাচ্চাদের সাবধান করেন । মায়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে । যদিও বাবা বুঝিয়ে বলেন, তবুও বুদ্ধিতে থাকে না যে, কাম মহাশত্রু, বুঝতেই পারে না যে, আমরা বিকারে চলে গেছি, এমনও হয় তাই বাবা বলেন, যদি কোনো ভুলও হয়ে যায় তাহলে পরিস্কার বলে দাও, কোনো কিছু লুকিও না । না হলে শতগুণ পাপ হয়ে যাবে । অন্তরে অনুশোচনা হতে থাকবে । এই পাপও বৃদ্ধি হতে থাকবে আর একদম নীচে নেমে যাবে । বাবার সাথে বাচ্চাদের সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকতে হবে না হলে তোমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে । এ তো রাবণের দুনিয়া । এই রাবণের দুনিয়াকে আমরা কেন স্মরণ করবো । আমাদের তো নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে । বাবা যখন নতুন বাড়ি ইত্যাদি তৈরী করেন তখন বাচ্চারা মনে করে, আমাদের জন্য নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে । তখন তারা খুশী হয় । এ হলো অসীম জগতের কথা । তিনি আমাদের জন্য নতুন দুনিয়া, স্বর্গ তৈরী করছেন । এখন আমরা নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি, এরপর যতো যতো বাবাকে স্মরণ করবে, ততই ফুলে পরিণত হতে থাকবে । আমরা বিকারের বশে এসে কাঁটায় পরিণত হয়েছি । বাচ্চারা, তোমরা জানো - যারা আসে না, তারা তো মায়ার বশীভূত হয়ে গেছে । তারা তো বাবার কাছেই নেই । তারা বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে । তারা পুরানো শত্রুর কাছে চলে গেছে । এমন - এমন অনেককেই মায়া গিলে ফেলে । কতো মানুষই শেষ হয়ে যায় । অনেক ভালো - ভালো বাচ্চা ছিলো যারা বলেছিলো - আমরা এই করবো , এই করবো । আমরা তো যজ্ঞের জন্য প্রাণদান করতেও প্রস্তুত । আজ আর তারা নেই । \*তোমাদের লড়াই হলো মায়ার সঙ্গে । দুনিয়াতে এ কেউই জানে না যে, মায়ার সঙ্গে কিভাবে লড়াই হয় । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে, দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই হয় । তারপর কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে লড়াই হয়েছিলো । কাউকে জিজ্ঞেস করো, এই দুটি বিষয় শাস্ত্রের কেমন কথা ? দেবতারা তো অহিংসক হয় । তাঁরা সত্যযুগে থাকে । তাঁরা কি কলিযুগে লড়াই করতে আসবে ? কৌরব আর পাণ্ডবদের অর্থও বোঝে না\* । শাস্ত্রে যা লেখা আছে তাই পড়ে শোনাতে থাকে । বাবা তো সম্পূর্ণ গীতা পড়েছিলেন । যখন তিনি জ্ঞান পেয়েছিলেন, তখন চিন্তা করেছিলেন, গীতাতে এই লড়াই ইত্যাদির কথা কি লেখা হয়েছে ? কৃষ্ণ তো গীতার ভগবান নন । এনার ভিতরে বাবা বসে ছিলেন, তো এনাকেও ওই গীতা ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন । এখন আমরা বাবার কাছ থেকে কতো জ্ঞানের আলো পেয়েছি । আস্বাই আলোকিত হয় তাই বাবা বলেন, নিজেকে আস্বা মনে করো আর অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো । ভক্তিতে তোমরা স্মরণ করতে, তোমরা বলতে --আপনি এলে আমরা বলিহারি যাবো, কিন্তু তিনি কিভাবে আসবেন আর তোমরা কিভাবে বলিহারি যাবে, তা বুঝতেই না ।

বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, বাবা যেমন, আমরা আস্বারাও তেমন । বাবার হলো অলৌকিক জন্ম, বাচ্চারা, তিনি তোমাদের কি ভালোভাবে পড়ান । তোমরা নিজেরাই বলো, এ তো আমাদের সেই বাবা, যিনি কল্পে - কল্পে আমাদের বাবা হন । আমরা সবাই তাঁকে বাবা - বাবা বলেই ডাকি । বাবাও বাচ্চা - বাচ্চা বলে ডাকেন, তিনিই শিক্ষক রূপে আমাদের রাজযোগ শেখান । তিনি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । তাই এমন বাবার হয়ে সেই শিক্ষক বাবার থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন । এইসব কথা শুনে গদগদ হওয়া উচিত । যদি তোমরা ছিঃ ছিঃ হও, তাহলে সেই খুশী আসবেই না । যতই মাথা ঠোকো না কেন, তারা আমাদের জাতি ভাই নয় । এখানে মানুষের কতো পদবী হয় । এ সব হলো জাগতিক কথা । তোমাদের পদবী দেখে কতো বড় । বড়র থেকেও বড় গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ব্রহ্মা । তাঁকে কেউ জানেই না । শিববাবাকে তো সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে । ব্রহ্মার কথাও কেউ জানে না । চিত্রও আছে -- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর । ব্রহ্মাকে আবার সূক্ষ্মবতনে নিয়ে গেছে । তাদের বায়োগ্রাফি কিছুই জানে না । সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো ? সেখানে কিভাবে দণ্ডক নেবে ? বাবা বুঝিয়েছেন যে, এ হলো আমার রথ । এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো গীতার এপিসোড যাতে পবিত্রতাই মূখ্য । কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে, একথা কেউই জানে না । সাধু - সন্তরা কখনোই বলবেন না যে, দেহ সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ভুলে আমি এক বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে মায়ার পাপ কর্ম ভস্ম হয়ে যাবে । তাঁরা তো বাবাকেই জানেন না । গীতাতেও বাবা বলেছেন - আমিই এই সাধু আদিদের উদ্ধার করি ।

বাবা বোঝান - শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে সকল আস্বারা অভিনয় করেছে, সকলেরই এ হলো অন্তিম জন্ম । এনারও এ হলো অন্তিম জন্ম । এই আবার ব্রহ্মা হবেন । ছোটবেলায় গ্রামের ছেলে ছিল । ৮৪ জন্ম এই সম্পূর্ণ করেছে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত । বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে । এখন তোমরা বুদ্ধিমান তৈরী হচ্ছে । পূর্বে তোমরা বুদ্ধিহীন ছিলে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো বুদ্ধিমান । পতিতকে বুদ্ধিহীন বলা হয় । মূখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা । এমন লিখেও থাকে যে, মায়া আমাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে । আমাদের অপরাধীর দৃষ্টি হয়ে গেছে । বাবা তো প্রতি মুহূর্তে সাবধান করেন - বাচ্চারা, মায়ার কাছে কখনোই হেরে যেও না । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমরা নিজেকে আস্বা মনে করে

বাবাকে স্মরণ করো। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হলো বলে। আমরা তো পবিত্র তৈরী হই তাই আমাদের তো পবিত্র দুনিয়াই চাই, তাই না। বাচ্চারা, তোমাদেরও পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। বাবা তো আর যোগ করবেন না। বাবা তো পতিত হনই না যে যোগ করবেন। বাবা তো বলেন, আমি তোমাদের সেবার জন্য উপস্থিত। তোমরাই চেয়েছিলে যে, তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদের পবিত্র করো। তোমাদের চাওয়াতেই আমি এসেছি। আমি তোমাদের খুব সহজ রাস্তা বলে দিই, কেবল "মন্বনাভব" (মন আমাতে নিযুক্ত করো)। শাস্ত্রে কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে বাবাকে সবাই ভুলে গেছে। বাবা হলেন প্রথম আর কৃষ্ণ হলেন দ্বিতীয়। বাবা হলেন পরমধামের মালিক আর কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের মালিক। সূক্ষ্ম লোকে তো কিছুই হয় না। সকলের মধ্যে এক নম্বর হলেন শ্রীকৃষ্ণ, যাকে সবাই ভালোবাসে। বাকি সকলেই তো পিছনে - পিছনে আসে। স্বর্গে তো সকলে যেতেও পারবে না।

তাই মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের রক্তে - রক্তে খুশী হওয়া উচিত। কোনো কোনো বাচ্চা বাবার কাছে আসেন, যারা কখনোই পবিত্র থাকে না। বাবা বোঝান, বিকারে যাও তাহলে বাবার কাছে কেন আসো? তারা বলে - কি করবো, থাকতে পারি না, কিন্তু এখানে আসি, যদি কখনো তীর লেগে যায়। আপনি ছাড়া আমাদের কে সন্নতি করাবে, তাই এখানে এসে বসে যাই। মায়া কতো প্রবল। আবার এমন দুটো বিশ্বাসও আছে যে, বাবা আমাদের পতিত থেকে পবিত্র ফুলের মতো বানান, কিন্তু কি করবো, তবুও সত্যি কথা বললে কখনো তো শুধরে যেতেও পারবো। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আপনার কাছেই আমাদের শুধরাতে হবে। বাবা এইসব বাচ্চাদের জন্য দুঃখ পান, তাও এমন হবে। কিছুই নতুন নয়। বাবা তো রোজ রোজই প্রীমত দেন কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই তা অভ্যাসে আনতে পারে, এতে বাবা কি করতে পারেন। বাবা বলেন, সম্ভবতঃ এদের এমনই পার্ট। সবাই তো আর রাজা - রানী হয় না। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। রাজধানীতে তো সকলেরই প্রয়োজন। বাবা তবুও বলেন - বাচ্চারা, হিন্মত ত্যাগ করো না। তোমরাও এগিয়ে যেতে পারো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\***

\*১)\* বাবার সাথে সর্বদা স্বচ্ছ থাকতে হবে। এখনো কোনো ভুল যদি হয়ে যায়, লুকিও না। অপরাধীর দৃষ্টি যেন না থাকে - এরজন্য সাবধান থাকতে হবে।

\*২)\* সদা এই শুদ্ধ নেশা যেন থাকে যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের পতিত ছিঃ ছিঃ থেকে ফুল বা কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করছেন। এখন আমরা বাবার সাহায্য পেয়েছি, যার সাহায্যে আমরা বিষয় বৈতরনী নদী পার হয়ে যাবো।

**\*বরদানঃ:-\*** ব্রাহ্মণ জীবনে বাবার দ্বারা আলোর মুকুট প্রাপ্তকারী মহান - ভাগ্যবান আত্মা ভব\*  
সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো "পবিত্রতা"। পবিত্রতার নিদর্শন হলো আলোর মুকুট, যা প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মা বাবার কাছে প্রাপ্ত করে। পবিত্রতার আলোর এই মুকুট রতনজড়িত মুকুটের থেকে অতি শ্রেষ্ঠ। মহান আত্মা, পরমাত্ম ভাগ্যবান আত্মা, উঁচুর থেকে উঁচু আত্মার এই মুকুট হলো নিদর্শন। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে জন্ম থেকেই "পবিত্র ভব" এই বরদান দেন, যার সূচক হলো লাইটের মুকুট।

**\*স্লোগানঃ:-\*** অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা, ইচ্ছার বশ অশান্ত আত্মাদের অশান্তি দূর করো\*।

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের লক্ষ্য আর লক্ষ্যদাতা বাবাকে যদি স্মরণ করে তবে দৈবী গুণ এসে যাবে, কাউকে দুঃখ দেওয়া, গ্লানি করা, এই সব হলো আসুরী লক্ষণ"\*

\*প্রশ্নঃ - বাবার তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে সর্বাধিক ভালোবাসা আছে, এর চিহ্ন কি ?\*

\*উত্তরঃ - বাবার থেকে যে মিষ্টি-মিষ্টি শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই শিক্ষা প্রদান করাই তাঁর সর্বোচ্চ ভালোবাসার লক্ষণ। বাবার প্রথম শিক্ষা হলো- মিষ্টি বাচ্চারা, শ্রীমৎ ব্যতীত কোনো উল্টো-পাল্টা কাজ করো না। দ্বিতীয়তঃ তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তোমাদের নিজের হাতে কখনো ল' বা আইন তুলে নিতে নেই। সর্বদা তোমাদের মুখ থেকে যেন রক্তই নির্গত হয়, পাথর নয়।\*

\*ওম্ শান্তি।\* বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন এদের অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণকে তো বেশ ভালোই দেখতে পাচ্ছে। এটা হলো এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য বস্তু) অর্থাৎ তোমরা এই কুলের (ঘরানার) ছিলে। কতো রাত-দিনের পার্থক্য, সেইজন্য বারংবার এদের দেখতে হবে। আমাকে এরকম হতে হবে। এদের মহিমা তো ভালো করেই জানো। এটা পকেটে রাখলেই তোমরা খুশী হবে। তোমাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আসে সেটা ঠিক না, একে দেহ-অভিমান বলা হয়। দেহী-অভিমानी হয়ে এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখলে তবে বুঝবে আমরা এরকম হতে চলেছি, তাই অবশ্যই এদের দেখতে হবে। বাবা মনে করেন তোমাদের এরকম হতে হবে। "মধ্যাজী ভব", এনাদের দেখা, স্মরণ করে। দৃষ্টান্তও দেওয়া হয় না- নিজেকে মনে করলো আমি মোষ, তো সে নিজেকে মোষ মনে করতে লাগল। তোমরা জানো যে, এটা আমাদের এইম অবজেক্ট। এরকম হতে হবে। কীভাবে হবে ? বাবাকে স্মরণ করে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে- প্রথম থেকেই কি আমরা এদের দেখে বাবাকে স্মরণ করছি ? এটা তো তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা আমাদের দেবতা করে তুলছেন। তাই তাঁকে যতটা সম্ভব স্মরণ করা উচিত। বাবা এটাও বলেন যে নিরন্তর স্মরণ হয় না। কিন্তু পুরুষার্থ (চেষ্টা করে যেতে হবে) করতে হবে। \*যদিও ঘর গৃহস্থালির কর্ম করার সময় এদের অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্মরণ করলে তবে অবশ্যই বাবা স্মরণে আসবে। বাবাকে স্মরণ করলে তো অবশ্যই এদের স্মরণে আসবে। আমাদের এরকম হতে হবে। সারাদিন এই সুরই বাজবে\*। আবার একে অপরের গ্লানি কখনো করো না। এ এইরকম, অমুকের এরকম...যারা এই ব্যাপারে লিপ্ত হয় তারা কখনো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। এরকমই থেকে যায়। কতো সহজ করে বোঝানো হয়। এদের স্মরণ করে, বাবাকে স্মরণ করে, তবে তোমরা এরকম হবেই। এখানে তো তোমরা সামনে বসে আছো, সকলের ঘরেই এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অবশ্যই থাকা চাই। কতো অ্যাকুউরেট চিত্র। এদের স্মরণ করলে বাবাও স্মরণে আসবে। সারাদিন অন্য কথার পরিবর্তে এটাই শুনতে থাকো। অমুকে এরকম, এটা এরকম...কারোর নিন্দা করা- একে দ্বন্দ্ব বলা হয়। তোমাদের নিজেদের দৈবী বুদ্ধি তৈরী করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেওয়া, গ্লানি করা বিরক্ত করা, এমন স্বভাব থাকা উচিত নয়। অর্ধ-কল্প তো এসবের মধ্যেই ছিলে। এখন তোমাদের কতো মিষ্টি শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে, এর থেকে উচ্চ কোনো ভালোবাসা হতে পারে না। শ্রীমত ব্যতীত কোনো উল্টো-পাল্টা কাজ করতে নেই। বাবা ধ্যানের ব্যাপারেও বলেন যে, শুধুমাত্র ভোগ নিবেদন করে এসো। বাবা তো এটা বলেন না যে, বৈকুণ্ঠে যাও, রাস-বিলাস ইত্যাদি করো। দ্বিতীয় কোথাও গেলে তো বুঝবে সেখানে মায়ার প্রবেশ ঘটেছে। মায়ার এক নম্বর কর্তব্য হলো পতিত করা। ব্যতিক্রমী চললে অনেক লোকসান হয়। আবার এও হতে পারে যে কড়া সাজা পেতে হলো, যদি নিজেকে সামলাতে পারো তবে। বাবার সাথে ধর্মরাজও আছেন। ওনার কাছে অসীম জগতের হিসাব-কিতাব থাকে। রাবণের জেলে কতো বছর শাস্তি পেয়েছে। এই দুনিয়ায় অপার দুঃখ আছে। বাবা এখন বলেন আর সব কথা ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো আর সমস্ত দ্বন্দ্ব ভিতর থেকে ঝেড়ে ফেলো। বিকারে কে নিয়ে যায়? মায়ার ভূত। তোমাদের এম অবজেক্ট হলই এটা। রাজযোগ যে। বাবাকে স্মরণ করলে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। তাই এই ধাক্কায়ে নেমে পড়তে হবে। সমস্ত আবর্জনা ভিতর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। মায়ার ছায়াও খুব কড়া। কিন্তু সেটাকে ওড়াতে থাকো। যতটা সম্ভব স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। এখন তো নিরন্তর স্মরণ হবে না। সব শেষে নিরন্তর (স্মরণ) পর্যন্ত পৌঁছালে, তবেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। যদি ভিতরে দ্বন্দ্ব বা মন্দ ভাবনা থাকে, তবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হতে পারে না। মায়ার বশীভূত হয়েই পরাজিত হয়।

বাবা বোঝান- বাচ্চারা, নোংরা কাজ করে পরাজিত হয়ো না। নিন্দা ইত্যাদি করলে তো তোমাদের খুবই খারাপ গতি হয়। এখন সন্নতি হচ্ছে, তাই খারাপ কর্ম করো না। বাবা দেখেন যে মায়া গলা পর্যন্ত গ্রাস করে নিয়েছে। জানতেও পারা যায়নি।

নিজেরা মনে করে যে আমরা খুব ভালো আচার-আচরণ করি, কিন্তু না। বাবা বোঝান- মনসা, বাচা, কর্মে মুখ থেকে রক্তই নির্গত হওয়া উচিত। নোংরা কথা বলা হলো পাথর ছোড়ার সমান। তোমরা এখন পাথর থেকে দিব্য গুণ সম্পন্ন হচ্ছে, তাই মুখ থেকে কখনো পাথর নির্গত হওয়া উচিত নয়। বাবাকে তো বোঝাতে হয়। বাচ্চাদের বোঝানোর অধিকার বাবার আছে। এমন নয় যে, ভাই-ভাই-কে সাবধান করবে। টিচারের কাজ হলো শিক্ষা দেওয়া। তারা সবকিছুই বলতে পারে। স্টুডেন্টদের নিজের হাতে আইন নিতে নেই। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তাই না। বাবা বোঝাতে পারেন, যাই হোক, বাচ্চাদের কাছে তো বাবার ডায়রেকশন আছে এক বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের সৌভাগ্য এখন বিস্মৃত। শ্রীমতে না চললে তোমাদের ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে, তখন খুব অনুতাপ হবে। বাবার শ্রীমতে না চলার ফলে এক তো শাস্তি পেতে হবে, দ্বিতীয় হলো পদ ভ্রষ্ট হতে হবে। জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তরের বাজী। বাবা এসে পড়ান, সেটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে- বাবা আমাদের টিচার, যার থেকে এই নলেজ প্রাপ্ত হয় যে নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা আর পরমাত্মার মেলা বলা হয়, তাই না! ৫ হাজার বছর পরে মিলিত হবে, এর মধ্যে যত উত্তরাধিকার নিতে চাও নিতে পারো। নইলে পরে খুব-খুব অনুশোচনা করবে, কাঁদবে। সব সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। স্কুলে বাচ্চারা অন্য শ্রেণীতে ট্রান্সফার হলে পিছন দিকে বসে যারা তাদের তো সবাই দেখে। এখানেও ট্রান্সফার হয়। তোমরা জানো এখানে শরীর ত্যাগ করে এরপর সত্যযুগে যাবো- প্রিন্সের কলেজে ভাষা শিখবো। ওখানের ভাষা তো সকলকে পড়তে পারতে হবে, মাদার ল্যাংগুয়েজ। অনেকের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই, তবু রেগুলার পড়েও না। এক-দুই বার মিস করলে অভ্যাস হয়ে যায় মিস করার। মায়ার বশীভূত যারা তাদের সাথী করে। শিববাবার সাথী অল্প, বাকি সব মায়ার সাথী। তোমরা শিববাবার সাথী হলে পরে মায়া সহ্য করতে পারে না, সেইজন্য খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ছিঃ ছিঃ নোংরা মানুষদের থেকে খুবই সাবধানে থাকতে হয়। হংস আর সারস যে না। বাবা আগের দিন রাতেও শিক্ষা দিয়েছেন, সারাদিন কারোর না কারোর নিন্দা করা, পরচিন্তন করা একে দৈবীগুণ বলা যায় না। দেবতারা এমন কাজ করে না। বাবা বলেন বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, তবুও নিন্দা করতে থাকে। জন্ম-জন্মান্তর তো নিন্দা করে এসেছে। ভিতরে দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। এটাও হলো আভ্যন্তরীণ মারামারি। অকারণে নিজেকে হত্যা করে। অনেকের ক্ষতি করে। অমুকে এরকম, এতে তোমাদের কি আসে-যায়। সকলের সহায়ক হলেন এক বাবা। এখন তো শ্রীমতে চলতে হবে। মানুষের মত তো নোংরা করে দেয়। একে অপরের নিন্দা করতে থাকে। গ্লানি করা এটা হলো মায়ার ভূত। এটা হলো পতিত দুনিয়া। তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছি। এটা তো খুবই খারাপ ব্যাপার। বোঝানো হয় আজ থেকে নিজের কান ধরা চাই- কখনো এমন কর্ম করবো না। যদি কিছু দেখো তো বাবাকে রিপোর্ট করা উচিত। তোমাদের কি আসে-যায় ! তোমরা কেন একে অপরের নিন্দা করো ! বাবা তো সব কিছুই শোনেন, তাই না ! বাবা কান আর চোখের লোন নিয়েছেন যে। বাবাও দেখেন তো এই দাদাও দেখেন। কারোর-কারোর আচার-আচরণ, পরিমণ্ডল তো একদমই বৈঠক। যাদের বাবা থাকে না তাদের পিতৃ পরিচয়হীন(ছোরা) বলা হয়। তারা নিজেদের বাবাকে চেনেও না, স্মরণও করে না। সংশোধন হওয়ার পরিবর্তে আরো খারাপ হয়ে যায়, ফলে নিজেরই পদ হারিয়ে ফেলে। শ্রীমতে না চললে তো অনাথ বলা হয়। মা-বাবার শ্রীমতে চলে না। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা...বন্ধু ইত্যাদিও হয়।

কিন্তু গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারই নেই তো মাদার কোথা থেকে হবে, এতটুকুও বুদ্ধি নেই। মায়া একদম বুদ্ধি ঘুরিয়ে দেয়। অসীম জগতের পিতার আঙা না মানলে শাস্তি পেতে হয়। সামান্যতমও সঙ্গতি হয় না। বাবা দেখলে তো বলবেন যে না-এর কি খারাপ গতি হবে। এ তো টগর, আকন্দ ফুল। যে সব কেউই পছন্দ করে না। তাই শোধরাতে হবে, তাই না। নইলে তো পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু দেহ-অভিমানীদের বুদ্ধিতে বসবেই না। আত্ম-অভিমানীই বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখতে পারে। নিজেকে সমর্পণ করা মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয়। বড়-বড় মানুষ তো নিজেকে সমর্পণ করতে পারে না। তারা আত্ম-সমর্পণের অর্থও বোঝে না। হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আবার অনেক বন্ধনমুক্তও আছে। সন্তানাদি নেই। বলে - বাবা আপনিই আমার সবকিছু। মুখে এরকম বলে, কিন্তু সত্যি না। বাবাকেও মিথ্যা বলে দেয়। আত্মোৎসর্গ করলে নিজের সব মোহ সরিয়ে ফেলতে হয়। এখন তো হলো শেষ সময়, তাই শ্রীমতে চলতে হবে। বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদির প্রতিও মোহ শেষ হবে। অনেকে আছে এরকম বন্ধনমুক্ত। শিববাবাকে আপন করেছে, অ্যাডপ্ট করেন যে ! ইনি হলেন আমাদের বাবা, টিচার, সঙ্গুরু। আমরা ওঁনাকে নিজের করি, ওঁনার সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাওয়ার জন্য। যারা বাচ্চা হয়ে গেছে অবশ্যই তারা দৈবী কূলে আসবে। কিন্তু সেটাতে আবার পদ কতো আছে। কতো দাস-দাসীরা আছে। একে অপরের উপর আদেশ জারি করে। দাস-দাসীও নম্বর অনুযায়ী হয়। রয়্যাল পরিবারে তো বাইরের দাস-দাসীরা আসবে না। যারা বাবার হয়েছে, তারা অবশ্যই দৈবী পরিবারের হবে। এরকমও বাচ্চারা আছে যাদের সামান্যতমও বুদ্ধি নেই। বাবা এমন তো বলেন না যে মাম্মাকে স্মরণ করো বা আমার রথকে স্মরণ করো। বাবা বলেন একমাত্র আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো। দেহের সব বন্ধনকে ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবা বোঝান,

ভালোবাসা রাখতে চাও তো একের সাথেই রাখো, তবে খেয়া পার হবে। বাবার ডায়রেকশনে চলো। মোহজীত রাজার কথাও তো আছে। প্রথম নম্বরে বাচ্চারা, বাচ্চারা তো বিষয়-সম্পত্তির মালিক হবে। স্ত্রী তো হলো হাফ-পার্টনার, বাচ্চা তো ফুল (সম্পূর্ণ) মালিক হয়ে যায়। তাই বুদ্ধি সেই দিকেই যায়, বাবাকে ফুল মালিক করলে তো এই সব কিছু তোমাদের দিয়ে দেবেন। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারই নেই। এটা তো বোঝার ব্যাপার। যদিও তোমরা শোনো তো দ্বিতীয় দিন সব ভুলে যাও। বুদ্ধিতে থাকলে তবে তো অপরকেও বোঝাতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করার ফলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। এ তো খুব সহজ, মুখ চালাতে থাকো। এইম অবজেক্ট তৈরী করতে থাকো। বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন যারা, তারা তো খুব তাড়াতাড়ি বুঝে যাবে। শেষে এই চিত্র ইত্যাদি কাজে আসবে। এতে সমগ্র জ্ঞান সমাহিত। লক্ষ্মী-নারায়ণ আর রাধা-কৃষ্ণর নিজেদের মধ্যে কি সম্বন্ধ? এটা কেউ জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো প্রথমে অবশ্যই প্রিন্স হবে। বেগর টু প্রিন্স, তাই না! বেগর টু কিং বলা হয় না। প্রিন্সের পরেই কিং হয়। এটা তো খুবই সহজ, কিন্তু মায়া কাউকে ধরে ফেলে, কারোর নিন্দা করা, গ্লানি করা- এসব তো অনেকের অভ্যাস। আর তো কোনো কাজই নেই। বাবাকেও স্মরণ করে না। একে অপরের গ্লানি করার কাজই করে। এ হলো মায়ার পাঠ। বাবার পাঠ তো একদমই সহজ। শেষে এই সল্যাসী ইত্যাদি যাবে, বলবে যে জ্ঞান আছে তো এই বি. কে দেব মধ্যে আছে। কুমার-কুমারী তো পবিত্র হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। আমাদের মধ্যে কোনো খারাপ ভাবনাও আসতে নেই। অনেকের এখনো খারাপ ভাবনা আসে, তবে এর শাস্তিও অনেক কড়া। বাবা তো অনেক বোঝান। যদি তোমাদের কোনো আচরণ খারাপ দেখা যায় তো এখানে থাকতে পারবে না। অল্প শাস্তিও দিতে হয়, তোমরা যোগ্য নও। বাবাকে ঠকাচ্ছে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। সমস্ত অবস্থা নীচে নেমে যায়। অবস্থা নেমে যাওয়াই হলো শাস্তি। শ্রীমতে না চলার জন্য নিজের পদ ব্রষ্ট হয়। বাবার ডায়রেকশনে না চলার জন্য আরোই ভূতের প্রবেশ ঘটে। বাবার তো কখনো কখনো মনে হয়, কোথাও অনেক বড় কড়া শাস্তি না শুরু হয়ে যায় এখনই। শাস্তিও অনেক গুপ্ত হয় যে। কখনো খুব বেশী রকম অসুখ না হয়। অনেকে নীচে নামে, শাস্তি পায়। বাবা তো সব ইশারায় বোঝান। নিজের ভাগ্যের সীমা অনেক টানে, সেইজন্য বাবা সাবধান করতে থাকেন, এখন গাফিলতি করার সময় নয়, নিজেকে সংশোধন করো। শেষ মুহূর্ত আসতে কোনো বিলম্ব নেই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ\***

\*১)\* কোনো ব্যতিক্রমী, শ্রীমতের বিরুদ্ধ আচরণ করতে নেই। নিজেকে নিজেই সংশোধন করতে হবে। ছিঃ ছিঃ নোংরা মানুষদের থেকে নিজেকে সাবধানে থাকতে হবে।

\*২)\* বন্ধনমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-নিবেদন করতে হবে। নিজের মোহ ত্যাগ করতে হবে। কখনোই কারোর নিন্দা বা পরিচিন্তন করতে নেই। নোংরা খারাপ ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

**\*বরদানঃ\*** স্বরাজ্য অধিকারের নেশা আর দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা সদা শক্তিশালী হতে সক্ষম সহজযোগী, নিরন্তর যোগী ভব\* স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মেন্দ্রীয়ের উপর নিজের রাজত্ব। কখনো সংকল্পেও কর্মেন্দ্রীয় যেন ধোঁকা না দেয়। কখনো সামান্যতমও দেহ-অভিমান এলে তেজ বা ক্রোধ সহজে এসে যায়, কিন্তু যে স্বরাজ্য অধিকারী, সে সর্বদা নিরহঙ্কারী। সর্বদাই নির্মাণ হয়ে সেবা করে, সেইজন্য আমি হলাম স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা- এই নেশা আর সুদৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা শক্তিশালী হয়ে মায়াজীত অর্থাৎ জগৎজিৎ হলে পরে সহজযোগী, নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে।

**\*স্লোগানঃ\*** লাইট হাউস হয়ে মন বুদ্ধি দ্বারা লাইট বিস্তার করতে বিজি(ব্যস্ত) থাকো তো কোনো ব্যাপারে ভয় করবে না।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের কাছে মন্মানাভব আর মধ্যাজীভব-র তীক্ষ্ণ বাণ আছে, এই বাণ দ্বারাই তোমরা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পার"\*

\*প্রশ্ন:- কিসের ভিত্তিতে বাচ্চারা বাবার সাহায্য পেয়ে থাকে ? কীভাবে বাচ্চারা তোমাদের বাবাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত ?\*

\*উত্তর:- -- যে বাচ্চা বাবাকে যত ভালোবাসে ততটাই বাবার সাহায্য পেয়ে থাকে । তাঁর সাথে ভালোভাবে কথা বলা । যোগযুক্ত হয়ে থাকো, শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকলে বাবাও সাহায্য করে যাবেন । বাচ্চারা বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, বাবা তুমি পরমধাম থেকে এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে তুলছো, তোমার কাছ থেকে কত সুখ প্রাপ্ত করে চলেছি । বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখ থেকে জলও বেড়িয়ে আসবে।\*

\*ওম্ শান্তি ।\* বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো মা, বাবা । মা, বাবার কাছেও বাচ্চারা ভীষণ প্রিয় । বাবা যাঁকে তুমিই মাতা, তুমিই পিতা বলা হয়ে থাকে । লৌকিক মা-বাবাকে এমনটা বলা যাবে না । এটা অবশ্যই মহিমা, কিন্তু কার মহিমা কেউ-ই জানেনা। যদি কেউ জানে তবে সেখানে চলে যাক আর অনেককে সঙ্গে করে নিয়ে যাক । এভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে । যখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয় তখনই বাবা আসেন । \*পূর্বে লাইভ নাটক ছিল, যখন নাটক শেষ হতো সমস্ত কলাকুশলীরা স্টেজে এসে জড়ো হতো । এটাও অসীম জগতের বড় নাটক\* । এই নাটক সম্পূর্ণরূপে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্র । এমন নয় যে মূলবতন, সূক্ষ্মবতনে চক্র ঘোরে, সৃষ্টি চক্র এখানেই ঘোরে ।

গাওয়াও হয়ে থাকে এক ওঙ্কার সন্ধ্যাম .....এই মহিমা কার উদ্দেশ্যে ? গ্রন্থ সাহেবে শিখ ধর্মাবলম্বীরাই মহিমা করেছে । গুরুনানক উবাচ..... এক ওঙ্কার সে তো নিরাকার পরমাত্মারই মহিমা । কিন্তু ওরা পরমাত্মার মহিমাকে ভুলে গিয়ে গুরু নানকের মহিমা করতে শুরু করেছে । সদ্ধুরু নানককেই মনে করেছে । বাস্তবে সৃষ্টির যা কিছু মহিমা ঐ একজনের অন্য কারও নয় । ব্রহ্মার মধ্যে যদি বাবার প্রবেশ না ঘটত তবে তো এর কানাকড়িও মূল্য ছিল না । এখন তোমরা কড়িহীন থেকে পরমাত্মা দ্বারা হীরেতুল্য হয়ে উঠছো । এখন পতিত দুনিয়া, ব্রহ্মার রাত । পতিত দুনিয়াতে যখন বাবা আসেন আর যারা তাঁকে চিনতে পারে তারাই সমর্পিত হয়ে যায় । এখন দুনিয়াতে বাচ্চারাও কত ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে । দেবতারা কত স্বচ্ছ, নির্মল ছিল, এখন ওরাই পুনর্জন্ম নিতে-নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সন্ন্যাসীরাও প্রথমে কত পবিত্র ছিল । ভারতকে সাহায্য করত । ভারতে যদি পবিত্রতা না আসে, তবে কামবাসনার চিতায় জ্বলবে । সত্যযুগে কামবাসনা নেই । কলিযুগে সবাই কামবাসনার

কাঁটাময় চিতার উপর বসে আছে। সত্যযুগের জন্য এ'কথা বলা হয় না । ওখানে কোনও বিষ নেই । বলাও হয়ে থাকে, অমৃত ছেড়ে কেন বিষ খাব । বিকারীকেই পতিত বলা হয় । এখন মানুষ দেখ ১০-১২ টা সন্তানের জন্ম দেয় । এতে কোনো লাভ নেই । সত্যযুগে যখন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, তার পূর্বেই সাক্ষাত্কার হয় । শরীর ত্যাগ করার পূর্বেও সাক্ষাত্কার হয় যে আমি এই শরীর ত্যাগ করে আবার ছোট বাচ্চা হব । ওখানে একটাই সন্তান হয়, একাধিক নয় । সবকিছুই নিয়মানুযায়ী চলে । বুদ্ধি অবশ্যই থাকে কিন্তু কোনো বিকার থাকে না । \*অনেকেই জিজ্ঞাসা করে ওখানে স্বর্গ কিভাবে হয় ? তাদের বলা উচিত যোগবল দ্বারাই ওখানে সবকিছু হয় । যোগবল দ্বারাই আমরা সৃষ্টির রাজস্ব প্রাপ্ত করে থাকি । বাহুবল দ্বারা সৃষ্টির রাজস্ব প্রাপ্ত করা যায় না\* ।

বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যদি ক্রিস্চানরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে তবে সম্পূর্ণ সৃষ্টির রাজস্ব অধিগ্রহণ করে নিতে পারে, কিন্তু ওরা সেটা পারবে না, নিয়মানুসারে তা সম্ভব হবে না, সেইজন্যই দুইটি বিডাল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর মাখন তোমরা বাচ্চারা খেয়ে থাক । কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়েছে । এটা সৃষ্টির পী মাখন ।

অসীম জগতের পিতা বলেন এই যোগবলের লড়াইয়ের কথাই শাস্ত্রে গায়ন আছে, বাহুবলের নয় । ওরা তো হিংস্রাশ্রয়ী লড়াইয়ের কথা শাস্ত্রে বর্ণনা করেছে, ঐ লড়াইয়ের সাথে তোমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই । পান্ডব কৌরবদের কোনও লড়াই

হয়নি । এই অনেক ধর্ম ৫ হাজার বছর পূর্বেও ছিল, যারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিনাশ হয়েছে । পাল্‌বরাই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছে । এ হলো যোগবল, যার দ্বারা সৃষ্টির রাজত্ব প্রাপ্ত হয় । মায়াকে জয় করে জগতজীত হয়ে যায় । সত্যযুগে মায়া রাবণ হয় না । ওখানে রাবণের কুশপুতলিকা দাহ করা হয়না । কত রকমের চিত্র ওরা তৈরি করেছে । বাস্তবে এরকম কোনো দৈত্য বা অসুর হয়না । \*এটাও জানে না ৫ বিকার নারীদের আর ৫ বিকার পুরুষের সব মিলিয়ে ১০ শীষযুক্ত রাবণ তৈরি করেছে\* ।

যেমন বিষ্ণুর ৪ বাহু দেখানো হয়েছে । মানুষ এই সাধারণ বিষয়টাও বোঝেনা । বিশাল রাবণ তৈরি করে জ্বালিয়ে দেয় । ভীষণ প্রিয় বাচ্চাদের বাবা এখন বোঝাচ্ছেন । বাবার কাছে বাচ্চারা সবসময় নম্বরানুসারে প্রিয় হয়ে ওঠে । কেউ খুব প্রিয় কেউ একটু কম প্রিয় । যত প্রিয় বাচ্চা হবে ততই অগাধ স্নেহ জন্মাবে । এখানে সার্ভিসে যে তৎপর, ক্ষমাশীল হয় তার প্রতিই বেশি ভালোবাসা থাকে । ভক্তি মার্গেও ক্ষমা প্রার্থনা করে তাই না ! বলে থাকে ঈশ্বর দয়া কর, আমাকে ক্ষমা কর । কিন্তু ড্রামাকে কেউ জানেনা । যখন অধিকাংশই তোমোপ্রধান হয়ে যায় তখনই বাবা আসার প্রোগ্রাম করেন । এমনটা নয় যে, ঈশ্বর যা চান তাই করতে পারেন বা যখনই চান তখনই আসতে পারেন । যদি এমন শক্তি থাকত তবে কেন এতো গালিগালাজ শুনতে হতো ? বনবাস কেন হতো ? (রামের, রামায়ণের গল্প অনুযায়ী) এসবই বড় গুপ্ত বিষয় । কৃষ্ণকে গালিগালাজ শুনতে হয় না । বলা হয় ভগবান এটা করতে পারেন না । কিন্তু বিনাশ তো হতেই হবে, সুতরাং বাঁচানোর কোনও প্রশ্নই নেই । সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । স্থাপনা-বিনাশ করান যিনি, তিনি তো ভগবানই হবেন । পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপনা করেন, কি স্থাপন করেন ? প্রধান বিষয়েই তোমরা জিজ্ঞাসা কর যে, গীতার ভগবান কে ? সম্পূর্ণ দুনিয়া এ বিষয় বিভ্রান্ত হয়ে আছে । ওরা তো মানুষের নাম লিপিবদ্ধ করেছে । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা তো ভগবান ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না । তারপরও তোমরা কিভাবে বলছ কৃষ্ণ গীতার ভগবান । বিনাশ আর স্থাপনা করা কার কাজ ? গীতার ভগবানকে ভুলে গিয়ে গীতাকেই খন্ডন করে দিয়েছে । সবচেয়ে বড় ভুল এটাই । দ্বিতীয় হলো জগন্নাথ পুরীতে দেবতাদের নিয়ে অশ্লীল চিত্র তৈরি করা হয়েছে । গভর্নমেন্টের নিষেধাজ্ঞা আছে কুরুচিপূর্ণ চিত্র রাখার । সুতরাং এসবই বোঝানো উচিত । মন্দিরের এই সব চিত্রের বিষয়ে কারও কোনো ভাবনা মাথাতেই আসে না । বাবাই বসে সব বোঝান ।

দেখো, বাচ্চারা কত প্রতিজ্ঞা পত্র লিখে থাকে । রক্ত দিয়েও লেখে । কথাতেও আছে না কৃষ্ণের রক্ত বেরোলে দ্রৌপদী তার বস্ত্রের টুকরো ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছিল । একেই ভালোবাসা বলে । তোমাদের ভালোবাসা হলো শিববাবার সাথে । ব্রহ্মার রক্ত ক্ষরণ হতে পারে, দুঃখ হতে পারে কিন্তু শিববাবার কখনোই দুঃখ হয়না, কেননা ওঁনার নিজের শরীর নেই । কৃষ্ণের কিছু হলে দুঃখ তো হবে, তাইনা । সুতরাং তাকে পরমাত্মা কিভাবে বলা যেতে পারে । বাবা বলেন আমি তো সুখ-দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ( সুখ - দুঃখ যাকে স্পর্শ করে না) । তবে হ্যাঁ, আমি এসে বাচ্চাদের সুখী করে তুলি । গাওয়া হয় সদাশিব । সদাশিব, সুখ প্রদানকারী বলেন-- আমার মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের মধ্যে যারা সুপুত্র, জ্ঞান অর্জন করে পবিত্র থাকে, প্রকৃত জ্ঞানী আর যোগী হয় সেই আমার বেশি প্রিয় হয় । লৌকিক বাবার কাছেও কেউ ভালো, কেউ মন্দ বাচ্চা হয় । কেউবা খুব খারাপ হয়ে কুলের নাম কলঙ্কিত করে তোলে । তারা খুব নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে । এখানেও তেমন হয় তারা আসে অবাধ হয়ে বাবার জ্ঞান শোনে, অন্যদেরও শোনায় তারপর বাবাকে ছেড়ে চলে যায় । সেইজন্যই নিশ্চয় পত্র লেখানো হতো । তারপর সেই লেখা তোমাদের সামনে তুলে ধরা হতো । তোমাদের মধ্যে কেউ -কেউ রক্ত দিয়েও লিখে দিত । রক্ত দিয়ে লিখে প্রতিজ্ঞা করত । এখন তো মানুষ শপথ গ্রহণ করে থাকে । কিন্তু ওটা হলো মিথ্যে শপথ গ্রহণ । ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এটা বিশ্বাস করে সচেতনভাবে শপথ গ্রহণ অর্থাৎ আমিও ঈশ্বর, তুমিও ঈশ্বর । বাবা বলেন এখন তোমরা বুঝেছ, বাবা সর্বত্র কিভাবে উপস্থিত হতে পারেন । বাবা এই চোখের জানালা দিয়ে দেখেন ( ব্রহ্মা বাবার ) । অন্যের শরীর লোন নিয়েছেন । বাবা এই শরীর রূপী বাড়ি ভাড়াটে হিসেবে ব্যবহার করেছেন । একইভাবে বাবা বলেছেন, আমি এই শরীর ব্যবহার করে থাকি । এই শরীরের জানালা (চোখ) দিয়ে দেখি । তিনি এখানে আসেন এবং এই শরীরের জানালা দিয়ে তোমাদের দেখেন । আত্মা নিশ্চয়ই অরগ্যানস দ্বারাই কাজ করবে । এই অরগ্যানস ব্যবহার করার জন্য আমাকে অবশ্যই ভাড়া দিতে হবে ।

তোমরা বাচ্চারা এই সময় নরককে স্বর্গ করে তুলছ । তোমরা আলো প্রদানকারী, সবাইকে জাগিয়ে তুলছ । বাকিরা তো সবাই কুস্কর্ণের ঘুমে আচ্ছন্ন । তোমরা মাতা-রা জাগিয়ে তুলছ, স্বর্গের মালিক করে তুলছ । অধিকাংশ মাতা-ই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত, সেইজন্যই বলা হয় বন্দেমাতরম্ । ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদি আরও যারা ছিলেন, তাদের সবাইকে তোমরাই বাণ মেরেছ । "মন্মথভব", "মধ্যাজীভব"-র বাণ কত সহজ । এই বাণ দ্বারাই তোমরা মায়ার উপর বিজয়

প্রাপ্ত কর । তোমাদের এক বাবা, একজনের শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে । বাবা তোমাদের এমন কর্ম শেখান যে, ২১ জন্মের জন্য এভার হেল্দি আর এভার ওয়েল্দি হয়ে যাও । অনেকবার তোমরা স্বর্গের মালিক হয়েছ । রাজ্য অধিগ্রহণ করেছ আবার হারিয়েছ । তোমরা ব্রাহ্মণ কুলভূষণরাই হীরো-হিরোইনের ভূমিকা পালন করেছ । ড্রামাতে সর্বোচ্চ ভূমিকা তোমরা বাচ্চাদেরই । সুতরাং এমন উচ্চ স্থানাধিকারী করে তোলেন যিনি সেই বাবার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকা উচিত । তোমরা বলো, বাবা তুমি অবাক করে দিয়েছ । না মন, না ভাবনা কখনোই জানতে পারিনি যে আমরা নারায়ণ ছিলাম । বাবা বলেন, তোমরা নারায়ণ অথবা লক্ষ্মী দেবী-দেবতা ছিলে, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে অসুর হয়ে গেছ । এখন আবার পুরুষার্থ করে পুনরায় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ । যে যত পুরুষার্থ করে তার সাক্ষাত্কার হতে থাকে ।

রাজযোগ এক বাবাই এসে শিখিয়েছেন । প্রকৃত রূপে সত্য সহজ রাজযোগ তোমরা এখন শেখাতে পার । তোমাদের কর্তব্য হলো সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়া । সবাই ধনহীন (অনাথ) হয়ে গেছে । \*এ কথাও পূর্ব কল্পের মতো কোটি সংখ্যকের মধ্যে কেউ-কেউ বুঝবে । বাবা বলেছেন, সম্পূর্ণ দুনিয়াতে মহান মূর্খ দেখতে হলে এখানে দেখ\* । বাবা যাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেন তারাই বাবাকে ছেড়ে চলে যায় । ড্রামায় এটাই স্বাভাবিক । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের সন্তান হবে । এখন আসুরি সন্তান থেকে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ । বাবা পরমধাম থেকে এসে পতিত থেকে পাবন করে তোলেন সুতরাং কতখানি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । ভক্তি মার্গেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে । কিন্তু দুঃখী হয়ে পড়লে তখন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না । এখন তোমরা কতখানি সুখ প্রাপ্ত করছ সুতরাং বাবার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকা উচিত । বাবার সাথে ভালোভাবে কথা বললে বাবা কেন শুনবেন না ? তাঁর সাথে কানেকশন আছে না ! রাতে উঠে বাবার সাথে কথা বলা উচিত । এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) নিজের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন । আমি বাবাকে খুব স্মরণ করি । তাঁর স্মরণে চোখে জলও চলে আসে । আমি কি ছিলাম, বাবা কি তৈরি করেছেন-তত্ত্বম । তোমরা এখন তেমনটাই হয়ে উঠছ । \*যারা যোগযুক্ত থাকে বাবা তাদের সাহায্য করে থাকেন\* । স্বাভাবিকভাবেই ঘুম চোখ খুলে যাবে । তোমাদের বিছানা দুলে উঠবে । নানাভাবে বাবা তোমাদের জাগিয়ে তুলবেন । অসীম জগতের বাবা অত্যন্ত দয়ালু । যখন বাবা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন, এখানে কেন এসেছ ? তোমরা উত্তর দেবে, আমরা শিখতে এসেছি কীভাবে ভবিষ্যতে নারায়ণ হয়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি অথবা লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জন করে এই পরীক্ষায় সফল হতে পারি । কত চমকপ্রদ এই স্কুল । কত চমত্কার বিষয় । শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর এই ইউনিভার্সিটি । কিন্তু ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করতে দেওয়া হয়নি । একদিন অবশ্যই অনুমতি দেবে । সেইদিন আসবে, বলবে কত বড় বিশ্ববিদ্যালয় । বাবা নিজের চোখে বসিয়ে তোমাদের পড়ান । তিনি বলেন, তোমাদের স্বর্গে পৌঁছে দেব । সুতরাং এমন বাবার সাথে কত কথা বলা উচিত । বাবা অনেক সাহায্য করবেন । যাদের গলা ব্লক হয়ে গেছে, বাবা তাদের তাল খুলে দেবেন । রাতে স্মরণ করলে খুব আনন্দ হবে । বাবা (ব্রহ্মা) নিজের অনুভবের কথা শোনান । অমৃতবেলায় আমি কিভাবে কথা বলি । বাবা বাচ্চাদের সাবধান হওয়ার কথা বুঝিয়ে বলেন । বলেন কুলকে কলঙ্কিত কোরো না । ৫ বিকারকে দান দিয়ে আবারও ফিরিয়ে নিও না । আচ্ছা!

#### \*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

\*১)\* বাবার প্রিয় হওয়ার জন্য দয়াশীল হয়ে সার্ভিসে তৎপর হতে হবে । সুপুত্র, আঙা পালনকারী হয়ে প্রকৃত যোগী বা জ্ঞানী হয়ে উঠতে হবে ।

\*২)\* অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে মধুরভাবে বাক্যালাপ করতে হবে, বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে । বাবার সাহায্য অনুভব করার জন্য প্রিয় বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে ।

\*বরদানঃ:-\* পুরানো দেহ বা দুনিয়ার সব আকর্ষণ থেকে সহজেই আর সব সময়ের জন্য দূরে সরে যেতে সমর্থ রাজঋষি ভব\*

রাজঋষি অর্থাৎ একদিকে সর্বপ্রাপ্তি অধিকারের নেশা আর অন্যদিকে অসীম জগতের বৈরাগ্যের অলৌকিক নেশা । বর্তমান সময়ে এই দুই নেশাকে বৃদ্ধি করার অভ্যাস করতে হবে ।

বৈরাগ্যের অর্থ সরে যাওয়া নয়, কিন্তু সর্বপ্রাপ্তি থাকা সত্ত্বেও কোনও সীমিত আকর্ষণ যেন মন বুদ্ধিকে আকৃষ্ট না করে । সঙ্কল্পেও যেন ন্যূনতম নির্ভরতা না আসে, তবেই বলা হবে রাজঋষি অর্থাৎ অসীম জগতের বৈরাগী । এই পুরানো দেহ বা দেহ সম্বন্ধীয় পুরানো দুনিয়া, ব্যক্ত ভাব, বৈভবের ভাব সমস্ত আকর্ষণ থেকে সদা আর সহজেই মুক্ত হতে সমর্থ ।

**\*স্লোগান:-\*** বিজ্ঞানের সাধনগুলো ব্যবহার করো কিন্তু এই সাধন যেন জীবনের নির্ভরতা না হয়।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র হওয়ার এই পড়াশোনা সব পড়াশোনার থেকে সহজ, এই পড়া শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাই পড়তে পারে, কেবল ৮৪ জন্মের কথা জানতে হবে"\*

\*প্রশ্নঃ - প্রত্যেককে সে ছোট হোক বা বড়, কোন্ একটি প্র্যাক্টিস অবশ্যই করা উচিত ?\*

\*উত্তরঃ - প্রত্যেককে মুরলী ক্লাস চালানোর প্র্যাক্টিস অবশ্যই করা উচিত, কারণ তোমরা হলে মুরলীধরের সন্তান। যদি মুরলী না পড়তে পারো, তাহলে উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে না। কাউকে শোনাতে মুখ খুলে যাবে অর্থাৎ শোনাতে সক্ষম হবে। তোমাদের প্রত্যেককে বাবার মতন টিচার অবশ্যই হতে হবে। যা পড়ো সেসব পড়াতে হবে। ছোট বাচ্চাদেরও এই পড়াশোনা করার অধিকার আছে। তারাও হল অসীম জগতের পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার অধিকারী।\*

\*ওম্ শান্তি।\* এখন আসে শিববাবার জয়ন্তী। সেই বিষয়ে কীভাবে বোঝানো উচিত? বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, সেইভাবে তোমাদেরও অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। এমন তো নয়, বাবা যেরকম তোমাদের পড়ান, তেমনি বাবাকেই সবাইকে পড়াতে হবে। শিববাবা তোমাদের পড়িয়েছেন, জানো তোমরা এই শরীর দ্বারা পড়িয়েছেন। যথাযথ ভাবে আমরা শিববাবার জয়ন্তী পালন করি। আমরা শিবের নামও জপ করি, তিনি তো হলেন -ই নিরাকার। তাঁকে শিব বলা হয়। তারা বলে - শিব হলেন জন্ম-মরণ হীন। তাঁর আবার জয়ন্তী পালন হবে কীভাবে? এই কথা তো তোমরা জানো কীভাবে নম্বর অনুসারে পালন হয়ে এসেছে। পালন হতেই থাকবে। তাই তাদেরকেও বোঝাতে হবে। বাবা এসে এই দেহের (ব্রহ্মা দেহের) আধার নেন। মুখ তো অবশ্যই লাগবে, তাই গৌ-মুখের মহিমা আছে। এই রহস্যটি একটু জটিল। শিববাবার অক্যুপেশন বা কর্তব্যটি বুঝতে হবে। আমাদের অসীম জগতের পিতা এসেছেন, তাঁর কাছেই আমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যথাযথভাবে ভারতের কাছে অসীম উত্তরাধিকার ছিল, অন্য কারো ছিল না। ভারতকেই সত্য খন্ড বলা হয় এবং বাবাকেও সত্য বলা হয়। অতএব এইসব কথা বোঝাতে হয়, তারপরে কেউ আবার তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে না। কেউ চট করে বুঝে নেয়। এই যোগ আর পড়াশোনা দুটিই বিস্মৃতিতে চলে যায়। তাতেও যোগ হল খুব বেশি স্মৃতির বাইরে চলে যায়। নলেজ তো তবুও বুদ্ধিতে থাকে কিন্তু স্মরণ ক্ষণে ক্ষণে বিস্মৃত হয়। নলেজ তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছেই যে আমরা কীভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি, যাদের এই নলেজ আছে, তারা-ই বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারে যে, যে সর্বপ্রথম নম্বরে আসে সে-ই ৮৪ জন্ম নেবে। সবচেয়ে প্রথমে উঁচু থেকে উঁচুতে লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা হবে। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথাও খুব নামী বিখ্যাত। পূর্ণিমায় অনেক স্থানে সত্যনারায়ণের পূজা করা হয়। এখন তোমরা জানো, আমরা সত্য সত্যই বাবা দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পড়া পড়ি। এ হল পবিত্র হওয়ার পড়া, অন্য সব পড়া থেকে খুব সহজ এই পড়া। ৮৪ জন্মের চক্রের বিষয়ে জানতে হবে এবং এই পড়া সবার জন্য একই। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু যে হোক না কেন সবার জন্য একই পড়া। ছোট শিশুদেরও অধিকার আছে। যদি মা বাবা তাদের একটু একটু করে শেখায় তাহলে সময় তো অনেক আছে। বাচ্চাদেরও শেখানো হয় শিববাবাকে স্মরণ করো। আত্মা ও শরীর দুইয়ের পিতা হল আলাদা-আলাদা। আত্মা রূপী সন্তানও হল নিরাকারী, তো পিতাও হলেন নিরাকারী। এই কথাও বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তিনি নিরাকার শিববাবা, হলেন আমাদের পিতা, অতি সূক্ষ্ম। এই কথাটি ভালো ভাবে স্মরণে রাখতে হবে। ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা আত্মারাও বিন্দু স্বরূপ, অতি সূক্ষ্ম। এমন নয়, উপরে গেলে বড় মাপের দেখা যাবে, নীচে ছোট সাইজ থাকবে। না, সে তো বিন্দু স্বরূপ। উপরে গেলে তোমরা দেখতেও পাবে না। বিন্দু রূপ কিনা। বিন্দুকে দেখা যায় কি। এইসব কথায় বাচ্চাদের ভালো ভাবে চিন্তন করতে হবে। আমরা আত্মারা উপর থেকে এসেছি, শরীর দ্বারা পার্ট প্লে করতে। আত্মা ছোট-বড় হয় না। কর্মেন্দ্রিয় প্রথমে ছোট থাকে, পরে বড় হয়।

এখন তোমরা যেরকম বুঝেছ তেমনিই অন্যদের বোঝাতে হবে। এই কথা তো নিশ্চিত যে নম্বর অনুসারে যে যত খানি পড়া পড়েছে ততখানি পড়াবে, সবাইকে টিচার তো অবশ্যই হতে হবে, শেখানোর জন্য। বাবার তো নলেজ আছে, তিনি হলেন অতি সূক্ষ্ম পরম আত্মা, সর্বদা পরমধামে বাস করেন। এখানে একবার-ই আসেন সঙ্গমে। বাবাকে স্মরণ করাও হয় তখন যখন অতি দুঃখ হয়। বলে এসে আমাদের সুখী করো। বাচ্চারা এখন জানে আমরা আহ্বান করি - বাবা, এসে আমাদের পতিত দুনিয়া থেকে নতুন সত্যযুগী সুখী পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো অথবা সেখানে যাওয়ার পথ বলে দাও। সেও তিনি যখন নিজে আসবেন তখন তো পথ বলে দেবেন। তিনি আসবেন তখন যখন দুনিয়ার পরিবর্তন করতে হবে।

এই গুলি খুব সিম্পল কথা, নোট করতে হবে। বাবা আজ এই কথা বুঝিয়েছেন, আমরাও এভাবেই বোঝাই। এমন করে প্র্যাক্টিস করতে থাকলে মুখে কথা বলা আরম্ভ হয়ে যাবে। তোমরা হলে মুরলিধরের সন্তান, তোমাদের মুরলিধর হতেই হবে। যখন অন্যের কল্যাণ করবে তখন তো নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদের অধিকারী হবে। দৈহিক জগতের ওই পড়াশোনা তো হল এখানকার জন্য। এই পড়াশোনা হল ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। সেখানে তো সর্বদা সুখ ই সুখ থাকে। সেখানে ৫-টি বিকার থাকে না বিরক্ত করার জন্য। এখানে আমরা পরের রাজ্যে অর্থাৎ রাবণের রাজ্যে আছি। তোমরা প্রথমে নিজের রাজ্যে ছিলে। তোমরা বলবে নতুন দুনিয়া, তারপরে ভারতকে ই বলা হয় পুরানো দুনিয়া। গায়নও আছে নতুন দুনিয়ায় ভারত .... এমন বলা হবে না যে নতুন দুনিয়ায় ইসলাম, বৌদ্ধ । তা নয় । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে যে বাবা এসে আমাদের জাগিয়ে তোলেন। ড্রামায় তাঁর এমনই পার্ট রয়েছে। তিনি এসে ভারতকেই স্বর্গে পরিণত করেন। ভারত হল প্রথম দেশ। ভারত দেশকেই সর্বপ্রথম স্বর্গ বলা হয়। ভারতের আয়ুও লিমিটেড (সীমিত) । লক্ষ বছর বলে দিলে আনলিমিটেড (অসীম) হয়ে যায়। লক্ষ বছরের কোনো কথা স্মৃতিতে আসতে পারে না। নতুন ভারত ছিল, এখন পুরানো ভারত বলা হবে। ভারত-ই নতুন দুনিয়া হবে। তোমরা জানো আমরা এখন নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। বাবা পরামর্শ দেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের আত্মা নতুন পবিত্র হয়ে যাবে তখন শরীরও নতুন প্রাপ্ত হবে। আত্মা ও শরীর দুই ই সত্যপ্রধান হয়। তোমাদের রাজত্ব প্রাপ্ত হয় সুখের জন্য। এও অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। নতুন দুনিয়ায় সুখ ও শান্তি আছে। সেখানে কোনো ঝড় ইত্যাদি হয় না। অসীমের শান্তিতে সব শান্ত হয়ে যায়। এখানে অশান্তি আছে তাই সবই অশান্ত। সত্যযুগে সব শান্ত হয়। ওয়ান্ডারফুল কথা তাইনা। এই হল অনাদি পূর্ব নির্দিষ্ট খেলা। এই হল অসীমের কথা। তারা দৈহিক জগতের ব্যারিস্টারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির পড়াশোনা করে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে অসীমের নলেজ আছে। একবারই বাবা এসে অসীম ড্রামার রহস্য বুঝিয়ে দেন। এর আগে তো নামই শুনে ছিলে না যে, অসীমের ড্রামা কীভাবে চলে। এখন বুঝেছ সত্যযুগ - ত্রেতা অবশ্যই অতীত হয়ে গেছে, সেখানে এদের রাজত্ব ছিল। ত্রেতায় রামরাজ্য ছিল, পরে অন্য অন্য ধর্ম এসেছে। ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান .... সব ধর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এই সব ২৫০০ বছরের অবধির মধ্যেই এসেছে। তাতে ১২৫০ বছর হল কলিযুগ। সবই হিসাব তাইনা। এমন নয় যে, সৃষ্টির আয়ুই হল ২৫০০ বছর। আত্মা, তাহলে আর কে ছিল, সেটাই বিচার করে দেখতে হবে । যথাস্থভাবে এদের আগে ছিল দেবী-দেবতা .... তারাও তো ছিল মানুষ। কিন্তু দিব্য গুণধারী। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ২৫০০ বছরে। বাকি অর্ধেক তারা সব ছিল। এর চেয়ে বেশি তো কেউ হিসেব করতে পারে না। পূর্ণ, পৌনে, অর্ধেক, সোয়া বা চারভাগ । চারটি ভাগ আছে। সঠিকভাবে খন্ড খন্ড করবে, তাইনা। অর্ধেক তো এইটাই আছে। বলাও হয় সত্যযুগে সূর্য বংশী রাজ্য, ত্রেতায় চন্দ্র বংশী রামরাজ্য - এই সব তোমরা প্রমাণ করে বলো। সুতরাং সবচেয়ে বেশি আয়ু অবশ্যই তাদের হবে, যারা সর্বপ্রথমে সত্যযুগে আসে। কল্পটি হল ৫ হাজার বছরের। তারা ৮৪ লক্ষ যোনি বলে দেয় অর্থাৎ কল্পের আয়ুও লক্ষ বছর বলে দেয়। কেউ মানবে না। এত বিশাল দুনিয়া হতে পারে না। তাই বাবা বসে বোঝান - সেসব হল অজ্ঞান এবং এ হল জ্ঞান। জ্ঞান কোথা থেকে এসেছে - এই কথাও কেউ জানে না। জ্ঞান সাগর তো হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই জ্ঞান প্রদান করেন মুখ দ্বারা। বলা হয় গৌ মুখ। এই গৌ মাতা (ব্রহ্মা বাবা) তোমাদের সবাইকে অ্যাডপ্ট করেন। এইটুকু কথা বোঝানো খুব সহজ। একদিন বুঝিয়ে ছেড়ে দিলে বুদ্ধি অন্য অন্য কথায় ব্যস্ত হয়ে যাবে। স্কুলে একদিন পড়তে হয় নাকি রেগুলার পড়তে হয় ! নলেজ একদিনে বোঝা কঠিন। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, তো নিশ্চয়ই অসীমের পড়াশোনা হবে । অসীমের রাজ্য প্রদান করেন। ভারতে অসীমের রাজ্য ছিল তাইনা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ অসীমের রাজ্যে রাজত্ব করতেন। এইসব কথা কারো স্বপ্নেও নেই , যে জিজ্ঞাসা করবে তাঁরা রাজ্য কীভাবে প্রাপ্ত করেছিল ? তাঁদের পবিত্রতা বেশি ছিল, তাঁরা হলেন যোগী তাই আয়ুও বেশি হয়। আমরা-ই যোগী ছিলাম। তারপরে ৮৪ জন্ম নিয়ে ভোগী স্বরূপেও অবশ্যই পরিণত হতে হবে। মানুষ জানে না লক্ষ্মী-নারায়ণ নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম নিয়েছে। তাদের ভগবান-ভগবতী বলা হবে না। তাদের পূর্বে কেউ এমন নেই যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে। সর্ব প্রথমে সত্যযুগে যারা রাজত্ব করেছে তারা-ই ৮৪ জন্ম নিয়ে নম্বর অনুসারে নীচে নেমেছে। আমরা আত্মা, আমরা-ই সেই দেবতা হব তারপরে আমরা ক্ষত্রিয় ... ডিগ্রি কম হবে। গায়নও আছে যে পূজ্য সে-ই পূজারী। সত্যপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়। এইভাবে পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে চলে যাবে। কতখানি সহজ এই কথা। কিন্তু মায়া এমন যে সব কথা ভুলিয়ে দেয়। এইসব পয়েন্টস একত্র করে বই ইত্যাদি লেখা যায়, কিন্তু সেসব কিছুই তো থাকবে না। এইসব হল টেম্পোরারি। বাবা কোনও গীতা শোনান নি। বাবা তো যেমন এখন বোঝাচ্ছেন, তেমনই বুঝিয়ে ছিলেন। এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি সবই পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে। এইসব হোল-লট অর্থাৎ সম্পূর্ণ শাস্ত্র ইত্যাদি যা আছে, বিনাশ হলে সব ভস্ম হয়ে যাবে। সত্যযুগ-ত্রেতায় কোনো বই পত্র থাকে না সবই ভক্তি মার্গে তৈরি হয়। কত কিছু তৈরি হয়। রাবণও তৈরি করা হয় কিন্তু অবুঝের মতন। তার বিষয়ে কিছুই বলতে পারে না। বাবা বোঝান, প্রতি বছর তৈরি করে দাহ করা হয়, নিশ্চয়ই কোনো বড় শত্রু, তাইনা। কিন্তু কীভাবে শত্রু হয়, তা কেউ জানে না। তারা ভাবে সীতা হরণ করেছে, তাই বোধহয় শত্রু। রামের সীতা কে হরণ করেছে, সুতরাং কোনো বড় ডাকাত হবে, তাই না ! কখন চুরি করেছে ! ত্রেতায় ? নাকি ত্রেতার শেষ সময়ে। এইসব

কথায় বিচার করা হয়। কখনো চুরি হয়েছে তাহলে। কোন রামের সীতা হরণ হয়েছে ! রাম-সীতার রাজধানী ছিল কি ? একমাত্র যুগল রাম-সীতা ছিল কি ? এইসব তো শাস্ত্রে কাহিনী রূপে লেখা আছে। এখন ভাবতে হবে - কোন্ সীতা ? ১২ জন রাম-সীতা রাম সীতার মধ্যে (এতোতে ১২ জন্ম) ? তাহলে কোন সীতাকে হরণ করা হয়েছে ? নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ের হবে। এরা যে বলে রামের সীতা হরণ হয়েছে। এবারে রামের রাজ্যে সদাকাল একজনের রাজত্ব তো ছিল না নিশ্চয়ই। অবশ্যই রাজবংশ হবে। তাহলে কোন্ নশ্বরের সীতা হরণ হয়েছিল ? এইসব হল বুদ্ধবার বিষয়। তোমরা বাচ্চারা খুব ঠান্ডা মাথায় কাউকে এইসব রহস্য বোঝাতে পারো।

বাবা বোঝান, ভক্তি মার্গে মানুষ কত ধাক্কা খেয়ে দুঃখী হয়েছে। যখন দুঃখের সীমার অতি হয় তখন চিৎকার করে কাঁদে - বাবা এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো। রাবণ তো কোনো বস্তু নয়, তাইনা। যদি হয় তবে নিজেদের রাজাকে প্রতি বছর দাহ করে কেন! রাবণের স্ত্রী-ও আছে নিশ্চয়ই। মন্দোদরীকে দেখানো হয়। মন্দোদরীর কাঠামো বানিয়ে দাহ করা হচ্ছে, এমন তো দেখা যায়নি। অতএব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন এই হল মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া...এখন তোমরা মিথ্যা মানুষ থেকে সত্য দেবতায় পরিণত হতে বসেছ। তফাৎ হল কিনা ! সেখানে তো সর্বদা সত্য বলবে। সেই স্থান হল সত্যখন্ড। এটা হল মিথ্যা খন্ড। তাই মিথ্যা বলতেই থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* জ্ঞান সাগর পিতা রোজ অসীম জগতের যে পাঠ পড়ান, সেই বিষয়ে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। যা পড়েছ সেসব অন্যদের নিশ্চয়ই পড়াতে হবে।

\*২)\* এই অসীমের ড্রামা কিরকম ভাবে চলছে, এ হল অনাদি পূর্ব রচিত ওয়াল্ডারফুল ড্রামা, এই রহস্যটি ভালো ভাবে বুঝে তারপরে বোঝাতে হবে।

**\*বরদান:-\*** নিজের সূক্ষ্ম শক্তির উপরে বিজয়ী হতে সক্ষম রাজ ঋষি, স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা ভব\*  
ব্যাখা: কর্মেন্দ্রিয় জিৎ হওয়া তো সহজ কিন্তু মন-বুদ্ধি-সংস্কার - এই সূক্ষ্ম শক্তির উপরে বিজয়ী হওয়া - এ হল সূক্ষ্ম অভ্যাস। যখন যে সঙ্কল্প, যে সংস্কার ইমার্জ করতে চাও সেই সঙ্কল্প, সেই সংস্কার সহজ ভাবে যেন ধারণ করতে পারো - একেই বলে সূক্ষ্ম শক্তির উপরে বিজয় অর্থাৎ রাজ ঋষি স্থিতি। যদি সঙ্কল্প শক্তিকে অর্ডার করো যে, এখনই একাগ্র চিত্ত হয়ে যাও, তো রাজার অর্ডার সেই মুহূর্তে সেইরূপে পালন করা এই হল - রাজ্য অধিকারীর প্রমাণ চিহ্ন। এই অভ্যাস দ্বারা-ই অন্তিম পেপারে পাস করবে।

**\*স্লোগান:-\*** সেবা দ্বারা যে আশীর্বাদ বা দুয়া প্রাপ্ত হয়, সেটাই হল সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।\*

## \*সন্তুষ্টতা\*

আজ উদার-সহৃদয় বাবা নিজের স্নেহী হৃদ় সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের সাথে অন্তরঙ্গ ও মনখোলা আলাপচারিতা করতে এসেছেন। উদারহৃদয়-মহোত্তম নিজের প্রকৃত হৃদয়বান বাচ্চাদের সাথে মন দেওয়া-নেওয়া করতে, মনের অবস্থা জানতে এসেছেন। আত্মাদের পিতা আত্মাদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মনখোলা বার্তালাপ করছেন। আত্মাদের (রুহ) এই মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা শুধু এই সময়ই অনুভব করতে পার। তোমরা সব আত্মাদের মধ্যে এত স্নেহের শক্তি আছে যে আত্মাদের রচয়িতা বাবাকে মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলোচনার জন্য নৈঃশব্দ্য (নির্বাক) থেকে শব্দে নিয়ে আস। এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা যে বন্ধনমুক্ত বাবাকেও স্নেহের বন্ধনে বেঁধে ফেল। দুনিয়ার লোকে তাঁকে মুক্তিদাতা বলে ডাকছে, আর এমন বন্ধনমুক্ত বাবা বাচ্চাদের স্নেহের বন্ধনে সদা বেঁধে আছেন। তাঁকে বাঁধার ক্ষেত্রে তোমরা খুব নিপুণ। যখনই স্মরণ কর, বাবা হাজির, নয় কি ! হজুর হাজির হয়ে যান। তাইতো আজ ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সাথে তিনি আত্মিক আলাপচারিতা করতে এসেছেন। এখন এই সীজনে, বিশেষ টার্নও ডবল বিদেশিদের। মেজরিটি ডবল বিদেশিরাই এসেছে। মধুবন নিবাসী তো মধুবনের শ্রেষ্ঠ-স্থান-নিবাসী। একই স্থানে বসে বিশ্বের ভ্যারাইটি আত্মার মিলন মেলা দেখে। যারা এখানে আসে তারা ফিরে যায়, কিন্তু মধুবন নিবাসী তো সদাই থাকে।

আজ ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বাবা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, সবাই তোমরা সন্তুষ্টমণি হয়ে বাপদাদার মুকুটে জ্বলজ্বল করছ ? সবাইই সন্তুষ্টমণি ? সদা সন্তুষ্ট থাক ? কখনো নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট, কখনো বা ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, কখনো আবার নিজের সংস্কারের প্রতি অসন্তুষ্ট অথবা বায়ুমন্ডলের প্রভাবে অসন্তুষ্ট হও না তো ! সদা সব বিষয়ে তোমরা সন্তুষ্ট ? কখনো সন্তুষ্ট, কখনো অসন্তুষ্টকে সন্তুষ্টমণি বলবে ? সবাই তোমরা বলেছ না, যে তোমরা সন্তুষ্টমণি ? তারপরে আবার বলবে না তো 'আমরা তো সন্তুষ্ট, কিন্তু অন্যেরা অসন্তুষ্ট করে ! যা কিছুই হয়ে যাক, যারা সন্তুষ্ট আত্মা তারা কিন্তু কখনও নিজের সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব ছাড়তে পারে না। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ গুণ বা জীবনের বিশেষ অলঙ্করণ। যেমন, কোনও প্রিয় বস্তু থাকলে তোমরা সেই প্রিয় বস্তুকে ছাড়তে পার না, সন্তুষ্টতা ততটাই বিশেষ, তোমাদের বিশেষত্ব। সন্তুষ্টতা ব্রাহ্মণ জীবনের পরিবর্তনের বিশেষ দর্পণ। সাধারণ জীবন আর ব্রাহ্মণ জীবন। সাধারণ জীবন অর্থাৎ কখনো সন্তুষ্ট কখনো অসন্তুষ্ট। ব্রাহ্মণ জীবনের সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব দেখে অ-জ্ঞানীও প্রভাবিত হয়। এই পরিবর্তন অনেক আত্মাকে পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়ে যায়। সবার মুখ থেকে এটাই নিঃসৃত হয়, ইনি সদা সন্তুষ্ট অর্থাৎ খুশি থাকেন। যেখানে সন্তুষ্টতা সেখানে অবশ্যই খুশি আছে। অসন্তুষ্ট খুশি উধাও করে। ব্রাহ্মণ জীবনের এটাই মহিমা। সদা সন্তুষ্টতা না থাকলে জীবন সাধারণ। সন্তুষ্টতা সাকুল্যের সহজ আধার। আত্মাদের সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের স্নেহী বানাতে সন্তুষ্টতা শ্রেষ্ঠ সাধন। যে সন্তুষ্ট থাকবে, তার প্রতি স্বতঃই সবার স্নেহ থাকবে। সন্তুষ্ট আত্মাকে সদা সকলেই নিজেদের কাছে নিয়ে আসতে বা শ্রেষ্ঠ সব কার্যে সহযোগী বানানোর চেষ্টা করবে। তাদের কোনো রকম প্রচেষ্টা করতে হবে না, তাদের কাছে নেওয়ার জন্য, সহযোগী বানানোর জন্য অথবা বিশেষ আত্মাদের লিস্টে আনার জন্য। ভাবতেও হবে না। বলতেও হবে না। সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব নিজেই প্রতিটা কার্যে গোল্ডেন চ্যাম্পেলর বানিয়ে দেয়। কার্যার্থে নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের নিজে থেকেই সন্তুষ্ট আত্মাদের সংযোজিত করার সঙ্কল্প আসবেই এবং ক্রমাগত তাদের চান্স দিতে থাকবে। সন্তুষ্টতা সদা সকলের স্বভাব সংস্কারকে মিল করিয়ে দেয়। সন্তুষ্ট আত্মা কখনো কারও স্বভাব সংস্কারে ভীত হয় না। এমন সন্তুষ্ট আত্মাই তো হয়েছ, তাই না ! স্বয়ং ভগবান তোমাদের কাছে এসেছেন, তোমরা যাওনি ! ভাগ্য তোমাদের কাছে এসেছে। ঘরে বসেই ভগবানকে পেয়েছ, ভাগ্যপ্রাপ্তি হয়েছে। ঘরে বসেই সমুদায় ভান্ডারের চাবি পেয়েছ। যখন যেমন চাও, ভান্ডার তোমাদের, কারণ অধিকারী হয়ে গেছ, তাই না ? অতএব, এইভাবে সকলের কাছে আসার, সেবাতে কাছে আসার অনেক চান্সও নিজে থেকেই প্রাপ্ত হয়। বিশেষত্ব নিজেই তোমাকে সামনে এগিয়ে দেয়। যে সদা সন্তুষ্ট থাকে তার প্রতি সকলের স্বতঃই হৃদয়ের ভালোবাসা থাকে। উপরিগত ভালোবাসা নয়। এক হয়, কাউকে খুশি করানোর জন্য তাকে উপর-উপর ভালোবাসা, আর এক হয় হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা। মর্মাহত না হয় সেইজন্যও তোমাদের কখনো কখনো কাউকে কাউকে ভালোবাসতে হয়। যতই হোক, এমন আত্মারা সদাসর্বদা সেই ভালোবাসা নেওয়ার যোগ্য হয় না। সন্তুষ্ট আত্মাদের সদাই সকলের হৃদয়ের ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়। কেউ পুরানো হোক বা নতুন, তার পরিচয়ে তাকে কেউ জানুক বা না জানুক, সন্তুষ্টতা নিজেই এমন আত্মার পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রত্যেকের ইচ্ছা হবে তার সাথে কথা বলতে, তার সঙ্গে বসতে। তাহলে কি তোমরা এমন সন্তুষ্ট হয়েছ ? দৃঢ়তা তো আছে, তাই না ! এমন তো বলনা - সেইরকম হচ্ছি !

না ! সেইরকম হয়ে গেছে ।

সন্তুষ্ট আত্মা তো সদাই মায়াজিত । এই সভা সকল মায়াজিতের, তাই না ! মায়াতে ঘাবড়ে যাও না তো ! মায়া কার কাছে আসে ? সবার কাছেই তো আসে, আসে না ! এমন কেউ আছে যে বলে মায়া আসেই না ! আসে তো সবার কাছেই, কিন্তু কেউ ভয় পায় কেউ তাকে চিনে ফেলে, সেইজন্য সতর্ক হয়ে যায় । মর্যাদা-রেখার মধ্যে থাকা বাবার আন্তরিকারী বাচ্চারা দূর থেকেই মায়াকে চিনতে পারে । চিনতে দেবী করলে অথবা ভুল করলে, তখনই মায়াতে ভয় পেয়ে যায় । তোমরা গল্পের স্মৃতিরূপ শুনেছ যে সীতা কীভাবে প্রতারিত হয়েছিল, কিন্তু কেন ? কারণ চিনতে পারেনি । মায়ার স্বরূপ না চিনতে পারার কারণে প্রতারিত হয়েছে । যদি চিনতে পারত যে এ কোনও ব্রাহ্মণ নয়, ভিখারী নয় রাবণ, তবে শোক বাটিকার এত অনুভব করতে হতো না । কিন্তু অনেক পরে চিনতে পেরেছিল বলেই প্রবঞ্চিত হয়েছিল এবং প্রবঞ্চনার কারণে তাকে দুঃখও সহিতে হয়েছিল । যোগী থেকে বিয়োগী হয়ে গেছে । সদা সাথে থাকা থেকে দূর হয়ে গেছে । প্রাপ্তিস্বরূপ আত্মা থেকে চিৎকার করা আহ্বায়ক হয়ে গেছে । কারণ ? জানার শক্তিমত্তার ঘাটতি । মায়ার রূপ জানার শক্তি কম হওয়ার কারণে মায়াকে বিভাডন করার পরিবর্তে নিজেই ঘাবড়ে যায় । চিনতে পারার শক্তি কম কেন হয়, ঠিক সময়ে চেনা যায় না, কিন্তু পরে চেনা যায় । এর কারণ ? কারণ সদা বাবার শ্রেষ্ঠ মতে চলে না । কোনো সময় স্মরণ করে, কোনো সময় করে না । কোন সময় উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, কোন সময় থাকে না । যারা সদা আন্তর উল্লসন করে অর্থাৎ আন্তা-রেখার ভিতরে না থাকার কারণে মায়া সেই সময় প্রতারণা করে । মায়ার পরখ করার শক্তি অনেক । মায়া দেখে যে ওই সময় তুমি দুর্বল আছ, আর সেই দুর্বলতার কারণে মায়া তোমাকে নিজের করে নিতে পারে । যে দরজা দিয়ে মায়া প্রবেশ করে, তা' হলো দুর্বলতা । সামান্যতম রাস্তা পেলেই সে ভাড়াভাড়া পৌঁছে যায় । আজকাল ডাকাতরা কি করে ! যদি-বা দরজা বন্ধও থাকে, সে ভেন্টিলেটর দিয়ে চলে আসে । সঙ্কল্পেও সামান্য দুর্বল হওয়া অর্থাৎ মায়াকে রাস্তা করে দেওয়া । সেইজন্য মায়াজিত হওয়ার অতি সহজ সাধন হলো সদা বাবার সঙ্গে থাকা । সাথে থাকা অর্থাৎ নিজে থেকেই মর্যাদা-রেখার ভিতরে থাকা । প্রত্যেক বিকারের ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়ার পরিশ্রম করা থেকে তোমরা নিস্তার পাবে । সদা তাঁর সাথে থাক তবে নিজে থেকেই বাবার মতো হয়ে যাবে । স্বতঃই সঙ্গে রঙ লেগে যাবে । বীজকে সরিয়ে শুধু শাখা কাটবার পরিশ্রম করনা । একদিন কামজিত হলে, পরের দিন ক্রোধেজিত হয়ে গেলে, না । তোমরা সদাসর্বদা বিজয়ী । যখন বীজরূপ দ্বারা বীজের অবসান ঘটাবে, বারংবার পরিশ্রম করা থেকে নিজে থেকেই তোমরা রেহাই পাবে । শুধু বীজরূপ সাথে রাখ । তারপরে এই মায়ার বীজ এমন ভস্ম হয়ে যাবে যে আর কখনও সেই বীজ থেকে অংশ পর্যন্ত বেরোবে না । যে কোন ক্ষেত্রেই, দক্ষ বীজ থেকে কখনো ফল উৎপন্ন হতে পারে না ।

সূত্রাং সাথে থাকো, সন্তুষ্ট থাকলে মায়া কি করবে ! সে নিজে স্যারেন্ডার করবে । মায়াকে স্যারেন্ডার করানোর কৌশল জান না ? যদি নিজে স্যারেন্ডার হও, তবে মায়া তোমার কাছে স্যারেন্ডার হয়েই আছে । তাহলে মায়া কি স্যারেন্ডার করেছে নাকি এখনো স্যারেন্ডার করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছ ? তোমাদের হাল-হকিকত কিরকম ? যেমন নিজেদের স্যারেন্ডার হওয়ার সেরিমনি পালন কর, ঠিক সেইভাবেই মায়াকে স্যারেন্ডার করানোর সেরিমনি উদযাপন করেছে, নাকি এখনও উদযাপন করতে হবে ? হোলি হওয়া অর্থাৎ সেরিমনি পালন করা হয়ে গেছে, দক্ষ হয়ে গেছে । পরে ফিরে গিয়ে চিঠি লিখবে না তো, কি করি, মায়া এসে গেছে ! খুশির সমাচার লিখবে তো ? কতো স্যারেন্ডার সেরিমনি পালন করেছে, 'আমার নিজের তো হয়ে গেছে, কিন্তু অন্য আত্মাদের দ্বারাও মায়াকে স্যারেন্ডার করিয়েছি', এইরকমই চিঠি লিখবে, লিখবে না তোমরা ? আচ্ছা

যতটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এখানে এসেছ, বাপদাদাও সদা বাচ্চাদের সন্তুষ্ট আত্মারূপে ততটাই উৎসাহ-উদ্দীপনায় দেখতে আগ্রহী । ভালোবাসা তো তোমাদের আছেই । ভালোবাসার লক্ষণ - তোমরা এতদূর থেকে কাছে এসেছ । দিনরাত একমনে দিন গুনতে গুনতে এখানে পৌঁছে গেছ । প্রবল আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকত তাহলে পৌঁছানোও কঠিন হতো । একান্ত আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই তোমরা পাস হয়েছ । পাস সার্টিফিকেট তো পেয়ে গেছ, তাই না ! সব সাবজেক্টে পাস । তা' হলেও, বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাকে বাহবা দেন, কারণ তোমাদের চিনে নেওয়ার প্রথম দৃষ্টি আছে । দূরে থেকেও তোমরা বাবাকে চিনতে পেরেছ । যারা তাঁর সাথে অর্থাৎ এই দেশের যারা, তারা চিনতে পারে না । কিন্তু দূরে বসেও তোমরা চিনে গেছ । চিনে-জেনে বাবাকে আপন করেছে এবং বাবার হয়েছ । এইজন্য বাপদাদা বিশেষ বাহবা দেন । সূত্রাং যেভাবে চিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছ, ঠিক সেইভাবেই মায়াজিত হওয়ার ক্ষেত্রেও নম্বর ওয়ান হয়ে বাবার থেকে সদা বাহবা নেওয়ার যোগ্য অবশ্যই হয়ে যাবে । যাতে মায়াতে সন্তুষ্ট যে কোনো আত্মাকে বাপদাদা তোমাদের কাছে পাঠাতে পারেন এই বলে যে 'তাদের কাছে গিয়ে মায়াজিত হওয়ার অনুভব জিঞ্জাসা কর ।' এইরকম এক্সাম্পল হয়ে দেখাও । মোহজিত

পরিবার যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনই মায়াজিত সেন্টারও যেন প্রসিদ্ধ হয়, যেখানে মায়া কখনও আঘাত হানতে পারে না। মায়ার আসা একটা বিষয় আর আঘাত করা আরেক বিষয়। তাহলে, এক্ষেত্রেও তোমরা নম্বর নেবে, তাই না! এতে নম্বর ওয়ান কে হবে? লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া হবে নাকি আমেরিকা হবে? প্যারিস হবে, জার্মান হবে, ব্রাজিল হবে, কে হবে? যে সেইরকম হবে। বাপদাদা এইরকম চৈতন্য মিউজিয়াম অ্যানাউন্স করবেন। আবুর মিউজিয়ামকে যেমন নম্বর ওয়ান বলা হয়, সেবাতেও আর উজ্জ্বলতার বিকাশেও। এইরকম মায়াজিত বাচ্চাদের মিউজিয়াম হতে দাও। এই সাহস আছে তোমাদের, আছে না? তার জন্য এখন কতো সময় প্রয়োজন? গোল্ডেন জুবিলিতেও তাদেরই পুরস্কৃত করা হবে, যারা প্রথমেই কিছু করে দেখাবে। লাস্ট এসে থাকলেও ফাস্ট হয়ে দেখাও। এমনকি ভারত থেকে আগতরাও রেস করুক। যাই হোক, তোমরা তাদেরও আগে যেতে পার। বাপদাদা সবাইকে সামনে যাওয়ার চান্স দিচ্ছেন। ৮ নম্বরের মধ্যে এসে যাও। আটই পুরস্কার লাভ করবে। এইরকম নয়, শুধু একই পুরস্কৃত হবে। এমন ভাবছ না তো, লন্ডন আর অস্ট্রেলিয়া পুরানো, আমরা নতুন-নতুন এসেছি! সবচেয়ে ছোট নতুন সেন্টার কোনটা? সবচেয়ে ছোট যে হয়, সে সবার প্রিয় হয়। এমনিতেও ছোটদের বলা হয়, বড়রা তো বড়ই হয়, কিন্তু ছোটরা বাবা সমান হয়। সবাই করতে পারে, কোনও বড় ব্যাপার না। গ্রীস, ট্যাম্পা, রোম - এই সব ছোট সেন্টার। এরা তো মহা উল্লাসে থাকে। ট্যাম্পা কি করবে? টেম্পল বানাতে? যে আনন্দময়ী বসি এসেছিল, তাদের বলেছিল যে ট্যাম্পাতে টেম্পল বানাতে। ট্যাম্পাতে যারাই যাবে তারা যেন তোমাদের প্রত্যেকের চৈতন্য মূর্তি দেখে উৎফুল্ল হয়। তোমরা সবাই শক্তিশালী তৈরি হয়ে যাও। তোমরা রাজগণ শুধু তৈরি হয়ে যাও, পরে তাড়াতাড়ি প্রজা তৈরি হয়ে যাবে। রয়্যাল ফ্যামিলি তৈরি হতে সময় লাগে। রয়্যাল ফ্যামিলির রাজধানী তৈরি হচ্ছে, তারপরে অনেক প্রজা এসে যাবে। এত আসবে যে তোমরা দেখে দেখে হরান হয়ে যাবে। তারপরে তোমরা বলবে, বাবা এবার বন্ধ কর! যতই হোক, সর্বগ্রে রাজ্য অধিকারী সিংহাসনাসীন তো হও! মুকুটধারী, তিলকধারী যখন তৈরি হয়ে যাবে তখনই তো প্রজারা আচ্ছা হজুর বলবে! মুকুটধারী না হলে প্রজারা মান্যতা দেবে কীভাবে যে ইনি রাজা? রয়্যাল ফ্যামিলি তৈরি হতে সময় লাগে। তোমরা ভালো সময় এসেছ যখন রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসার অধিকার আছে। এখন প্রজা আসার সময় আসছে। রাজা হওয়ার লক্ষণ তো জানো, তাই না! এখন থেকে স্বরাজ্য অধিকারী তথা বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হয়ে যাও। এখন থেকে যারা রাজ্য অধিকারীদের নিকটবর্তী এবং সহযোগী হয়, তারা ওখানেও রাজ্য চালনায় সহযোগী হবে। এখন সেবায় সহযোগী, তারপরে রাজ্য চালনায় সহযোগী। সুতরাং এখন থেকে চেক করো। তোমরা রাজা নাকি কখনো রাজা কখনো প্রজা হয়ে যাও! কখনো অধীন কখনো অধিকারী। তোমরা সবসময়ের রাজা? তাহলে, কতো লাগি তোমরা! এইরকম ভেব না যে তোমরা দেরিতে এসেছ। প্রকৃতপক্ষে যারা শেষে আসে তাদের ভাবতে হবে। তোমরা ভালো সময়ে এখানে পৌঁছেছ, সেইজন্যই তোমরা লাগি। এটা ভেবনা যে 'আমরা পরে এসেছি, রাজা হতে পারব কি পারব না! রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসতে পারব কিনা!' সদা এমন ভাবো, 'আমরা আসব না তো কে আসবে?' আসতেই হবে, 'জানিনা এটা করতে পারব কিনা! জানিনা, এটা হবে কি হবে না ....না; তোমরা জানো যে প্রতি কল্পে তোমরা করেছ, করছ এবং সদা করবে। বুঝেছ!'

কখনও এটা ভেবো না যে তোমরা বিদেশি, এরা দেশি। এরা ইন্ডিয়ান তোমরা ফরেনার। তোমাদের নিয়ম-ধারা তোমাদের নিজস্ব, তাদেরটা তাদের নিজস্ব। এতো শুধু পরিচয়ের জন্য ডবল বিদেশি বলে। যেমন এখানেও বলে, এরা কর্ণটকের, এরা ইউ. পি.র। ব্রাহ্মণ তো না? ইন্ডিয়ান হোক বা বিদেশি হোক, সবাই ব্রাহ্মণ। তোমরা বিদেশি এই ভাবনাই রং। নতুন জন্ম কি তোমরা নাওনি? পুরানো জন্ম তো হয়েছিল বিদেশে। নতুন জন্ম তো ব্রাহ্মার কোলে হয়েছে, তাই না! এটা শুধু পরিচয়ের জন্যই বলা হয়। কিন্তু সংস্কারে বা তোমাদের বোঝার অনুভূতিতে কখনো প্রভেদ আছে মনে করনা। তোমরা ব্রাহ্মণ বংশের না? আমেরিকা, আফ্রিকা বংশের তো নও, তাই নয় কি? সবার পরিচয় কি দেবে? শিববংশী ব্রাহ্মাকুমার - কুমারী। একই বংশ হয়ে গেল, তাই না! তোমাদের কথাতেও কখনো পার্থক্য রেখো না। ইন্ডিয়ান এইরকম করে, বিদেশি এইরকম করে, না! আমরা সবাই এক। বাবা এক। রাস্তা এক। রীতি-নীতি এক। স্বভাব-সংস্কার এক। তবে দেশি আর বিদেশির প্রভেদ কীভাবে হতে পারে? নিজেকে বিদেশি বলায় দূরের হয়ে যাবে। ব্রাহ্মা বংশী সবাই আমরা ব্রাহ্মণ। আমি বিদেশি, আমি গুজরাতি...এইজন্যই এটা হয়। না, সবাই এক বাবার। এটাই তো বিশেষত্ব, বিভিন্ন সংস্কার মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি-বর্ণ সব সমাপ্ত হয়ে গেছে। তোমরা একের হয়ে গেছ অর্থাৎ সবাই এক হয়ে গেছ। বুঝেছ! আচ্ছা!

সদা সন্তুষ্ট থাকা বিশেষ আত্মাদের, সদা সন্তুষ্টতার দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্তকারী বাচ্চাদের, সদা রাজ্য অধিকারী তথা বিশ্ব রাজ্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা নিশ্চয় দ্বারা সকল কার্যে নম্বর ওয়ান হয়, এমন বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

**\*বরদান:-\***

সাধনসমূহকে নির্লিপ্ত এবং স্বতন্ত্র হয়ে কার্যে প্রয়োগ করে বেহদ-বৈরাগী ভব\*  
বেহদের বৈরাগী অর্থাৎ কোনো কিছুর সাথে সম্বন্ধ নেই, সদা বাবার অত্যন্ত প্রিয়। এই ভালোবাসা প্রিয় বানায়। বাবার প্রিয় না হলে স্বতন্ত্র হতে পারবে না, আসক্তি থেকে যাবে। যে বাবার প্রিয়, সে সবরকম আকর্ষণের উর্ধ্বে অর্থাৎ নিরাসক্ত (স্বতন্ত্র) হবে, একেই বলে, নির্লিপ্ত স্থিতি। কোনোরকম আকর্ষণে প্রভাবিত হয় না। যারা রচনা এবং সাধন সমূহ নির্লিপ্ত হয়ে কার্যে পরিণত করে - সেইরকম বেহদ-বৈরাগীই রাজশাসি।

**\*শ্লোগান:-\***

হৃদয়ের স্বচ্ছতা-সত্যতা থাকলে ঈশ্বর খুশি হন।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা বাবার কাছে এসেছ নিজেদের সৌভাগ্য তৈরী করতে, সেইসব বাচ্চাদেরই পরম সৌভাগ্য -- ঈশ্বর যাদের সবকিছু স্বীকার করে"\*

\*প্রশ্ন:- বাচ্চাদের কোন্ এমন ভুলের কারণে মায়া অত্যন্ত বলবান হয়ে যায় ?\*

\*উত্তর:- বাচ্চারা, ভোজনের সময় বাবাকে ভুলে যায়, বাবাকে না ভোজন করানোর জন্য মায়া ভোজন করে নেয়। যার ফলে সে বলবান হয়ে যায়, আর তারপর বাচ্চাদের-কেই হয়রান (বিরক্ত) করে। এই ছোট একটি ভুল মায়ার কাছে পরাজিত করে দেয়, তাই বাবার আঙা হলো -- বাচ্চা! স্মরণে থেকে ভোজন করো। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর -- তোমার সঙ্গে ভোজন .... যখনই স্মরণ করবে তখনই তিনি রাজী হয়ে যাবেন।\*

\*গীত:- আজ নয় তো কাল/ ঝরে পড়বে বাদল.....\*

\*ওম্ শান্তি।\* বাচ্চারা, মনে করে যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের দিন বদল হয়ে গিয়ে এখন সদাকালের জন্য সৌভাগ্যের দিন আসছে। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে ভাগ্য পরিবর্তন হতেই থাকে। স্কুলেও তো ভাগ্য পরিবর্তন হতে থাকে, তাই না ! অর্থাৎ উচ্চ হতে থাকে। তোমরা ভালমতন জানো যে, এখন এই রাত সমাপ্ত হয়ে যাবে, এখন ভাগ্য পরিবর্তিত হচ্ছে। জ্ঞানের বর্ষা হতেই থাকে। সুবুদ্ধিসম্পন্ন (সেন্সীবেল) বাচ্চারা মনে করে যে, অবশ্যই আমরা দুর্ভাগ্যশালী থেকে সৌভাগ্যশালী হচ্ছি অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হচ্ছি। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে আমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করছি। এখন রাত থেকে দিন হচ্ছে। বাচ্চারা, এসব তোমরা ব্যতীত কেউ জানেই না। বাবা গুপ্ত, তাই তাঁর কথাও গুপ্ত। অবশ্যই মানুষ বসে সহজ রাজযোগ আর সহজ জ্ঞানের কথা শাস্ত্রে লিখেছে, কিন্তু যারা লিখেছে তারা তো মারা গেছে। বাকি যারা পড়ে, তারা কিছু বুঝতে পারে না। কারণ তারা অবুঝ। কত পার্থক্য। তোমরাও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে বোঝ। সকলেই (একরস) একইরকমের পুরুষার্থ করে না। কাকে দুর্ভাগ্য, আর কাকে সৌভাগ্য বলা হয় --- একথা শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো। আর সকলে তো গভীর অন্ধকারে রয়েছে। তাদেরকে বুঝিয়ে জাগরিত করতে হবে। সৌভাগ্যশালী বলা হয় সূর্যবংশীয়দের, ১৬ কলা সম্পূর্ণ তারাই। আমরা বাবার থেকে স্বর্গে যাওয়ার সৌভাগ্য গড়ছি, যে স্বর্গ বাবা রচনা করবেন। যারা ইংরেজী জানে, তাদেরকেও তোমরা বোঝাতে পারো যে, আমরা হেভেনলী গডফাদারের দ্বারা স্বর্গের সৌভাগ্য তৈরী করছি। স্বর্গে আছে সুখ, নরকে আছে দুঃখ। স্বর্গযুগ অর্থাৎ সত্যযুগ, সুখ আর লৌহযুগ অর্থাৎ কলিযুগ, দুঃখ। একেবারে সহজকথা। আমরা এখন পুরুষার্থ করছি। ইংরেজ, খ্রিস্টানাদিরা অনেকেই আসবে। তাদের বলা যে, এখন আমরা শুধু একজন হেভেনলী গডফাদার-কেই স্মরণ করি, কারণ মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবা বলেন, তোমাদেরকে আমাদের কাছেই আসতে হবে। যেমন, তীর্থে যায় ঠিক তেমনই তাই না। বৌদ্ধদের নিজস্ব তীর্থস্থান রয়েছে, খ্রিস্টানদের নিজস্ব। প্রত্যেকেরই নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ রয়েছে। আমাদের হলো বুদ্ধিযোগের ব্যাপার। যেখান থেকে ভূমিকা পালন করতে এসেছি, সেখানেই পুনরায় ফিরে যেতে হবে। তিনি হলেন স্বর্গ স্থাপনকারী গডফাদার। তিনি আমাদের বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে সত্য পথ বলে দিই। বাবা অর্থাৎ গডফাদারকে স্মরণ কর তাহলে অন্তিমকালে যেমন স্থিতি তেমন গতি হবে। যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সকলে গিয়ে তাকে সাবধান করে বলে যে, রাম নাম জপ কর। বাংলায় যখন কারো মৃত্যু হয় তখন গঙ্গায় নিয়ে যায় আর বলে হরি বোল, হরি বোল.....তাহলেই হরির কাছে চলে যাবে। কিন্তু কেউই যায় না। সত্যযুগে তো কেউ বলবে না যে -- রাম-রাম বলা বা হরি বোল বলা। দ্বাপর থেকে পুনরায় এই ভক্তিমার্গ শুরু হয়। এমন নয় যে, সত্যযুগে কোন ভগবান বা গুরুকে স্মরণ করা হয়। ওখানে তো শুধু নিজ-আত্মাকেই স্মরণ করা হয়, আমরা আত্মারা এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নেব। নিজেদের রাজস্ব (বাদশাহী) স্মরণে আসে। মনে করে যে, আমরা নিজেদের রাজ্যে গিয়ে জন্ম নেব। এখন এই দৃঢ় নিশ্চয় রয়েছে, রাজস্ব প্রাপ্ত তো হবেই, তাই না। এছাড়া কাকে স্মরণ করবে বা দান-পুণ্য করবে ? দান-পুণ্য করার মতন কোনো গরীব ওখানে থাকেই না। ভক্তিমার্গের রীতি-রেওয়াজ আলাদা, জ্ঞানমার্গের রীতি-রেওয়াজ আলাদা। এখন বাবাকে সবকিছু দিয়ে ২১ জন্মের জন্য (বাবার) উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছি। ব্যস, এখন আর দান-পুণ্য করার প্রয়োজনই নেই। ঈশ্বর অর্থাৎ বাবাকে আমরা সবকিছু দিয়ে দিই। ঈশ্বরই তা স্বীকার (গ্রহণ) করে নেয়। স্বীকার যদি না করে পুনরায় তবে দেবে কিভাবে ? স্বীকার না করা এটাও দুর্ভাগ্য। তথাপি স্বীকার করতে হয় যাতে তাদের মোহ কেটে যায়। বাচ্চারা, এই রহস্যও তোমরা জানো। যখন প্রয়োজনই পড়বে না তখন গ্রহণ কেন করবে ? এখানে কিছু জমা করতে হবে না। এখান

থেকে সব আকর্ষণ কাটিয়ে ফেলতে হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে -- বাইরে কোথাও গেলে, নিজেকে অত্যন্ত হাল্কা মনে কর। আমরা বাবার বাচ্চা, আমরা অর্থাৎ আত্মারা রকেটের থেকেও দ্রুতগামী। এমন দেহী-অভিমানী যে, হেঁটে গেলেও কখনো ক্লান্ত হবে না। কারণ দেহের অভিমান আসবে না। যেন হাঁটছি না, আমরা উড়ে চলেছি। তোমরা যেখানেই যাও দেহী-অভিমানী হয়ে যাও। পূর্বে মানুষ তীর্থাদিতে পদরজে যেতো। সেইসময় মানুষের বুদ্ধি তমোপ্রধান ছিল না। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যেতো, ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। বাবাকে স্মরণ করলে সাহায্য তো পাবে, তাই না। যদিও সেসব পাথরের মূর্তি কিন্তু বাবা ওইসময় ঋণিকের জন্য মনোবাসনা পূর্ণ করে দেয়। সেসময় রজোপ্রধান স্মরণ ছিল তাতেও শক্তি প্রাপ্ত হতো, ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। এখন তো ধনীরা শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গরীবরা খুব তীর্থে যায়। ধনীরা অতি আড়ম্বরের সঙ্গে ঘোড়া ইত্যাদিতে যায়। গরীবরা তো হেঁটেই চলে যাবে। ভাবনার ভাড়া যত গরীবরা পায় তত ধনীরা পায় না। এইসময়েও তোমরা জানো যে -- বাবা গরীবের ভগবান(গরীব নিয়াজ) তাহলে কেন বিভ্রান্ত হয়ে পড় ? কেন ভুলে যাও ? বাবা বলেন -- তোমাদের কোনো কষ্ট করতে হবে না। শুধু একমাত্র প্রিয়তম-কেই স্মরণ করতে হবে। তোমরা সকলেই প্রিয়তমা তাই প্রিয়তমকে স্মরণ করতে হবে। সেই প্রিয়তমকে ভোগ অর্পণ না করে ভোজন করে নিতে কী তোমরা লজ্জাবোধ কর না ? তিনি প্রিয়তমও, আবার বাবাও। তিনি বলেন, আমাকে কী ভোজন করাবে না ! তোমাদের তো আমাদের ভোজন করানো উচিত, তাই না। দেখ, বাবা যুক্তি বলে দেন। তোমরা বাবাকে অথবা প্রিয়তমকে তো মানো, তাই না। যে (আমাদের) ভোজন করায়, প্রথমে তো তাঁকেই ভোজন করানো উচিত। বাবা বলেন, আমাকে ভোগ অর্পণ করে, আমাকে স্মরণ করে ভোজন কর। এতেই অনেক পরিশ্রম। বাবা বার-বার বোঝান, বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। বাবা নিজেও বার-বার পুরুষার্থ করতে থাকেন। তোমাদের অর্থাৎ কুমারীদের জন্য তো অত্যন্ত সহজ। তোমরা সিঁড়ি চড়ইনি। কন্যাদের তো প্রিয়তমের সঙ্গে বাগদান (বিবাহ-চুক্তি) হয়ই। তাই এমন প্রিয়তমকে স্মরণ করে ভোজন করা উচিত। ওঁনাকে আমরা স্মরণ করি আর উনি আমাদের কাছে চলে আসেন। স্মরণ করলে তবেই তিনি(ভোগের) সুবাস গ্রহণ করবেন। তাই এমনভাবেই বাবার সঙ্গে কথা বলা উচিত। তোমাদের এই অভ্যাস হবে রাতে জাগলে। অভ্যাস হয়ে গেলে তখন দিনেও স্মরণে থাকবে। ভোজনের সময়েও স্মরণ করা উচিত। প্রিয়তমের সঙ্গে তোমাদের বাগদান-পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গেই ভোজন করব..... এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যখন স্মরণ করবে তখনই তিনি ভোজন করবেন, তাই না। উনি তো সুবাসই গ্রহণ করেন। কারণ ওঁনার নিজস্ব শরীর তো নেই। কুমারীদের জন্য তো অতি সহজ, এদের ফেসিলিটিজ্ অনেক। শিববাবা আমাদের অতি সুন্দর প্রিয়তম, কত মিষ্টি। আধাকল্প আমরা তোমাকে স্মরণ করেছি, এখন তোমরা এসে মিলেছ ! আমরা যা খাচ্ছি, তুমিও তা খাবে। এমনও নয়, একবার স্মরণ করেছি, ব্যস, পুনরায় তোমরা নিজেরা ভোজন করতে থাকো। ওঁনাকে ভোজন করাতে ভুলে যাও। ওঁনাকে ভুলে গেলে আর ওঁনাকে আর পাবে না। অনেক জিনিসই তো খাও, খিচুড়ি খাও, আম খাও, মিষ্টি খাও..... এভাবে শুরু থেকে স্মরণ করে পরে(স্মরণ করা) কী বন্ধ করে দেবে ? না দেবে না, তাহলে সব জিনিস তিনি কী করে থাকেন। প্রিয়তম যদি ভোজন না করে তাহলে মাঝে মাঝে এসে তা খেয়ে যাবে, ওঁনাকে খেতে দেবে না। আমি দেখি যে, মাঝা খেয়ে বলবান হয়ে যায় আর তোমাদের পরাজিত করে। বাবা তোমাদের যুক্তি বলে দেন। বাবাকে স্মরণ করো, তবেই বাবা বা প্রিয়তম সম্পূর্ণ সহায় (রাজী) হয়ে যাবেন। তারা বলে, বাবা তোমার সঙ্গেই বসব, তোমার সঙ্গেই খাব। আমরা তোমাকে স্মরণ করে খাই। জ্ঞানের মাধ্যমেই তোমরা জেনেছ যে, তিনি তো সুবাসই(শুদ্ধ ভাবনা) গ্রহণ করবে। এ তো ধার করা শরীর। স্মরণ করলে তিনি আসেন। তোমাদের স্মরণই সবকিছুর আধার। একে যোগ বলা হয়, যোগেই পরিশ্রম। সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা কখনো এভাবে বলবে না। তোমাদের যদি পুরুষার্থ করতে হয় তবে বাবার শ্রীমতকে নোট কর। সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ কর। বাবা নিজের অনুভব বলেন -- যেমন কর্ম আমি করি, তুমিও তেমন কর, আর সেই কর্মই তো আমি তোমাদেরকে শেখাই। বাবাকে কর্ম করতে হয় না। সত্যযুগে কর্মভোগ করতে হয় না। বাবা অত্যন্ত সহজ কথা বোঝান। তোমার সঙ্গেই বসব, শুনব, তোমার সঙ্গেই খাব.....এ তোমাদেরই গান। প্রিয়তম-রূপে বা পিতা-রূপে স্মরণ কর। গায়নও রয়েছে, তাই না -- বিচারসাগর মন্ডন করে জ্ঞানের পয়েন্টস বের করতে হবে। এই অভ্যাসের দ্বারা বিকর্মও বিনাশ হবে, সুসাস্থ্যের অধিকারী হবে। সমগ্র দুনিয়াই তো আর স্বর্গের মালিক হবে না। এও হিসেব-নিকেশ।

বাবা অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝান। এই সঙ্গীত তো অবশ্যই শুনেছ যে, আমরা এখন (আধ্যাত্মিক) যাত্রায় চলেছি। যাত্রায় ভোজনাদি তো করতেই হয়, প্রিয়তমা, প্রিয়তমের সঙ্গে, সন্তান তার পিতার সঙ্গে ভোজন করবে। এখানেও এমন হবে। তোমাদের প্রিয়তমের প্রতি যতই মনোযোগ বাড়বে, ততই খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। নিশ্চয়বুদ্ধির বিজয় হতে থাকবে। যোগ অর্থাৎ দৌঁড়। এ হলো বুদ্ধির দৌঁড়। আমরা হলাম স্টুডেন্ট, টিচার আমাদের দৌঁড়নো (স্মরণের যাত্রা) শেখান। বাবা বলেন, এটা ভেবো না যে দিনে শুধু কর্মই করতে হবে। কচ্ছপের মতন কর্ম করে পুনরায় স্মরণে বসে যাও। ভ্রমর সারাদিন

ভুঁ-ভুঁ করে। তখন কেউ উড়ে যায়, কেউ মরে যায়, সে তো এক উদাহরণ হয়ে যায়। এখানেও তোমরা ভুঁ-ভুঁ করে নিজ-সম তৈরী কর। এরমধ্যে কারো ভাল লাগে, কেউ নষ্ট হয়ে যায়, কেউ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, পালিয়েও(ভাগন্তী) যায়। পুনরায় গিয়ে কীটে পরিণত হয়। এইভাবে ভুঁ-ভুঁ করা অত্যন্ত সহজ। 'মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না.....'। এখন আমরা যোগযুক্ত হচ্ছি, দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এই জ্ঞানই গীতায় ছিল। তিনি মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে গিয়েছিলেন। সত্যযুগে তো সকলেই দেবতা ছিল। অবশ্যই ওঁনাদের সঙ্গমযুগেই এসে (তিনি) দেবতায় পরিণত করেছেন। ওখানে দেবতা হওয়ার জন্য যে যোগ করা হয় তা শেখানো হবে না। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল আর কলিযুগের শেষে আসুরীয় ধর্ম। একথা শুধুমাত্র গীতাতেই লেখা রয়েছে। মানুষকে দেবতায় পরিনত করতে বিলম্ব হয় না কারণ এইম অবজেক্ট তৈরী করাই থাকে। ওখানে সমগ্র দুনিয়ায় এক ধর্ম হবে। সমগ্র দুনিয়াই তো হবে, তাই না। এমন নয় যে, চীন, ইউরোপ হবে না, হবে কিন্তু সেখানে মানুষ থাকবে না। শুধুমাত্র দেবতা ধর্মের যারা তারাই থাকবে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা থাকে না। এখন হলো কলিযুগ। আমরা এখন ভগবানের সাহায্যে মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত হচ্ছি। বাবা বলেন, তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হয়ে যাবে। এতে কষ্টের কোন কথা নেই। ভক্তিমার্গে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করেছি। বলাও হয় যে, নির্বাণধামে চলে গেছে। এমন কখনো বলা হয় না যে, ভগবানের কাছে চলে গেছে। বলা হবে, স্বর্গে গেছে। একজন চলে গেলে তো স্বর্গ তৈরী হবে না। সকলকে যেতে হবে। গীতায় বর্ণিত রয়েছে যে, ভগবান হলেন কালেরও কাল (মহাকাল)। মশা-সদৃশ সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বুদ্ধিও বলে যে, চক্র পুনরাবৃত্ত হয়। তাহলে সর্বপ্রথমে অবশ্যই সত্যযুগীয় দেবী-দেবতা ধর্ম রিপীট হবে। পরে আবার অন্যান্য ধর্ম রিপীট হবে। বাবা কত সহজ করে বলেন -- 'মন্মানাভব'। ব্যস, ৫ হাজার বছর পূর্বেও গীতার ভগবান বলেছিলেন -- প্রিয় বাছা! যদি কৃষ্ণ বলে তাহলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কেউ-ই শুনবে না। ভগবান বললে তখন সকলেরই মনে হবে যে -- গডফাদার হেভেন স্থাপন করছে সেখানে পুনরায় আমরা গিয়ে চক্রবর্তী রাজা হব। এতে কোন খরচাদির কথা নেই শুধু সৃষ্টির আদি-মধ্য- অন্তকে জানতে হবে।

বাম্বারা, তোমাদের বিচারসাগর মন্বন করতে হবে। কর্ম করতে-করতেও রাত-দিন এমন পুরুষার্থ করতে থাকো। বিচারসাগর মন্বন না করে বা পিতাকে স্মরণ না করে শুধু যদি কর্ম করতে থাকো, তবে রাতের সেই চিন্তাভাবনাই আসতে থাকবে। যে বাড়ী তৈরী করে তার বাড়ীর চিন্তাই চলে। অবশ্যই বিচার সাগর মন্বন করার রেসপন্সীবিলিটি এদের উপর। কিন্তু বলা হয়, কলস লক্ষ্মীকে দেওয়া হয়েছে, তোমরাই তো লক্ষ্মী হও, তাই না। \*আচ্ছা!\*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* শ্রীমত নোট করে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা যে কর্ম করতে শিখিয়েছেন, সেটাই করতে হবে। বিচারসাগর মন্বন করে জ্ঞানের পয়েন্টস্ বের করতে হবে।

\*২)\* নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমরা বাবার স্মরণে থেকেই ভোজন করব। তোমার সঙ্গেই বসব, তোমার সঙ্গেই থাক..... এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে।

**\*বরদান:-\*** নিজ শুভ-চিন্তনের শক্তির দ্বারা আত্মাদের চিন্তামুক্ত করা শুভচিন্তক-মণি ভব\*

\*ব্যাখা :-\* আজকের বিশ্বে সকল আত্মারাই চিন্তামণি। সেই চিন্তামণিদের তোমরা অর্থাৎ শুভচিন্তক-মণিরা নিজ শুভচিন্তার শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করতে পারো। যেমন সূর্যের কিরণ দূর-দূর পর্যন্ত অন্ধকারকে দূর করে দেয় তেমনি তোমরা অর্থাৎ শুভচিন্তামণিদের শুভ সঙ্কল্প-রূপী উজ্জ্বলতা বা কিরণ বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাই তারা মনে করে যে, কোন আধ্যাত্মিক লাইট গুপ্তরূপে নিজের কার্য করছে। এই টাচিং এখন শুরু হয়েছে, অবশেষে খুঁজতে-খুঁজতে সঠিকস্থানে পৌঁছে যাবে।

**\*স্লোগান:-\*** বাপদাদার ডায়রেকশনকে সরাসরি গ্রহণ করার জন্য মন-বুদ্ধির লাইনকে ক্লিয়ার রাখো।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বশক্তিমান বাবার থেকে বুদ্ধিযোগ লাগালে শক্তি প্রাপ্ত হবে, স্মরণের দ্বারাই আত্মারূপী ব্যাটারি চার্জ হয়, আত্মা পবিত্র সতোপ্রধান হয়ে যায়"\*

\*প্রশ্ন:- সঙ্গম যুগে তোমরা বাচ্চারা কী এমন পুরুষার্থ করো, যার ফল স্বরূপ তোমাদের দেবতা পদ প্রাপ্ত হয়?\*

\*উত্তর:- সঙ্গমে আমরা শীতল হওয়ার পুরুষার্থ করি। শীতল অর্থাৎ পবিত্র হলে আমরা দেবতা হয়ে যাই। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা শীতল না হতে পারছি, ততক্ষণ দেবতাও হতে পারব না। এই সংগমেই শীতল দেবী হয়ে সকলের উপর জ্ঞানের ঠান্ডা জলের ছিটে ফোঁটা ছড়িয়ে সবাইকে শীতল করতে হবে। সকলের উত্তাপ শীতল করতে হবে। নিজেও শীতল হতে হবে আর সবাইকেও করতে হবে।\*

\*ওম্ শান্তি\* । বাচ্চাদের প্রথমে একটি কথাকে ভাল করে বুঝতে হবে যে, আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই আর শিব বাবা হলেন সকলের বাবা। তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। তোমাদের মধ্যেই সর্বশক্তি ছিল। তোমরা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করেছিলে। ভারতের মধ্যেই এই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তোমরাই পবিত্র দেবী-দেবতা ছিলে। তোমাদের কুল বা বংশে সবাই নির্বিকারী ছিল। কে নির্বিকারী ছিল? আত্মারা। এখন পুনরায় তোমরা নির্বিকারী হচ্ছে।

সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থেকে শক্তি গ্রহণ করছো। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আত্মাই ৮৪ বার শরীর ধারণ করে অভিনয় করে। আত্মার মধ্যেই সতোপ্রধানতার শক্তি ছিল, সেটাই আবার দিন দিন হ্রাস হয়ে গেছে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান তো হতেই হবে। যেরকম ব্যাটারির শক্তি কম হয়ে গেলে মোটর বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাটারি শক্তিহীন হয়ে যায়। আত্মার ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হয়না, কিছু না কিছু শক্তি থাকে। যেরকম কেউ যদি মারা যায়, তখন তার উদ্দেশ্যে দীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়, তাতে ঘৃত ঢালতেই থাকে, যাতে সেই জ্যোতি নিভে না যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে তোমাদের আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ শক্তি ছিল, এখন নেই। এখন পুনরায় তোমরা সর্বশক্তিমান বাবা থেকে নিজের বুদ্ধিযোগ লাগিয়ে নিজের মধ্যে শক্তি অর্জন করতে থাকো কেননা শক্তি কম হয়ে গেছে। শক্তি একদমই সমাপ্ত হয়ে গেলে শরীর থাকবে না। আত্মা বাবাকে স্মরণ করতে করতে একদম পবিত্র হয়ে যায়। সত্যযুগে তোমাদের ব্যাটারি সম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন ছিল। পুনরায় ধীরে ধীরে কলা অর্থাৎ ব্যাটারি কম হতে শুরু করে। কলিযুগে আত্মার শক্তি একদম অল্প পরিমাণে থেকে যায়। যেরকম শক্তির দেউলিয়া হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করলে আত্মা পুনরায় ভরপুর হয়ে যায়। তাই এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে একজনকেই স্মরণ করো। উঁচুর থেকে উঁচু, সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন ভগবান। বাকি যা কিছু আছে সব হলো তাঁর রচনা। রচনার থেকে রচনা লৌকিক জগতের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। রচয়িতা তো এক অসীম জগতের বাবাই আছেন। বাকি যা কিছু আছে সবই হল লৌকিক জগতের। অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করলে অসীম জগতের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাই বাচ্চাদের হৃদয়ের অন্তরে এটাই ভালোভাবে বুঝতে হবে যে বাবা আমাদের জন্য স্বর্গ নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। ড্রামা অনুসারে স্বর্গে স্থাপনা হচ্ছে, যেখানে তোমরা বাচ্চারা এই রাজত্ব করো। আমি তো সদা পবিত্র থাকি। আমি কখনই গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করি না, না দেবী দেবতাদের মতো জন্ম নিই। কেবলমাত্র বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্বর্গের রাজত্ব দেওয়ার জন্য যখন ইনি (বাবা) ৬০ বছরের বাণপ্রস্থ অবস্থায় হন তখন এঁনার শরীরে আমি এসে প্রবেশ করি। ইনিই আবার নম্বর ওয়ান তমোপ্রধান থেকে নম্বর ওয়ান সতোপ্রধান হয়ে যান। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। তারপর হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর - সূক্ষ্মবতনবাসী। এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর কোথা থেকে এসেছেন? এটি কেবলমাত্র সাক্ষাৎকার হয়। সূক্ষ্ম বতন মাঝখানে আছে তাই না। এখানে স্থূল শরীর থাকেনা। সূক্ষ্ম শরীর কেবলমাত্র দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখা যায়। ব্রহ্মা তো হলেন শ্বেত বস্ত্রধারী। বিষ্ণু হলেন হীরে জহরত দিয়ে সজ্জিত। আবার শঙ্করের গলায় সাপ আদি দেখানো হয়েছে। এইরকম শংকর আদি কেউ হয় না। দেখানো হয়েছে অমরনাথে শংকর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন। এখন আবার সূক্ষ্ম বতনে তো মনুষ্যসৃষ্টি নেই। তাহলে সেখানে কথা কি করে শোনাবেন? বাকি সূক্ষ্মবতনের কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারই হয়। যে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়, তারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই আবার সত্যযুগে গিয়ে স্বর্গের মালিক হয়। তাই বুদ্ধিতে থাকা চাই যে এঁনারা এই রাজ্য-ভাগ্য কি করে পেয়েছেন? লড়াই আদি তো কিছু হয় না। দেবতার হিংসা কিভাবে করবেন? এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করে রাজ্য ভাগ্য নাও, কেউ মানুষ বা না মানুষ। গীতাতেও আছে যে দেহ সহিত দেহের সকল ধর্মকে ভুলে মামেকং স্মরণ করো। বাবার তো দেহই নেই, যার মধ্যে আসক্তি থাকবে। বাবা বলেন যে - অল্প সময়ের জন্য আমি এই শরীরের লোন নিই। না হলে আমি নলেজ কিভাবে দেবো? আমি

হলাম এই কল্পবৃক্ষের চৈতন্য বীজ রূপ। এই বৃক্ষের জ্ঞান আমার কাছেই আছে। এই সৃষ্টির আয়ু কত বছর ? কিভাবে উৎপত্তি, পালনা, বিনাশ হয় ? মানুষের এইসব বিষয়ে কিছুই জানা নেই। তারা লৌকিক জগতের পড়াশোনা করে আর বাবা তো অসীম জগতের পড়াশোনা করিয়ে বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক তৈরি করেন।

ভগবান কখনো দেহধারী মানুষকে বলা হয় না। এঁাদের (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের) নিজের সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাই এঁাদেরও ভগবান বলা যায়না। এই শরীর তো হল এই দাদার আত্মার সিংহাসন। অকালতঃ তাইনা। এখন এই অকাল মূর্তি বাবার তঃত। অমৃতসরেও অকালতঃত আছে। বড় বড় ব্যক্তির সেই অকালতঃতের উপর গিয়ে বসে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, এইসব হল আত্মাদের অকালতঃত। আত্মার মধ্যেই ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার হয়, তবেই তো বলা যায় যে এসব হলো কর্মের ফল। সকল আত্মার বাবা একজনই। বাবা কোন শাস্ত্র আদি পড়ে বোঝান না। এই সকল কথাও শাস্ত্র আদিতে মধ্যে নেই, তবেই তো সবাই চিৎকার করে, বলে এরা শাস্ত্রকে মানে না। সাধু-সন্তাদি গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে তো তারা কি পবিত্র হয়ে গেছে? ফিরে তো কেউই যেতে পারে না। সবাই পিছনে-পিছনে যাবে। যেরকম মশাদের ঝাঁক বা মৌমাছিদের ঝাঁক যায়। মৌমাছিদের মধ্যে আবার রানী মৌমাছি আছে, তার পিছনে-পিছনে সবাই যায়, বাবাও যাবেন তো তার পিছনে-পিছনে সকল আত্মারাও যাবে। মূলবতনে যেরকম সকল আত্মাদের ঝাঁক আছে। এখানে হলো সব মানুষদের ঝাঁক। তো এই ঝাঁকও একদিন ফিরে যাবে। বাবা এসেছেন সকল বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। শিবের বরমাত্রী গাওয়া হয়, তাই না। পুত্র বলো বা কন্যা বলো বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে স্মরণের যাত্রা শেখাতে। পবিত্র হওয়া ছাড়া আত্মা ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। যখন পবিত্র হয়ে যাবে তো প্রথমে শান্তিধামে যাবে, পুনরায় সেখান থেকে ধীরে ধীরে এখানে আসতে থাকবে, বৃদ্ধি হতে থাকবে। রাজধানী হতেই হবে, তাই না। সবাই একসঙ্গে তো আসে না। কল্প বৃক্ষ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। সবার প্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যেটা বাবা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণও সবার প্রথমে সেই রকমই হয়, যাদেরকে দেবতা হতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো আছেন, তাইনা। প্রজাতেও ভাই-বোন হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো এখানে অনেক হয়। অবশ্যই নিশ্চয়বৃদ্ধি হতে হবে তবেই তো এত বেশি নম্বর পেতে পারে। তোমাদের মধ্যেও যে পাকাপোক্ত আছে সে-ই এখানে প্রথমে আসবে, আর যে পরিপক্ব হবে না সে পিছনে আসবে। মূলবতনে সকল আত্মারা থাকে, যখন নিচে আসে তখন এখানে বৃদ্ধি হতে থাকে। শরীর ছাড়া আত্মা কিভাবে ভূমিকা পালন করবে ? এটা হল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দুনিয়া, যেটা চার যুগ ধরে চলতে থাকে। সত্যযুগে আমরা দেবতা ছিলাম পুনরায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছি। এখন এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই যুগ এখনই তৈরি হয়, যখন বাবা আসেন। এই অসীম জগতের জ্ঞান এখন অসীম জগতের বাবা-ই আমাদের প্রদান করেন। শিববাবার নিজের শরীরের কোনো নাম নেই। এই শরীর তো এই দাদার আছে। বাবা অল্প সময়ের জন্য এই শরীরকে লোন নেন। বাবা বলেন যে, আমাকে তোমাদের সাথে কথা বলার জন্য মুখ তো চাই তাইনা। মুখ নাহলে বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলবেন কি করে। আবার অসীম জগতের জ্ঞানও এই মুখ দিয়েই তোমাদের শোনাই। এইজন্য এনাকে গোমুখও বলা হয়। পাহাড় থেকে জল তো যেদিক থেকে খুশি বের হতে পারে। তবুও এখানে গোমুখ বানিয়ে দিয়েছে, তার থেকে জল বেরিয়ে আসে। সেটাকে আবার সবাই গঙ্গাজল মনে করে পান করে। সেই জলেরই আবার কত মহত্ব থাকে। এই দুনিয়াতে সবই হলো মিথ্যা। সত্য তো এক বাবা-ই এসে শোনান। আবার সেই সমস্ত মিথ্যুক মানুষেরা বাবার জ্ঞানকে মিথ্যা মনে করে। ভারতে যখন সত্যযুগ ছিল তো এটাকে সত্যখন্ড বলা হতো। এই ভারতই আবার পুরানো হয়ে যায়, তো প্রত্যেক কথা, প্রত্যেকটা জিনিস মিথ্যা হয়ে যায়। কতটা পার্থক্য হয়ে যায়। বাবা বলেন তোমরা আমাকে কত গ্লানি করেছে। সর্বব্যাপী বলে কত নিন্দা করেছে। শিববাবাকে আহ্বান করো এই কারণে যে এই পুরানো দুনিয়া থেকে আমাকে নিয়ে চলো। বাবা বলেন যে আমার সকল বাচ্চারা কাম চিতাতে বসে কাঙ্গাল হয়ে গেছে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, তোমরা তো স্বর্গের মালিক ছিলে, তাইনা। স্মরণে আসছে ? সেসব কথা বাচ্চাদেরকেই তো বাবা এসে বোঝান, সমগ্র দুনিয়াকে তো বোঝান না। বাচ্চারাই বাবাকে বোঝে। দুনিয়া এসব কথা কি জানে !

সব থেকে বড় কাঁটা হল কাম বিকার। নামই তো আছে পতিত দুনিয়া। সত্যযুগ হল ১০০% পবিত্র দুনিয়া। মানুষ পবিত্র দেবতাদের সামনে গিয়ে নমস্কার করে। হয়তো অনেক ভক্ত নিরামিশাশী আছে, কিন্তু এমন নয় যে তারা বিকারগ্রস্ত নয়। এরকম তো অনেক বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচারীও আছে। ছোট থেকেই কোনো ছিঃ ছিঃ খাবার খায় না। সন্ন্যাসীরাও বলে নির্বিকারী হও। ঘরবাড়ির সন্ন্যাস করে, কিন্তু আবার দ্বিতীয় জন্মে কোনো গৃহস্থীর কাছেই জন্মগ্রহণ করে আবার পুনরায় ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু তারা কি সত্যিই পতিত থেকে পবিত্র হতে পেরেছে ? না। পতিত-পাবন বাবার শ্রীমং ছাড়া কেউ পতিত থেকে পাবন হতে পারে না। ভক্তি হলো নিচে নামার কলার রাস্তা। তাহলে আবার পবিত্র কি করে হবে ? পবিত্র হলেই তো ঘরে ফিরে যেতে পারবে, স্বর্গে আসতে পারবে। \*সত্যযুগী দেবী দেবতারা কখনো ঘরবাড়ি ছেড়ে

চলে যায় কি ?\* বাইরের লোকেদের হলো লৌকিক জগতের সন্ধ্যাস, তোমাদের হল অসীম জগতের সন্ধ্যাস। সমগ্র দুনিয়া, আল্মীয় বন্ধু ইত্যাদি সবকিছুর সন্ধ্যাস। তোমাদের জন্যই এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধি স্বর্গের দিকে আছে। মানুষেরা তো নরকেতেই আটকে আছে। তোমরা বাচ্চারা আবার বাবার স্মরণে আটকে আছে।

তোমাদেরকে শীতলদেবী বানানোর জন্য জ্ঞান চিতার উপর বসানো হয়। শীতল শব্দের বিপরীত শব্দ হল উত্তপ্ত। তোমাদের নামই আছে শীতলা দেবী। একজন তো হবেনা, তাইনা। অবশ্যই অনেক হবে, যাঁরা ভারতকে শীতল বানিয়েছেন। এই সময় সবাই কাম চিতার উপর জ্বলছে। তোমাদের নামই হলো শীতলা দেবী। তোমরা হলে শীতলকারী ঠান্ডা জলের ছিটা দেওয়া দেবী। জলের ছিটে ফোঁটা দেওয়া হয় তাই না। এটা হল জ্ঞানের ছিটেফোঁটা, যেটা আত্মার উপর দেয়া যায়। আত্মা পবিত্র হলেই শীতল হয়ে যায়। এই সময় সমগ্র দুনিয়া কাম চিতার উপরে চড়ে কালি হয়ে গেছে। এখন কলস প্রাপ্ত হয়েছে তোমাদের বাচ্চাদের। কলস দ্বারা তোমরা নিজেরাও শীতল হও আর অপরদেরকেও শীতল বানাও। ইনিও শীতল হয়েছে, তাই না। দু'জন একসঙ্গে থাকে। ঘরবাড়ি ছাড়ার তো কোনো ব্যাপারই নেই, কিন্তু গোয়াল ঘর তৈরি হয়েছে তো অবশ্যই কেউ ঘর ত্যাগ করেছে। কি কারণে ? জ্ঞান চিতার উপর বসে শীতল হওয়ার জন্য। যখন তোমরা এখানে শীতল হয়ে যাবে, তখনই তোমরা দেবতা হতে পারবে। এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো ঘরের দিকে যেন না যায়। বাবার সাথে বুদ্ধি আটকে থাকে। কেননা তোমাদের সবাইকে বাবার সাথে ঘরে যেতে হবে। বাবা বলেন যে, মিষ্টি বাচ্চারা, আমি পান্ডা হয়ে এসেছি তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা হল শিবশক্তি পাণ্ডবসেনা। তোমরা হলে শিবের থেকে শক্তি গ্রহণকারী। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। মানুষ তো বোঝে যে - পরমাত্মা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তুলতে পারেন। কিন্তু বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, এই নাটকে প্রত্যেকের অনাদি পাঠ প্রাপ্ত হয়েছে। আমিই রচয়িতা, পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা। এই নাটকের অভিনয়কে আমি কোনো পরিবর্তন করতে পারব না। মানুষ বোঝে যে গাছের পাতাও পরমাত্মার আদেশে নড়ে। কিন্তু পরমাত্মা তো নিজে বলছেন যে আমিও এই নাটকের অধীন, এর বন্ধনে বাঁধা আছি। এরকম নয় যে আমার আদেশে এই পাতা নড়বে। সর্বব্যাপীর জ্ঞান ভারতবাসীকে একদম কাঙ্গাল করে দিয়েছে। বাবার জ্ঞানে ভারত পুনরায় মস্তক মণি হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* সূর্যবংশীতে সর্ব প্রথমে আসার জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সম্পূর্ণ নম্বর নিতে হবে। পরিপক্ব ব্রাহ্মণ হতে হবে। অসীম জগতের জ্ঞানকে স্মরণে রাখতে হবে।

\*২)\* জ্ঞান চিতাতে বসে শীতল অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। জ্ঞান আর যোগ দিয়ে কামাগ্নিকে সমাপ্ত করতে হবে। বুদ্ধিযোগ সর্বদা এক বাবাতাই যেন আটকে থাকে।

**\*বরদান:-\*** বিস্ময় দেখানোর পরিবর্তে অন্যদের অবিনাশী ভাগ্যে ঝলমল করে ওঠা নক্ষত্র বানিয়ে দিয়ে সিদ্ধিস্বরূপ ভব\*

**\*ব্যখ্যা :-\*** আজকাল যেসব অল্পকালীন সিদ্ধি প্রাপ্তকারী আছেন, তারা শেষের সময়ে উপর থেকে আসার কারণে সতোপ্রধান স্থিতির কারণে পবিত্রতার ফলস্বরূপ অল্পকালের বিস্ময় (মিরাক্যাল) দেখায়, কিন্তু সেইসব সিদ্ধি সদাকাল থাকেনা। কেননা অল্পসময়ের মধ্যেই সতো, রজো, তমো - এই তিনটি স্থিতি পাস করতে হয়। তোমরা পবিত্র আত্মারা হলে সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ। বিস্ময় দেখানোর পরিবর্তে আত্মাদেরকে অবিনাশী ভাগ্যের দ্বারা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বানিয়ে তোলা তোমরা। সেইজন্য সবাই তোমাদের কাছেই তার কণা নিতে আসে।

**\*শ্লোগান:-\*** বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল তৈরী হলেই সহযোগী সহজ যোগী হয়ে যাবে।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো পরিবর্তনের যুগ, তোমাদের এখন কনিষ্ঠ থেকে উত্তম পুরুষ হতে হবে"\*

\*প্রশ্ন:- বাবার সাথে - সাথে কোন্ বাচ্চাদের মহিমার গায়ন হয়?\*

\*উত্তর:- যারা টিচার হয়ে অনেকের কল্যাণ করার নিমিত্ত হয়, বাবার সাথে সাথে তাদের মহিমাও করা হয়। করণ - করাবনহার বাবা, বাচ্চাদের দিয়ে অনেকের কল্যাণ করান, তাই বাচ্চাদেরও মহিমা হয়ে যায়। বলে থাকে --- বাবা, অমুকে আমার উপরে খুব দয়া করেছে, যাতে আমরা কি থেকে কি হয়ে গেছি। টিচার হওয়া ছাড়া আশীর্বাদ পাওয়া যায় না।\*

\*ওম্ শান্তি।\* আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মিক সন্তানদের জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বোঝানও আবার জিজ্ঞাসাও করেন। বাবাকে এখন বাচ্চারা জানতে পেরেছে। যদিও কেউ সর্বব্যাপীও বলে কিন্তু তার পূর্বে তো বাবাকে জানতে হবে, তাই না -- বাবা কে? বাবাকে চিনে তারপর বলতে হবে যে, বাবার নিবাস স্থান কোথায়? বাবাকে জানেই না তো তাঁর নিবাস স্থান কিভাবে জানবে? বলে দেয়, তিনি তো নাম - রূপে পৃথক অর্থাৎ কোনো তিনি নেই। তাহলে যে নেই, তাঁর থাকার জায়গা সম্বন্ধে কিভাবে চিন্তা করা যেতে পারে? বাচ্চারা, একথা তোমরা এখনই জানো। বাবা তো প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তারপর তাঁর থাকার স্থান সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদের এই রথের সাহায্যে পরিচয় দিতে এসেছি। আমি তোমাদের সকলেরই পিতা, যাঁকে পরমপিতা বলা হয়। আত্মাকে কেউই জানে না। বাবার নাম - রূপ - দেশ - কাল যদি না থাকে তাহলে বাচ্চারা কোথা থেকে আসবে? বাবাই যদি নাম - রূপের থেকে পৃথক থাকেন, তাহলে বাচ্চারা কোথা থেকে আসবে? বাচ্চারা যখন আছে, তখন অবশ্যই বাবাও আছেন। তাই একথা সিদ্ধ (প্রমাণিত) হয় যে, তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক নন। বাচ্চাদেরও নাম - রূপ আছে। সে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন। আকাশ সূক্ষ্ম হলেও তার নাম তো আকাশ, তাই না। যেমন এই মহাশূন্য সূক্ষ্ম, তেমনই বাবাও খুবই সূক্ষ্ম। বাচ্চারা বর্ণনা করে, এ এক আশ্চর্য তারা, যিনি এনার মধ্যেও প্রবেশ করেন, যাঁকে আত্মা বলা হয়। বাবা তো থাকেন পরমধামে, সে হলো তাঁর থাকার স্থান। উপরে তো দৃষ্টি যায়, তাই না। আগুল দিয়ে উপরে ইশারা করে মানুষ স্মরণ করে। তাহলে যাঁকে স্মরণ করে, সে নিশ্চই কোনো বস্তু নয়। পরমপিতা, পরমাত্মা তো বলা হয়, তাই না। তাও নাম - রূপ থেকে পৃথক বলা - একে অজ্ঞান বলা হয়। বাবাকে জানা, একে জ্ঞান বলা হয়। তোমরা এও বুঝতে পারো, যে আমরা পূর্বে অজ্ঞানী ছিলাম। বাবাকেও জানতাম না আর নিজেদেরও জানতাম না। এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা আত্মা, শরীর নই। আত্মাকে অবিনাশী বলা হয়, তাহলে অবশ্যই কোনো জিনিস, তাই না। অবিনাশী কোনো নাম নয়। অবিনাশী অর্থাৎ যাঁর বিনাশ হয় না। তাহলে অবশ্যই কোনো বস্তু। বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, যাদের বাচ্চা - বাচ্চা বলা হয়, সেই আত্মারা হলো অবিনাশী। একথা আত্মাদের বাবা পরমপিতা, পরমাত্মা বসে বোঝান। এই খেলা একইবার হয়, যখন বাবা এসে বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দেন। তিনি বলেন, আমিও অভিনেতা। আমি কিভাবে অভিনয় করি, একথাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তিনি পতিত আত্মাদের নতুন পবিত্র বানান, তাই তোমরা ওখানে শরীরও ফুলের মতো পাও। একথা তো বুদ্ধিতে আছে, তাই না।

তোমরা এখন বাবা - বাবা বলছো, এই অভিনয় তো এখন চলছে, তাই না। আত্মা বলে বাবা এসেছে - আমাদের মতো বাচ্চাদের শান্তিধামে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শান্তিধামের পরে হলো সুখধাম। শান্তিধামের পর দুঃখধাম হতে পারে না। নতুন দুনিয়াতে সুখই সুখ বলা হয়। এই দেবী - দেবতারা যদি চৈতন্য হয়, আর এদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোথায় থাকতে, তাহলে বলবে, আমরা স্বর্গের অধিবাসী। এখন এই জড় মূর্তিরা তো তা বলতে পারবে না। তোমরা তো বলতে পারো, আমরা তো প্রকৃতপক্ষে স্বর্গে থাকা দেবী - দেবতা ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্মের চক্র অতিক্রম করে এখন সঙ্গম যুগে এসেছি। এ হলো পরিবর্তন হওয়ার পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। বাচ্চারা জানে যে, আমরা অনেক উত্তম পুরুষ হই। আমরা প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর সতোপ্রধান তৈরী হই। সতোপ্রধানও নম্বর অনুসারেই বলা হবে। তাই এই সম্পূর্ণ পার্ট আত্মাই পেয়েছে। অহম আত্মা অর্থাৎ আমি আত্মা - এই পার্ট পেয়েছি। আমি আত্মাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করি। আমি আত্মা উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকারী সর্বদা পুত্রই হয়, কন্যা নয়। তাই এখন বাচ্চারা, একথা তোমাদের পাঙ্কা বুঝতে হবে যে, আমরা সকল আত্মাই হলাম পুরুষ। সকলেই অসীম জগতের পিতার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার পায়। লৌকিক জগতের বাবার কাছে কেবল পুত্রাই উত্তরাধিকার পায়, পুত্রীরা নয়। এমনও নয় যে আত্মা সর্বদা নারীই হয়।

বাবা বোঝান যে, তোমরা আত্মারা কখনো পুরুষ কখনো মহিলা শরীর ধারণ করো। এখন তোমরা সকলেই আত্মা পুরুষ। সব আত্মারাই এক বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পায়। সব বাচ্চারাই এখন বাচ্চা। সকলের বাবা হলেন এক। বাবাও বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা সকলেই পুরুষ। আমার আত্মিক সন্তান তোমরা। তবুও এই অভিনয় করার জন্য পুরুষ - মহিলা দুইই চাই। তখনই মনুষ্য সৃষ্টির বৃদ্ধি সম্ভব। এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না। যদিও বলে থাকে - আমরা সবাই ভাই - ভাই, তবুও বুঝতে পারে না।

তোমরা এখন বলো, বাবা আমরা অনেকবার তোমার থেকে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছি। একথা আত্মার দূত হয়ে যায়। আত্মা অবশ্যই তার বাবাকে স্মরণ করে - ও বাবা, দয়া করো। বাবা এখন তুমি এসো, আমরা সকলেই তোমার সন্তান হবো। দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমরা আত্মারা তোমাকেই স্মরণ করবো। বাবা বুঝিয়েছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে, আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। বাবার থেকে আমরা কিভাবে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাই, আর প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমরা কিভাবে দেবতায় পরিণত হই, এও তো জানা চাই, তাই না। স্বর্গের উত্তরাধিকার কার থেকে পাওয়া যায়, এ তোমরা এখনই বুঝতে পারো। বাবা তো স্বর্গবাসী নন, তিনি বাচ্চাদেরই স্বর্গবাসী করেন। তিনি নিজেই নরকে আসেন, তোমরাও বাবাকে এই নরকেই ডাকো, যখন তোমরা তমঃপ্রধান হও। এ তো তমঃপ্রধান দুনিয়া, তাই না। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন এনার রাজ্য ছিলো, তখন এই দুনিয়া সতোপ্রধান ছিলো। এই কথা, এই ঈশ্বরীয় পড়া, এখনই তোমরা জানতে পারো। এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া। এ কথা বলা হয় যে, মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না -- বাচ্চা হলে আর উত্তরাধিকারী হয়ে গেলে, বাবা বলেন, তোমরা সমস্ত আত্মারা আমার সন্তান। তোমাদের আমি অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করি। তোমরা হলে ভাই - ভাই, তোমাদের থাকার জায়গা মূলবতন বা নির্বাণধাম, যাকে নিরাকারী দুনিয়াও বলা হয়। সমস্ত আত্মারাই সেখানে থাকে। এই সূর্য - চন্দ্রের থেকেও ওপারে তোমাদের সুইট সাইলেন্স ঘর আছে, কিন্তু ওখানে তো তোমরা একেবারেই থেকে যাবে না। ওখানে থেকে গিয়ে কি করবে? সে তো জড় অবস্থা হয়ে যাবে। আত্মা যখন অভিনয় করে, তখনই চৈতন্য বলা হয়। আত্মা চৈতন্য কিন্তু অভিনয় না করলে তো জড় হয়ে গেলো, তাই না। তোমরা যদি এখানে দাঁড়িয়ে পড়ো, হাত - পা না চালাও তাহলে জড় হয়ে গেলে, তাই না। ওখানে তো শান্তি স্বাভাবিক থাকে, আত্মারা যেমন জড় অবস্থায় থাকে। কিছুই অভিনয় করে না ওখানে। শোভা তো এই অভিনয়েরই, তাই না। শান্তিধামে কি শোভা থাকবে? আত্মা সুখ - দুঃখের বাসনার উর্ধ্বে থাকে। ওখানে কোনো অভিনয়ই করে না তো ওখানে থেকে কি লাভ? প্রথম - প্রথম সুখের অভিনয় করতে হবে। প্রত্যেকেই প্রথম থেকে চরিত্র পেয়ে গেছে। কেউ বলে, আমার তো মোক্ষ চাই। জলের বুদবুদে মিশে গেলাম, যেন আত্মা নেই। কোনো পার্ট না করলে তো জড় বলা হবে। চৈতন্য হওয়া সম্বন্ধে যদি জড় হয়ে পড়ে থাকে তাহলে কি লাভ? সবাইকেই তো অভিনয় করতে হবে। হিরো - হিরোইনের অভিনয়কেই মূখ্য বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা হিরো - হিরোইনের পদবী পাও। আত্মা এখানে অভিনয় করে। প্রথমে সুখের রাজ্যে অভিনয় করে পরে রাবণের দুঃখের রাজ্যে যায়। বাবা এখন বলেন, বাচ্চারা, তোমরা সবাইকে এই খবর দাও। টিচার হয়ে অন্যদেরও বোঝাও। যারা টিচার হয় না, তাদের পদ কম হবে। টিচার হওয়া ছাড়া কার আশীর্বাদ কিভাবে পাবে? কাউকে অর্থ দিলে, খুশী তো হয়, তাই না। মনে মনে ভাবে বি.কে আমাদের কতো দয়া করছে, যে আমাদের কি থেকে কি তৈরী করছে। এমনিতে তো এক বাবারই মহিমা করে -- বাঃ বাবা, তুমি এই বাচ্চাদের দ্বারা আমাদের কতো কল্যাণ করো। কারোর দ্বারা তো হয়, তাই না। বাবা হলেন করণকরালনহার, তিনি তোমাদের দ্বারা করান। তোমাদেরও কল্যাণ হয়। তোমরা আবার অন্যদের কলম লাগাও। যে যতটা সেবা করে, সে তত উঁচু পদ পায়। রাজা হতে গেলে প্রজাও তো তৈরী করতে হবে। এরপর যে ভালো নম্বরে আসে, সেও রাজা হয়। মালা তো তৈরী হয়, তাই না। নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, আমরা মালায় কতো নম্বরে আসবো? নয় রত্ন তো মূখ্য, তাই না। মাঝে যিনি হীরে তৈরী করেন। হীরেকে মাঝে রাখেন। মালার উপরে তো ফুলও আছে তাই না। অন্তিম সময়ে তোমরা জানতে পারবে, কে মূখ্য দানা হবে, যে এই সাম্রাজ্যে আসবে। পরের দিকে তোমাদের অবশ্যই সব সাম্রাজ্যের হবে। তোমরা দেখাবে, কিভাবে এরা সব সাজা ভোগ করে। শুরুতে দিব্য দৃষ্টিতে তোমরা সূক্ষ্মবতনে দেখতে। এও গুপ্ত। আত্মা কোথায় সাজা ভোগ করে -- এই পার্টও এই নাটকেই আছে। গর্ভ জেলে আত্মা সাজা ভোগ করে। জেলে ধর্মরাজকে দেখে, তখন বলে বাইরে বের করো। রোগ ইত্যাদি হয়, সেও কর্মের হিসাব, তাই না। এ সবই বোঝার মতো কথা। বাবা তো সঠিক কথাই শোনাবেন, তাই না। এখন তোমরা সেই সঠিক তৈরী হও। সঠিক তাদেরই বলা হয় যারা বাবার থেকে অনেক শক্তি সঞ্চয় করে। তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও, তাই না। তোমাদের কতো শক্তি থাকে। হাঙ্গামা ইত্যাদি কোনো কথাই নেই। শক্তি কম হলে কতো হাঙ্গামা হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য শক্তি পাও। তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। তোমরা একরকম শক্তি পেতে পারো না আর একরকম পদও পেতে পারো না। এও প্রথম থেকেই নাটকে নিহিত আছে। এই অনাদি ড্রামায় নিহিত আছে। কেউ কেউ পরের দিকে আসে, এক বা দুই জন্ম

নেয় তারপর শরীর ত্যাগ করে। দীপাবলীতে যেমন মশা রাতে জন্ম নেয় আবার সকালে মরে যায়। এ তো অগুণতি হয়। মানুষের তো তবুও গণনা হয়। প্রথমদিকে যে আত্মারা আসে, তাদের আয়ু কতো বেশী থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমরা কতো বেশী আয়ু পাবো। তোমরা এই সৃষ্টিচক্রে সম্পূর্ণ অভিনয় করো। বাবা তোমাদেরই বোঝান যে, তোমরা কিভাবে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রে অভিনয় করো। এই ঈশ্বরীয় পাঠ অনুসারে উপর থেকে তোমরা আসো অভিনয় করতে। তোমাদের এই পাঠ হলো নতুন দুনিয়ার জন্য। বাবা বলেন, আমি তোমাদের অনেকবার পড়াই। এই পাঠ অবিনাশী হয়ে যায়। অর্ধেক কল্প তোমরা প্রালঙ্ক ভোগ করো। ওই বিনাশী পাঠে অল্পকালের জন্য সুখ ভোগ করা যায়। এখন কেউ যদি ব্যরিস্টার হয় তাহলে আবার পরের কল্পে ব্যরিস্টার হবে। এও তোমরা জানো যে - সকলের যেমন পাঠ, তাই কল্প - কল্প হতে থাকবে। দেবতা হোক বা শূদ্র, প্রত্যেকের অভিনয় তেমনই হয় যা কল্প - কল্প হতে থাকে। এতে কোনো তফাৎ হতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজের অভিনয় করতে থাকে। এ সম্পূর্ণ এক বানানো খেলা। মানুষ জিজ্ঞেস করে পুরুষার্থ বড় নাকি প্রালঙ্ক? এখন পুরুষার্থ ছাড়া তো প্রালঙ্ক লাভ সম্ভব নয়। নাটকের নিয়ম অনুসারে পুরুষার্থের দ্বারাই প্রালঙ্ক লাভ করা যায়। তাই সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই নাটকের উপরই এসে যায়। কেউ পুরুষার্থ করে, কেউ আবার করে না। যদিও এখানে আসে, তবুও পুরুষার্থ না করলে প্রালঙ্ক লাভ সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ দুনিয়াতে যে নিয়মই চলে, সবই এই নাটকে বানানো আছে। আত্মার মধ্যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রথম থেকেই এই অভিনয় লিপিবদ্ধ আছে। তোমাদের আত্মার মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের পাঠ আছে, যেমন কখনো হীরে তুল্য হয়, কখনো আবার কড়ি তুল্য। এই সব কথা তোমরা এখনই জানতে পারো। স্কুলে যদি কেউ ফেল করে তখন তাকে বুদ্ধিহীন বলা হবে। ধারণা না হলে একে নানা ধরনের ঝাড বা বৃক্ষ অথবা নানা ধরনের চরিত্র বলা হয়। এই নানা ধরনের ঝাডের জ্ঞান বাবাই বোঝান। তিনি কল্পবৃক্ষের উপরও বোঝান। বটবৃক্ষে এর উদাহরণ হিসাবে বোঝানো হয়েছে। এর শাখাপ্রশাখার অনেক বিস্তার হয়।

বাচ্চারা বুঝতে পারে, আমাদের আত্মা হলো অবিনাশী, এই শরীর তো বিনাশ হয়ে যাবে। আত্মাই ধারণা অর্জন করে, আত্মাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, এই শরীর তো পরিবর্তন হয়। আত্মা একই থাকে, আত্মাই ভিন্ন - ভিন্ন শরীর ধারণ করে অভিনয় করে। এ তো নতুন কথা, তাই না। বাচ্চারা, তোমরা এখন এই জ্ঞান পেয়েছো। পূর্ব কল্পেও এইভাবেই বুঝতে পেরেছিলে। বাবা এই ভারতেই আসেন।

তোমরা সবাইকে খবর দিতে থাকো, এমন কেউই থাকবে না যে এই খবর পাবে না। খবর পাওয়া সকলেরই অধিকার। তারপর বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারও নেবে। তারা কিছু তো শুনবেই, কারণ তারাও যে বাবার সন্তান। বাবা বোঝান যে - আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। আমার কাছ থেকে তোমরা এই রচনার আদি মধ্য এবং অন্তকে জেনে এই পদ পাও, বাকি সবাই মুক্তিতে চলে যায়। বাবা তো সকলেরই সদগতি করান। মানুষ গান করে -- আহা বাবা, তোমার লীলা - কি লীলা? কেমন লীলা? এ হলো পুরানো দুনিয়া পরিবর্তনের লীলা। এ কথা তো জানা উচিত, তাই না। মানুষই তো জানবে, তাই না। বাচ্চারা, বাবা এসেই তোমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলেন। বাবা হলেন পূর্ণ জ্ঞানী। তোমাদেরও তিনি পূর্ণ জ্ঞানী তৈরি করেন। নম্বর অনুসারেই তোমরা এমন তৈরি হও। যারা স্কলারশিপ নেবে তাদের পূর্ণ জ্ঞানী বলা হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি, হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* সদা এই স্মৃতিতে থাকতে হবে যে, আমরা আত্মারা হলাম পুরুষ, আমাদের বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। মানুষ থেকে দেবতা হবার পাঠ পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে।

\*২)\* সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যা অভিনয় চলছে, তা সবই বানানো নাটক, এতে পুরুষার্থ আর প্রালঙ্ক দুইই লিপিবদ্ধ আছে। পুরুষার্থ ছাড়া প্রালঙ্ক লাভ সম্ভব নয়, এই কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে।

**\*বরদান:-\*** পবিত্রতার গুহ্যতাকে জেনে জ্ঞান - সুখ - শান্তি সম্পন্ন হওয়া মহান আত্মা ভব\*

পবিত্রতার শক্তির গুরুত্বকে বুঝে এখন থেকেই পবিত্র অর্থাৎ পূজ্য দেবাত্মা হও। এমন নয় যে অস্তিম সময়ে হয়ে যাবে। এ হলো দীর্ঘদিনের জমা হওয়া শক্তি যা অস্তিম সময়ে কাজে আসবে। পবিত্র হওয়া কোনো সাধারণ কথা নয়। ব্রহ্মচারী থাকে, পবিত্র হয়ে গেছে, কিন্তু পবিত্রতা হলো জননী, সঙ্কল্পই হোক, বৃত্তি,

বায়ুমণ্ডল বা বাণীই হোক, সম্পর্কে সুখ - শান্তির জননী হওয়া -- একেই বলা হয় মহান আত্মা ।  
\*স্লোগান:-\* উচ্চ স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্ব আত্মাদের দয়ার দৃষ্টি দান করো, ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও ।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থাকার অভ্যাস করলে সর্বদা উৎফুল্ল, উদ্ভাসিত থাকবে, বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হবে, কখনো মুষড়ে পড়বে না"\*

\*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের এই গডলী স্টুডেন্ট লাইফ কোন্ নেশাতে অতিবাহিত করতে হবে?\*

\*উত্তর:- সর্বদা এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা এই অধ্যয়নের ফল স্বরূপ প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। এই লাইফ হেসে-খেলে, জ্ঞানের ড্যান্স করে অতিবাহিত করতে হবে। সর্বদা উত্তরাধিকারী হয়ে ফুল হওয়ার পুরুষার্থ করতে থাকো। এটা হলো প্রিন্স-প্রিন্সেস তৈরী হওয়ার কলেজ। এখানে পড়তে হবে আবার পড়াতেও হবে, প্রজাও তৈরী করতে হবে। তবে রাজা হতে পারবে। বাবা তো পড়াশুনা করান, ওঁনার পড়ার আবশ্যিকতা নেই।\*

\*গীত:- শৈশবের দিন ভুলে যেও না (বচপন কে দিন ভুলা না দেনা/আজ হাসে কাল রুলা না দে না..)

\*ওম্ শান্তি ।\* এই গীত হলো বিশেষ বাচ্চাদের জন্য। যদিও গানটি হলো ফিল্মের, কিন্তু কিছু গান হলো তোমাদের জন্য। যারা সুযোগ্য বাচ্চা, তাদের গান শোনার সময় তার অর্থ নিজের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হতে হয়। এর কারণ তোমরা আমার আদরের বাচ্চা হয়েছো। বাচ্চা হয়েছো যখন বাবার উত্তরাধিকারও স্মরণেই থাকবে। বাচ্চাই হওনি তো স্মরণ করার পরিশ্রম করতে হবে। বাচ্চাদের স্মরণে থাকে আমরা ভবিষ্যতে বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করব। এটা হলোই রাজযোগ, প্রজা যোগ নয়। আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। আমরা ওনার বাচ্চা, এছাড়া যে কোন মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি তাদের সকলকে ভোলাতে হয়। এক ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ স্মরণে আসে না। দেহও স্মরণে আসবে না। দেহ-অভিমানকে ভেঙে দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহ- অভিমানে থাকলেই অনেক রকম সংকল্প-বিকল্প (উল্টো মত) উল্টে ফেলে দেয়। স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করতে থাকলে তো সর্বক্ষণ উৎফুল্ল প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে থাকবে। স্মরণ করতে ভুলে গেলে ফুল স্নান হয়ে যায়। বাচ্চারা সাহসী হলে বাবা সাহায্যকারী হন। বাচ্চাই না হও তবে বাবা কোন ব্যাপারে সাহায্য করবেন? কারণ তাদের মা-বাবা আবার রাবণ মায়া, সেইজন্য তাদের নীচে নেমে যাওয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হবে। তাই এই সম্পূর্ণ গান তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের উপর তৈরী হয়েছে- শৈশবের দিনগুলি ভুলে যেও না....। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণ না করলে আজ যারা হাসছে কাল আবার কাঁদতে থাকবে। স্মরণ করলে সর্বক্ষণ আনন্দ মুখর থাকবে। \*বাচ্চারা, তোমরা জানো এক গীতা শাস্ত্র আছে, যেখানে কিছু- কিছু শব্দ সঠিক আছে। লেখা আছে যে যুদ্ধের ময়দানে মরলে তবে স্বর্গে যাবে। কিন্তু এতে হিংসক যুদ্ধের তো কোনো ব্যাপারই নেই। বাচ্চারা, তোমাদের বাবার থেকে শক্তি নিয়ে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। তাই অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তবেই তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। তারা আবার বসে স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি দেখিয়েছে। জ্ঞান কাটারী, জ্ঞান বাণ শব্দ শুনে তো স্থূল রূপে হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে হলো এটা জ্ঞানের কথা। এছাড়া এতো হাত ইত্যাদি তো কারোর হয় না। তো এটা হলো যুদ্ধের ময়দান। যোগে থেকে শক্তি নিয়ে বিকার গুলির উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার ফলে উত্তরাধিকার স্মরণে আসবে\*। উত্তরাধিকারীই উত্তরাধিকার নেয়। উত্তরাধিকারী না হলে আবার প্রজা হয়ে যেতে হয়। এটা হলোই রাজযোগ, প্রজা যোগ নয়। এই বোঝানো বাবা ব্যতীত আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

বাবা বলেন, আমাকে এই সাধারণ দেহের (ব্রহ্মা বাবার) আধার নিয়ে আসতে হয়। প্রকৃতির আধার নেওয়া ব্যতীত তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে কীভাবে রাজযোগ শেখাবো? আত্মা শরীরকে ছেড়ে দিলে তখন কোনো বার্তালাপ হতে পারে না। আবার যখন শরীর ধারণ করবে, বাচ্চা একটু বড় হলে তখন বেরিয়ে আসে আর বুদ্ধি খোলে। ছোটো বাচ্চারা তো পবিত্রই হয়, ওদের মধ্যে বিকার থাকে না। সন্ধ্যাসীরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আবার নীচে নামতে থাকে। নিজের জীবনকে বুঝতে পারে। বাচ্চারা তো হয়ই পবিত্র, সেইজন্যই বাচ্চা আর মহাত্মা এক সমান মহিমা করা হয়। তো বাচ্চারা, তোমরা জানো এই শরীর ছেড়ে আমরা প্রিন্স- প্রিন্সেস হবো। পূর্বেও আমরা হয়েছিলাম, এখন আবার হবো। এরকম সব ধারণা স্টুডেন্টদের থাকে। এটাও তাদের বুদ্ধিতে আসে, যারা বাচ্চা হবে আর তার উপর বিশ্বস্ত, আন্তরিক হয়ে শ্রীমতে চলবে। না হলে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হতে পারে না। টিচার তো পড়া করেই রেখেছে। এমন নয় যে উনি পড়াশুনা করে তারপর পড়ান। না, টিচার তো পড়াশুনা করেই রয়েছেন। ওঁনাকে নলেজফুল বলা হয়। সৃষ্টির আদি-মধ্য- অন্তর নলেজ আর কেউ জানে না। প্রথমে তো বিশ্বাস থাকা দরকার উনি হলেন পিতা। যদি কারোর ভাগ্যে না থাকে তো আবার মনের মধ্যে

খিট-পিট চলতে থাকে। জানা নেই চলতে পারবে। বাবা বুঝিয়েছেন যখন তোমরা বাবার কোলে আসবে তো এই বিকারের অসুখ আরোই প্রকট ভাবে বেরিয়ে আসবে। বৈদ্যরাও বলে - অসুখ বাড়বে। বাবাও বলেন তোমরা বাচ্চা হবে তো দেহ-অভিমানের আর কাম-ক্রোধ ইত্যাদির অসুখ বাড়বে। না হলে পরীক্ষা হবে কীভাবে? তোমাদের কোনো বিভ্রান্তি থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো। যখন তোমরা শক্তিশালী হয়ে ওঠো তখন মায়া খুব আছাড় দেয়। তোমরা বক্সিং করতে থাকো। বাচ্চা না হলে তো বক্সিংয়ের কোনো ব্যাপারই নেই। সে তো নিজের সংকল্প-বিকল্পে গোঁতা খায়, কোনো সাহায্যই পায় না। বাবা বোঝান - মাশ্শা, বাবা বললে তো বাবার বাচ্চা হতে হয়, আবার সেই হৃদয়ে সুনিশ্চিত হয়ে যায় যে ইনি আমাদের আত্মাদের পিতা। এছাড়া এটা হলো যুদ্ধের ময়দান, এতে ভয় পেতে নেই যে ঝড়ে যে দাঁড়াতে পারব কি পারব না? একে দুর্বলতা বলা হয়। এক্ষেত্রে বাঘ হতে হয়। পুরুষার্থের জন্য ভালো মত নিতে হয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অনেক বাচ্চা নিজের অবস্থা লিখে পাঠায়। বাবাকেই সার্টিফিকেট দিতে হয়। যদিও বা এনার (ব্রহ্মাবাবা) থেকে লুকাও, শিববাবার থেকে তো লুকানো যায় না। অনেক আছে যারা লুকায়, কিন্তু ওঁনার থেকে কিছুই লুকোতে পারা যায় না। ভালোর ফল ভালো, আর খারাপের ফল খারাপ হয়। সত্যযুগ-এতোতে তো সব ভালো আর ভালো হয়। ভালো-খারাপ, পাপ-পুণ্য এখানে হয়। ওখানে দান-পুণ্যও করা যায় না। হলোই প্রলঙ্ক। এখানে আমরা টোটাল স্যারেন্ডার হলে, তবে বাবা ২১ জন্মের জন্য দিয়ে দেন। ফলো ফাদার করতে হবে। যদি উল্টো কাজ করো তো বাবার নামও বদনাম করবে, সেইজন্য শিক্ষাও দিতে হয়। রূপ-বসন্তও সকলকে হতে হবে। আমাদের আত্মাদের বাবা পড়িয়েছেন আবার অন্যদের প্রতি তা বর্ষণও তো করতে হবে। সত্য ব্রাহ্মণদের সত্য গীতা শোনাতে হবে। অন্য কোনো শাস্ত্রের কথা নেই। মুখ্য হলো গীতা। বাকী সব এর ছোট বাচ্চা। ওর থেকে কারোর কল্যাণ হয় না। আমাকে কেউ পায় না। আমিই এসে আবার সহজ জ্ঞান, সহজ যোগ শেখাই। সকল শাস্ত্রের মধ্যে শিরোমণি হলো গীতা, সেই সত্য গীতার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণেরও গীতার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে, গীতারও যিনি বাবা, অর্থাৎ রচয়িতা, তিনিই উত্তরাধিকার দেন। এছাড়া গীতা শাস্ত্র থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। রচয়িতা হলেন এক, এছাড়া হলো ওঁনার রচনা। নম্বর ওয়ান শাস্ত্র হলো গীতা। তো পরে যেসব শাস্ত্র তৈরী হয় তার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। উত্তরাধিকার প্রাপ্তই হয় সামনে। মুক্তির উত্তরাধিকার তো সকলের প্রাপ্ত হয় না, সকলকে ফিরে যেতে হবে। এছাড়া স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় অধ্যয়নের দ্বারা। আবার যে যতো অধ্যয়ন করবে। বাবা সামনে বসে পড়ান। যতক্ষণ না বিশ্বাস হবে যে কে পড়াচ্ছেন তো বুঝতে কি পারবে? প্রাপ্তি কি করতে পারে? তবুও বাবার থেকে শুনতে থাকলে তো জ্ঞানের বিনাশ হয় না। যত সুখ প্রাপ্ত হয় আবার অন্যদেরও সুখ দেবে। প্রজা তৈরী করলে তো আবার নিজে রাজা হয়ে যাবে।

আমাদের হলো স্টুডেন্ট লাইফ। হেসে-খেলে, জ্ঞানের ড্যান্স করে আমরা গিয়ে প্রিন্স হবো। স্টুডেন্ট জানে, আমাকে প্রিন্স হতে গেলে খুশীর পারদ চড়বে। এটা তো প্রিন্স-প্রিন্সেসের কলেজ। সেখানে (সত্যযুগে) প্রিন্স-প্রিন্সেসের আলাদা কলেজ হয়। বিমানে চড়ে যায়। বিমানও সেখানকার ফুল প্রফ হয়, কখনো ভাঙতে পারে না। কোনো ভাবেই, কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ই না। এই সব হলো বোঝার ব্যাপার। এক তো বাবার সাথে সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগ রাখতে হয়, দ্বিতীয়তঃ বাবাকে সমস্ত সংবাদ দিতে হয়, কারা-কারা কাঁটা থেকে কুঁড়ি হয়েছে? বাবার সাথে সম্পূর্ণ কানেকশন রাখতে হয়, যা আবার টিচারও ডায়রেকশন দিতে থাকে। কারা উত্তরাধিকারী হয়ে ফুল হওয়ার পুরুষার্থ করে? কাঁটা থেকে কুঁড়ি তো হয়, আবার ফুল তখন হয় যখন বাচ্চায় পরিণত হয়। না হলে কুঁড়ি তো কুঁড়ি থাকবে অর্থাৎ প্রজাতে এসে যাবে। এখন যে যেমন পুরুষার্থ করবে, ঐরকম পদ প্রাপ্ত করবে। এমন না, একজন দৌড়ালে আমরা তাকে পিছনে টেনে ধরব। ভারতবাসী ঐরকম মনে করে। কিন্তু পিছনে টানার তো ব্যাপারই নেই, যা করবে সেটাই পাবে। যে পুরুষার্থ করবে, ২১ জন্ম তার প্রালঙ্ক হবে। বৃদ্ধ তো অবশ্যই হবে। কিন্তু অকাল মৃত্যু হয় না। কতো বলিষ্ঠ পদ। বাবা বুঝে যান এর ভাগ্য খুলেছে, উত্তরাধিকারী হয়েছে। এখন হলো পুরুষার্থী, তবুও রিপোর্টও করে, বাবা এই-এই বিদ্বান আসছে, এটা হয়ে থাকে। প্রত্যেককে তো দিনপঞ্জি দিতে হয়। এতো পরিশ্রম আর কোনো সংসঙ্গতে হয় না। বাবা তো ছোটো ছোট বাচ্চাদেরও সন্দেশী (পরমধাম, সুস্মলোকের সংবাদ যাঁরা আনেন) তৈরী করে দেন। লড়াইতে ম্যাসেজ নিয়ে যাওয়ার জন্যও তো কাউকে চাই যে না। এটা হলো লড়াই এর ময়দান। এখানে তোমরা সামনে শোনো বলে খুব ভালো লাগে, হৃদয় খুশী থাকে। বাইরে গেলে আর সারসের সঙ্গ পেলে- তবে খুশী উড়ে যায়। সেখানে মায়ার ধূলো আছে যে, সেইজন্য সুপরিপক্ক হতে হয়।

বাবা কতো ভালোবেসে পড়ান, কতো ফেসিলিটিজ (সুবিধা) দেন। ঐরকমও অনেক আছে যারা ভালো-ভালো বলে আবার উধাও হয়ে যায়, দাঁড়াতে আবার দাঁড়াতে সক্ষম হয়, এমনই সংখ্যা বিরল। এক্ষেত্রে তো জ্ঞানের নেশা দরকার। মদেরও যেমন নেশা হয় না! কেউ দেউলিয়া করে দিল তো আরো মদ্যপান করলো, নেশা খুব বেশী রকম উঠলে তো মনে করে আমি হলাম রাজারও রাজা। এখানে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের রোজ জ্ঞান অমৃতের পেয়ালা প্রাপ্ত হয়। ধারণ করার জন্য

দিন-প্রতিদিন পয়েন্টস এরকম পাওয়া যেতে থাকে যাতে বুদ্ধির তালা খুলতে থাকে, সেইজন্য মুরলী তো যেমন করেই হোক পড়তে হয়। যেমন গীতা রোজ পাঠ করে যে না। এখানেও রোজ বাবার কাছে পড়াশুনা করতে হয়। জিজ্ঞাসা করা উচিত- আমার উল্লিতি হচ্ছে না, কি কারণ আছে ? এসে বোঝা উচিত। আসবেও সেই যার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে উনি হলেন আমাদের পিতা। এরকম নয়, পুরুষার্থ করছি- সুনিশ্চিত বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার জন্য। সুনিশ্চিত বুদ্ধি সম্পন্ন তো একরকমই হয়, ওতে কোনো পারসেন্টেজ হয় না। বাবা হলেন এক, ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে হাজার জন পড়ে তবুও বলে কীভাবে বিশ্বাস করবো ? তাদের অপ্রসন্ন বলা হয়। সুপ্রসন্ন তারা, যারা বাবাকে চিনেছে আর মেনে নিয়েছে। কোনো রাজা যদি বলে এসে আমার কোলের বাচ্চা হও, তো সে গেলেই সুনিশ্চিত হয়ে যায়। এরকম বলবে না যে বিশ্বাস হলো কীভাবে ? এটা হলোই রাজযোগ। বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাই স্বর্গের মালিক তৈরী করেন। বিশ্বাস হচ্ছে না তো তোমার ভাগ্যে নেই, আর কেউ কি করতে পারে ? তাঁকে যদি নাই বা মানবে তবে উপায় হবে কীভাবে ? তারা খুঁড়িয়েই চলবে। অসীম জগতের পিতার থেকে ভারতবাসীর কল্প-কল্প স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। দেবতা হলেই স্বর্গে থাকে। কলিযুগে তো রাজস্ব হয়ই না। প্রজারও প্রজার উপর রাজ্য। পতিত দুনিয়া যখন তো তাকে পবিত্র দুনিয়া বাবা করবে না তো কে করবে ? ভাগ্যে না থাকলে তো আবার বুঝবেও না। এটা তো একদম সোজা বোঝার ব্যাপার। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই রাজস্বের প্রালব্ধ কখন পেয়েছে ? অবশ্যই পূর্ব জন্মের কর্ম আছে, তবেই প্রালব্ধ লাভ করেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলো, এখন হলো নরক তো এরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম অথবা রাজযোগ একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কেউ শেখাতে পারে না। এখন হলো সকলের অন্তিম জন্ম। বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। দ্বাপরে কি আর রাজযোগ শেখাবেন! দ্বাপরের পরে কি আর সত্যযুগ আসবে! এখানে তো খুব ভালো ভাবে বুঝে যায়। বাইরে গেলেই শূণ্য হয়ে যায়, যেমন কৌটোতে নুড়ি থেকে যায়, রক্ত চলে যায়। জ্ঞান শুনতে শুনতে বিকারে পড়লে তো শেষ। বুদ্ধি থেকে জ্ঞান রক্তের ঝাড়া-মোছা হয়ে যায়। এরকমও অনেকে লেখে- বাবা, পরিশ্রম করতে করতে আজ আবার পড়ে গিয়েছি। পড়ে গেছো তো নিজেকে আর কুলকে কলঙ্ক লাগিয়েছো, ভাগ্যে সীমা-রেখা টেনে দিয়েছো। বাড়ীতেও যদি বাচ্চারা এরকম কোনো অকর্তব্য করে তো বলে এরকম বাচ্চার মরণ ভালো। \*তো এই অসীম জগতের পিতা বলেন কুল কলঙ্কিত হয়ো না। যদি বিকারের দান দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নাও তো পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। পুরুষার্থ করতে হবে, বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। চোট লাগলে আবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ো। ক্ষণে-ক্ষণে চোট খেতে থাকলে তো হেরে গিয়ে বেহঁশ হয়ে যাবে\*। বাবা তো অনেক বোঝান তবে তারা এখানেই থাকে। মায়া অনেক চতুর। পবিত্রতার পণ করে যদি আবার পতন ঘটে তবে চোট বড় জোরে লেগে যায়। খেয়া পার হয়ই পবিত্রতার দ্বারা। পিওরিটি যখন ছিলো, তখন ভারতের নক্ষত্র উজ্জ্বল ছিল। এখন তো ঘোর অন্ধকার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

\*১)\* এই যুদ্ধের ময়দানে মায়াকে ভয় পেতে নেই, পুরুষার্থ করার জন্য বাবার থেকে ভালো মত নিয়ে নিতে হবে। বিশ্বস্ত আর অনুগত হয়ে শ্রীমতে চলতে থাকতে হবে।

\*২)\* আত্মীক নেশাতে থাকার জন্য জ্ঞান অমৃতের পেয়ালা রোজ পান করতে হবে। রোজ মুরলী পড়তে হবে। ভাগ্যশালী হওয়ার জন্য বাবার প্রতি যেন সংশয় না আসে।

**\*বরদানঃ-\*** বরদান :- শান্তির শক্তির যন্ত্র দ্বারা বিশ্বকে শান্ত করতে সক্ষম আত্মীক অস্ত্রধারী ভব\*  
শান্তির শক্তির যন্ত্র হলো শুভ সংকল্প, শুভ-ভাবনা আর চোখের ভাষা। যেমন মুখের ভাষার দ্বারা বাবা অথবা রচনার পরিচয় দাও, সেরকম শান্তির শক্তির আধারে চোখের ভাষা দিয়ে চোখের দ্বারা বাবার অনুভব করাতে পারো। স্থূল সেবার যন্ত্র থেকে সাইলেন্সের শক্তি অতি শ্রেষ্ঠ। আত্মীক সেনাদের এটাই হলো বিশেষ অস্ত্র- এই অস্ত্র দ্বারা অশান্ত বিশ্বকে শান্ত করতে পারো।

**\*স্লোগানঃ-\*** নির্বিঘ্ন থাকা আর নির্বিঘ্ন করা- এটাই হলো সত্যিকারের সেবার প্রমাণ ।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রকৃত সত্য উপার্জন করার পুরুষার্থ সর্বপ্রথমে নিজে করো, তারপরে নিজের আত্মীয় স্বজনদেরও করাও, চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম"\*

\*প্রশ্নঃ - সুখ বা শান্তি প্রাপ্ত করার বিধি কি?\*

\*উত্তরঃ - পবিত্রতা। যেখানে পবিত্রতা আছে সেখানে সুখ-শান্তি আছে। বাবা পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগের স্থাপনা করেন। সেখানে বিকার থাকে না। যারা দেবতাদের পূজারী, তারা কখনও এমন প্রশ্ন করতে পারে না যে, বিকার ব্যতীত দুনিয়া চলবে কিভাবে? এখন তোমাদের শান্তির দুনিয়ায় যেতে হবে, তাই এই পতিত দুনিয়াকে ভুলতে হবে। শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।\*

\*ওম্ শান্তি।\* ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। শিববাবাও ওম্ শান্তি বলতে পারেন তো শালিগ্রাম বাচ্চারাও বলতে পারে। আত্মা বলে ওম্ শান্তি। সান অফ সাইলেন্স ফাদার। শান্তির জন্য জঙ্গলে গিয়ে উপায় সন্ধান করতে হয় না। আত্মা তো হলেই সাইলেন্স। এরপরে আর কি উপায় করবে? এই কথা বাবা বসে বোঝান। সেই পিতাকেই বলা হয়, সেখানে নিয়ে চলো যেখানে সুখ শান্তি প্রাপ্ত হবে। শান্তি বা সুখ সব মানুষই চেয়ে থাকে। \*কিন্তু সুখ ও শান্তির পূর্বে চাই পবিত্রতা\*। পবিত্রকে পাবন, অপবিত্র কে পতিত বলা হয়। পতিত দুনিয়ার মানুষ ডাকতে থাকে যে এসে আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তিনি হলেন পতিত দুনিয়া থেকে উদ্ধার করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার পথ প্রদর্শক। সত্যযুগে পবিত্রতা থাকে, কলিযুগে থাকে অপবিত্রতা। ওটা হল ভাইসলেস (পাপ রহিত/নিষ্পাপ) দুনিয়া আর ওটা হল ভিশাস (পাপ পূর্ণ) দুনিয়া। এই কথা তো বাচ্চারা জানে দুনিয়া বৃদ্ধি হতেই থাকে। সত্যযুগ হল ভাইসলেস দুনিয়া তো অবশ্যই মানুষ কম থাকবে। সেই কম সংখ্যায় কারা থাকবে? যথাযথভাবে সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজত্বই থাকে, যাকে সুখের দুনিয়া অথবা সুখধাম বলা হয়। এই হল দুঃখ ধাম। দুঃখধাম কে সুখধামে পরিণত করেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। সুখের উত্তরাধিকার বা বর্সা অবশ্যই বাবা-ই দেবেন। এখন সেই পিতা নিজে বলছেন দুঃখধাম কে ভুলে যাও, শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করো, একেই "মন্মনাভব" বলা হয়। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে সুখধামের সাক্ষাৎকার করান। দুঃখধামের বিনাশ করিয়ে শান্তিধাম নিয়ে যান। এই চক্রটি বৃত্ত হতে হবে। ৮৪ জন্ম নিতে হয়। যারা প্রথমে সুখধামে আসে, তাদের হয় ৮৪ জন্ম। শুধুমাত্র এই কথাটুকু স্মরণ করলেও বাচ্চারা সুখধামের মালিক হতে পারবে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, শান্তিধামকে স্মরণ করো এবং পরে বর্সা অর্থাৎ সুখধামকে স্মরণ করো। সর্বপ্রথম তোমরা শান্তিধামে যাও, তাই নিজেদেরকে শান্তিধাম, ব্রহ্মাণ্ডের মালিক নিশ্চয় করো। চলতে-ফিরতে নিজেদের সেখানকার বাসিন্দা নিশ্চয় (দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস) করলে এই দুনিয়ার কথা ভুলে যাবে। সত্যযুগ হল সুখধাম কিন্তু সবাই তো সত্যযুগে আসতে পারবে না। এইসব কথা সে-ই বুঝবে যে দেবতার পূজারী হবে। এই হল প্রকৃত উপার্জন, যা সত্য পিতা শেখান। বাকি সবই হল মিথ্যা উপার্জন। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের উপার্জনকেই প্রকৃত সত্য উপার্জন বলা হয়। বাকি অবিনাশী ধন- সম্পদ সবই হল মিথ্যা উপার্জন। দ্বাপর থেকে মিথ্যা উপার্জন করে এসেছ। এই অবিনাশী প্রকৃত সত্য উপার্জনের প্রালব্ধ সত্যযুগ থেকে শুরু হয়ে ত্রেতায় পূর্ণ হয় অর্থাৎ অর্ধকল্প ভোগ কর। তারপরে শুরু হয় মিথ্যা উপার্জন, যার দ্বারা অল্পকাল ক্ষণ ভঙ্গুর সুখের প্রাপ্তি হয়। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, জ্ঞান সাগর-ই প্রদান করেন। সত্য উপার্জন সত্য পিতা-ই করান। ভারত সত্যখন্ড ছিল, ভারত-ই এখন মিথ্যাখন্ড হয়েছে। অন্য খন্ড গুলিকে সত্যখন্ড, মিথ্যাখন্ড বলা হয় না। সত্যখন্ড নির্মাণ করেন তিনি বাদশাহ, তিনি সত্য। সত্য হলেন একমাত্র গড ফাদার, বাকিরা হলেন মিথ্যা ফাদার। সত্যযুগেও সত্য ফাদার থাকেন কারণ সেখানে মিথ্যা পাপ কিছুই হয় না। এ হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, ওই হল পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। অতএব এখন এই সত্য উপার্জন করার জন্য কত পুরুষার্থ করা উচিত। যারা কল্প পূর্বে উপার্জন করেছিল, তারা-ই করবে। প্রথমে নিজে সত্য উপার্জন করে তারপরে পিতৃকুল এবং শ্বশুর কুলেও এই সত্য উপার্জন করাতে হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম।

সর্বব্যাপীর জ্ঞান নিয়ে ভক্তি করা অসম্ভব। যখন সবাই ভগবানের রূপে তখন ভক্তি কার করবে? তো এই পাঁক থেকে উদ্ধার করার পরিশ্রম করতে হয়। সন্ন্যাসীরা চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম করবে কীভাবে? প্রথমে তো তারা রুর্বাশ্রমের কথা বলতেই চায় না। বলো, কেন বলো না? জানা তো উচিত, তাইনা। বললে কি হবে, অমুক ঘরের ছিল, পরে সন্ন্যাস ধারণ করেছে! আর বাচ্চারা, তোমাদের জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা তো চট করেই বলতে পারো। সন্ন্যাসীদের অনেক

ফলোয়ার্স থাকে। তারা যদি বসে বলে যে ভগবান এক, তবে তো সবাই তাদের জিজ্ঞাসা করবে, কে তোমাকে এই জ্ঞান দিয়েছে ? যদি বলে বি.কে -রা দিয়েছে, তাহলে তো তাদের পুরো ব্যবসা শেষ হয়ে যাবে। এইভাবে কে নিজের সম্মান খোয়াবে ? তখন কেউ ভোজন দান করবে না। তাই সন্ন্যাসীদের বলার অসুবিধা আছে। সবচেয়ে প্রথমে তো নিজের আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে জ্ঞান দিয়ে সত্য উপার্জন করতে হবে যাতে তারাও ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত করে। কথা তো খুব সহজ। কিন্তু ড্রামায় এত শাস্ত্র মন্দির ইত্যাদি থাকাটাও পূর্ব নির্দিষ্ট আছে।

পতিত দুনিয়ার মানুষ বলে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। সত্যযুগ পার হয়ে গেছে ৫ হাজার বছর হয়েছে। তারা তো কলিযুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে তাহলে পরে মানুষ বুঝবে কীভাবে যে সুখধাম কোথায় ? কবে হবে ? তারা তো বলে, মহাপ্রলয় হয়, তারপরে সত্যযুগ হয়। সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ শিশু রূপে পায়ের আঙ্গুল মুখে নিয়ে অশ্বথ গাছের পাতায় আসেন। তারা কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে! এখন বাবা বলেন ব্রহ্মা দ্বারা আমি সব বেদ-শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বলি তাই বিষ্ণুর নাভি-কমল থেকে ব্রহ্মা দেখানো হয়েছে এবং তারপরে হাতে শাস্ত্র দিয়ে দিয়েছে। এবারে ব্রহ্মা তো নিশ্চয়ই এখানে থাকবেন। সৃষ্টিবতনে তো শাস্ত্র থাকবে না, তাইনা। ব্রহ্মা এখানেই থাকা উচিত। বিষ্ণু, লক্ষ্মী -নারায়ণের রূপও তো এখানেই হয়। যিনি ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু হন, তারপরে বিষ্ণু আবার পরে ব্রহ্মা হন। এবারে ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণুর উদয় হয় নাকি বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার - এইসব বুঝবার বিষয়। কিন্তু এই কথাগুলো বুঝবে সে যে ভালো ভাবে পঠন-পাঠন করবে। বাবা বলেন, যতক্ষণ না তোমাদের দেহ ত্যাগ হচ্ছে ততক্ষণ বুঝতেই থাকবে। তোমরা একেবারে ১০০% বোধহীন, কাঙাল হয়ে গেছো। তোমরা-ই বুদ্ধিমান দেবী-দেবতা ছিলে, এখন পুনরায় দেবী-দেবতায় পরিণত হচ্ছে। মানুষ তো তা বানাতে পারে না। তোমরা সেই দেবতা ছিলে, তারপরে ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে একদম কলাহীন হয়ে পড়েছ। তোমরা সুখধামে খুব সুখে শান্তিতে ছিলে, এখন অশান্তিতে আছো। তোমরা ৮৪ জন্মের হিসেব বলে দিতে পারো। ইসলাম, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, মঠ, পথ, পন্থ সব কত জন্ম নেবে ? এই হিসেব করা তো সহজ। স্বর্গের মালিক তো ভারতবাসী-ই হবে। বৃষ্ণের চারা রোপণ হচ্ছে, তাইনা। এ হল বোঝানোর বিষয়। নিজে বুঝলে তো প্রথমে নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বোনদের জ্ঞান দিতে হবে। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। তারপরে চারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। পিতৃকুল, স্বশুর কুলে নলেজ দিতে হবে। ব্যবসা ইত্যাদিতে সবচেয়ে প্রথমে নিজের ভাইদের ভাগ-ই নিযুক্ত করা হয়। এখানেও ঠিক সেইরকম। গায়নও আছে সেই কন্যাই শ্রেষ্ঠ, যে পিতৃকুল ও স্বশুর কুলের উদ্ধার করে। অপবিত্র রা উদ্ধার করতে পারে না। তবে কোন্ কন্যা ? এই ব্রহ্মার কন্যা, ব্রহ্মাকুমারী আছে না। এখানে (মাউন্ট আবুতে) কুমারী ও অধর কুমারীদের মন্দির আছে, তাই না। এখানে তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়ে আছে। আমরা আবার এসেছি ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে। এই দিলওয়াড়া মন্দির সঠিকভাবে তৈরি হয়েছে, উপরে স্বর্গ দেখানো হয়েছে। কিন্তু স্বর্গ তো আছে এখানেই। রাজযোগের তপস্যাও এখানেই হয়। যাদের মন্দির, তাদের তো এই কথা জানা উচিত, তাই না ! এখানে ভিতরে জগৎপিতা জগদম্বা, আদি দেব, আদি দেবী বসে আছেন। আচ্ছা, আদি দেব কার সন্তান ? শিববাবার। কুমারী কন্যা, অধর কুমারী সবাই রাজযোগে বসে আছে। বাবা বলেন "মন্মনাভব", তাহলে তোমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হবে। মুক্তি, জীবনমুক্তিধামকে স্মরণ করো। এটাই হল তোমাদের সন্ন্যাস। জৈন ধর্মের মানুষের সন্ন্যাস প্রক্রিয়া খুব কঠিন। মাথার চুল একটা একটা করে চুল টেনে ছিঁড়ে তোলার (যা কিনা ভীষণই বেদনাদায়ক) কঠোর নিয়ম আছে। এখানে তো হলই সহজ রাজযোগ। এটা হল প্রবৃত্তি মার্গ। এও ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। কোনও জৈন মুনি বসে নিজের নতুন ধর্ম স্থাপন করেন কিন্তু তাকে তো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম তো বলা হবে না, তাইনা। সেটা তো এখন প্রায় লুপ্ত আছে (আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম)। কেউ জৈন ধর্ম প্রচার করেছে আর সেই ধর্ম চলেছে। এও ড্রামায় আছে। আদি দেবকে পিতা এবং জগৎ অম্বাকে মাতা বলা হবে। এই কথা তো সবাই জানে যে আদি দেব হলেন ব্রহ্মা। আদম - বিবি, অ্যাডম - ইভও বলা হয়। খ্রিস্টানরা জানে না যে অ্যাডম - ইভ এখন তপস্যা করছেন। মনুষ্য সৃষ্টির বংশলতিকার এরাই হলেন হেড। এই রহস্য বাবা বসে বোঝান। শিবের এত মন্দির আছে বা লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির আছে, তো তাঁদের জীবনকাহিনী জানা উচিত, তাইনা! এই কথাও জ্ঞান সাগর বাবা বসে বোঝান। পরমপিতা পরমাত্মাকেই নলেজফুল জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর বলা হয়। পরমাত্মার মহিমা কোনও সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি জানে না। তারা তো বলে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, তাহলে মহিমা করা হবে কার ? পরমাত্মাকে না জানার দরুন নিজেদেরকে শিবোহম্ বলে দেয়। তা নাহলে পরমাত্মার মহিমা কত বিশাল। তিনি তো হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। মুসলমান রাও বলে খোদা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, সুতরাং আমরা হলাম তাঁরই রচনা। এক রচনা আরেক রচনা কে বর্সা প্রদান করতে পারে না। ক্রিয়েশন, ক্রিয়েটরের কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, এই কথা কেউ বুঝতে পারে না। তিনি হলেন বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তাঁর আছে। বীজ ব্যতীত আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান কোনও মানুষ মাত্রের হতে পারে না। বীজ চৈতন্য তো নলেজও অবশ্যই তাঁর মধ্যে হবে। তিনি-ই এসে তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন। এইরূপ বোর্ডও লাগিয়ে দেওয়া উচিত যে, এই চক্রকে জানলে তোমরা

সত্যযুগের চক্রবর্তী রাজা বা স্বর্গের রাজা হবে। কতখানি সহজ এই কথা। বাবা বলেন, যত দিন বাঁচবে, ততদিন আমাকে স্মরণ করতে হবে। আমি নিজে তোমাদের এই বশীভূত করার মন্ত্র প্রদান করি। এখন তোমাদের স্মরণ করতে হবে বাবাকে। স্মরণের দ্বারা-ই বিকর্ম বিনাশ হবে। এই স্ব দর্শন চক্র ঘুরলেই মায়ার মাথা কাটা যাবে। আমি তোমাদের আত্মাকে পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব তারপরে তোমরা সতোপ্রধান শরীর ধারণ করবে। সেখানে বিকার থাকে না। তারা বলে বিকার না থাকলে সৃষ্টি চলবে কিভাবে ? তাদের বলো, তোমরা বোধহয় দেবতাদের পূজারী নও। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা বর্ণনা করা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। জগদম্বা, জগৎপিতা হলেন নির্বিকারী, রাজযোগের তপস্যা করে পতিত থেকে পবিত্র, স্বর্গের মালিক হয়েছেন। তপস্যা করা-ই হয় পুণ্য আত্মায় পরিণত হওয়ার জন্য। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* এই পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে চলতে-ফিরতে নিজেকে শান্তিধামের বাসিন্দা ভাবতে হবে। শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করে প্রকৃত সত্য উপার্জন করতে হবে এবং অন্যদেরও করাতে হবে।

\*২)\* রাজযোগের তপস্যা করে নিজেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত করতে হবে। মায়ার গলা কাটতে স্বদর্শন চক্র যেন সদা চলায়মান থাকে।

**\*বরদান:-\*** শান্তির শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিটি কাজে সহজে সফলতা প্রাপ্তকারী প্রয়োগী আত্মা ভব\*  
ব্যাখ্যা : এখন বর্তমান সময়ের পরিবর্তন প্রমাণ অনুযায়ী শান্তির শক্তির সাধন প্রয়োগ করে প্রয়োগী আত্মা হও। যেমন বাণী দ্বারা আত্মাদের অন্তরে স্নেহের সহযোগের ভাবনা উৎপন্ন করো তেমনই শুভ ভাবনা, স্নেহের ভাবনার স্থিতিতে স্থির থেকে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবনা উৎপন্ন করো। যেমন প্রদীপ, আরেকটি প্রদীপ জ্বালায়, তেমনভাবে তোমাদের শক্তিশালী শুভ ভাবনা অন্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবনা উৎপন্ন করবে। এই শক্তি দ্বারা স্থূল কাজেও খুব সহজেই সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে, শুধুমাত্র প্রয়োগ করে দেখো।

**\*স্লোগান:-\*** সর্বজনের প্রিয় হতে প্রস্ফুটিত রুহানী গোলাপ হও, নিস্তেজ হয়ে না ।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কাছে তোমরা আসো ক্লান্তি দূর করে সতেজ হতে, বাবার সাথে মিলনের পর ভক্তি-মার্গের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়"\*

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, কি পদ্ধতিতে বাবা তোমাদের ক্লান্তি দূর করে সতেজ বানায় ?\*

\*উত্তরঃ - ১) এই বিশেষ জ্ঞানের বাণী শ্রীমৎ শুনিয়েই তরতাজা করে তোলেন।\*

\*২) বাচ্চারা, স্মরণে যোগযুক্ত হলেই তোমরা সতেজ হয়ে ওঠো। বাস্তবে সত্যযুগই হলো প্রকৃত বিশ্রাম-ধাম। যেখানে অপ্রাপ্ত বস্তু বলে কোনও কিছুই থাকে না, যা প্রাপ্তির জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।\*

\*৩) বি.কে.-দের প্রকৃত বিশ্রাম হয় শিববাবার কোলে এলে। তখন যেন সব ক্লান্তিই দূর হয়ে যায়।\*

\*ওম্ শান্তি!\* সামনে বসে বাচ্চাদেরকে বাবা যেমন বোঝাচ্ছেন তার সাথে সাথে দাদা (ব্রহ্মা) -ও কিন্তু বোঝাচ্ছেন, যেহেতু বাবা যে এই দাদার শরীরেই অবস্থান করে বোঝাতে থাকেন। যেমন ভাবে তোমরা তা বুঝতে থাকো, ঠিক তেমনি ভাবে দাদা-ও তা বুঝতে থাকেন। এই দাদাকে কিন্তু ভগবান বলা চলবে না- অর্থাৎ যা ভগবান উবাচঃ বা এগুলি সব ঈশ্বরীয় বর্ণন এইসব। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা কি বোঝাচ্ছেন ? -- দেহী-অভিমানী হতে। যেহেতু নিজেকে কেবলমাত্র আত্মা অনুভব করতে না পারলে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতেই পারবে না। যেহেতু বর্তমান সময়ে সব আত্মাই যে পতিত হয়ে আছে। এই পতিত অবস্থায় থাকাকালীনকে মনুষ্য বলা হয়, আর পবিত্র হলে তাকে বলা হয় দেবতা। যে কেউই কত সহজ-সরল ভাবে একথা যেমন নিজে বুঝতে পারে তেমনি সে অপরকেও বোঝাতে পারে। এই মনুষ্যরাই তো বাবাকে ডাকতে থাকে- "পতিতদের পবিত্র বানাবার একমাত্র কারিগর বাবা, তুমি এসো।" কিন্তু দেবী-দেবতার কখনই তা বলবে না। অর্থাৎ পতিত-দের সেই কাকুতি-মিনতি ডাকে সাড়া দিয়েই এই ধরাধামে আসেন পতিত-পাবন বাবা। তারপর আত্মাদের পবিত্র করে গড়ে তোলার পর তাদের জন্য আবার নতুন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করে দেন। পরমাত্মা বাবাকে ডাকে আত্মাধারী বাচ্চারা। শরীর নয় কিন্তু। এই পারলৌকিক বাবা যিনি সদাকালের পবিত্র, তাই তো সবাই ওনাকেই স্মরণ করে। বর্তমানের এই দুনিয়াটা একেবারেই পুরোনো পতিত দুনিয়া। বাবা এসে সেই দুনিয়াকেই নতুনভাবে আবার পবিত্র পাবন দুনিয়া করে গড়ে তোলেন। অনেকে এমনও বলে- এই পুরোনো পতিত দুনিয়াতেই তো অপার সুখ। কত ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ আমার এই সংসার। যেহেতু তাদের ধারণা, এই সংসারটাই তাদের স্বর্গ-রাজ্য। ফলে তারা আর কিভাবেই বা স্বীকার করবে তোমাদের যথার্থ যুক্তিগুলি। একেবারেই অবুঝেরা কলিযুগী এই দুনিয়াকেই স্বর্গ-রাজ্য ভেবে আনন্দ পায়। সত্যি কি করুণ জীর্ণদশা অবস্থা হয়েছে এই দুনিয়ার। তবুও অবুঝ মানুষ ভাবে, তারা যেন স্বর্গ-রাজ্যেই বাস করছে। যে বি.কে.-রা এই অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে অপরকে বোঝাতে পারে না, বাবা তাদের উদ্দেশ্যেই বলেন-তোমরা কি পাথরের মতন নির্বোধ বাচ্চা ? পরশ-বুদ্ধির বুদ্ধিমান বি.কে. হলে সে অবশ্যই অন্যদেরকেও তা বুঝিয়ে নিজেদের মতন করে গড়ে তুলতে পারবে। অতএব খুব মনোযোগ সহকারে পুরুষার্থ করা উচিত - এতে লজ্জার ব্যাপার নেই। কিন্তু অর্ধ-কল্প ধরে মানুষেরা যে উল্টো বুদ্ধির পাঠশালায় পড়ে আসছে, তা তো আর এত সহজে ভুলতে পারবে না। তেমনি যতক্ষণ না পর্যন্ত যথার্থ রীতিতে প্রকৃত বাবাকে সে নিজেই সঠিকভাবে জানতে না পারবে, ততক্ষণ সে অন্যকেও জানতেও পারবে না বাবার এই শক্তি যে কি বিশাল শক্তি।

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এইসব বেদ-উপনিষদ-ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা মানুষের কোনও উন্নতি হয় না বা পরিবর্তনও আসে না। বরঞ্চ দিন-প্রতিদিন তারা আরও অবনতির দিকেই এগোতে থাকে। যেভাবে সতোপ্রধান লোকেরা আজ তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছে। অথচ কারও মাথায় এই বুদ্ধিটুকুও নেই, তারাই একদা সতোপ্রধান দেবী-দেবতা ছিলো, আর কি ভাবেই বা আজ তারা এত নিম্নবর্গের হলো। এসবের কোনো ধারণাই নেই তাদের। তাই তো ৮৪-বার জন্মের বদলে ৮৪-লক্ষ বার জন্মের কথা বলে। [এই ভাবেই লক্ষ্যকে লক্ষ (উদ্দেশ্যকে সংখ্যা) ভেবে নিয়েছে] এমন ধারার বুদ্ধি যাদের, তারা আর কি বা জানতে পারবে! এদিকে এই বিশেষ জ্ঞানের আলো একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই জানে না। ফলে সবাই এদিক-ওদিক, একে-অন্যকে অনুসরণ করে চতুর্দিকে, দোরে-দোরে, মন্দিরে-মসজিদে ঘুরে-ঘুরে কেবলই ধাক্কা-হোঁচটই খেয়েছে ফলে অধঃপতন হতে-হতে একেবারে তলদেশে এসে পৌঁছেছে। এইভাবে তারা তাদের সব শক্তি হারিয়ে একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এমন কি তাদের বুদ্ধির শক্তিও এমন লোপ পেয়েছে যে, তারা তাদের প্রকৃত বাবাকেও যথার্থ রূপে চিনতে পারছে না। তাই তো স্বয়ং বাবাকেই আসতে হয় তাদের বুদ্ধির তালা খোলার জন্য। যার পর

তারা আবার উজ্জীবিত ও সতেজ হয়ে ওঠে। আপন বাচ্চারা বাবার কাছে আসে উজ্জীবিত ও সতেজ হতে। ঠিক যেমন বাড়ীতে ফিরতে পারলেই বিশ্রাম নেওয়া হয়। ভক্তি-মার্গে যারা এত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে, বাবার সাক্ষাতেই তাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। তাই তো সত্যযুগকে বলা হয় "বিশ্রাম-পুরী"। তোমরা প্রকৃত বিশ্রাম যেখানে পাও। সেখানে এমন কোনও অপ্রাপ্ত-বস্তু থাকবে না, যা প্রাপ্তির জন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে। একদিকে এই বাবা যেমন তোমাদেরকে উজ্জীবিত করে তোলেন, অপরদিকে দাদাও তেমনি সতেজ করে তোলেন। শিববাবার কোলে স্থান পেয়ে কতই না বিশ্রাম অনুভূত হয়। বিশ্রাম অর্থাৎ নির্বাক-নীরবতা। মানুষেরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা বিশ্রমেই যায়। কেউ হেথায় আবার কেউ হোথায় যায় বিশ্রাম নিতে। কিন্তু সেই বিশ্রাম তো আর প্রকৃত বিশ্রাম নয়। কিন্তু এখানে বাবা তোমাদেরকে কত সুন্দর এই বিশেষ জ্ঞান শুনিয়ে উজ্জীবিত ও সতেজ করে তোলেন। বাবাকে স্মরণ করলেও কি সুন্দর রিফ্রেশ হওয়া যায়, যেহেতু সেই দিশাতেই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধানের দিশায় যাওয়া যায়। এখানে বাবার কাছে আসার মূল উদ্দেশ্যই হলো সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করা। তাই তো বাবা বারবার বলেন- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বাচ্চাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চার এই অবিনাশী নাটকের সৃষ্টি-চক্র কিভাবে তার নিজ নিয়মে প্রতি নিয়তই ঘুরে চলেছে। কিভাবেই বা আত্মারা কোথায় আর কখন বিশ্রাম পায়। বাচ্চারা, তোমাদের প্রধান কর্তব্য হলো, বাবার বানীগুলি প্রত্যেকের কাছেই পৌঁছে দেওয়া। বাবা জানাচ্ছেন- মনোযোগ সহকারে বাবাকে স্মরণ করলে তবেই বাবার অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে। একমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই নতুন দুনিয়ায় স্বর্গ-রাজ্য রচিত হয়। যেখানে তোমরা বি.কে.-রাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হবে। এরপর দ্বাপরে মায়া-রাবণ দ্বারা শাপিত হও তোমরা, যার ফলে তোমাদের পবিত্রতা, সুখ-শান্তি, ধন-দৌলত ইত্যাদি সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে যায়। এই ভাবেই ধীরে ধীরে কি করে একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়ো, তারই ব্যাখ্যা করে বোঝান এই বাবা। বর্তমানের দুনিয়াটা যেখানে দুঃখধাম, সেখানে বিশ্রামের শান্তি থাকবেই বা কি প্রকারে। প্রকৃত বিশ্রাম পাওয়া যায় সুখধামে - যেখানে কেবলই বিশ্রাম আর বিশ্রাম। ভক্তির ধারায় চলতে চলতে মানুষেরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই ভক্তি করতে করতে চূড়ান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যেন একেবারে দীনদরিদ্র কাণ্ডাল হয়ে পড়ে। বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে এই রহস্যগুলিকেই যথার্থ রীতিতে বোঝাতে থাকেন বাবা। নতুন বাচ্চারা যারা এসে যোগ দেয় এখানে, তাদেরকে আরও সবিস্তারে সহজ-সরল ভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়। যেহেতু প্রতিটা বিষয়েই তো লোকেরা কত চিন্তা-ভাবনা করে। অনেকে তো এমনও ভাবে - এখানে কোনও জাদু করা হয় না তো ! তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন- আরে, এতদিন ধরে তোমরাই তো বলে আসছো "ভগবান জাদুকর", বাবাও সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলেন- "আমিই সেই চিরকালেরই জাদুকর। কিন্তু তোমরা যে জাদুর কথা বলছো, সে জাদুকর নইকো আমি। সে জাদুতে তো মানুষকে ভেড়া বানিয়ে দেয়। বুদ্ধি খরচ করে তা বুঝতে হবে - কোন্ জাদুতে ভেড়া বানানো হয়। যেমন প্রচলিত গানে আছে- "সুরমগুলের অর্থাৎ দেবতাদের সভার দিব্যতা, আর অহংকারী দেহ-অভিমানী ভেড়া'রা কি বা মর্ম বুঝবে তার .....! যেমনটা হয়ে আছে বর্তমানের এই দুনিয়া। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি যেন ভেড়া-ছাগলের মতন। যা বর্তমান যুগের এক বাস্তব রূপ। একেবারেই যুগোপযোগী গান এটা। এমনকি কল্পের এই অন্তিম সময়েও মানুষেরা তা বুঝতে পারছে না।

চণ্ডীকা দেবীর উৎসবে অনেক বড় আকারের মেলা বসে। কিন্তু সেই চণ্ডী আসলে কে ? তাকে আবার 'দেবী' বলা হয়। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে এমন কোনও নাম হয় না। সত্যযুগে কত সুন্দর সুন্দর নামের বাহার। সত্যযুগী সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয়। কিন্তু কলিযুগী সম্প্রদায় একেবারে ছিঃ ছিঃ উপাধিতে ভূষিত। যেমন বর্তমানের মানুষদের শ্রেষ্ঠ বলা চলে না। শ্রেষ্ঠ হলো দেবী-দেবতারা। তাই তো প্রচলিত আছে- মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে সময় লাগে না ভগবানের। কিন্তু মনুষ্য থেকে দেবতা আবার দেবতা থেকে মনুষ্য - তা হয় কিভাবে, সেই রহস্যই তোমাদের বোঝাচ্ছেন বাবা। দেবতাদের রাজ্যকে দেবলোক আর এই মনুষ্য রাজ্যকে মনুষ্যলোক বলা হয়। দেবতাদের দিন অর্থাৎ আলোর প্রকাশ আর বর্তমান সময় হলো রাত অর্থাৎ যা অন্ধকার তমসায় আচ্ছন্ন। জ্ঞান অর্থাৎ আলো আর ভক্তি অর্থাৎ অন্ধকার। তাই তো বলা হয় অজ্ঞানতার তন্দ্রায় বর্তমানের দুনিয়াটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তেমরাও এখন তা বুঝতে পারছো। পূর্বে তোমরাও এসব জানতে না, তাই তোমরা "নেতী-নেতী"- অর্থাৎ আমরা সঠিক জানি না - এমনটাই বলে এড়িয়ে যেতে। সেই তোমরাই এখন উপলব্ধি করতে পারছো, পূর্বে তোমরা নাস্তিক ছিলে। অসীমের বাবাকেই জানতে না। যিনি তোমাদের অবিনাশী প্রকৃত বাবা। একমাত্র তিনিই সকল আত্মাদের প্রকৃত বাবা। এবার নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়তা এসেছে, তোমরা সেই অসীমের বাবার একান্ত আপন বাচ্চা। বাবাও তেমনি বাচ্চাদেরকে যে জ্ঞান প্রদান করেন, তা হলো গুপ্ত-জ্ঞান! যে জ্ঞান কোনও মনুষ্য আত্মা থেকে পাওয়া যায় না। কেমন মজার ব্যাপার - আত্মা যেমন গুপ্ত, জ্ঞানও তেমনি গুপ্ত। অথচ জ্ঞান ধারণ করছে আত্মা। (পরম) আত্মা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা এই জ্ঞান যেমন শোনাচ্ছেন, তেমনি তোমরা আত্মাধারীরাও গুপ্ত

বাবাকে গুপ্ত রূপেই স্মরণ করো।

বাবা বলছেন- ওহে বাচ্চারা, দেহ-অভিমানী হয়ো না তোমরা। দেহ-অভিমাণে এলে যেমন আত্মার শক্তি হ্রাস হয়, তেমনি আবার আত্ম-অভিমাণে থাকতে পারলে আত্মাতে শক্তি সঞ্চার হতে থাকে। তাই তো বাবা বলেন- অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের রহস্যকে ভালভাবে বুঝে, সেই অনুসারে চলা উচিত। এই অবিনাশী নাটকের রহস্য যে সঠিকভাবে বুঝতে পারে, সে সর্বদাই হাসি-খুশীতে থাকতে পারে। মানুষেরা উপরে যাবার জন্য কতই না প্রচেষ্টা করে, তাদের ধারণা উপরেও এমনই কোনো দুনিয়া আছে - যা শাস্ত্র ইত্যাদিতে পড়াশুনা করে জেনেছে তারা। তাই সেখানে গিয়ে দেখার আগ্রহ তাদের। সেখানে আবার নতুন দুনিয়া স্থাপনের চেষ্টাও করে তারা। যেহেতু এই দুনিয়ায় এখন এত অধিক জনবিস্ফোরণ। অথচ এই ভারতেই একদা যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজত্ব ছিলো, তখন আর কোনও থণ্ড বা দেশই ছিলো না দুনিয়ায়, তবুও জনসংখ্যা খুবই কম ছিল। পরে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। একবার ভেবে দেখো, যখন অল্প সংখ্যক এই দেব-দেবীদের রাজত্ব ছিল, যমুনার তীরবর্তীতে, সেই পরীস্তান রাজ্য, যেখানে রাজত্ব করতেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। কত সুন্দর শোভামুক্ত, সতোপ্রধান দুনিয়া ছিল তা। যা ছিল জাগতিক সৌন্দর্যে অতি চমৎকার। তেমনি সতোপ্রধান আত্মাদের চেহারাতেও ছিল তেমনই সৌম্যভাব আর উজ্জ্বলতা। যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় তাকে কত সুন্দর দেখানো হয়। সমগ্র ঘরটাই যেন আলোর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে এগুলিই ব্যাখ্যা করে বোঝান এই বাবা। সেই পরীস্তানে পৌছবার লক্ষ্যেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করে চলেছো। এমনটা মোটেই নয় যে কোনও বিশেষ জলাশয়ে ডুব দিলেই তোমরা পরী বা অ্যাঞ্জেল হয়ে যাবে। সেইসব জলাশয়গুলির যেসব নাম রাখা হয়েছে, সেগুলিও সব মিথ্যা নাম। যেমন, লক্ষ-লক্ষ বছর বললেই তখন সবাই ভাবে, এত পুরোনো স্মৃতি তা তো ভুল হবেই এবং লোপও পাবে। তোমরা বি.কে.-রা কিন্তু অভুল হয়ে গড়ে উঠছো, অবশ্য তা হচ্ছে যার যার নিজের নিজের পুরুষার্থের দ্রুম অনুসারে। একথা নিয়ে তোমাদের মনে জানার আগ্রহ জাগে, এত ক্ষুদ্র আত্মায় এত বিশাল এই দেহের ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করা হয়, কিন্তু তা কিভাবে। একবার লক্ষ্য করে দেখো আত্মা শরীর ত্যাগ করার পর সেই শরীরের কি করুণ দশাটাই না হয়। যেহেতু আত্মাই যে সর্বপ্রকার কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করে। এটাই মূল বিষয় - দুনিয়ার সমস্ত আত্মারাই তার নিজের নিজের কর্মফল অনুযায়ী কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করতে হয়। এতে কারও ক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্রও হেরফের হয় না। প্রতি কল্পেই হুবহু সেই ভূমিকা আবারও পুনরায় পালন করতে হয়। এতেও কোনও সন্দেহ নাই। একের সাথে অন্যের বুদ্ধির তারতম্য হয়, যেহেতু মন ও বুদ্ধির সম্পর্ক তো আত্মার সাথেই। যে বাচ্চাদের মনে এই সংকল্প থাকে যে, স্কলারশিপ পেতেই হবে, তার মন তেমনই আনন্দ ও খুশীতে ভরপুর থাকে। তেমনি এখানেও যে যত তাড়াতাড়ি আসে, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও ততটাই প্রতিফলিত হচ্ছে দেখে, সেও তেমন খুশীতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা জেনেছো যে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন দেবী-দেবতা হবার লক্ষ্যেই বি.কে.-দের এই বিশেষ পঠন-পাঠন। একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া জগতে আর এমন কোনও স্কুল নেই যেখানে আগামী জন্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে নিজেরাই দেখতে পায়। কিন্তু তোমরা তা দেখতেও পাও, তোমরাই সেই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতনই গড়ে উঠছো। তাই তো তোমরা বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এই বিশেষ পাঠ পড়ছো, যাতে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হয়ে উঠতে পারো। তোমাদের এই পাঠও তেমনি গুপ্ত-পাঠ। অতএব, এমন উন্নত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জেনে কতই না খুশীর জোয়ার বইতে থাকে তোমাদের মনে। যে খুশীর কোনও কুল-কিনারা নেই। সত্যি, স্কুল বা পাঠশালা তো এমনই হওয়া উচিত। যদিও এই স্কুল একেবারেই গুপ্ত কিন্তু তা খুবই কাজের। যত উন্নত এই শিক্ষা, ততটাই সুযোগ সুবিধা এখানে। যদিও তা মাটিতে বসেই অধ্যয়ন করতে হয় তোমাদেরকে। পাঠ পড়ে তো আত্মা - তা সে মাটিতে বসেই হোক, কিন্তু সিংহাসনে বসেই হোক। তবুও আনন্দে তোমাদের মন নাচতে থাকে এই ভেবে যে, এই পাঠে কৃতকার্য হতে পারলে তো কেবলমাত্র। এখন যখন বাবা স্বয়ং এসে তার আপন বাচ্চাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন- তোমাদেরকে পড়বার জন্যই আমি এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করি। দেবতাদের তো আর পড়াতে হবে না বাবার। দেবতাদের মধ্যে সেই জ্ঞান কোথায় ? মানুষেরাই হতবুদ্ধি হয়ে জানতে চায়, আত্মা দেবতাদের মধ্যে কি এসব জ্ঞান আছে ? বাবা জানান- এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠেই তো তারা দেবতা হয়েছে। দেবতা হবার পর তাদের আর জ্ঞানের দরকার বা কি আছে ? যেমন লৌকিক পড়াশোনায় কেউ ব্যারিস্টার হবার পর তখন তো সে তার পেশায় অর্থ উপার্জনেই ব্যস্ত থাকবে, তখন কি আর ব্যারিস্টারি পাঠের দরকার পড়বে তার ? \*আত্মা!\*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১) অবিনাশী ড্রামার রহস্যগুলিকে যথার্থ রূপে বুঝে সদা হাসি-খুশীতে থাকতে হবে। প্রতি কল্পেই, ড্রামার প্রত্যেকটি ভূমিকা পালনকারী, তারা যার যার নিজস্ব ভূমিকা হুবহু পালন করে।\*

\*২) এইম-অবজেক্টকে (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) সামনে রেখে, খুশীর জোয়ারে নাচতে থাকো। সদা বুদ্ধিতে যেন একথা স্মরণে থাকে যে, এই বিশেষ পার্শের দ্বারাই তুমি লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে চলেছো।\*

**\*বরদান:-\*** ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডই সুখময় স্থিতির অনুভবকারী হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা হও\*

\*ব্যখ্যা :-\* সুখ ও শান্তির জননী বলা হয় পবিত্রতাকে। যে কোনও প্রকারের অপবিত্রতা দুঃখ আর অশান্তির অনুভব করায়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ জীবন হলো, যে প্রতিটি সেকেন্ডই সুখময় স্থিতিতে থাকতে পারে। যদিও কখনও কোনো দুঃখের পরিস্থিতি আসে, কিন্তু যেখানে পবিত্রতার শক্তি থাকে সেখানে দুঃখের অনুভব হতেই পারে না। পবিত্র আত্মাধারীরা মাস্টার সুখ-কর্তা হয়ে দুঃখকে ঈশ্বরীয় সুখের বায়ুমন্ডলে পরিবর্তন করে দেয়।

**\*স্লোগান:-\*** সাধনের প্রয়োগের দ্বারা সাধনার উদ্যমকে বাড়িয়ে তোলাই হলো বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি।\*

..... \*ওঁ শান্তি!\* .....

## \*স্বদর্শন চক্র দ্বারা বিজয় পদকের (চক্রের) প্রাপ্তি\*

আজ বাপদাদা আধ্যাত্মিক সেনাপতি রূপে নিজের আধ্যাত্মিক সেনাদের দেখছেন। তিনি দেখেন, এই আধ্যাত্মিক সেনাতে মহাবীর কারা এবং কি ধরণের অস্ত্র তারা ধারণ করেছে। যেমন জাগতিক অস্ত্রধারী দিনের পর দিন অতি সূক্ষ্ম আর শক্তিসম্পন্ন তীরগতির সাধন বানিয়ে চলেছে, ঠিক সেইভাবেই আধ্যাত্মিক সেনা অতি সূক্ষ্ম শক্তিশালী অস্ত্রধারী হয়েছে? যেভাবে বিনাশকারী আত্মারা একস্থানে বসে বিনাশকারী রেস্ (rays/কিরণ) দ্বারা বিনাশ করার সাধন বানিয়েছে, এমনকি, সেখানে তাদের যাওয়ার প্রয়োজনও হবে না, দূরে বসেই নিশানা লাগাতে পারে, সেই একইভাবে আধ্যাত্মিক সেনা স্থাপনা-কার্য সম্পন্ন করেছে? তারা বিনাশক আর তোমরা স্থাপক। তারা নিশানার প্ল্যান ভাবে আর তোমরা নতুন রচনার আর বিশ্ব পরিবর্তনের প্ল্যান ভাব। স্থাপনকারী সেনা, এমন তীরগতির আধ্যাত্মিক সাধন ধারণ করেছে? এক স্থানে বসে যেখানে ইচ্ছা স্মরণের রেস্ দ্বারা যে কোনও আত্মাকে টাচ করতে পার? পরিবর্তন শক্তি এত তীরগতির সেবা করার জন্য প্রস্তুত আছ? নলেজের শক্তি দ্বারা এইরকম শক্তিশালী অস্ত্রধারী হয়েছে? মহাবীর হয়েছে নাকি বীর হয়েছে? বিজয়-চক্র প্রাপ্ত করেছে? জাগতিক সেনা পুরস্কার হিসেবে অনেক রকম চক্র প্রাপ্ত করে। সফলতার পুরস্কার রূপে তোমরা বিজয় চক্র প্রাপ্ত করেছে? বিজয় প্রাপ্তি হয়েই আছে! এইরকম নিশ্চয় বুদ্ধি মহাবীর আত্মারা বিজয়-চক্রের অধিকারী।

বাপদাদা দেখছিলেন, কে বিজয়-চক্র প্রাপ্ত করেছে। স্ব-দর্শন চক্র দ্বারা তোমরা বিজয়-চক্র প্রাপ্ত কর। তাহলে, সবাই অস্ত্রধারী হয়েছে, তাই না! এই আধ্যাত্মিক অস্ত্রের স্মারকচিহ্ন স্থূল রূপে তোমাদের স্মরণিক হিসেবে ছবিতে দেখিয়েছে। দেবীদের চিত্রে তাদের অস্ত্রধারী দেখিয়েছে। বাস্তবে, সব বাচ্চার বাপদাদা দ্বারা একই সময় একরকম নলেজের শক্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি তোমাদের কাউকে আলাদা আলাদা নলেজ দেন না, তবুও কেন তোমরা নম্বর অনুক্রমিক হও? বাপদাদা কখনো কি কাউকে আলাদাভাবে পড়িয়েছেন? একট্রেই তো পাঠ পড়ান, তাই না! সবাইকে একই পাঠাভ্যাস করান, নাকি কোন গ্রুপকে একরকম পড়ান আর অন্য কাউকে আরেকরকম!

এখানে ৬ মাসের গডলি স্টুডেন্ট হও বা ৫০ বছরের হও, একই ক্লাসে তোমরা বসো। আলাদাভাবে কি বসো? বাপদাদা একই সময় একই পাঠ সবাইকে একট্রেই পড়ান। যদি কেউ পরে আসেও, যে পড়াশোনা আগেই হয়ে গেছে, সেই পাঠ তোমরা এখনও তাদের পড়িয়ে চলেছ। যে রিভাইস কোর্স চলছে, সেটা তোমরাও পড়ছ, নাকি পুরানোদের কোর্স আলাদা, আর তোমাদের আলাদা? একই কোর্স, তাই নয় কি? যারা এখানে ৪০ বছর ধরে আছে তাদের মুরলী থেকে যারা মাত্র ছয় মাস আছে তাদের মুরলী আলাদা তো নয়, তাই না! একই মুরলী নয় কি? পাঠের পড়া এক, পড়ান যিনি, তিনি এক, তবুও তোমরা নম্বর অনুক্রমে হও কেন? নাকি সবাই তোমরা নম্বর ওয়ান? নম্বর কীভাবে তৈরি হয়? কারণ পাঠাভ্যাস যদিও বা সবাই করে কিন্তু পাঠের অর্থ্যাৎ জ্ঞানের প্রতিটা বিষয়কে অস্ত্র বা শক্তিরূপে ধারণ করা, আর জ্ঞানের বিষয়কে পয়েন্ট হিসেবে ধারণ করার মধ্যে তারতম্য ঘটে। কেউ শুধুমাত্র শুনে পয়েন্টস্-এর আকারে বুদ্ধিতে ধারণ করে, আর সেই ধারণ করা পয়েন্টস্ খুব ভালোভাবে বর্ণনাও করে। ভাষণ দেওয়া বা কোর্স করানোর ব্যাপারে তোমাদের মেজরিটি দক্ষ। বাপদাদাও বাচ্চাদের ভাষণ দেওয়া আর কোর্স করানো দেখে খুশি হন। কিছু বাচ্চা তো বাপদাদার থেকেও ভালো ভাষণ দেয়, পয়েন্টসের বর্ণনাও করে খুব ভালো। কিন্তু প্রভেদ এটাই, জ্ঞান পয়েন্টসের আকারে ধারণ করা আর জ্ঞানের প্রতিটা পয়েন্টস্ শক্তিরূপে ধারণ করা। উদাহরণস্বরূপ, ড্রামার পয়েন্ট নাও, এটা বিজয় প্রাপ্ত করার অনেক বড় শক্তিশালী অস্ত্র। ড্রামার জ্ঞান-শক্তি যারা প্র্যাকটিক্যাল জীবনে ধারণ করেছে, তারা কখনও চঞ্চল হয় না। সদা একরস অটল অনড় থাকার এবং বানানোর বিশেষ শক্তি ড্রামার এই পয়েন্ট, যারা শক্তিরূপে তা ধারণ করে তারা কখনও পরাজিত হয় না। কিন্তু যারা শুধু পয়েন্ট হিসেবে ধারণ করে তারা কি করে? ড্রামার পয়েন্টও বর্ণন করে। তারা চাঞ্চল্যের মধ্যেও আসছে আবার ড্রামার পয়েন্টও বলছে। কখনো কখনো তাদের চোখ থেকে অশ্রুও ঝরতে থাকে, 'জানিনা কি হয়ে গেল! জানিনা কি এটা!' আর তখনও ড্রামার পয়েন্ট বলে যায়। 'হ্যাঁ, বিজয়ী তো আমাকে হতেই হবে, আমি তো বিজয়ী রত্ন। ড্রামা স্মরণে আছে, কিন্তু জানিনা কি হয়ে গেল।

সুতরাং এটাকে তোমরা কি বলবে? এটা কি শক্তি রূপে অথবা অস্ত্র রূপে ধারণ করেছে নাকি শুধুই পয়েন্ট হিসেবে ধারণ করেছে? একইভাবে, আত্মা নিজের ক্ষেত্রেও বলবে, 'আমি শক্তিশালী আত্মা, আমি সর্বশক্তিমানের বশি, কিন্তু এটা অনেক

বড় পরিস্থিতি । আমি কখনো ভাবিনি এইরকম ঘটবে ।' মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা হওয়া আর এই উক্তি করার মধ্যে বিস্তর ফারাক । ভালো লাগে তোমাদের ? তাহলে সেটাকে কি বলবে ? সুতরাং আত্মার পাঠ, পরম আত্মার পাঠ, ড্রামার পাঠ, ৮৪ জন্মের পাঠ, কতো পাঠ আছে ? সবগুলো শক্তি অথবা সেই সব অস্ত্র রূপে ধারণ করা অর্থাৎ বিজয়ী হওয়া । শুধু পয়েন্ট হিসেবে ধারণ করলে, কখনো পয়েন্ট কাজ করে, কখনো করে না । তা' সত্ত্বেও তোমরা পয়েন্টের আকারে ধারণ করে, সেবাবে নিজেদের বিজি রেখে পয়েন্টসের বারংবার বর্ণন করার কারণে মায়ার থেকে সেফ থাক ।

যতই হোক, যখন কোনরকম পরিস্থিতি বা মায়ার রয়্যাল রূপ তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তোমরা তখন সদা বিজয়ী হতে অপারগ । একই পয়েন্টগুলো বলতে থাকবে, কিন্তু শক্তি না থাকার কারণে সদা মায়াজিত হতে তোমরা অপারগ ।

সুতরাং, বুঝেছ তোমরা, কেন নম্বর অনুক্রমিক হও ? এখন এটা চেক কর, জ্ঞানের প্রতিটা পয়েন্ট শক্তি রূপে, অস্ত্র রূপে ধারণ করেছে কিনা ! শুধুই জ্ঞানবান হয়েছ নাকি শক্তিশালীও হয়েছ ? নলেজফুল হওয়ার সাথে সাথে পাওয়ারফুল হয়েছ তোমরা ? নাকি শুধু নলেজফুল হয়েছ ! যথার্থ নলেজ লাইট আর মাইটের স্বরূপ । সেই রূপে ধারণ করেছে তোমরা ? যদি সময়মতো নলেজ বিজয়ী না বানায়, তাহলে নলেজ শক্তিরূপে তোমরা ধারণ করনি । যদি কোনও যোদ্ধা সঠিক সময়ে অস্ত্র কার্যে প্রয়োগ না করে, তাহলে তাকে কি বলবে ? তাকে কি মহাবীর বলবে তোমরা ? নলেজের শক্তি তোমরা কেন পেয়েছ ? মায়াজিত হওয়ার জন্যই তো পেয়েছ, তাই না ! নাকি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে পয়েন্ট স্মরণ করবে - 'এটা তো করা উচিত ছিল, এটা তো বিবেচনা করা উচিত ছিল ।' অতএব এটা চেক কর । এখন কতদূর পর্যন্ত ফোর্সের কোর্স করেছে ! কোর্স করানোর জন্য সবাই প্রস্তুত হয়েছ তো ! এমন কেউ আছে যে কোর্স করতে অপারগ ! সবাই করতে পার আর তোমরা সেটা কর অনেক ভালোবাসার সাথে যত্ন সহকারে । বাপদাদা দেখেন তোমরা খুব ভালোবেসে, নিরলস প্রচেষ্টায়, নিষ্ঠা সহকারে অন্যদের করাও । খুব ভালো প্রোগ্রামস্ কর তোমরা । তন-মন-ধন কার্যকরী কর । তবেই না এত বৃদ্ধি হয়েছে । এ তো তোমরা খুব ভালো কর । যাই হোক, এখন সময়ানুসারে তোমরা তো এটা অতিক্রম (পাস) করেছে । শৈশব সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই না ! এখন যুবাবস্থায় আছ, নাকি বাণপ্রস্থে । কতদূর পৌঁছেছ ? এই গ্রুপে নতুনদের মেজরিটি । কিন্তু বিদেশ সেবার এত বছর পূর্ণ হয়েছে, সুতরাং এখন আর শৈশব নয়, এখন যুবাবস্থায় পৌঁছে গেছ । এখন ফোর্সের কোর্স করো আর করাও ।

যে কোনো ক্ষেত্রেই, যুবাদের (ইয়ুথ ) অনেক শক্তি আছে । যুবা বয়স অনেক শক্তিশালী, তারা যা চায় করতে পারে, সেইজন্য দেখ আজকালকার গভর্নমেন্টও যুবসমাজকে ভয় পায়, কারণ জাগতিক ক্ষেত্রে ইয়ুথ গ্রুপের বুদ্ধিরও শক্তি আছে আর শারীরিক শক্তিও আছে । যদিও , এখানে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করার কেউ নেই । সকলেই সৃজনশীল । তারা বলপ্রয়োগ করে, আর এখানে সবাই শান্তস্বরূপ আত্মা । যা কিছু ভ্রষ্ট সেইসব ঠিক করে দেয় । সকলের দুঃখ দূর করে । তারা দুঃখ দেয় আর তোমরা দুঃখ হরণকারী । দুঃখহর্তা, সুখকর্তা । যেমন বাবা, তেমন বাচ্চারা । সদা প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রত্যেক আত্মার প্রতি এবং নিজের প্রতি সুখদায়ী, কারণ তোমরা দুঃখের দুনিয়া ছেড়ে দিয়েছ । এখন দুঃখের দুনিয়ায় তোমরা নেই । দুঃখধাম থেকে সঙ্গমযুগে পৌঁছে গেছ । পুরুষোত্তম যুগে বসে আছ । তারা কলিযুগী ইয়ুথ । তোমরা সঙ্গমযুগী ইয়ুথ, সেইজন্য সবসময় নিজের মধ্যে এই নলেজ শক্তিরূপে ধারণ করো আর করাও । নিজে যত ফোর্সের কোর্স করেছে, ততই অন্যদেরও করাবে, নয়তো শুধু পয়েন্টসের কোর্স করাবে । অতএব, এখন আবার একবার কোর্স রিভাইস কর । একেকটা পয়েন্টে কি কি শক্তি আছে, কতটা শক্তি আছে, কোন্ সময় কোন্ শক্তি কি রূপে ইউজ করতে পার, এই ট্রেনিং নিজেকে নিজেই দিতে পার । সুতরাং, এটা চেক কর - আত্মার পয়েন্টরূপী শক্তিশালী অস্ত্র সারাদিনে প্র্যাকটিক্যাল কার্যে প্রয়োগ করেছে ? নিজের ট্রেনিং নিজেই করতে পার, কারণ যে কোনো ক্ষেত্রেই তোমরা নলেজফুল । যদি তোমাদের বলা হয়, আত্মা সঙ্কল্পে পয়েন্ট বের করতে, তবে কতো পয়েন্টস তোমরা বের করতে পারবে ? অনেক আছে, তাই না ! ভাষণ দেওয়ায় তো তোমরা পটু । কিন্তু প্রতিটা পয়েন্ট দেখ, পরিস্থিতিতে কতদূর পর্যন্ত কার্যতঃ প্রয়োগ করতে সক্ষম ! এটা ভেবনা, 'সাধারণতঃ আমি ঠিকই থাকি, কিন্তু এমন ঘটনা ঘটে গেছে, পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সেই কারণে এমন ঘটেছে ।' অস্ত্র কিসের জন্য ? যখন শত্রু আসে তার জন্য, নাকি শত্রু এসেছে সেইজন্য আমি হেরে গেছি, মায়া এসেছিল, সেই কারণে টালমাটাল হয়ে গেছ । কিন্তু মায়ারূপী শত্রুর জন্যই তো অস্ত্র, তাই না ! শক্তি কি কারণে ধারণ করেছে ? তোমরা শক্তিশালী হয়েছ যাতে সঠিক সময়ে বিজয়ী হতে পার, নয় কি ! সুতরাং, বুঝেছ তোমরা কি করতে হবে তোমাদের ? নিজেদের মধ্যে ভালো করে অন্তরঙ্গভাবে মনখোলা আলাপচারিতা করে যেতে হবে । বাপদাদা সব সমাচার পেয়ে যান । বাপদাদা তো তোমরা সব বাচ্চার এই প্রবল আগ্রহ দেখে খুশি হন, পঠন-পাঠনের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা আছে । বাবাকে তোমরা ভালোবাস । সেবার প্রতিও তোমাদের ভালোবাসা আছে কিন্তু কখনো কখনো তোমরা কোমলমতি হয়ে অস্ত্র নামিয়ে দাও । সেই সময় এদেরই ফিল্ম

বানিয়ে আবার এদেরই দেখানো উচিত। এটা অল্প সময়ের জন্য হয়, বেশি সময় হয় না, কিন্তু তবুও লাগাতার অর্থাৎ সদা নির্বিঘ্ন থাকা আর বিঘ্ন নির্বিঘ্নের মধ্য দিয়ে চলতে থাকার মধ্যে ফারাক তো আছেই, তাই না ! সূতোতে যত গিঁট পড়ে, ততই সূতো দুর্বল হয়ে যায়। জোড়া লাগে ঠিকই, কিন্তু জোড়া লাগা জিনিস আর সম্পূর্ণ বস্তুর মধ্যে ফারাক তো হয়ই, তাই নয় কি ! জোড়া লাগা কোনকিছু তোমাদের ভালো লাগবে ? সুতরাং এই বিঘ্ন এলো আর তোমরা নির্বিঘ্ন হলে, আবার বিঘ্ন আসবে, ঠিক যেমন কোন জিনিস ভেঙে গেল আর তারপরে আবার তা জুড়ে দেওয়া হলো, সুতরাং জোড়া তো পড়ল, তাই না ! সেইজন্য এর প্রভাব তোমাদের স্থিতির ওপর তো পড়বে !

অনেকে খুব ভালো তীর পুরুষার্থী। তারা নলেজফুলও, সার্ভিসেবলও ; তারা বাপদাদা এবং পরিবারের নজরে আছে, কিন্তু যে আত্মা ভাঙে আর জোড়ে, সে সদা শক্তিশালী থাকবে না। তুচ্ছ ব্যাপারেও তাকে পরিশ্রম করতে হবে। কখনো কখনো তারা সদা হালকা, উৎফুল্ল এবং খুশিতে নাচে, কিন্তু এইরকম সদাই নজরে আসবে না। মহারথীদের লিস্টে থাকবে কিন্তু যাদের সংস্কার এইরকম তারা অবশ্যই দুর্বল হয়। এর কারণ কি হতে পারে ? ভাঙা-গড়ার এই সংস্কার ভিতর থেকে তাদের দুর্বল করে দেয়। বাহ্যিকভাবে কোনকিছু হবে না। খুব ভালো প্রতীয়মান হবে। সেইজন্য কখনও এই সংস্কার তৈরি কোরো না। এটা ভেবো না, মায়া এসেছে, তবুও পাশাপাশি তুমি চলছ। কিন্তু এইভাবে চলা, কখনো ভাঙা কখনো জোড়া, এটা কি হচ্ছে ? সদা সম্পূর্ণ থাক, সদা নির্বিঘ্ন থাক, প্রতিনিয়ত প্রসন্ন এবং সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় থাক। ওই জীবন আর এই জীবনে তারতম্য তো আছেই না ! সেইজন্য বাপদাদা বলেন, কারও কারও জন্মপত্রিকা একদম স্বচ্ছ, কারও আবার মাঝে মধ্যে দাগ রয়েছে। যদিও বা দাগ মুছে ফেলে, কিন্তু তবুও তো সেই দাগ দৃশ্যগোচর হয়, তাই না ! কোনরকম দাগ হতেই দিও না। সাদা কাগজ আর দাগ মুছে ফেলা কাগজের মধ্যে তোমরা কোনটা পছন্দ করবে ? সাদা কাগজ রাখার আধার খুব সহজ। এই ভেবে ঘাবড়ে যেও না যে এটা তো খুব কঠিন। না ! খুব সহজ, কারণ সময় নিকটবর্তী। সময়েরও বিশেষ বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। পরে যে যত পিছনে আসে সময়ানুসারে তার এক্সট্রা লিস্টের গিঁট প্রাপ্ত হয়, আর এখন অব্যক্ত রূপের পার্ট তো সৌভাগ্যশালী (বরদানী) হওয়ার পার্ট। অতএব, সময়েরও সহযোগিতা আছে। অব্যক্ত পার্টের এবং অব্যক্ত সহযোগেরও সহায়তা আছে। সময় এখন ফাস্ট গতির, এরও সহকারিতা আছে। আগে ইনভেনশন তৈরি হতে সময় লাগত। এখন সবকিছু তৈরি হয়ে আছে। তোমরা এখন এমন সময়ে এসে পৌঁছেছ, যখন সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তি-সাধ্য। এই বরদানও কম নয়। যারা আগে এসেছে তারা মাখন নিষ্কাশন করেছে, তোমরা মাখন খাওয়ার সময়ে এসে পৌঁছেছ। তাহলে তো তোমরা সৌভাগ্যশালী হলে, তাই না ! শুধু সামান্য অ্যাটেনশন রাখ, নয়তো এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। সবরকম সহযোগিতা তোমাদের সাথে আছে। এখন নিমিত্ত মহারথী আত্মাদের দ্বারা তোমরা যতখানি প্রতিপালিত হচ্ছে, সেইরকম পরিপালন প্রথমদিকে যে আত্মারা এসেছিল তারা পায়নি। তোমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তারা কতো পরিশ্রম করে, টাইম দেয়। প্রথমে জেনারেল লালন-পালন হয়েছে। যতই হোক, তোমরা হারানিধি হয়ে প্রতিপালিত হচ্ছে। লালন-পালনের রিটার্ণও তো দাও, তাই না ! এটা কঠিন নয়। শুধুমাত্র প্রতিটা পয়েন্ট শক্তি রূপে ইউজ করতে অ্যাটেনশন দাও। বুঝেছ ? আচ্ছা !

সদা মহাবীর হয়ে বিজয় ছত্রধারী আত্মারা, যারা সদা জ্ঞানের শক্তি সময়োপযোগী করে তোলে, সদা অটল, অনড়, অখন্ড স্থিতি ধারণ করে, সদা নিজেকে মাস্টার সর্বশক্তিমান অনুভব করে, এইরকম শ্রেষ্ঠ সদা মায়াজিত বিজয়ী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

\*দাদীদের সাথে -\* অনন্য রত্নদের প্রতি পদে তাদের নিজেদের লক্ষ-কোটি উপার্জন তো আছেই, কিন্তু অন্যেরাও লক্ষ-কোটি উপার্জন করে। অনন্য রত্ন সদাই প্রতি পদে সামনে এগিয়ে চলে। অনাদি চাবি প্রাপ্ত হয়েছে ; অটোমেটিক চাবি। নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ অটোমেটিক চাবি প্রয়োগ করা। অনন্য রত্নদের অনাদি চাবিসহ অগ্রচালিত হতে হবে। তোমাদের প্রতি সঙ্কল্পে সেবা মিশে আছে। এক নিমিত্ত হয় অনেক আত্মাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় নিয়ে আসতে। পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যখন তারা নিমিত্তকে দেখে সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে যায়। একে অপরকে দেখে যেমন রঙ লেগে যায়, তাই না ? সুতরাং এই অটোমেটিক উৎসাহ-উদ্দীপনার তরঙ্গ অন্যদেরও উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়। সাধারণতঃ, যখন কেউ ভালো ডান্স করে তো দর্শকের পা-ও নাচতে থাকে, আর সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। না চাইতেও হাত পা নাচতে থাকে। আচ্ছা !

মধুবনের কার্যসমূহ ঠিক আছে। মধুবন নিবাসীদের দ্বারা মধুবন সুশোভিত হয়ে আছে। বাপদাদা তো নিমিত্ত বাচ্চাদের দেখে সদা নিশ্চিন্ত হন, কারণ বাচ্চারা কতো নিপুণ ! বাচ্চারাও কম নয়। বাবার বাচ্চাদের প্রতি সম্পূর্ণ ফেইথ আছে, তাইতো বাচ্চারাও বাবার থেকে এগিয়ে। যারা নিমিত্ত হয়েছে তারা সদাই বাবাকেও নিশ্চিন্ত করে। কার্যতঃ, কোনও চিন্তাই

তো নেই, তা' সত্বেও বাবাকে তোমরা সু-সমাচার দাও । কোথাও কোনও বাচ্চা এইরকম হবে না, যারা পরস্পর পরস্পরের থেকে এগিয়ে, প্রত্যেক বাচ্চা বিশেষ । কারও এইরকম বিশেষ গুণ সম্পন্ন এত বাচ্চা হতে পারে না । অন্য জায়গায় তো কেউ লড়াই ঝগড়া করে, তো কেউ পড়াশোনা করে । কিন্তু এখানে তো সবাই তোমরা বিশেষ মণি, প্রত্যেকের বিশেষত্ব আছে ।

- \*বরদান:-\*** পবিত্রতার শক্তিশালী দৃষ্টি বৃত্তি দ্বারা সর্বপ্রাপ্তি করিয়ে দুঃখহতা সুখকর্তা ভব\*  
সায়েন্সের ওষুধে অল্পকালের শক্তি, যা দুঃখ কষ্টের অবসান তো ঘটায়, কিন্তু পবিত্রতার শক্তি অর্থাৎ সাইলেন্সের শক্তিতে আশীর্বাদের শক্তি থাকে । পবিত্রতার এই শক্তিশালী দৃষ্টি বা বৃত্তি সদাকালের প্রাপ্তি করায়, সেইজন্য তোমাদের জড় চিত্রের সামনে 'হে দয়ালু দয়া করো বলে দয়া বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করে । সুতরাং চৈতন্য রূপে এইরকম মাস্টার দুঃখহতা সুখকর্তা হয়ে দয়া করেছ, তাইতো ভক্তিতে পূজিত হও ।
- \*স্লোগান:-\*** সময়ের নৈকট্য অনুসারে প্রকৃত তপস্যা বা সাধনাই হলো বেহদের বৈরাগ্য ।\*

---

**\*সূচনা: -\***

\*আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সবাই সংগঠিতরূপে সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ মিনিট পর্যন্ত অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগে সম্মিলিত হয়ে নিজে অবতরিত হওয়া অবতার আত্মা, এই স্মৃতিতে শরীরে প্রবেশ করতে হবে এবং শরীর থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে । নিজের বীজস্বরূপ স্থিতিতে বসে পরমাত্ম শক্তি বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করুন ।\*

---

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- অপার খুশী বা নেশায় থাকতে হলে দেহ-অভিমানের রোগ পরিত্যাগ করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হও, নিজের আচার-আচরণ শুধরে নাও"\*

\*প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের উল্টো (ভুল) জ্ঞানের নেশা চড়ে না?\*

\*উত্তর:- যারা বাবাকে যথার্থভাবে জেনে স্মরণ করে, অন্তর থেকে বাবার মহিমা করে, যাদের পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ রয়েছে তাদের উল্টো জ্ঞানের নেশা চড়তে পারে না। যে বাবাকে সাধারণ মনে করে সে বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। যদি স্মরণ করে তবে সমাচারও বাবাকে অবশ্যই দেবে। সন্তান যদি সমাচার না দেয় তখন বাবাও মনে করে যে, বাছা! কোথাও মুর্ছিত (অজ্ঞান) হয়ে গেলো না তো?\*

\*ওম্ শান্তি।\* বাবা বসে-বসে বাচ্চাদের বোঝান -- বাছা, যখন নতুন কেউ আসে তখন তাদের প্রথমে অসীম (হৃদ) আর অসীম(বেহদ), দু'জন পিতার পরিচয় দাও। অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ অসীম জগতের আত্মাদের পিতা। আর পার্থিব জগতের পিতা, যা প্রত্যেক জীবাত্মারই আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে। এই নলেজও সকলে একইরকমভাবে (একরকম) ধারণ করতে পারে না। কেউ এক শতাংশ, কেউ ১৫ শতাংশ ধারণ করে। এ তো বুদ্ধিমত্তার কথা, সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় কুল, তাই না। রাজা-রানী যেমন প্রজাও তেমন। প্রজাতে সবরকমের মানুষ থাকে। প্রজা অর্থাৎ প্রজাই। বাবা বোঝান যে, এ হলো পঠন-পাঠন, প্রত্যেকেই নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী পড়ে। প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ ভূমিকা রয়েছে। যে কল্প-পূর্বে যতটা জ্ঞান ধারণ করেছে, এখনও ততটাই করবে। পড়াশোনা কখনো গুপ্ত থাকতে পারে না। পড়া অনুসারেই পদ প্রাপ্ত হয়। বাবা বোঝান, ভবিষ্যতে পরীক্ষাও হবে। পরীক্ষা ব্যতীত ট্রান্সফার হতে পারে না। ভবিষ্যতে সবই জানতে পারবে। কিন্তু এখনও তোমরা জানতে পারো যে, আমরা কোন্ পদের যোগ্য হয়েছি? লজ্জায় অবশ্য সকলেই হাত তোলে কিন্তু তারা জানে যে, এভাবে আমরা কিভাবে হতে পারব! তথাপি হাত ওঠায়। একেও তো অজ্ঞানতাই বলা হবে। বাবা তো তৎক্ষণাৎ বুঝে যায় যে, বেশী বুদ্ধি লৌকিক স্টুডেন্টদের থাকে। ওরা মনে করে যে, আমরা স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য নই, পাশ করতে পারবো না। তারা মনে করে, টিচার যা পড়ায় তাতে আমরা কত মার্শ্র পাব? এখন কি বলবে যে, আমরা পাস-উইথ-অনার হব। এখানে তো অনেক বাচ্চাদের মধ্যে এতটুকুও বুদ্ধি নেই, দেহ-অভিমান অনেক। অবশ্যই এসেছে এমন (দেবতা) হওয়ার জন্য কিন্তু চাল-চলনও তো এমন চাই। বাবা বলেন, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধির কারণ নিয়মানুসারে সঠিকভাবে বাবার সঙ্গে ভালবাসা থাকে না।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বোঝান যে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধির যথার্থ অর্থ কী? বাচ্চারাই পুরোপুরি বুঝতে পারে না তাহলে ওরা কী বুঝবে? বাবাকে স্মরণ করা -- এ হলো গুপ্ত কথা। পড়া (জ্ঞান) তো গুপ্ত নয়, তাই না। নস্বরের ক্রমানুসারে পঠন-পাঠন হয়। সকলে একইভাবে কী পড়বে, না পড়বে না। বাবা জানেন, এখনও এরা বেবী (বাচ্চা)। এমন অসীম জগতের পিতাকে তিন-তিন, চার-চার মাস স্মরণও করে না। কীভাবে জানা যাবে যে, স্মরণ করে? বাবাকে পত্র পর্যন্ত লেখে না যে, বাবা আমি কিভাবে চলছি, কী-কী সার্ভিস করছি? বাবার বাচ্চাদের জন্য কত চিন্তা থাকে যে, কোথাও বাছা (আমার) অজ্ঞান হয়ে গেল না তো, কোথাও বাছা মরে যায় নি তো? কেউ-কেউ তো বাবাকে কত সেবা-সমাচার লেখে। বাবাও বোঝে যে, এই বাচ্চারা জীবিত। সেবান্বিত বাচ্চারা কখনো গুপ্ত থাকতে পারে না। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চার হৃদয়ের কথা জানে যে কোন্ বাচ্চা কেমন? দেহ-অভিমানের রোগ বড় কড়া। বাবা মুরলীর মাধ্যমে বোঝান, অনেকের তো আবার জ্ঞানের উল্টো নেশা চড়ে, অহংকার চলে আসে তখন আর স্মরণ করে না, পত্রও লেখে না। তাহলে বাবাও তখন স্মরণ কীভাবে করবে? স্মরণের দ্বারাই স্মরণ মিলিত হয়, বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবাকে যথার্থ ভাবে জেনেই স্মরণ কর, অন্তর থেকে মহিমা করে, অনেক বাচ্চারা বাবাকে সাধারণ মনে করে তাই স্মরণ করে না। বাবা কি কোনো আড়ম্বরাদি দেখাবে, না দেখাবে না। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের বিশ্বের রাজস্ব দেওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাই। তোমরা কি বোঝ যে আমরা বিশ্বের রাজস্ব নেওয়ার জন্য অসীম জগতের বাবার কাছে পড়ছি। এই নেশা যদি থাকে, তবে অগাধ খুশীর পারদ সর্বদা চড়ে থাকবে। গীতা পাঠকারীরা অবশ্য বলে যে -- শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ, আমি রাজযোগ শেখাই, ব্যস। তাদের রাজস্ব পাওয়ার খুশী কি থাকবে, না থাকবে না। গীতা পড়ে শোনায় আর নিজ-নিজ কাজকর্মে পুনরায় লেগে পড়ে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রয়েছে যে, আমাদের অসীম জগতের পিতা পড়ায়, তাদের এমন কথা বুদ্ধিতে আসবে না। তাই প্রথমে যখন কেউ আসবে তখন তাদের দু'জন পিতার পরিচয় দাও। বলো, ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক। এ হলো

কলিযুগ, একে কি স্বর্গ বলবে, না বলবে না। এমন কথাও বলবে না তো যে, সত্যযুগেও আছে, কলিযুগেও আছে। কেউ দুঃখ পেলে বলা হবে যে, নরকে রয়েছে, কেউ সুখে থাকলে বলবে স্বর্গে রয়েছে। এমন অনেকেই বলে যে -- দুঃখী মানুষ নরকে থাকে, আমরা তো এখন অনেক সুখে বসে রয়েছি। মহল, মোটরাদি রয়েছে, মনে করে আমরা তো স্বর্গে রয়েছি। স্বর্গযুগ, লৌহযুগ সব একই ব্যাপার।

তাই সর্বপ্রথমে দু'জন পিতার (লৌকিক-পারলৌকিক) কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। স্বয়ং বাবা-ই নিজের পরিচয় দেন। তিনি সর্বব্যাপী কীভাবে হতে পারেন ? লৌকিক পিতাকে কী সর্বব্যাপী বলবে ? এখন তোমরা চিত্রতে দেখাও যে, আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ তো একই, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আত্মা-পরমাত্মা কোনো ছোট-বড় হয় না। সবাই আত্মা, তিনিও আত্মা। তিনি সদা পরমধামে থাকেন সেইজন্য তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। শুধুমাত্র তোমরা আত্মারা যেভাবে আসো সেভাবে আমি আসি না। আমি অন্তিম সময়ে এই শরীরে এসে প্রবেশ করি। এইকথা কোনো বাইরের মানুষ বুঝতে পারে না। বিষয় অত্যন্ত সহজ। পার্থক্য শুধু এটাই যে, বাবার বদলে বৈকুণ্ঠবাসী কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ কি বৈকুণ্ঠ থেকে নরকে এসে রাজযোগ শিখেছে ? কৃষ্ণ কীভাবে বলতে পারে যে, দেহ-সহ দেহের সরল সম্বন্ধকে ভুলে একমাত্র (মামেকম) আমাকে স্মরণ করো। দেহধারীকে স্মরণ করে পাপ কীভাবে খন্ডিত হবে ? কৃষ্ণ তো ছোট শিশু আর কোথায় আমি এক সাধারণ মানুষের বৃদ্ধ (পুরানো) শরীরে আসি। কত পার্থক্য হয়ে যায়। এই একটি ভুলের কারণে সকল মানুষ পতিত, কাঙ্গাল হয়ে গেছে। না আমি সর্বব্যাপী, না কৃষ্ণ সর্বব্যাপী, না প্রত্যেকটি শরীরে আত্মা সর্বব্যাপী। আমার তো নিজস্ব শরীরও নেই। প্রত্যেক আত্মার নিজ-নিজ শরীর আছে। প্রত্যেক শরীরের পৃথক-পৃথক নাম থাকে। না আমার শরীর আছে আর না আমার শরীরের কোনো নাম আছে। আমি বৃদ্ধশরীর ধারণ করি, তাই এঁনার নাম বদলে ব্রহ্মা নাম রেখেছি। আমার নাম তো ব্রহ্মা নয়। আমাকে সদা শিবই বলা হয়। আমিই সকলের সঙ্গতিদাতা। আত্মাকে সকলের সঙ্গতিদাতা বলা হবে না। পরমাত্মার কখনো দুর্গতি হয় কি ? আত্মারই দুর্গতি আর আত্মারই সঙ্গতি হয়। এসবই বিচারসাগর মন্বন করার মতো বিষয়। তা নাহলে অন্যদের কীভাবে বোঝাবে। কিন্তু মায়া এত প্রবল যে, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অগ্রসর হতে দেয় না। সারাদিন ব্যর্থ আলাপে সময় নষ্ট করে দেয়। বাবার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মায়া কত ধাক্কা (ফোর্স) দেয়। তখন অনেক বাচ্চা ভেঙ্গে পড়ে। বাবাকে স্মরণ না করার জন্য অবস্থা অটল-সুদৃঢ় হয় না। বাবা প্রতি মুহূর্তে খাঁড়া করিয়ে দেন, আর মায়া ফেলে দেয়। বাবা বলেন, কখনো পরাজিত হয়ো না। প্রতি কল্পেই এমন হয়, এ কোনো নতুন কথা নয়। অন্তে মায়াজীত হয়েই যাবে। রাবণ রাজ্যকে সমাপ্ত হতেই হবে। পুনরায় আমরা নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করব। প্রতি কল্পে মায়াজীত হয়েছি। অনেকবার নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করেছি। বাবা বলেন, বুদ্ধিকে সদা ব্যস্ত রাখো, তবেই সুরক্ষিত থাকবে। একেই স্বদর্শন-চক্রধারী বলা হয়, এছাড়া এখানে হিংসা ইত্যাদির কোন কথাই নেই। ব্রাহ্মণই স্বদর্শন-চক্রধারী হয়। দেবতাদের স্বদর্শন-চক্রধারী বলে না। পতিত দুনিয়ার রীতি-রেওয়াজ আর দেবী-দেবতাদের রীতি-রেওয়াজের মধ্যে অনেক পার্থক্য। মৃত্যুলোক-নিবাসীরাই পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে, আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র কর। পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে নতুন পবিত্র দুনিয়া ছিল, যাকে সত্যযুগ বলা হয়। তেতাকে নতুন দুনিয়া বলা যাবে না। বাবা বুঝিয়েছেন -- ওটা(সত্যযুগ) হলো ফার্স্টক্লাস, এটা হলো সেকেন্ডক্লাস। এক-একটি কথা ভালভাবে ধারণ করা উচিত যেন কেউ এসে শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। কেউ-কেউ আশ্চর্য হয়ে যায় কিন্তু তাদের সময় নেই পুরুষার্থ করার। আবার শোনে যে, পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এই কাম-বিকারই মানুষকে পতিত করে, এর উপর বিজয়প্রাপ্ত করলেই তোমরা জগতজীং হয়ে যাবে। কিন্তু কামবিকারই যেন তাদের পুঁজি(ঐশ্বর্য্য), তাই এই ব্যাপারে কথা বলে না। শুধু বলে মনকে বশ কর। কিন্তু মন চিন্তামুক্ত তখনই হয় যখন শরীরে তা থাকে না। এছাড়া মন কখনো চিন্তামুক্ত হতে পারে না। আত্মা শরীর প্রাপ্ত করে, কর্ম করার জন্য, তাহলে আবার কর্মজীত অবস্থায় কীভাবে থাকবে ? কর্মজীত অবস্থা বলা হয় মৃতকে। জীবিত থেকেও মৃত অথবা শরীর থেকে পৃথক। বাবা তোমাদের শরীর(শরীরের ভান) থেকে পৃথক হওয়ার পড়া পড়ান। শরীর থেকে আত্মা আলাদা। আত্মা পরমধাম নিবাসী। আত্মা যখন শরীরে আসে, তখন তাকে মানুষ বলা হয়। শরীর ধারণ করাই হয় কর্ম করার জন্য। এক শরীর পরিত্যাগ করে কর্ম করার জন্য আবার অন্য শরীর ধারণ করতে হয়। শান্তি তো তখন থাকে যখন শরীরে আত্মা থাকে না। পরমধামে (মূলবতনে) কর্ম হয় না। সূক্ষ্মলোকের তো কথাই নেই। সৃষ্টির চক্র এখানেই আবর্তন করে। বাবা আর সৃষ্টিচক্রে জেনে যাওয়া, একেই নলেজ বলে। সূক্ষ্মলোকে না শ্বেত বস্ত্রধারী, না সাজ-গোজ, না সর্প দ্বারা সুশোভিত শঙ্করাদি থাকে। বাকি ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর রহস্য বাবা বোঝাতে থাকেন। ব্রহ্মা এখানে। বিষ্ণুর দুই-রূপও এখানে। ড্রামায় এ শুধু সাক্ষাৎকারের ভূমিকা রয়েছে, যা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখা যায়। কুদৃষ্টি (ক্রিমিনাল) দ্বারা পবিত্র জিনিস দেখা যায় না। \*আচ্ছা!\*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

\*১)\* নিজেকে সদা সুরক্ষিত রাখার জন্যে বুদ্ধিকে বিচারসাগর মন্বনে ব্যস্ত রাখতে হবে। স্বদর্শন-চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। ব্যর্থ আলাপে (আড্ডায়) নিজের সময় নষ্ট কোরো না।

\*২)\* শরীর থেকে পৃথক হয়ে থাকার জন্যে যে পড়া(জ্ঞান), যা বাবা আমাদের পড়ান তা পড়তে হবে। মায়ার ধাক্কা থেকে বাঁচার জন্যে নিজের স্থিতিতে অটল-সুদৃঢ় করতে হবে।

**\*বরদানঃ-\*** সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থেকে মন থেকে খুশীর সংগীত গাইতে থাকা অবিনাশী সৌভাগ্যবান ভব\*

**\*ব্যাখ্যাঃ-\*** তোমরা, সৌভাগ্যবান বাচ্চারা অবিনাশী বিধিপূর্বক অবিনাশী সিদ্ধি প্রাপ্ত করো। তোমাদের মনে সদা বাঃ! বাঃ! এই খুশীর সংগীতই পরিবেশিত হয়। বাঃ বাবা! বাঃ ভাগ্য! বাঃ মিষ্টি পরিবার! বাঃ শ্রেষ্ঠ সঙ্গমের সুখময় সময়! প্রতিটি কর্ম বাঃ-বাঃ! তাই তোমরা অবিনাশী সৌভাগ্যবান। তোমাদের মনে কখনও কেন(হোয়াই), আমি (আই) আসতে পারে না। 'কেন'-র পরিবর্তে বাঃ বাঃ আর 'আমি'-র পরিবর্তে বাবা-বাবা শব্দই আসে।

**\*স্লোগানঃ-\*** যে সঞ্চল্লই করো, তাতে অবিনাশী গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্প লাগিয়ে দাও, তবেই অটল থাকবে।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা প্রত্যেকদিন যা কিছু পড়ান, এই পড়াশোনায় কখনো অনুপস্থিত হয়ো না, এই পড়াশোনার দ্বারা ই অন্তরের সংশয় দূর হয়ে যায়"\*

\*প্রশ্ন:- বাবার হৃদয়কে জয় করার যুক্তি কী?\*

\*উত্তর:- বাবার হৃদয় জয় করতে হলে যতক্ষণ সংগমযুগ আছে, ততক্ষণ বাবার থেকে কিছুই লুকিয়ে রেখো না। নিজের চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। আর যদি কোনো পাপ কর্ম হয়ে যায়, তখন অবিনাশী ডাক্তারকে বললে হাঙ্কা হয়ে যাবে। বাবা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, এটাই হল তাঁর দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদ। তাই বাবার থেকে দয়া বা কৃপা চাওয়ার পরিবর্তে, নিজেই নিজের উপর কৃপা করো। এইরকম পুরুষার্থ করে বাবার হৃদয়কে জয় করে নাও।\*

\*ওম্ শান্তি।\* এখন আত্মিক বাচ্চারা এটা তো জেনে গেছে যে, নতুন দুনিয়ায় হল সুখ আর পুরানো দুনিয়াতে হলো দুঃখ। এই দুঃখতেই সবাই দুঃখী হয়ে যায় আর সুখেতে সবাই সুখী হয়ে যায়। সুখের দুনিয়াতে দুঃখের নাম-লক্ষণও থাকবে না আবার যেখানে দুঃখ আছে সেখানে সুখেরও নাম-লক্ষণ নেই। যেখানে পাপ আছে সেখানে পুণ্যের নাম-লক্ষণ নেই, যেখানে পুণ্য আছে সেখানে পাপের নাম-লক্ষণ নেই। সেটা কোন জায়গা? এক হল সত্যযুগ, যেখানে কেবলই সুখ, আর অন্যটি হল কলিযুগ, সেখানে কেবলই দুঃখ। এটা তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকা উচিত। এখন দুঃখের সময় সম্পূর্ণ হয়েছে আর সত্যযুগের জন্য প্রস্তুতি চলছে। আমরা এখন এই পতিত ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে ওপারে সত্যযুগ অর্থাৎ রামরাজ্যে যাচ্ছি। নতুন দুনিয়াতে হলো সুখ, পুরানো দুনিয়াতে হলো দুঃখ। এমন নয়, যিনি সুখ দান করেন তিনিই দুঃখ দেন। না। সুখ বাবা দেন, দুঃখ মায়া রাবণ দেয়। তাই ওই শত্রুর মূর্তি তৈরি করে প্রত্যেক বছর পোড়ানো হয়। দুঃখের প্রদাতাকে সর্বদাই পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চারা জানে যে যখন তার রাজ্য সম্পূর্ণ হয় তখন তাকে চিরদিনের জন্য শেষ করে দেওয়া হয়। পাঁচ বিকার-ই সবাইকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। তুমি এখানে বসে আছো, তবুও তোমাদের বুদ্ধিতে এটাই থাকে যে আমরা বাবার কাছে এসেছি। রাবণকে তো তোমরা বাবা বলতে পারো না। কখনো শুনেছো কি - রাবণকে পরমপিতা পরমাত্মা কেউ বলেছে? কখনোই নয়। কেউ মনে করে যে লক্ষ্মীতে রাবণ ছিল। বাবা বলেন যে এই সমগ্র দুনিয়াই হলো লক্ষ্মী। কথিত আছে যে ভাস্কোডাগামা পরিক্রমা শুরু করেছিলেন স্টিমার বা বোটের দ্বারা। যে সময় তিনি পরিক্রমা করেছিলেন, সেই সময় এরোপ্লেন আদি ছিল না। ট্রেনও কয়লার ইঞ্জিনে চলতো। বিদ্যুৎ তো অন্য ব্যাপার। এখন বাবা বলছেন যে, দুনিয়া তো একটি-ই আছে। নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নতুন হয়। এইরকম তো বলা হয় না যে, স্থাপনা, পালনা, বিনাশ। না, প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ, পরে হয় পালনা, এটাই হলো সঠিক। পরবর্তীকালে আবার রাবণের পালন শুরু হয়। সেটা হলো নোংরা বিকারী পতিত হওয়ার পালনা, যার দ্বারা সবাই দুঃখী হয়ে যায়। বাবা তো কাউকে কখনো দুঃখ দেন না। এখানে তো তমোপ্রধান হওয়ার কারণে বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। দেখা, এখন কি হয়ে গেছে! এটাই তো চলতে-ফিরতে তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে। আছে তো খুবই সহজ। কেবল পরমাত্মার কথা। মুসলমানরাও বলে যে উঠেই আল্লাহকে স্মরণ করো। তারা নিজেরাও খুব সকালে ওঠে। বলে যে আল্লাহ বা খুদাকে স্মরণ করো। তোমরা বলো, বাবাকে স্মরণ করো। 'বাবা' শব্দটি খুবই মিষ্টি। আল্লাহ বললে বাবার আশীর্বাদ স্মরণে আসবে না। বাবা বললে আশীর্বাদ স্মরণে এসে যায়। মুসলমানরা বাবা বলে না। তারা আবার আল্লাহ মিয়া বলে। মিয়া-বিবি। এইসব শব্দগুলি ভারতেই আছে। পরমপিতা পরমাত্মা বললেই শিবলিঙ্গ স্মরণে এসে যায়। ইউরোপবাসীরা আবার গডফাদার বলে থাকে। ভারতে তো নুড়ি-পাথরকেও ভগবান মনে করে। শিবলিঙ্গও পাথরের হয়ে থাকে। মনে করে যে এই পাথরের মধ্যে ভগবান বসে আছেন। ভগবানকে স্মরণ করলে তো পাথরই সামনে এসে যায়। পাথরকে ভগবান মনে করে পূজা করে। পাথর কোথা থেকে আসে? পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার জল গড়াতে পাথরের উপরে পড়তে পড়তে গোল মসৃণ আকার ধারণ করে। তখন সেটা একটা প্রাকৃতিক আকার ধারণ করে। দেবী-দেবতাদের মূর্তি এই রকম হয় না। পাথর কেটে কেটে কান, মুখ, নাক, চোখ ইত্যাদি কত সুন্দর মূর্তি তৈরি করে। এর পিছনে অনেক ব্যয় করে। শিববাবার মূর্তি তৈরি করতে কোনো ব্যয় ইত্যাদির ব্যাপার নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে, আমরাই সেই দেবী-দেবতা চৈতন্যস্বরূপ নিজে তৈরি হচ্ছি। যখন তোমরা চৈতন্য থাকবে, তখন তোমাদের পূজা ইত্যাদি হবে না। যখন পাথর বুদ্ধি হয়ে যাও তখনই পাথরের পূজা করা হয়। চৈতন্য আছে তো পূজ্য আছে, পরে আবার পূজারী হয়ে যাও। সত্যযুগে তো না কোনো পূজারী থাকে, আর না কোন পাথরের মূর্তি হয়। দরকারই নেই। যিনি চৈতন্য ছিলেন তাঁর চিহ্ন স্বরূপ মন্দিরে

পাথরকে রাখা হয়। এখন এই দেবী-দেবতাদের কাহিনী তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে, এই দেবী-দেবতাদের জীবন কেমন ছিল ? সেটাই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। পূর্বে এই জ্ঞানচক্ষু ছিল না, যেসকল পাথর বুদ্ধি ছিল। এখন বাবার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান একই আছে কিন্তু ধারণ করে নশ্বরের ক্রমানুসারে।

তোমাদের রুদ্র মালাও এই ধারণার অনুসারে তৈরি হয়। \*এক হলো রুদ্র মালা, আরেকটি হলো রুন্ড মালা। এক হলো ভাইদের আর দ্বিতীয়টি হলো ভাই এবং বোনের\*। এটা তো বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা আত্মারা হলাম খুব ছোট ছোট বিন্দুর মত। গীতও আছে ক্রকুটির মাঝে ঝলমল করে এক আশ্চর্য তারা। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমি আত্মা হলাম চৈতন্য স্বরূপ। একটি ছোট তারার মতো। পুনরায় যখন গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করো তখন প্রথমে কত ছোট আকার হয়। পরে কতই না বড় হয়ে যায়। সেই আত্মাই নিজের শরীর দ্বারা অবিনাশী ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই শরীরকেই সবাই স্মরণ করতে শুরু করে। এই শরীরই ভালো বা মন্দ হওয়ার কারণে সবাইকে আকৃষ্ট করে। সত্যযুগে এইরকম বলবে না যে, আত্মা-অভিমানী হও, নিজেকে আত্মা মনে করো। এই জ্ঞান তোমাদের এখনই প্রাপ্ত হয়। কেননা তোমরা জেনে গেছে যে, এখন আত্মা পতিত হয়ে গেছে। পতিত হওয়ার কারণে যে কর্ম করে, সেই সব কর্ম ভুল হয়ে যায়। বাবা এসে সঠিক কর্ম করতে শেখান। মায়া ভুল কর্ম করায়। সব থেকে ভুল কাজ হলো বাবাকে সর্বব্যাপী বলা। আত্মা, যে অভিনয় করে, সেটা অবিনাশী হয়। তাকে পোড়ানো যায় না, তাকে তো পূজা করা হয়। শরীরকে পোড়ানো হয়। আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন শরীরকে পুড়িয়ে দেয়। আত্মা অন্য এক শরীরে প্রবেশ করে। আত্মা ছাড়া শরীর দু-চারদিনও রাখা যায় না। অনেকে তো আবার শরীরের মধ্যে ওষুধ লাগিয়ে রেখে দেয়। কিন্তু তাতে লাভ কি ? খ্রিস্টানদের একজন সেন্ট জেভিয়ার (স্পেনের একজন ক্যাথলিক মিশনারী, যিনি Society of Jesus এর founder) আছেন, বলে যে তার শরীর এখনো রাখা আছে। তারও এক মন্দির বানানো হয়েছে। কাউকে দেখানো হয় না, কেবলমাত্র তার পা দেখানো হয়। বলে যে কেউ যদি ওই পা-কে স্পর্শ করতে পারে তাহলে তার কোনো অসুখ-বিসুখ হয় না। পা স্পর্শ করলে মানুষ সুস্থ হয়ে যায়। তারা মনে করে যে সে সবই তারই কৃপা। বাবা বলেন যে, বিশ্বাসের মূল্য (ভাবনার ভাড়া) পাওয়া যায়। নিশ্চয় বুদ্ধি হলে কিছু লাভ হয়। বাকিরাও এরকম হলে তো সবাই সেখানে যাবে, মেলা লেগে যাবে। স্বয়ং পরমাত্মা বাবাও এখানে আসেন, তবুও এত বেশি লোক হয় না। বেশি হলে জায়গাও দেওয়া যাবে না। যখন সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার সময় আসে তখনই বিনাশ হয়ে যায়। এই নাটকই তৈরি হয়ে আছে। এর আদি বা অন্ত নেই। তবে হ্যাঁ, কল্পবৃক্ষের জড়াজীর্ণ অবস্থা হয়ে যায় অর্থাৎ তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন এই বৃক্ষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই অসীম জগতের বৃক্ষ হলো অনেক বড়। প্রথমে তিনিই আসবেন, যাঁকে প্রথম নশ্বরে যেতে হবে। নশ্বরের ক্রমানুসারে আসবে, তাই না ? সব সূর্যবংশীরা তো একসঙ্গে আসবে না। চন্দ্রবংশীরাও সবাই একসঙ্গে আসবে না। নশ্বরের ক্রমের মালানুসারে আসবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একসঙ্গে কি করে আসবে। খেলাটাই খারাপ হয়ে যাবে। এই খেলাটি একদম নিখুঁত বানানো হয়েছে, এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না।

মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে বসে, তখন বুদ্ধিতে এটাই স্মরণে থাকা চাই। অন্যান্য সংসঙ্গে তো অন্য-অন্য কথাগুলি বুদ্ধিতে আসে। এখানে তো হল একটাই পড়া, যার দ্বারা তোমাদের উপার্জন হয়। ওই সব শাস্ত্রাদি পড়ে তো কিছু উপার্জন হয় না। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু কথা তো ভালো অবশ্যই আছে। শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তে বসলে এটা নয় যে সবাই নির্বিকারী হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে, এই দুনিয়াতে সবাই ব্রষ্টাচারের দ্বারাই জন্মগ্রহণ করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সেখানেই জন্ম কিভাবে হবে ? তবে বলা, সেখানে তো ৫ বিকারই থাকবে না, যোগবলের দ্বারা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে। প্রথমেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে বাচ্চা আসছে। সেখানে বিকারের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে তো বাচ্চাদেরকেও মায়া পতিত করে দেয়। কেউ-কেউ তো আবার বাবাকে এসে শোনায়। না শোনাতে ১০০ গুণ শাস্তি পেতে হবে। বাবা তো সকল বাচ্চাদেরকেই বলেন যে, কোনো পাপ কর্ম হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বাবাকে বলতে হবে। বাবা হলেন অবিনাশী বৈদ্য। ডাক্তারকে শোনাতে তোমরা হালকা হয়ে যাবে। \*যতক্ষণ সঙ্গম যুগ আছে, ততক্ষণ বাবার থেকে কিছু লুকিয়ে রেখো না। কোনো কিছু লুকিয়ে রাখলে, বাবার হৃদয়কে জয় করতে পারবে না\*। সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। স্কুলে আসবেই না তো চরিত্র কিভাবে শুধরাবে ? এইসময় সকলেরই চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। বিকারই হল প্রথম নশ্বরের খারাপ চরিত্র। এইজন্য বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, কাম বিকার হলো তোমাদের মহাশত্রু। আগেও এই গীতার জ্ঞান শুনেছিলে তো এইসব কথা তোমরা বুঝতে পারোনি। এখন বাবা প্রত্যক্ষ রূপে গীতা শোনাচ্ছেন। এখন বাবা বাচ্চারা, তোমাদেরকে দিব্য বুদ্ধি প্রদান করেছেন, তাই ভক্তির নাম শুনতেই তোমাদের হাসি পায় যে তোমরা তখন কি-কি করতে ! এখন তো বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন, এতে দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো ব্যাপারই নেই। নিজের উপরই দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকে পুরুষার্থ করান। কেউ কেউ তো আবার পুরুষার্থ করে বাবার হৃদয়কে জয় করে নেয়, কেউ কেউ আবার পুরুষার্থ করতে-করতে মারাও যায় (ছেড়ে চলে যায়)। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকে একইরকম ভাবে পড়ান,

তবুও কোনো কোনো সময় এমন কিছু গুপ্ত কথা বেরিয়ে আসে, যেসব পুরানো সংশয় ছিলো, সেগুলিই পুনরায় জাগ্রত হয়, এইজন্য বাবার পড়াশোনায় কখনো অনুপস্থিত থাকবে না। মুখ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। দিব্যগুণগুলিকে ধারণ করতে হবে। কেউ কিছু ছিঃ ছিঃ কথা বলে দেয়, তো শুনেও শুনবে না। হিয়ার নো ইভিল.... উঁচুপদ প্রাপ্ত করতে হলে মান-অপমান, দুঃখ-সুখ, হার-জিত সব সহ্য অবশ্যই করতে হবে। বাবা কত যুক্তি বলে দেন। তবুও বাচ্চারা বাবার কথাগুলিকে শুনেও শোনে না তবে তারা কি পদ প্রাপ্ত করবে? বাবা বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অশরীরী না হতে পারছো, তত পর্যন্ত মায়ার কিছু না কিছু চোট লাগতেই থাকবে। বাবার কথা না মানলে তো বাবাকে অসম্মান করা হয়। তবুও বাবা বলেন, বাচ্চারা - সর্বদা বিজয় প্রাপ্ত করে জাগ্রত থাকো আর বাবাকে স্মরণ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* কেউ যদি কিছু উল্টো-পাল্টা কথা বলে, তবে শুনেও শুনবে না। হিয়ার নো ইভিল.... দুঃখ-সুখ, মান-অপমান সব কিছু সহ্য করতে হবে।

\*২)\* বাবা যা কিছু শোনান, সেগুলি না শুনে বাবাকে অসম্মান করবে না। মায়ার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য অশরীরী থাকার অভ্যাস অবশ্যই করতে হবে।

**\*বরদান:-\*** লৌকিক জগতের রাজকীয় ইচ্ছাগুলি থেকে মুক্ত হয়ে সেবা করে নিঃস্বার্থ সেবাধারী ভব\*

**\*ব্যখ্যা :-\*** যেরকম ব্রহ্মাবাবা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, অনাসক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হয়ে দেখিয়েছেন, সেবার স্নেহ ছাড়া আর কোনো বন্ধন ছিল না। সেবার মধ্যেও যা কিছু লৌকিক জগতের ইচ্ছা হয়, সেগুলিও হিসাব-নিকাশের বন্ধনে আবদ্ধ করে, সত্যিকারে সেবাধারী এই হিসাব-নিকাশের বন্ধন থেকেও মুক্ত থাকে। যেরকম দেহের বন্ধন, দেহের সম্বন্ধের বন্ধন হয়, এইরকম সেবাতে স্বার্থ - এটাও হল বন্ধন। এই বন্ধন থেকে বা রাজকীয় হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্ত নিঃস্বার্থ সেবাধারী হও।

**\*স্লোগান:-\*** প্রতিগুণগুলিকে ফাইলের মধ্যে না রেখে ফাইনাল (সম্পূর্ণ) হয়ে দেখাও।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়া খুবই শক্তিশালী (জবরদস্ত), এর থেকে সাবধান থেকো, কখনোই এমন ভাবনা যেন না আসে যে, আমরা ব্রহ্মাকে মানি না, আমাদের তো সরাসরি শিববাবার সঙ্গে সম্পর্ক"\*

\*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের উপর শীঘ্রই সকলের ভালোবাসা আসে ?\*

\*উত্তরঃ - যারা প্রথমে প্রত্যেকটি কথা প্রত্যক্ষভাবে নিজের উপর প্রয়োগ করে, তারপর অন্যদের বলে - তাদের উপর সকলের প্রেম শীঘ্রই এসে যায় । জ্ঞানকে নিজে ধারণ করে তারপর অনেকের সেবা করতে হবে, তখনই সকলের ভালোবাসা পাবে । নিজে যদি না করে অথচ অন্যদের করতে বলে, তখন তাকে কে মানবে ? সে তো যেন পণ্ডিতের মতো হয়ে যায় ।

\*ওম্ শান্তি ।\* বাচ্চাদের বাবা জিজ্ঞাসা করেন, আত্মাদের পরমাত্মা জিজ্ঞাসা করেন -- তোমরা এ কথা তো জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছি । বাবার নিজের কোনো রথ বা শরীর নেই, এ কথার নিশ্চয় তো আছে, তাই না ? এনার ব্রুকুটির মধ্যে বাবার নিবাস স্থান । বাবা নিজে বলেছেন - আমি এনার ব্রুকুটির মধ্যস্থলে বিরাজ করি । আমি এনার শরীর ধার হিসাবে নিই । আত্মার অবস্থান ব্রুকুটির মধ্যস্থলে, তাই বাবাও এখানে এসেই বসেন । ব্রহ্মাও আছেন, আর শিববাবাও আছেন । এই ব্রহ্মা যদি না থাকতেন, তাহলে শিববাবাও থাকতেন না । কেউ যদি বলে, আমি তো শিববাবাকেই স্মরণ করি, ব্রহ্মাকে নয়, কিন্তু শিববাবা তাহলে বলবেন কিভাবে ? শিববাবাকে তো তোমরা সর্বদা উপরে স্মরণ করে এসেছো । বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছো যে, আমরা বাবার কাছে এখানে বসে আছি । এমন তো মনে করবে না যে, শিববাবা উপরে আছেন । ভক্তিমার্গে যেমন বলা হয়, শিববাবা উপরে আছেন, তাঁর প্রতিমার এখানে পূজো হয় । এই কথা খুবই বোঝার । তোমরা জানো যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি পূর্ণ জ্ঞানী, তাহলে তিনি কোথা থেকে এই জ্ঞান শোনান ? তিনি ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে শোনান । কেউ কেউ বলে, আমরা ব্রহ্মাকে মানি না, কিন্তু শিববাবা বলেন, আমি এর মুখের দ্বারাই তোমাদের বলি যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । ব্রহ্মা তো নিজেই বলেন -- শিববাবাকে স্মরণ করো । ইনি কোথায় বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো ? এনার দ্বারাই শিববাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো । এই মন্ত্র আমি এনার মুখের দ্বারাই দিই । ব্রহ্মা না হলে এই মন্ত্র আমি কিভাবে দিতাম ? ব্রহ্মা না হলে তোমরা শিববাবার সঙ্গে কিভাবে মিলিত হতে ? কিভাবে আমার কাছে এসে বসতে ? মায়া এমন এমন চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যে খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও এমন খেয়াল এসে যায় আর তারা মুখ ঘুরিয়ে নেয় । তারা বলে, আমরা ব্রহ্মাকে মানি না, তাহলে তাদের কি গতি হবে ? মায়া এতো বড় জবরদস্ত যে, একদম মুখই ঘুরিয়ে দেয় । তোমাদের মুখ এখন শিববাবা সামনের দিকে করেছেন । তোমরা তাঁর সামনে বসে আছো । এরপরও যে এমন মনে করে - ব্রহ্মা তো কিছুই নয়, তাহলে তার কি গতি হবে ? সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় । মানুষ তো ডাকতে থাকে - ও গড ফাদার ! গড ফাদার কি শোনেন ? তারা বলে - ও উদ্ধারকর্তা, এসো । ওখান থেকেই কি তিনি উদ্ধার করবেন ? বাবা প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগেই আসেন । তিনি যাঁর মধ্যে আসেন, তাঁকেই ভুলে গেলে কি বলা হবে ? মায়ার মধ্যে এতটাই শক্তি যে এক নম্বরকেও পাই পয়সার নয়, এমন বানিয়ে দেয় । কোনো কোনো সেন্টারে এমনও আছে, তাই তো বাবা বলেন, বাচ্চারা, সাবধান থাকো । যদিও তারা পণ্ডিতের মতো বাবার শোনানো জ্ঞান অন্যদের শোনাতে থাকে । বাবা যেমন পণ্ডিতের উদাহরণ দিয়ে কাহিনী শোনান -- এই সময় তোমরা বাবার স্মরণে বিষয় সাগরকে পার করে ক্ষীর সাগরে তো যাও, তাই না । ভক্তিমার্গে অনেক গল্পকথা বানিয়ে দিয়েছে । পণ্ডিতরা অন্যদের বলতো, রাম নাম করলে পার হয়ে যাবে কিন্তু নিজেরা এই নাম জপ করে না । নিজেরা বিকারে যেতে থাকে আর অন্যদের বলে, তোমরা নির্বিকারী হও । এদের কি ফল হবে ? এখানেও কোথাও কোথাও যিনি শোনান, তার থেকে যে শোনে সে তীব্রগতিতে এগিয়ে যায় । যে অনেকের সেবা করে, সে সকলের প্রিয় হয় । পণ্ডিত যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে কে ভালোবাসবে ? তখন ভালোবাসা তার প্রতি চলে যাবে যে প্রত্যক্ষভাবে স্মরণ করে । খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া গিলে ফেলে ।

বাবা বুঝিয়েছেন যে -- এখনো তো কর্মাতীত অবস্থা তৈরী হয়নি, যতক্ষণ লড়াইয়ের প্রস্তুতি না হয় । একদিকে লড়াইয়ের প্রস্তুতি হবে অন্যদিকে কর্মাতীত অবস্থাও প্রাপ্ত হবে । এ সম্পূর্ণ যোগাযোগ, লড়াই সম্পূর্ণ হবে আর পরিবর্তনও হয়ে যাবে । প্রথমে রুদ্ধ মালা তৈরী হয় । এই কথা আর কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, এই দুনিয়াকে পরিবর্তন হতে হবে । ওরা মনে করে, এই দুনিয়ার এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে । তোমরা বুঝতে পারো যে, বিনাশ তো সামনে উপস্থিত ।

তোমরা হলে কম সংখ্যক আর ওরা হলো বেশী সংখ্যক । তাই তোমাদের কথা কে শুনবে ? তোমাদের যখন বৃদ্ধি হয়ে যাবে, তখন তোমাদের যোগবলে অনেকে আকৃষ্ট হয়ে আসবে, তোমাদের মধ্যে থেকে যতো জং দূর হয়ে যাবে, ততই তোমরা শক্তিতে ভরপুর হবে । এমন নয় যে বাবা জানি - জানানহার (সর্বগুণ) । তা নয়, তিনি সকলের অবস্থা জানেন । বাবা কি বাচ্চাদের অবস্থা জানবেন না ? সবকিছুই তিনি জানেন । এখন তো তোমাদের কর্মভীত অবস্থা হতে পারবে না । বারে বারে ভুল হওয়া সম্ভব, মহারথীদেরও হয়ে থাকে । কথাবার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবই প্রসিদ্ধ হয়ে যায় । এখন তো তোমাদের দৈবী চলন তৈরী করতে হবে । দেবতারা তো সর্বগুণ সম্পন্ন, তাই না । তোমাদের এখন এমনই হতে হবে কিন্তু মায়া কাউকেই ছাড়ে না । একেবারে লজ্জাবতী লতা বানিয়ে দেয় । পাঁচ সিঁড়ি আছে তো, তাই না । দেহভাব আসার কারণে উপর থেকে একদম ফেলে দেয় । পড়লেই মরলে । আজকাল নিজেদের মারার জন্য কতো রকমের উপায় করে । কুড়ি তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে একদম শেষ হয়ে যায় । এমনও হয় না যে, হাসপাতালে পড়ে রইলো দুঃখ ভোগ করার জন্য । কেউ আবার নিজেদের আগুন লাগিয়ে দেয়, কেউ যদি বাঁচিয়েও নেয়, তাহলেও কতো দুঃখ ভোগ করে । স্বলে মারা গেলে আত্মা মুক্ত হবে, তাই আত্মঘাত করে । তারা মনে করে আত্মঘাতী হলে দুঃখ থেকে মুক্ত হবে । ইচ্ছা হলেই ব্যস । কেউ কেউ তো হাসপাতালেও কতো দুঃখ ভোগ করে । ডাক্তাররা মনে করে, এর তো কষ্ট দূর হবে না, এর থেকে ভালো যে, ওষুধ দিয়ে দিই, শেষ হয়ে যাক, কিন্তু তারা এও জানে যে, এই ওষুধ দিয়ে মৃত্যু হলো মহাপাপ । আত্মা নিজেই বলে, এই কষ্ট ভোগ করার থেকে ভালো হয় যে, শরীর ত্যাগ করি । এখন এই শরীর থেকে কে মুক্ত করাবে ? এ হলো অপার দুঃখের দুনিয়া । আর ওখানে হলো অপার সুখ ।

বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখন ফিরে যাই, আমরা দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাই, তাই তাকে স্মরণ করতে হবে । বাবাও সঙ্গমযুগেই আসেন যখন দুনিয়াকে পরিবর্তন হতে হয় । বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি আসি তোমাদের সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত করে পবিত্র নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যেতে । পবিত্র দুনিয়াতে খুব অল্পই থাকে । এখানে তো অনেকেই আছে, তারা পতিত হয়ে গেছে, তাই ডাকে, হে পতিত পাবন -- এ কথা বোঝেই না যে আমরা মহাকালকে ডাকি যে, আমাদের এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে ঘরে নিয়ে চলো । বাবা অবশ্যই আসবেন, সকলের মৃত্যু হবে আর তখনই তো শান্তি আসবে, তাই না । মানুষ শান্তি - শান্তি করতে থাকে । শান্তি তো শান্তিধামে থাকবে কিন্তু এই দুনিয়াতে শান্তি কিভাবে হবে ? এখানে যে অনেক মানুষ । সত্যযুগে তো সুখ - শান্তি ছিলো । এখন তো এই কলিযুগে অনেক ধর্ম । এই এতো ধর্মের যখন অবসান হবে, যখন এক ধর্ম স্থাপন হবে, তখন তো সুখ - শান্তি হবে । হাহাকারের পরে আবার জয়জয়াকার হবে । পরের দিকে দেখবে মৃত্যুর বাজার কতো গরম । কিভাবে মানুষের মৃত্যু হয় । বোম্বের দ্বারাও আগুন লেগে যাবে । পরের দিকে যখন এইসব দেখতে পাবে তখন অনেকেই বলবে, বরাবর এমন বিনাশ তো হবেই ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে ? বাবা এক ধর্মের স্থাপনা করান, তিনি রাজযোগও শেখান । বাকি অন্য সমস্ত ধর্ম শেষ হয়ে যাবে । গীতাতে কিছুই দেখানো হয় নি । তাহলে গীতা পড়ার ফল কি ? দেখানো হয়েছে, প্রলয় হয় । দেখানো হয়, সম্পূর্ণ দুনিয়া জলমগ্ন হয়ে গেছে কিন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়া জলমগ্ন হয় না । ভারত তো অবিনাশী পবিত্র থণ্ড । তারমধ্যেও আবু সবথেকে পবিত্র তীর্থস্থান, যেখানে বাবা এসে সকলের সদগতি করান । দিলওয়ারা মন্দির এর করো সুন্দর স্মরণ । এ কতো অর্থ সহিত, কিন্তু যে বানিয়েছিলো সে কিছুই জানতো না । তবুও খুবই বুঝদার ছিলো, তাই না । দ্বাপরে নিশ্চই খুবই বুঝদার মানুষ থাকবে । কলিযুগে তো সকলেই তমোপ্রধান । তোমরা যেখানে বসে আছো, এই মন্দির হলো সবার থেকে উচ্চ । তোমরা জানো যে, আমরা হলাম চৈতন্য, এ হলো আমাদের জড় দেহের স্মরণ । বাকি আরো কিছু সময় এই মন্দির ইত্যাদি আরো তৈরী হতে থাকবে । তারপর তো তা আবার ভেঙ্গে যাওয়ার সময়ও আসবে । সমস্ত মন্দির ইত্যাদি সব ভেঙ্গে যাবে । হোলসেল মৃত্যু হবে । মহাতারী মহাভারতের লড়াইয়ের নাম আছে, যাতে সব শেষ হয়ে যায় । তোমরা এও বুঝতে পারো যে, বাবা এই সঙ্গম যুগেই আসেন । বাবার তো রথের প্রয়োজন, তাই না । আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখনই শরীরে প্রাণ বা গতি আসে । আত্মা শরীর থেকে নির্গত হয়ে গেলে শরীর জড় হয়ে যায় । বাবা তাই বোঝান যে, তোমরা এখন ঘরে ফিরে যাও । তোমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো হতে হবে । তাহলে এমন গুণও তো চাই, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা এই খেলাকেও জানো । এই খেলা কতো আশ্চর্যের বানানো হয়েছে । এই খেলার রহস্য বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন । বাবা তো পূর্ণ জ্ঞানী এবং বীজ রূপ, তাই না । বাবা এসেই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান দেন -- এতে কি কি হয় , তোমরা এখানে কতো সময় অভিনয় করছো ? অর্ধেক কল্প হলো দৈবী রাজ্য আর অর্ধেক কল্প আসুরী রাজ্য । যারা ভালো ভালো বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে । বাবা তাঁর নিজের সমান টিচার তৈরী করেন । এই টিচারও আবার নম্বরের ক্রমানুসারে হয় । কেউ কেউ তো টিচার হয়েও আবার বিগড়ে যায় । অনেকেই শিখিয়ে নিজে শেষ হয়ে যায় । ছোটো ছোটো বাচ্চাদের মধ্যেও নানা ধরনের সংস্কার থাকে । বাবা বোঝান যে, এখানেও যারা ঠিক রীতিতে জ্ঞান

ধারণা না করে, চালচলনের পরিবর্তন না করে, তারা অনেককেই দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায়। শান্ত্রে এও দেখানো হয়েছে - আসরে অসুর লুকিয়ে বসে থাকে তারপর বাইরে গিয়ে বিশ্বাসঘাতক হয়ে কতো উৎপাত করে। এ তো হতেই থাকে। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাতে কতো বিঘ্ন এসে পড়ে।

বাবা বোঝান যে, তোমরা বাচ্চারা হলে সুখ - শান্তির টাওয়ার। তোমরা খুবই রাজকীয়। তোমাদের থেকে রাজকীয় এইসময় কেউই হয় না। অসীম জগতের বাবার সন্তান হলে কতো মিষ্টিভাবে চলা উচিত। তোমরা কাউকে দুঃখ দেবে না। না হলে তা অন্তিম সময়ে স্মরণে আসবে। তখন সাজা ভোগ করতে হবে। বাবা বলেন, এখন তো তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাচ্চাদের সূক্ষ্ম লোকে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার হয়, তাই তোমরাও এমন সূক্ষ্মবতনবাসী হও। নির্বাক ছায়াছবির অভ্যাস করতে হবে। অনেক কম বলতে হবে আর মিষ্টি বলতে হবে। এমন পুরুষার্থ করতে করতে তোমরা শান্তির টাওয়ার হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের শেখান। এরপর তোমাদের অন্যকে শেখাতে হবে। \*ভক্তিমার্গ হলো বাণীর মার্গ। এখন তোমাদের সাইলেন্স হতে হবে\*। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

\*১)\* খুবই রাজকীয়ভাবে মিষ্টি হয়ে চলতে হবে। শান্তি আর সুখের টাওয়ার হওয়ার জন্য খুবই কম আর মিষ্টি করে কথা বলতে হবে। 'মুত্তী'-র (নির্বাক) অভ্যাস করতে হবে। 'টকী'-তে আসবে না।

\*২)\* নিজের আচরণ দৈবী বানাতে হবে। লজ্জাবতী লতা হবে না। লড়াইয়ের পূর্বে কর্মাতীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। নির্বিকারী হয়ে অন্যকে নির্বিকারী বানানোর সেবা করতে হবে।

**\*বরদানঃ-\*** কর্ম আর সম্বন্ধ এই দুইয়েই স্বার্থ ভাব থেকে মুক্ত থাকা বাবা সম কর্মাতীত ভব\*  
বাচ্চারা, তোমাদের সেবা হলো সবাইকে মুক্ত করা। তাই অন্যকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজেকে বন্ধনে আবদ্ধ কোরো না। এই অসীম জগতের 'আমার' ভাবের থেকে যখন মুক্ত হবে, তখনই অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। যে বাচ্চারা, লৌকিক আর অলৌকিক এই দুইয়েই কর্ম এবং সম্বন্ধে স্বার্থ ভাব মুক্ত, তারাই বাবা সম কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে পারে। তাই নিজেকে পর্যবেক্ষণ করো, কথাটা কর্মের বন্ধন থেকে পৃথক হয়েছে? ব্যর্থ স্বভাব - সংস্কারের বশীভূত হওয়ার থেকে মুক্ত হয়েছে কি? কখনো কোনো পূর্ব স্বভাব - সংস্কার বশীভূত করে না তো?

**\*স্লোগানঃ-\*** সমান এবং সম্পূর্ণ হতে হলে স্নেহের সাগরে লীন হয়ে যাও।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পাঠ পড়ছো, এই পাঠ পড়িত থেকে পবিত্র হওয়ার, তোমাদের এটা পড়তে আর পড়াতে হবে"\*

\*প্রশ্ন:- দুনিয়াতে কোন্ জ্ঞান থাকার কারণে অজ্ঞান অন্ধকার আছে?\*

\*উত্তর:- মায়ার জ্ঞান, যার জন্য বিনাশ হয়। মুন (চাঁদ) পর্যন্ত যায়, এই জ্ঞান অনেক আছে কিন্তু নূতন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার জ্ঞান কারোর কাছে নেই। সব অজ্ঞান অন্ধকারে আছে, সকলেই জ্ঞান নেত্রের দিক থেকে অন্ধ। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। নলেজফুল বাচ্চারা, তোমরা জানো যে ওদের ব্রেনে আছে বিনাশের অভিপ্রায়, তোমাদের বুদ্ধিতে স্থাপনার অভিপ্রায়।\*

\*ওম্ শান্তি।\* বাবা এই শরীর দ্বারা বোঝাচ্ছেন, এটাকে জীব বলা হয়ে থাকে। এনার মধ্যে আত্মাও আছে আর আমিও এঁর মধ্যে এসে বসি, সর্বপ্রথমে তো এটা সুনিশ্চিত হওয়া চাই। এনাকে দাদা বলা হয়। বাচ্চাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া চাই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মন্বন করতে হবে। প্রতি কল্পে বাবা যাঁর মধ্যে অবতরণ করেন, শিববাবা নিজে বলেন - আমি এনার অনেক জন্মের শেষের জন্মে আসি। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, এটা হলো সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে শিরোমণি গীতার জ্ঞান। শ্রীমত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। সর্বশ্রেষ্ঠ মত হলো এক ভগবানের। যাঁর এই শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারাই তোমরা দেবতা তৈরী হচ্ছে। বাবা নিজেই বলেন, আমি তখনই আসি, যখন তোমরা ব্রষ্ট মতে প্রভাবিত হয়ে পতিত হয়ে যাও। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার অর্থও বুঝতে হবে। বিকারী মানুষ থেকে নির্বিকারী তৈরী করতে বাবা আসেন। সত্যযুগে মানুষই থাকে, কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন। এখন কলিযুগে হলো সকলেই আসুরী গুণ সম্পন্ন। সবই হলো মনুষ্য সৃষ্টি, কিন্তু এটা হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি আর সেটা হলো আসুরী বুদ্ধি। এখানে হলো জ্ঞান, সেখানে হলো ভক্তি। জ্ঞান আর ভক্তি হলো আলাদা-আলাদা। ভক্তির পুস্তক কতো প্রচুর পরিমাণে আছে। জ্ঞানের পুস্তক হলো এক। এক জ্ঞান সাগরের পুস্তক একই হওয়া উচিত। যে কেউই ধর্ম স্থাপন করলে, তার পুস্তকও একটাই হয়, যাকে রিলিজিয়াস বুক (ধর্ম গ্রন্থ) বলা হয়। সর্বপ্রথম রিলিজিয়াস বুক হলো গীতা। সর্বপ্রথম আদি সনাতনদেবী দেবতা ধর্ম না কি হিন্দু ধর্ম। মানুষ মনে করে গীতার মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম স্থাপন হয়েছে। গীতার জ্ঞান কৃষ্ণ দিয়েছে। কবে দিয়েছে? অনন্তকাল থেকে। কোনো শাস্ত্রেই তো শিব ভগবানুবাচ নেই। তোমরা এখন মনে করো এই গীতা জ্ঞান দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতা হয়েছে, যে জ্ঞান বাবা আমাদের এখন দিচ্ছেন। একেই ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বলা হয়। গীতাতেই লেখা আছে কাম হল মহাশত্রু। এই শত্রুই তোমাদের পরাজিত করেছে। বাবা এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করিয়ে বিশ্বের মালিক করে তোলেন। অসীম জগতের পিতা এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা তোমাদের পড়ান। তিনি (শিববাবা) হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা। ইনি(ব্রহ্মা) হলেন আবার সমস্ত মনুষ্য আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। নামই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে ব্রহ্মার বাবার নাম কি, তখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এই তিনের পিতা কেউ তো হবেন, তাই না! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম লোকের দেবতা। তাঁদের উপরে হলেন শিব। বাচ্চারা জানে, শিববাবার যে আত্মা স্বরূপ বাচ্চারা আছে তারা শরীর ধারণ করেছে, উনি তো হলেন সার্বিক ভাবে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মাই শরীর দ্বারা বলে 'পরমপিতা'। কতো সহজ কথা! একে বলা হয় 'অল্ফ আর বে' অর্থাৎ বাবা আর বাদশাহীর অধ্যয়ণ। কে পড়ান? গীতার জ্ঞান কে শুনিয়েছেন? কৃষ্ণকে তো ভগবান বলা যায় না। সে তো হলো দেহধারী, মুকুটধারী। শিব তো হলেন নিরাকার। ওঁনার উপর তো মুকুট ইত্যাদি নেই। উনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। একমাত্র বাবা হলেন বীজরূপ চৈতন্য। তোমরাও হলে চৈতন্য। সকল বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো। যদিও তোমরা মালিক নও, কিন্তু বুঝতে পারো যে বীজ কীভাবে ছড়ানো হয়, ওর থেকে বৃক্ষ কীভাবে নির্গত হয়। সেটা হলো জড়, এটা হলো চৈতন্য। আত্মাকে চৈতন্য বলা হয়। তোমাদের আত্মাতেই জ্ঞান আছে, আর কোনো আত্মায় জ্ঞান থাকতে পারে না। তো বাবা হলেন চৈতন্য মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ। এটা হলো চৈতন্য ক্রিয়েশন (রচনা)। সেই সব হলো জড় বীজ। এরকম নয় যে জড় বীজে কোনো জ্ঞান আছে। তিনি তো হলেন চৈতন্য বীজরূপ, তাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির নলেজ আছে। বৃক্ষের উৎপত্তি, লালন-পালন, বিনাশের সমস্ত জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে। আবার নূতন বৃক্ষ কীভাবে মাথাচাড়া দেয়, সেটা গুপ্ত থাকে। তোমাদের জ্ঞানও গুপ্ত প্রাপ্ত হয়। বাবাও গুপ্ত রূপে এসেছেন। তোমরা জানো এই কলম লাগছে। এখন তো সকলে পতিত হয়ে গেছে। আত্মা, বীজ থেকে সর্ব প্রথম পাতা বেড়িয়েছে, সে কে ছিলেন? সত্যযুগের প্রথম পাতা তো কৃষ্ণকেই বলা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা হবে না। নূতন পাতা ছোটো হয়। পরে বড় হয়। তো এই বীজের কতো মহিমা। এটা যে চৈতন্য। যদি দ্বিতীয়টি বের হয়ও, ধীরে ধীরে তাদের মহিমা কমে হতে

থাকে। এখন তোমরা দেবতা হচ্ছে। তাই মুখ্য ব্যাপার হলো আমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এনাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) মতো হতে হবে। চিত্রও আছে। এই চিত্র না থাকলে বুদ্ধিতে জ্ঞান আসতো কি করে। চিত্র অনেক কাজে আসে। ভক্তি মার্গে এই চিত্রের পূজা হয় আর জ্ঞান মার্গে তোমাদের এই চিত্র থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে এদের মতো হতে হবে। ভক্তি মার্গে এরকম বুঝতে পারে না যে, আমাদের এরকম হতে হবে। ভক্তি মার্গে মন্দির ইত্যাদি কতো তৈরী হয়। সবচেয়ে বেশী মন্দির কার হবে ? অবশ্যই শিববাবারই হবে। এরপর আবার ওঁনার ত্রিয়েশনেরই (রচনার) হবে। প্রথম ত্রিয়েশন হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাই শিবের পরেই এনাদের পূজা বেশী হয়। মাতা-রা যারা জ্ঞান শোনায়, তাদের পূজা হয় না। তারা তো অধ্যয়ণ করে। তোমাদের পূজা এখন হয় না। কারণ এখন তোমরা পড়াশুনা করছো। তোমাদের অধ্যয়ণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, অধ্যয়ণের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, তখন আবার তোমাদের পূজা হবে। এখন তোমরা দেবী-দেবতা হচ্ছে। সত্যযুগে কি আর বাবা পড়াতে যাবেন ! ওখানে কি আর এরকম পড়াশুনা হবে ! এই পড়াশুনা পতিতকে পবিত্র করে তোলার জন্য। তোমরা জানো, আমাদের যে এইরকম তৈরী করেন তাঁর পূজা হবে, তারপর আমাদেরও পূজা নম্বর অনুক্রমে হবে। আবার নামতে নামতে ৫ তন্ত্রেরও পূজা করতে লেগে যায়। ৫ তন্ত্রের পূজা অর্থাৎ পতিত শরীরের পূজা। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সমগ্র সৃষ্টির উপর রাজত্ব ছিলো। এই দেবী-দেবতার রাজ্য কীভাবে আর কখন পেয়েছে? এটা কারোর জানা নেই। মানুষ তো লক্ষ বছর বলে দেয়। লক্ষ বছরের ব্যাপার তো কারোর বুদ্ধিতে বসতে পারে না, সেইজন্য বলে দেয় এটা পরম্পরায় চলে আসছে। তোমরা এখন জানো, দেবী-দেবতা ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মে কনভার্ট (পরিবর্তিত) হয়ে গেছে। যারা ভারতে আছে তারা নিজেদের হিন্দু বলে দেয়, কারণ পতিত হওয়ার কারণে দেবী-দেবতা বলা শোভা পায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে জ্ঞান কোথায়। দেবী-দেবতার থেকেও উচ্চ টাইটেল (উপাধি) নিজের উপর ধার্য করে। পবিত্র দেবী-দেবতাদের পূজা করতে গেলে মাথা ঝাঁকায়, কিন্তু নিজে যে পতিত, সেটা কি আর বোঝে !

ভারতে বিশেষতঃ কন্যাদের সামনে সকলে নত হয়। কুমারদের প্রতি তেমন করে না। মেল (পুরুষের) এর থেকে ফিমেলকে (নারীকে) বেশী সম্মান করে, কারণ এই সময় জ্ঞান অমৃত প্রথমে মাতাদের প্রাপ্ত হয়। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমরা এটাও বোঝো যে, এই ব্রহ্মা বাবা হলেন জ্ঞানের বড় নদী। জ্ঞান নদীও হয় আবার পুরুষও হয়। ব্রহ্মপুত্র নদী হলো সবচেয়ে বড়, যা কোলকাতার দিকে সাগরে গিয়ে মিশেছে। মেলাও ওখানেই বসে, কিন্তু তাদের জানা নেই যে, এটা হলো আত্মাদের আর পরমাত্মার মেলা। সেটা তো হলো জলের নদী, যার নাম ব্রহ্মা পুত্র রেখেছে। তারা তো ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে দিয়েছে, সেইজন্য ব্রহ্মা পুত্রকে পবিত্র মনে করে। বাস্তবে পতিত-পাবন গঙ্গাকে বলা যায় না, এখানে সাগর আর ব্রহ্মা নদীর মিলন। বাবা বলেন, ইনি ফিমেল তো নয়, তবুও এনার দ্বারাই অ্যাডাপশন হয়, এটা অনেক গুণ্য বোঝার মতো ব্যাপার, যা আবার প্রায় লোপ হয়ে যায়। আবার পরে মানুষ এর আধারে শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করে। প্রথমে হাতে লেখা শাস্ত্র ছিলো, পরে বড়-বড় মোটা বই ছাপিয়েছে। সংস্কৃতে শ্লোক ইত্যাদি ছিলো না। এটা তো একদম সহজ কথা। আমি এনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা রাজযোগ শেখাই, আবার এই দুনিয়াই নিঃশিফ হয়ে যাবে। শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। আবার ভক্তি মার্গে এই শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী হবে। মানুষ মনে করে এই শাস্ত্র ইত্যাদি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে, একে বলা হয় অজ্ঞান অন্ধকার। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বাবা পড়ান, যার দ্বারা তোমরা আলোতে এসেছো। সত্যযুগে হলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। কলিযুগে হলো সবই অপবিত্র প্রবৃত্তির। এটাও ড্রামা। শেষে হলো নিবৃত্তি মার্গ, যাকে সন্ন্যাস ধর্ম বলে, জঙ্গলে গিয়ে থাকে। ওটা হলো পার্থিব সন্ন্যাস। থাকে তো এই পুরানো দুনিয়াতেই। বাচ্চারা, এখন তোমরা যাচ্ছে নূতন দুনিয়ায়। তোমাদের তো বাবার থেকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, তো তোমরা কতো নলেজফুল তৈরী হচ্ছে। এর থেকে বেশী নলেজ হয়ই না। সে সব তো হলো মায়ার নলেজ, যার জন্য বিনাশ হয়। তারা মূনে (চাঁদে) গিয়ে খোঁজ করে। তোমাদের জন্য কোনো নূতন ব্যাপার নেই। এই সবই হলো মায়ার দস্ত। খুবই শো করে (দেখায় বেশী)। বেশী ডিপনেসে যায় যেন কৃতিত্ব পাওয়ার মতো কিছু করে দেখাবে। বেশী কৃতিত্ব দেখিয়ে আবার লোকসান হয়ে যায়। ওদের ব্রেনে বিনাশেরই চিন্তা আসে। কি-কি তৈরী করতে থাকে। যে তৈরী করে সে জানে এর থেকেই বিনাশ হবে। ট্রায়ালও করতে থাকে। বলেও যে দুই বেড়ালে লড়াই করলো আর মাখন তৃতীয় জন খেয়ে নিলো। গল্প ছোটো হলো খেলা কতো বড়। নাম এদেরই উজ্জ্বল হয়। এর দ্বারাই বিনাশ স্থির হয়ে আছে। কাউকে তো নিমিত্ত হতে হবে যে। খ্রিস্টানরা মনে করে প্যারাডাইস ছিলো, কিন্তু আমরা ছিলাম না। ইসলামী, বৌদ্ধরাও ছিল না, তবুও খ্রীষ্টানদের চিন্তাধারা ভালো। ভারতবাসী বলে দেবী-দেবতা ধর্ম লক্ষ বছর আগে ছিলো, তো বুদ্ধি দাঁড়ালো তো যে না। বাবা ভারতেই আসেন, যে মহান অবিবেচক হয় তাকেই মহান বিচক্ষণ তৈরী করেন। তবে আবার তাকে স্মরণ করলে তবে।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কতো সহজ করে বোঝান, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সোনার পাত্র হবে, এতে ধারণা ভালো

হবে। স্মরণের যাত্রাতেই পাপ খন্ডন হবে। মুরলী না শুনলে তো জ্ঞান উধাও হয়ে যায়। বাবা তো করুণাময় হওয়ার স্ব-উন্নয়নেরই উপায় বলে দেন। শেষ পর্যন্ত শেখাতেই থাকবেন। আচ্ছা, আজ ভোগ আছে, ভোগ নিবেদন করে শীঘ্রই ফিরে আসতে হবে। এছাড়া বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেবী-দেবতা ইত্যাদির সাক্ষাৎ করা, সব হলো ফালতু। এর জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার। বাবা এই রথের দ্বারা বলেন আমাকে স্মরণ করো, আমিই তোমাদের পতিত-পাবন বাবা। তোমার সাথে থাকো...তোমার সাথেই বোসব...এটা এখানকার জন্য। উপরে কীভাবে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* বাবা এই দাদার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের মানুষ থেকে দেবতা অর্থাৎ বিকারী থেকে নির্বিকারী করার জন্য গীতার জ্ঞান শোনাচ্ছেন, এই বিশ্বাসের সাথে চলতে হবে। শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ গুণবান হতে হবে।

\*২)\* স্মরণের যাত্রার দ্বারা বুদ্ধিকে সোনার পাত্র বানাতে হবে। সর্বদা এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকবে, তার জন্য অবশ্যই মুরলী পড়তে বা শুনতে হবে।

**\*বরদান:-\*** শরীরের ব্যাধি থেকে চিন্তা মুক্ত, জ্ঞান চিন্তন বা স্ব-চিন্তা করতে সক্ষম শুভচিন্তক ভব\*  
এক হলো শরীরে ব্যাধি আসা, এক হলো ব্যাধিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া। ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া তো নির্ধারিত, কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্থিতি থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া, এটা হল বন্ধন যুক্তর লক্ষণ। যারা শরীরের ব্যাধি থেকে চিন্তা মুক্ত হয়ে স্বচিন্তন, জ্ঞান চিন্তন করে সেই হলো শুভচিন্তক। প্রকৃতির চিন্তা বেশী করলে চিতার রূপ হয়ে যায়। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া- একেই কর্মাতীত স্থিতি বলা হয়।

**\*স্লোগান:-\*** স্নেহের শক্তি সমস্যা রূপী পাহাড়কে জলের মতো হালকা করে দেয়।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের সর্ব খাজানায় ভরপুর (মালামাল) করতে, তোমরা শুধু ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলো, ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, মায়ার কাছে হেরে যেও না"\*

\*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় মত, দৈবী মত ও মনুষ্য মত এই তিনটির মধ্যে মুখ্য প্রভেদ কি?\*

\*উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী তোমরা বাচ্চারা নিজের ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যাও তারপরে নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদের অধিকারী হও।\*

\*দৈবী মতানুযায়ী তোমরা সদা সুখী থাকো। কারণ সেই মতও এই সময় বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তবুও নীচে নেমে আসো।\*

\*মনুষ্য মত দুঃখী করে।\*

\*ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলার জন্য সর্বপ্রথম যিনি পড়ান সেই পিতার উপরে দৃঢ় নিশ্চয় থাকা উচিত।\*

\*ওম্ শান্তি।\* বাবা তো অর্থ বুঝিয়েছেন, আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ। যখন ওম্ শান্তি বলা হয় তো আত্মার নিজের ঘরের কথা স্মরণে আসে। আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। তারপরে যখন কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তখন টকি অর্থাৎ কথা বলায় সক্ষমতা আসে। কর্মেন্দ্রিয় প্রথমে ছোট তারপরে বড় হয়। এবারে পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন নিরাকার। তাঁরও রথের অর্থাৎ দেহের প্রয়োজন টকি-তে আসার জন্য। যেমন তোমরা আত্মারা হলে পরমধামের বাসিন্দা, এখানে এসে টকি হয়েছ। বাবাও বলেন, আমি তোমাদের নলেজ প্রদান করার জন্য টকি হয়েছি। বাবা নিজের এবং রচনার আদি, মধ্য, অন্তের পরিচয় দেন। এ হল আধ্যাত্মিক পড়াশোনা (রহানী পড়াশোনা), ওসব হল দৈহিক জগতের পড়াশোনা। তারা নিজেদের শরীর ভাবে। এমন কেউ বলবে না যে, আমরা আত্মা, এই কান দিয়ে শুনি। এখন বাচ্চারা, তোমরা বুঝেছ, বাবা হলেন পতিত-পাবন, তিনিই এসে বোঝান - আমি কিভাবে আসি। তোমাদের মতন আমি গর্ভে আসি না। \*আমি এনার (ব্রহ্মার) মধ্যে প্রবেশ করি। তারপরে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ব্রহ্মার দেহটি হল শিববাবার রথ। ব্রহ্মাকে মাতাও বলা হয়। সবচেয়ে বিশাল নদী হল ব্রহ্ম পুত্র। অর্থাৎ এ হল সেই বিশাল নদী। জলের কথা নয়। এই হল মহানদী অর্থাৎ সবচেয়ে বড় জ্ঞান নদী\*। অতএব বাবা আত্মাদের বোঝাচ্ছেন, আমি তোমাদের পিতা। যেমন তোমরা কথা বলো, আমিও কথা বলি। আমার পাঁট তো সবচেয়ে শেষে থাকে। তোমরা যখন একেবারে পতিত হয়ে যাও, তখন তোমাদের পবিত্র করতে আসতে হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এমন কে তৈরি করেন? ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ তো হতে পারে না। অসীমের বাবা-ই স্বর্গের মালিক বানান, তাইনা। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনিই বলেন, আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির চৈতন্য বীজ। আমি আদি, মধ্য, অন্তকে জানি। আমি সত্য, আমি চৈতন্য বীজ রূপ, এই সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষের নলেজ আমার মধ্যে আছে। একেই সৃষ্টি চক্র বা ড্রামা বলা হয়। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। জাগতিক দুনিয়ার ড্রামা দুই ঘন্টা চলে। এই ড্রামার রীল ৫ হাজার বছরের। যে সময় পার হতে থাকে, ৫ হাজার বছর থেকে কম হতে থাকে। তোমরা জানো প্রথমে আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম তারপরে ধীরে-ধীরে আমরা ক্ষত্রিয় কুলে (ত্রৈতায়) আসি। এই সম্পূর্ণ রহস্য বুদ্ধিতে আছে, তাইনা। অতএব এই কথা স্মরণ করা উচিত। আমরা শুরু করতে পাট প্লে করতে আসি তখন আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম। ১২৫০ বছর রাজত্ব করি। সময় তো পার হতে থাকে, তাইনা। লক্ষ বছরের কথা নয়। লক্ষ বছরের কথা তো কেউ চিন্তা করতেও পারে না।

তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, আমরা এইরূপ দেবী-দেবতা ছিলাম তারপরে পাট প্লে করতে, বছরের পর বছর পার করতে করতে এখন কতগুলি বছর পার করেছি। ধীরে ধীরে সুখ কম হতে থাকে। প্রতিটি জিনিস সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো হয়। অবশ্যই পুরানো হয়। এ হল অসীমের কথা। এইসব কথা ভালো ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করে তারপরে অন্যদের বোঝাতে হবে। সবাই তো একরকম নয়। নিশ্চয়ই বিভিন্ন ভাবে বোঝাতে হবে। চক্র বোঝানো খুব সহজ। ড্রামা ও বৃক্ষের চিত্র হল মুখ্য। নাম হল কল্প বৃক্ষ, তাইনা। কল্পের আয়ু কত বছরের, এই কথা কেউ জানে না। মনুষ্য মত অনেক। কেউ কিছু বলবে, অন্য কেউ অন্য কিছু বলবে। এখন তোমরা অনেক মনুষ্য মতামত বুঝেছ এখন এক ঈশ্বরীয় মতামতও বুঝতে পারছ। কত তফাৎ। ঈশ্বরীয় মতানুসারে তোমাদের আবার নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে অন্য কারো মতের দ্বারা। দৈবী মত বা মনুষ্য মত দ্বারা ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। দৈব মতের আধারে তোমরা নীচে নেমে আসো, কারণ গুণ বা কলা কম হয়ে যায়। অসুরী মত দ্বারাও নীচে নামো। কিন্তু দৈবী মতে সুখ, অসুরী মতে দুঃখ আছে। দৈবী মত এসময় বাবার দ্বারা প্রদান করা হয় তাই তোমরা সুখী থাকো। অসীমের পিতা কত দূর থেকে আসেন। মনুষ্য ধন উপার্জনের জন্য বাইরে যায়। যখন

অনেক ধন একত্রিত হয় তখন ফিরে আসে। বাবাও বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য বিশাল খাজানা নিয়ে আসি। কারণ জানি তোমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছিলাম। সেসব তোমরা হারিয়েছে। আমি তোমাদের সঙ্গেই কথা বলি, যারা প্র্যাক্টিক্যালী হারিয়েছে। ৫ হাজার বছরের কথা তোমাদের মনে আছে, তাইনা। তোমরা বলো - হ্যাঁ বাবা, ৫ হাজার বছর পূর্বে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনি উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের মনে পড়েছে যথাযথভাবে অসীমের পিতার কাছে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। বাবা, আপনার কাছে নতুন দুনিয়ার রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। আচ্ছা, আবার পুরুষার্থ করো। এমন বলবে না বাবা মায়ার ভূতেরা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। দেহ-অভিমানের পরেই তোমরা মায়ার কাছে হেরে যাও। লোভ কর, ঘুষ নাও। কোনও রকম অসমর্থতা থাকলে অন্য কথা। বাবা জানেন লোভ ব্যতীত পেট পূজা হবে না, অসুবিধা নেই। যতই খাও, কিন্তু কোথাও জড়িত হয়ে মরবে না, নাহলে তোমাদেরই দুঃখ হবে। টাকা পেলে খুশী হবে, কোথাও পুলিশ ধরে নিলে জেলে যেতে হবে। এমন কাজ কোরো না, তার দায় দায়িত্ব আমার নয়। পাপ করলে জেলে যেতে হয়। সেখানে তো জেল ইত্যাদি হয় না। অতএব ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী কল্প পূর্বে তোমরা যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর, ২১ জন্ম সেইসব আবার নেবে। পুরো রাজধানী তৈরি হয়। গরিব প্রজা, ধনী প্রজা। কিন্তু সেখানে দুঃখ নেই। বাবা এই বিষয়ে গ্যারান্টি দেন। সবাই একরকম তো হতে পারেনা। সূর্য বংশী- চন্দ্র বংশী রাজত্বে সবাই চাই তাইনা। বাচ্চারা জানে বাবা কীভাবে আমাদের বিশ্বের বাদশাহী দেন। তারপরে আমরা নীচে নেমে আসি। স্মরণে এসেছে তাইনা। স্কুলের পড়াশোনা স্মরণে তো থাকে তাই না। এখানেও বাবা স্মরণ করান। এই আধ্যাত্মিক পড়াশোনা দুনিয়ায় অন্য কেউ পড়াতে পারে না। গীতায়ও লেখা আছে মন্মনাভব। যাকে মহামন্ত্র বশীকরণ মন্ত্র বলা হয় অর্থাৎ মায়ার উপরে জয় লাভ করার মন্ত্র। মায়া কে জয় করলেই জগৎ জিত। মায়া ৫ বিকারকে বলা হয়। রাবণের চিত্র একেবারে ক্লিয়ার - ৫ বিকার স্ত্রী -র, ৫ বিকার পুরুষের। যার ফলে গাধায় পরিণত হয় তাই উপরে গাধার মাথা দেওয়া হয়। এখন তোমরা বুঝেছ জ্ঞান ছাড়া আমরাও এমন ছিলাম। বাবা কত রমণীয় ভাবে বসে পড়ান। তিনি হলেন সুপ্রিম টিচার। আমরা তাঁর কাছে যা পড়ি সেসব অন্যদের বলি। সর্ব প্রথমে যিনি পড়ান তাঁর প্রতি নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) করানো উচিত। বলো, বাবা আমাদের বুঝিয়েছেন, এবারে বিশ্বাস করলে করো। ইনি হলেন অসীমের পিতা তাইনা। শ্রীমৎ -ই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। অতএব শ্রেষ্ঠ দুনিয়াও অবশ্যই চাই, তাইনা।

এখন তোমরা বুঝেছ, আমরা নোংরা দুনিয়ায় বসে আছি। অন্যরা কেউ বুঝবে না। সেখানে আমরা স্বর্গে সদা সুখী থাকি। এখানে নরকে কত দুঃখে আছি। একে নরক বলা বা বিষয় বৈতরণী নদী বলা, পুরানো দুনিয়া হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এখন তোমরা অনুভব করো - কোথায় সত্যযুগ স্বর্গ, কোথায় কলিযুগ নরক ! স্বর্গকে বলা হয় ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ত্রিতাকে বলা হবে না। এখানে এই নোংরা দুনিয়ায় থাকতে মানুষের খুবই খুশী অনুভব হয়। বিষ্ঠা কীট গুলিকে ভ্রমরী ভুঁ ভুঁ করে নিজের মতন করে। তোমরাও নোংরায় পড়ে ছিলে। আমি এসে ভুঁ-ভুঁ করে তোমাদের মতন কীটদের অর্থাৎ শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত করেছি। এখন তোমরা ডবল মুকুটধারী হয়েছ তো কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। পুরুষার্থও পুরোপুরি করা উচিত। অসীমের পিতা খুব সহজ করে বোঝান। অন্তরে অনুভব হয় যে বাবা সত্য কথা বলেন। এইসময় সবাই মায়ার পাঁকে আটকে আছে। বাইরের আড়ম্বর কতখানি ? বাবা বোঝান আমি তোমাদের পাঁক থেকে মুক্ত করি, স্বর্গে নিয়ে যাই। স্বর্গের নাম তো শুনেছ। এখন তো স্বর্গ নেই। শুধু এই চিত্র আছে। স্বর্গের মালিক কত বিত্তবান ছিলেন। ভক্তি মার্গে যদিও রোজ মন্দিরে যেতে, কিন্তু জ্ঞান তো কিছুই ছিলনা। এখন তোমরা বুঝেছ ভারতে এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। তাঁদের রাজত্ব কবে ছিল, সেসব কারো জানা নেই। দেবী-দেবতা ধর্মের পরিবর্তে এখন হিন্দু-হিন্দু বলতে থাকে। শুরুতে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট এসেছিল। বললেন, আমরা বিকারী অসুর নিজেকে দেবতা বলে পরিচয় দেব কীভাবে ? আমি বলি আচ্ছা এসো তোমাকে বোঝাই পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। আমি তোমাকে স্বর্গের মালিক করে দেব। বসে শেখো। তিনি বললেন, দাদা, সময় কোথায় ? সময় না থাকলে দেবতা হবে কীভাবে ! এ তো হল পড়াশোনা, তাইনা। বেচারার ভাগ্যে ছিল না, মারা গেল (চলে গেল)। এমনও বলা হবে না যে, সে প্রজায় আসবে। না, এমনি এসেছিল, শুনেছিল যে এখানে পবিত্রতার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সত্যযুগে আসতে পারবে না। তবুও হিন্দু ধর্মে তো আসবেই।

তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ মায়া প্রচন্ড শক্তিশালী। কিছু না কিছু ভুল করাতেই থাকে। কখনও কোনো উল্টো কর্ম হয়ে গেলে বাবাকে অন্তর থেকে সত্য কথা গুলো বলে দিতে হবে। রাবণের দুনিয়ায় পাপ তো হতেই থাকে। তারা বলে আমরা হলাম জন্ম জন্মান্তরের পাপী। এই কথা কে বলেছে ? আত্মা বলে - বাবার সম্মুখে অথবা দেবতাদের সামনে। এখন তো তোমরা অনুভব করেছ সঠিকভাবে আমরা জন্ম জন্মান্তরের পাপী ছিলাম। রাবণের রাজ্যে পাপ অবশ্যই হয়েছে। অনেক জন্মের পাপ তো বর্ণনা করাও অসম্ভব। এই জন্মের বর্ণনা করতে পারো। সেসব বাবাকে বলে দিলেও হালকা হবে। সার্জনের

সামনে অসুখ বর্ণনা করলে - অমুককে মেরেছি, চুরি করেছি.... এইসব বলতে লজ্জা অনুভব হয় না, বিকারগ্রস্ত হওয়ার কথা বললে লজ্জা অনুভব হয়। সার্জনের কাছে লজ্জা বোধ করলে অসুখ সারবে কীভাবে ? তারপরে অন্তর্মনে অনুতাপ হবে, বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। সত্য বলে দিলে স্মরণ করতে পারবে। বাবা বলেন আমি সার্জেন তোমাদের ঔষধ প্রদান করি। তোমাদের কায়া (দেহ) সদা কাঙ্ক্ষন থাকবে। সার্জেনকে বলে দিলে হাল্কা হয়ে যায়। কেউ নিজেই লেখে - বাবা আমরা জন্ম জন্মান্তর পাপ করেছি। পাপ আত্মাদের দুনিয়ায় পাপাত্মা হয়েছি। এখন বাবা বলেন বাচ্চারা, পাপ আত্মাদের সঙ্গে তোমরা কোনো রকম লেনদেন করবে না। সত্য সঙ্কর, অকালমূর্তি হলেন বাবা, তিনি কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। তারা অকাল তখ্ত নাম রেখেছে, কিন্তু অর্থ বোঝে না। বাবা বুঝিয়েছেন, এ হল আত্মার তখ্ত। এখানেই শোভা পায়, তিলকও এইখানে ক্রয় যুগলের মাঝখানে দেওয়া হয়, তাইনা। আসলে তিলক একদম বিন্দু সম দেওয়া হত। এখন তোমাদের নিজেদেরকে নিজেই তিলক দিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যারা অনেক সার্ভিস করবে তারা বড় মহারাজা হবে। নতুন দুনিয়ায়, পুরানো দুনিয়ার পড়া কি পড়বে নাকি। সুতরাং এত উঁচু পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত। এখানে বসে থেকেও অনেকের বুদ্ধিযোগ ভালো থাকে, অনেকের বুদ্ধি বাইরে বিচরণ করে। কেউ ১০ মিনিট লেখে, কেউ ১৫ মিনিট লেখে। যার চার্ট ভালো থাকবে তার নেশাও বেশি থাকবে - বাবা এত সময় আমরা আপনার স্মরণে ছিলাম। ১৫ মিনিটের বেশি তো কেউ লিখতে পারে না। বুদ্ধি এদিক ওদিক বিচরণ করে। যদি সবাই একরস হয়ে যাবে, তাহলে তো কর্মজীবিত অবস্থা হয়ে যাবে। বাবা কত মিষ্টি মিষ্টি লাভলী কথা শোনান। এমন করে তো কোনও গুরু শেখাননি। গুরুর কাছে একজন শিখবে না, গুরুর কাছে তো হাজার জন শিখবে, তাইনা। সদগুরুর কাছে তোমরা কত কি শিখছ। এ হল মায়াকে বশে করার মন্ত্র। মায়া ৫ বিকারকে বলা হয়। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য বলা হবে তাঁদের কাছে অনেক সম্পত্তি আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কখনও মাতা-পিতা বলা হবে না। আদি দেব, আদি দেবীকে জগৎ পিতা, জগৎ অম্বা বলা হয়, এঁদের নয়। এনারা হলেন স্বর্গের মালিক। অবিনাশী জ্ঞান ধন নিয়ে আমরা বিত্তবান হই। অম্বার কাছে অনেক মনস্কামনা নিয়ে যায়। লক্ষ্মীর কাছে যায় ধন লাভের আশায় অন্য কিছু নয়। তাহলে বড় কে হলেন ? এই কথা কেউ জানে না, অম্বার কাছে কি প্রাপ্তি হয় ? লক্ষ্মীর কাছে কি প্রাপ্তি হয় ? লক্ষ্মীর কাছে শুধু ধন চাওয়া হয়। অম্বার কাছে তোমরা সবকিছু প্রাপ্ত কর। অম্বার নাম বেশি কারণ মাতাদের বেশি দুঃখ সহ্য করতে হয়। তাই মাতাদের নাম বেশি হয়। আচ্ছা, তবুও বাবা বলেন বাবাকে স্মরণ করো তো পবিত্র হবে। চক্রে স্মরণ করো, দৈবী গুণ ধারণ করো। অনেককে নিজের মতন বানাও। তোমরা গড ফাদারের স্টুডেন্ট। কল্প পূর্বেও ছিলে, এখন আবার সেই উদ্দেশ্য সামনে আছে। এই হল সত্য নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

#### \*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

\*১)\* সার্জনের কাছে নিজের অসুখ কখনও লুকাবে না। মায়ার ভূতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। নিজেকে রাজতিলক প্রদান করতে সার্ভিস নিশ্চয়ই করতে হবে।

\*২)\* নিজেকে অবিনাশী জ্ঞান ধনে বিত্তবান করতে হবে। এখন পাপ আত্মাদের সঙ্গে কোনো রকম লেন-দেন করবে না। পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে হবে।

\*বরদান:-\* গীতার পার্থ পড়ে এবং পড়িয়ে নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ ভব\*

ব্যাখা: গীতা জ্ঞানের প্রথম পার্থ হল - অশরীরী আত্মা হও এবং অন্তিম পার্থ হল নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ হও। প্রথম পার্থ হল বিধি এবং অন্তিম পার্থ হল বিধি দ্বারা সিদ্ধি। অতএব সবসময় প্রথমে নিজে এই পার্থ পড়ো তারপরে অন্যদের পড়াও। এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করে দেখাও যে তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম দেখে অন্য অনেক আত্মারা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে নিজের ভাগ্যের রেখা শ্রেষ্ঠ করতে পারে।

\*স্লোগান:-\* পরমাত্ম স্নেহে সমায়িত থাকো, তাহলে পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মা রূপী ব্যাটারীকে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা পরিপূর্ণ করে সতোপ্রধান করতে হবে, জলে স্নান করিয়ে নয়"\*

\*প্রশ্নঃ - বর্তমান সময়ে সকল মনুষ্য আত্মাকে এইরকম ভবঘুরে কে বানিয়েছে ? সে কেন সবাইকে বিভ্রান্ত করে ভবঘুরে বানিয়ে দেয় ?\*

\*উত্তরঃ - রাবণ সবাইকে ভবঘুরে বানিয়ে দেয়, কারণ সে নিজেও ঐরকম ভবঘুরে। ওর নিজের কোনো ঘর নেই, ওকে কেউ বাবা বলে ডাকবেও না। বাবা তো পরমধাম অর্থাৎ ঘর থেকে এখানে আসেন নিজের সন্তানদেরকে সেই ঠিকানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন তোমরা ঘরে ফেরার রাস্তা জেনে গেছ, তাই তোমরা আর ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াও না। তোমরা বলো - আমরাই সবার আগে বাবার থেকে আলাদা হয়েছিলাম, এখন আমরাই সবার আগে ঘরে ফিরব।\*

\*ওম্ শান্তি।\* মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখানে বসে থাকার সময়ে বুঝতে পারে যে এনার মধ্যে শিববাবা এসেছেন এবং তিনি যেভাবেই হোক আমাদেরকে সাথে করে ঘরে নিয়ে যাবেন। ওটা তো আমাদের বাড়ি, তাই না ? এটা জেনে আত্মারা অবশ্যই খুশি হয় যে অসীম জগতের পিতা এসে আমাদেরকে ফুলের মতো বানাচ্ছেন। কোনো সাজ-পোশাক পরাচ্ছেন না। এটাকে বলা হয় যোগবল অথবা স্মরণের শক্তি। টিচারের যেরকম পদমর্যাদা, সেইরকম পদমর্যাদা তিনি অন্যান্য বাচ্চাদেরকেও দেন। পড়াশুনার দ্বারা-ই স্টুডেন্ট বুঝতে পারে যে আমি এইরকম হব। তোমরাও এখন বুঝেছ যে আমাদের বাবা একাধারে শিক্ষক এবং সদগুরু। এটা সম্পূর্ণ নতুন কথা। আমাদের বাবা-ই আমাদের শিক্ষক, আমরা তাঁকেই স্মরণ করি। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে এইরকম বানাচ্ছেন। আমাদের অসীম জগতের পিতা আমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। রাবণের কোনো ঘর নেই, ঘর আছে রামের। শিববাবা কোথায় থাকেন ? তোমরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে - পরমধামে। রাবণকে তো কেউ বাবা বলে ডাকবে না। রাবণ কোথায় থাকে কেউ জানে না। এইরকম কখনোই বলা যাবে না যে রাবণ পরমধামে থাকে। তার তো থাকার কোনো ঠিকানাই নেই। সে নিজেও ভবঘুরের মতো ঘুরতে থাকে আর তোমাদেরকেও ভবঘুরে বানিয়ে দেয়। তোমরা কি কখনও রাবণকে স্মরণ করো ? কখনোই নয়। সে তোমাদেরকে কত দিকভ্রান্ত করে দিয়েছে। শাস্ত্র পড়ো, ভক্তি করো... ইত্যাদি আরো কত কিছু। বাবা বলছেন - এটাকেই ভক্তিমার্গ বা রাবণ-রাজ্য বলা হয়। গান্ধীজিও বলত যে রামরাজ্য হোক। এই রথেই তো আমাদের শিববাবা এসেছেন। তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা। সকল আত্মাকে তিনি বাচ্চা-বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আত্মিক পিতা রয়েছেন, আর আত্মিক পিতার বুদ্ধিতে রয়েছ তোমরা অর্থাৎ আত্মিক সন্তানেরা। কারণ আমাদের মধ্যে যোগাযোগ সেই মূলবতন থেকে। আত্মা পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে। ওখানে তো আত্মারা বাবার সাথে একসঙ্গে থাকে। তারপর নিজ নিজ ভূমিকা পালন করার জন্য আলাদা হয়ে যায়। অনেকদিনের হিসাব মেটাতে হবে। বাবা নিজে বসে থেকে এইসব বলছেন। তোমরা এখন পড়ছ। তোমাদের মধ্যেও আবার ক্রমানুসারে কয়েকজন ভালোভাবে পড়াশুনা করে। ওরাই সবার আগে আমার কাছ থেকে আলাদা হয়েছিল। এখন ওরাই আমাকে বেশি করে স্মরণ করবে এবং তারপর সবার আগে আমার কাছে আসবে।

বাবা নিজে বসে থেকে বাচ্চাদেরকে সৃষ্টিচক্রের গভীর রহস্য বোঝাচ্ছেন, যেগুলো অন্য কেউ জানে না। এগুলো হলো গভীর অথবা গভীরতম রহস্য। তোমরা জানো যে বাবা ওপরে বসে থেকে বোঝান না। তিনি এখানে এসে বলেন - আমি হলাম এই কল্পবৃক্ষের বীজ। এই মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষকেই কল্পবৃক্ষ বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। কুস্কর্ণের মতো ঘুমিয়ে আছে। বাবা এসে জাগাচ্ছেন। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে জাগিয়েছেন, বাকিরা এখনো ঘুমিয়ে আছে। তোমরাও কুস্কর্ণের মতো আসুরিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলে। বাবা এসেই জাগিয়েছেন - বাচ্চারা, উঠে পড়ো, তোমরা অলসতা বশতঃ শুয়ে আছো। এটাকেই বলা হয় অজ্ঞান-নিদ্রা। ওইরকম নিদ্রা তো সবাই করে। সত্যযুগেও করে। এখন সবাই অজ্ঞান নিদ্রাতে আচ্ছন্ন। বাবা এসে জ্ঞান শুনিয়ে সবাইকে জাগাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা এখন জেগেছ। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছেন। এখন তো এই শরীর আর আত্মা দুটোই কোনো কাজের নয়। দুটোই পতিত অথবা খাদ মিশ্রিত হয়ে গেছে। এটাকে ৯ ক্যারেট বলা যাবে। খাঁটি সোনা তো ২৪ ক্যারেটের হয়। বাবা এখন তোমাদেরকে ২৪ ক্যারেটের দুনিয়ায় নিয়ে যেতে চাইছেন। তোমাদেরকেও (আত্মাদেরকে) খাঁটি গোল্ডেন এজেন্ড বানিয়ে দিচ্ছেন। ভারতকে

তো সোনার পাখি বলা হত। এখন তো লোহা কিংবা নুড়ি-পাথরের পাখি বলা যাবে। তবে এখনো চেতনা রয়েছে। এগুলো সব বোঝার বিষয়। যেভাবে আত্মাকে বুঝেছ, সেইভাবে বাবাকেও বোঝা যায়। বলা হয় চমকালো তারার মতো। খুব ছোট তারা। ডাক্তাররাও অনেক চেষ্টা করেছে দেখার জন্য। কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া একে দেখা সম্ভব নয়। কেউ বলে আত্মা চোখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কেউ বলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে আত্মা কোথায় যায় ? অন্য কোনো শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে। এখন তো তোমরা আত্মারা ওপরে শান্তিধামে চলে যাবে। তোমরা ভালোভাবে জেনে গেছ যে বাবা আমাদেরকে ঘরে নিয়ে যাবেন। একদিকে আছে কলিযুগ, আর অন্যদিকে রয়েছে সত্যযুগ। এখন আমরা এদের সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছি। কত আশ্চর্যজনক, তাই না ? এখানে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, আর সত্যযুগে কেবল ৯ লাখ! বাকি সবাই কোথায় গেল ? বিনাশ হয়ে যায়। বাবা তো নুতন দুনিয়া স্থাপন করতেই আসেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়। তারপর দুই রূপের দ্বারা লালন-পালনও হবে। এমন নয় যে ৪ হাত বিশিষ্ট কোনো মানুষ থাকবে। তাহলে তো কোনো সৌন্দর্যই থাকবে না। বাচ্চাদেরকেও বোঝানো হয় যে শ্রী লক্ষ্মী এবং শ্রী নারায়ণের কস্মাইন্ড রূপকে চতুর্ভুজ দেখানো হয়। শ্রী মানে শ্রেষ্ঠ। ত্রেতাযুগে দুই কলা কম হয়ে যায়। বাচ্চারা এখন যেসব জ্ঞান শুনছে, সেগুলোকে মনে রাখতে হবে। দুটো জিনিসই মুখ্য। বাবাকে স্মরণ করো। অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। বাবা-ই হলেন পতিত পাবন, সর্ব-শক্তিমান। একটা গান আছে - বাবা, তুমি আমাদেরকে আকাশ পৃথিবী সবকিছু দিয়ে দিয়েছ। এমন কোনো জিনিস নেই যেটা তুমি আমাদেরকে দাওনি। সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব দিয়েছ।

তোমরা জানো যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ-ই একদিন বিশ্বের মালিক ছিল। তারপর ড্রামার চক্র আবর্তিত হয়েছে। এখন পুরুষার্থের ক্রমানুসারে সম্পূর্ণ নির্বিকার হতে হবে। তোমরা জানো যে বিকারগ্রস্ত থেকে নির্বিকার এবং নির্বিকার থেকে বিকারগ্রস্ত - অসংখ্য বার এই ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করেছে। এর সংখ্যা গোনা সম্ভব নয়। জনসংখ্যাও হয়তো গোনা সম্ভব। কিন্তু কতবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান আর সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে তার হিসাব বার করা সম্ভব নয়। বাবা বলেন - এটা ৫ হাজার বছরের চক্র। এটা ঠিক। লক্ষ বছরের চক্র হলে তো মনে রাখাই সম্ভব নয়। এখন তোমরা গুণ ধারণ করছ। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রও তোমরা পেয়ে যাও। এই আঁখি দিয়ে (চর্ম চক্ষু) তোমরা পুরাতন দুনিয়াটা দেখ। যে তৃতীয় নেত্র তোমরা পেয়েছ, সেটা দিয়ে নুতন দুনিয়া দেখতে হবে। এই দুনিয়াটা তো কোনো কাজের নয়। একেবারে পুরাতন দুনিয়া। নুতন আর পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তোমরা জানো যে আমরাই নুতন দুনিয়ার মালিক ছিলাম। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এইরকম হয়ে গেছি। এইগুলো ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এবং তারপর অন্যকেও বোঝাতে হবে যে আমরা কিভাবে এইরকম হয়ে যাই। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মধ্যে পার্থক্য তো দেখতেই পাও। বিষ্ণু কত সুসজ্জিত ভাবে বসে আছে আর ব্রহ্মা কত সাধারণ ভাবে বসে আছে। তোমরা জানো যে এই ব্রহ্মাই ওইরকম বিষ্ণু হয়ে যাবে। এইগুলো কাউকে বোঝানো তো খুবই সহজ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শঙ্করের মধ্যে কি সম্বন্ধ ? তোমরা জানো যে বিষ্ণুর দুই রূপ - লক্ষ্মী আর নারায়ণ। এই বিষ্ণুই দেবতা থেকে ব্রহ্মা অর্থাৎ মানুষ হয়ে যায়। বিষ্ণু সত্যযুগে থাকে আর ব্রহ্মা এখানে। বাবা বুঝিয়েছেন - ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে তো এক সেকেন্ড সময় লাগে। কিন্তু বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে ৫ হাজার বছর সময় লাগে। এটা তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেবল ব্রহ্মা তো এইরকম হবে না। বাবা ছাড়া এইসব বিষয় আর কেউই বোঝাতে পারবে না। এখানে গুরু কোনো মানুষ নয়। এনার গুরুও শিববাবা, তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের গুরুও শিববাবা। ওনাকে সদগুরু বলা হয়। তাই বাচ্চাদেরকে তো শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। 'শিববাবাকে স্মরণ করো' - এই কথাটা কাউকে বোঝানো তো খুবই সহজ। শিববাবা নুতন স্বর্গ দুনিয়া স্থাপন করেন। শিববাবা হলেন ভগবান অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। সুতরাং ভগবান তাঁর সন্তানদেরকে বলছেন - আমাকে অর্থাৎ নিজ পিতাকে স্মরণ করো। স্মরণ করা তো খুবই সহজ। বাচ্চার জন্ম হওয়ার পর তো তার মুখ থেকে আপনা আপনি মা-মা শব্দ বেরিয়ে আসে। মা-বাবা ছাড়া আর কারোর কাছেই যায় না। মা যদি মারা যায় তো অন্য ব্যাপার। প্রথমে তো মা আর বাবা, তারপরে অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধু। তাদের মধ্যেও আবার জোড়া-জোড়া হয়। কাকা-কাকিমা ইত্যাদি। কুমারী যখন বড় হয়ে যায় তখন কেউ কাকিমা বলবে, কেউ মামিমা বলবে।

এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝিয়েছেন যে তোমরা সবাই ভাই-ভাই। অন্য সকল সম্বন্ধ ভুলিয়ে দিচ্ছেন। ব্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্মরণে থাকলে বাবার কথাও স্মরণে থাকবে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা কেবল আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবা কত শ্রেষ্ঠ, তিনি অসীম জগতের পিতা। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা তোমাদেরকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি বলছেন - মনুনা ভব। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এই কথাটা ভুলে যেও না। কিন্তু দেহ অভিমানের বশবর্তী হয়ে ভুলে যায়। প্রথমে তো নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করতে হবে। আমরা আত্মারা হলাম শালিগ্রাম। আমাদেরকে তো কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - আমি হলাম

পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের খালি ব্যাটারি ভর্তি হয়ে যাবে এবং তোমরা সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। জলের গঙ্গাতে তো জন্ম জন্মান্তর ধরে ডুব দিয়েছ, কিন্তু পবিত্র হতে পারোনি। জল কিভাবে পতিত-পাবন হবে? জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয়। এখন এটা হলো পাপাত্মাদের মিথ্যার দুনিয়া। পাপ আত্মাদের সাথেই লেনদেন করতে হয়। কাজেকর্মে, কথাবার্তায় কিংবা মানসিক ভাবে সকলেই পাপ আত্মা। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছো। তোমরা বলো যে আমরা এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ন হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এখন তোমাদের ভক্তি করা বন্ধ হয়ে গেছে। জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয়। এরা (দেবতারা) তো সদগতি সম্পন্ন, তাই না? বাবা বুঝিয়েছেন - এই ব্রহ্মা এখন অনেক জন্মের অস্তিম জন্মে রয়েছে। বাবা কত সহজ ভাবে বোঝান। তোমরা বাচ্চারা অনেক পরিশ্রম করো। প্রত্যেক কল্পেই করো। এই পুরাতন দুনিয়াটাকে পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া করতে হবে। ভগবানকে জাদুকর, রন্ধাকর, সওদাগর বলা হয়। জাদুকর তো অবশ্যই। পুরাতন দুনিয়াকে হেল থেকে পরিবর্তন করে হেভেন বানিয়ে দেন। তিনি এত বড় জাদুকর যে তোমরা স্বর্গবাসী হয়ে যাও। তোমরা জানো যে এখন আমরা নরকবাসী। হেল আর হেভেন দুটো আলাদা জিনিস। মোট ৫ হাজার বছরের চক্র। লক্ষ বছরের তো কোনো ব্যাপারই নেই। এইসব কথা গুলো ভুলে যেওনা যেন। এগুলো হলো ভগবানুবাচ। কেউ না কেউ তো অবশ্যই আছে যার পুনর্জন্ম হয় না। কৃষ্ণের তো শরীর আছে। শিববাবার কোনো শরীর নেই। কিন্তু এখানে এসে তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য, শোনানোর জন্য তাঁর তো একটা মুখের প্রয়োজন। ড্রামা অনুসারে তাঁর কাছেই সকল জ্ঞান রয়েছে। দুঃখধামকে সুখধাম বানানোর জন্য তিনি গোটা কল্পে কেবল একবারই আসেন। সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার নিশ্চয়ই বাবার কাছে থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিল। তাইতো মানুষ এগুলো পেতে চায় এবং তারজন্য বাবাকে স্মরণ করে। দেখো, বাবা কত সহজভাবে জ্ঞান শোনান। এখানে বসে থেকেও যদি বাবাকে কিংবা ডিগবাজি খেলাকে (সৃষ্টিচক্র) স্মরণ করো, তাহলে সেটাকেও মন্মনা ভব বলা যাবে। বাবা-ই হলেন এই সকল জ্ঞানের দাতা। তোমরা বলো যে আমরা অসীমের বাবার কাছে যাই। বাবা আমাদেরকে শান্তিধামে আর সুখধামে যাওয়ার রাস্তা বলে দেন। এখানে বসে থেকেই ঘরকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে, ঘরকে আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে। এই পুরাতন দুনিয়ার তো বিনাশ হবেই। ভবিষ্যতে তোমরা বৈকুণ্ঠকেও অনেক স্মরণ করবে। ঘনঘন বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। শুরুর দিকে কন্যারা এইরকম ঘনঘন বৈকুণ্ঠে চলে যেত। এইসব দেখে অনেক বড়লোক বাড়ি থেকেও তাদের কন্যাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিত। নামই রাখা হয়েছিল ওম্ নিবাস। অনেক বাচ্চা এসেছিল। কিন্তু তাঁরপর ঝামেলা হয়েছিল। বাচ্চাদেরকে পড়ানো হতো। অনেকে আপনাআপনি ধ্যানে চলে যেত। এখন এইসব ধ্যান-সাক্ষাৎকারের পার্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানেই কবরস্থানের মতো বানিয়ে দিয়ে সবাইকে শুইয়ে দেওয়া হত। তারপর বলা হত - শিববাবাকে স্মরণ করো। তখন ধ্যানে চলে যেত। তোমরা বাচ্চারাও হলে জাদুকর। যেকোনো ব্যক্তিকে দৃষ্টি দেবে আর সে সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানে চলে যাবে। এটা খুবই সুন্দর জাদু। প্রচুর ভক্তি করলে যখন একেবারে প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন এইরকম সাক্ষাৎকার হয়। এখানে বাবা নিজে এসেছেন। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে উঁচু পদ প্রাপ্ত করান। ভবিষ্যতে তোমরা বাচ্চারা অনেক কিছু সাক্ষাৎকার করবে। এখনই যদি কেউ বাবাকে জিজ্ঞাসা করে তবে বাবা বলে দেবেন যে কে গোলাপ ফুল, কে চাঁপা ফুল, কে টগর ফুল আর কে জবা ফুল। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* সকল দৈহিক সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে হবে যে, আমরা আত্মারা ভাই-ভাই, বাবাকে স্মরণ করে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে হবে।

\*২)\* পাপ আত্মাদের সঙ্গে আর লেনদেন করা উচিত নয়। সবাইকে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগিয়ে শান্তিধামে এবং সুখধামে যাওয়ার রাস্তা বলতে হবে।

**\*বরদান:-\*** পদ্মফুলের চিহ্ন বুদ্ধিতে রেখে, নিজেকে উদাহরণ স্বরূপ মনে করে নির্লিপ্ত অথচ প্রিয় ভব\*  
যারা প্রবৃত্তিতে থাকে, তাদের চিহ্ন হলো পদ্মফুল। তাই কমল হও এবং নির্মল করো। নির্মল না করলে কমল হতে পারবে না। সুতরাং পদ্মফুলের চিহ্ন বুদ্ধিতে রেখে, নিজেকে উদাহরণ স্বরূপ মনে করো। সেবা করতে করতেও নির্লিপ্ত অথচ প্রিয় হয়ে থাকো। কেবল প্রিয় হতে যেও না, নির্লিপ্ত থেকে প্রিয় হও। কারণ ভালোবাসা কখনো কখনো আকর্ষণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই যেকোনো সেবা করার সময়ে নির্লিপ্ত অথচ

বাবার প্রিয় হও।

**\*স্লোগান:-\***

স্নেহের ছত্রছায়ার মধ্যে মায়া আসতেই পারে না।\*

## \*এখন নয় তো কখনও নয়\*

আজ লাভফুল এবং ল-ফুল বাপদাদা সব বাচ্চার খাতা দেখছিলেন, প্রত্যেকে তোমরা তোমাদের খাতায় কতটা জমা করেছে ! ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ খাতায় জমা করা, কারণ এই এক জন্মে তোমরা খাতায় যতটা সঞ্চয় করেছে, সেই অনুযায়ী তোমরা ২১ জন্ম প্রালব্ধ লাভ করতে থাকবে । না শুধু ২১ জন্ম প্রালব্ধ প্রাপ্ত করবে, বরং যতটা পূজন যোগ্য হও অর্থাৎ রাজ্য পদের অধিকারী হও, তদনুসারে অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গে পূজিত হবে রাজ্য ভাগ্যের অধিকারের হিসাবে । রাজ্যপদ শ্রেষ্ঠ, কাজেই পূজ্য স্বরূপও এতই শ্রেষ্ঠ হয় । প্রজার সংখ্যাও সেই অনুপাতে রচিত হয় । প্রজা রাজ্য অধিকারী বিশ্ব মহারাজ বা রাজাকে আপন মাতাপিতা রূপে ভালোবাসে । একইভাবে, ভক্ত আত্মারাও সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বা রাজ্যাধিকারী মহান আত্মাকে নিজের প্রিয় ইষ্ট মনে করে পূজা করে । যাদের বিদ্যমানতা আটের মধ্যে সেই ইষ্ট সকলেও ঠিক এইরকমই মহান হয় । এই হিসাব অনুযায়ী এই ব্রাহ্মণ জীবনে রাজ্যপদ এবং পূজ্যপদ প্রাপ্ত হয় । অর্ধেক কল্প রাজ্যপদপ্রাপ্ত হও আর অর্ধেক কল্প পূজ্যপদ প্রাপ্ত কর । সুতরাং এই জন্ম বা জীবন অথবা যুগ সারা কল্পের সঞ্চয়ের খাতায় সঞ্চিত করার যুগ বা জীবন, সেইজন্য তোমাদের সবার একটা স্লোগান তৈরি হয়ে আছে, মনে পড়ে ? \*'এখন নয় তো কখনো নয়'।\* এটা এই সময়ের এই জীবনের জন্যই গাওয়া হয়েছে । ব্রাহ্মণদের জন্য যেমন এই স্লোগান, অ-জ্ঞানী আত্মাদের জাগ্রত করার জন্যও এই স্লোগান । যদি ব্রাহ্মণ আত্মারা প্রতিটা শ্রেষ্ঠ কর্ম করার আগে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করাকালীন এই স্লোগান সদা স্মরণে রাখে যে 'এখন নয় তো কখনো নয়', তাহলে কি হবে ? প্রতিটা শ্রেষ্ঠ কার্যে সদা তেজোময় হয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে । সাথে সাথে এই স্লোগান তোমাদের সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় রাখে । আধ্যাত্মিক জাগৃতি নিজে থেকেই এসে যায় । 'আচ্ছা ঠিক আছে, অন্য কোনো সময় করব, যাই হোক আমাকে তো এটা করতেই হবে, এই পথে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, যেমনই হোক আমাকে সেইরকম হতেই হবে' - সাধারণ পুরুষার্থের এই সঙ্কল্প স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যায়, কারণ এই বিষয়ে তোমরা সচেতন হয়েছ - 'এখন নয় তো কখনো নয়'। যা করার আছে তা এখনই কর । একেই বলে তীব্র পুরুষার্থ ।

সময় যেমন বদলায়, শুভ সঙ্কল্পও কখনো কখনো বদলে যায় । যে উদ্যমের সাথে শুভ কার্য করার জন্য ভেবেছ, সেই ভাবনাও বদলে যায়, তাহলে, ব্রহ্মাবাবার নম্বর ওয়ান হওয়াতে কোন বিশেষত্ব তোমরা দেখেছ ? 'অন্য কোনো সময়', না ! বরং 'এখনই করতে হবে'। বলা হয়, তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্যের । যদি তাৎক্ষণিক দান না কর, যদি এই ব্যাপারে ভাব আর সময় নাও, প্ল্যান বানিয়ে তারপরে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ কর, তবে সেটা তাৎক্ষণিক দান বলা হবে না । দান বলা যাবে । তাৎক্ষণিক দান আর দানের মধ্যে তারতম্য আছে । তাৎক্ষণিক দান মহাদান । মহাদানের ফল মহান হয়, কারণ যতক্ষণ তোমরা সঙ্কল্প প্র্যাকটিক্যালি করার জন্য ভাবছ - 'আচ্ছা ঠিক আছে আমার এটা করা উচিত, আমি এটা করব, এখন নয়, পরে অন্য কোনো সময় করব, এখন কিছুটা করে নিচ্ছি', এই ভাবনা আর করার মধ্যবর্তী সময়ের যে ফাঁক থেকে যায় তাতে মায়া চান্স পেয়ে যায় । বাপদাদা অনেকবার বাচ্চাদের খাতার দিকে লক্ষ্য করে দেখেন যে তোমরা বাচ্চারা যেটা ভাবছ, সেই ভাবনা আর করার মধ্যে যে সামান্য ফাঁক থাকছে, সেই সময়ে মায়া এসে যায়, তাতে পরিস্থিতিও বদলে যায় । উদাহরণস্বরূপ, তোমরা কখনো কখনো ভাবো যে তন, মন দ্বারা কিছু করবে, কিন্তু একশ পার্সেন্ট যেটা তোমরা করবে ভেবেছিলে সময়কালে সেটা বদলে যায় ।

সময় উপস্থিত হলে মায়ার প্রভাব হওয়ার কারণে যা আট ঘন্টা করার ভাবনা ছিল সেটা ছয় ঘন্টায় করবে, দুই ঘন্টা কম হয়ে যাবে । সার্কমস্ট্যান্সই (পরিস্থিতি) বদলে যায় । একইভাবে, ধনের ক্ষেত্রেও ভাববে ১০০ দেওয়ার, কিন্তু দেবে ৫০, সেইজন্য এতটাই তারতম্য ঘটে, এর অন্তর্বর্তী সময়ে মায়া মার্জিন পেয়ে যায় । তখন অনেক সঙ্কল্প উত্থিত হয়, যেমন, 'ঠিক আছে, এখন ৫০ দিই, পরে আবার ৫০ দেব । এতো বাবারই ।' যতই হোক, তন-মন-ধনের যে তাৎক্ষণিক দান তা' মহা পুণ্যের । তোমরা দেখেছ তো, তারা যদি বলিও দেয় তো মহাপ্রসাদ তখনই হয় যখন তা' তৎক্ষণাৎ হয় । এক ঘায়ে বলিদান হলে তাকেই বলে \*মহাপ্রসাদ\* । যারা বলিদান হতে চিৎকার করে, ভাবতেই থেকে যায়, তারা মহাপ্রসাদ নয় । যেমন বলি হিসেবে তারা যখন ছাগ সমর্পণ করে, সে খুব চিৎকার করে । এখানে তোমরা কি কর ? তোমরা ভাবো, এটা করব নাকি করব না ! এটা হলো ভাবনা । যারা চিৎকার করে, তাদের মহাপ্রসাদ রূপে কখনও স্বীকার করা হয় না । একইভাবে, এখানেও তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য ... এই যে গায়ন তা' এই সময়ের অর্থাৎ ভাবনা আর করা মুহূর্ত মধ্যে সংঘটিত হতে হবে । ভাবতে ভাবতে থেকে যেও না । অনেকবার এইরকম অনুভবও শোনাও কেউ কেউ, আমিও তো

এমনই ভেবেছিলাম, কিন্তু ইনি করে নিয়েছেন, আমি করিনি। সুতরাং যে করে সেই লাভ করে। যারা ভাবতে ভাবতে রয়ে যায়, তারা ভাবতে ভাবতে ত্রেতাযুগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা শুধু সবসময় ভাবনাতেই থেকে যায়। এই ব্যর্থ সঙ্কল্পই তোমাদের তৎক্ষণাৎ করতে দেয় না। শুভ কার্য শুভ সঙ্কল্পের জন্য গায়ন আছে, "তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য।" কখনো কখনো অনেক বাচ্চা বড় খেলা খেলে। ব্যর্থ সঙ্কল্প এত ফোর্সে আসে যা কন্ট্রোল করতে পারে না। তারপরে সেই সময় বলে, কি করব, ঘটে গেল তো! তারা সেগুলো থামাতে অপারগ, যে ভাবনা আসলো সেটাই করে ফেললো। কিন্তু ব্যর্থের জন্য তোমাদের কন্ট্রোলিং পাওয়ার প্রয়োজন। একটা শক্তিশালী সঙ্কল্পের লক্ষ্য-কোটি গুণ ফল লাভ করো তোমরা। এইরকমই এক ব্যর্থ সঙ্কল্পের হিসেব-নিকেশ - উদাস হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া, খুশি হারানো বা বুঝতে না পারা আমি কি, নিজেকেও বুঝতে পারে না- এও একের অনেক গুণ হিসেবে অনুভূত হয়। তারপরে তোমরা ভাবো, 'সত্যিই এটা তো কিছুই ছিল না, কিন্তু আমি জানিনা কেন খুশি গায়েব হয়ে গেছে। এটা তো বড় ব্যাপার ছিল না, কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে খুশি কম হয়ে গেছে। জানিনা কেন একাকীত্ব ভালো লাগে! কোথাও চলে যাওয়া উচিত', কিন্তু কোথায় যাবে? একলা কোথাও যাচ্ছে না অর্থাৎ বাবার সঙ্গে ছাড়া একা তো কোথাও যাওয়ার নেই, তাই না! হয়তো তুমি একলা, কিন্তু বাবার সঙ্গে থেকে কখনও একলা হয়োনা। যদি বাবার সঙ্গে থেকে একলা হয়ে যাও, যোগবিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, যদি মর্মান্বিত হও তো সেটা আলাদা গোষ্ঠী; ব্রাহ্মণ জীবন নয়। তুমি তো কন্বাইন্ড, তাই নয় কি! সঙ্গমযুগ কন্বাইন্ড থাকার যুগ। এইরকম ওয়াল্ডারফুল জুটি তো সারা কল্পে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনকি, লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেও কিন্তু এমন ওয়াল্ডারফুল জুটি তো হবে না, তাই না! সেইজন্য সঙ্গমযুগের যে কন্বাইন্ড রূপ তা থেকে এক সেকেন্ডও আলাদা হতে পারে না। আলাদা হওয়ার সাথে সাথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। এইরকম অনুভব তো করেছ, নয় কি? তারপরে কি কর তোমরা? কখনও সাগর-তীরে চলে যাও, কখনও ছাতে, কখনও পাহাড়ে চলে যাও। মনন করার জন্য গেলে সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু বাবা ব্যতীত একলা যেও না। যেখানেই যাও তাঁর সাথে যাও। ব্রাহ্মণ জীবনের এটা প্রতিজ্ঞা। জন্মানোর সাথে সাথেই এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাই নয় কি! তাঁর সাথে থাকবে, তাঁর সাথে চলবে। এইরকমভাবে জঙ্গলে বা সাগরে চলে যেও না। না! তাঁর সাথে তোমাদের থাকতে হবে এবং তাঁর সাথেই ফিরে যেতে হবে। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সবারই তো, তাই না! যারা দৃঢ় সঙ্কল্প করে তারা সদা সাফল্য অর্জন করে। দৃঢ়তা সফলতার চাবি। তাহলে এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তার সাথে করেছ, তাই না! যেখানে সদা দৃঢ়তা বিদ্যমান, সেখানে সদা সাফল্য। দৃঢ়তা কম তো সফলতাও কম।

ব্রহ্মাবাবার কি বিশেষত্ব দেখেছ? এটাই তো দেখেছ, তাই না... তাৎক্ষণিক দান, কখনও ভেবেছেন কি হবে! আগে আমাকে ভাবতে দাও, পরে করব, না! তাৎক্ষণিক দানের ক্ষেত্রে তিনি মহা দানশীল পুণ্যবান ছিলেন বলেই নম্বর ওয়ান মহান আত্মা হয়েছিলেন। সেইজন্য দেখ, নম্বর ওয়ান মহান আত্মা হওয়ার কারণে কৃষ্ণরূপে তাঁর নম্বর ওয়ান পূজা হচ্ছে। এই মহান আত্মা একমাত্র, যাঁর শৈশব রূপেও পূজা হয়। তাঁর শৈশব রূপ তো তোমরা দেখেছ, তাই না! রাধার সাথে যুবাবস্থায় রাধাকৃষ্ণ রূপেও তিনি পূজিত হন, তৃতীয়তঃ গোপ-গোপীদের রূপেও তাঁর গায়ন পূজন হয়। চতুর্থতঃ, লক্ষ্মী-নারায়ণ

রূপে। ইনিই একমাত্র মহান আত্মা, তাঁর জীবনের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন চরিত্রের গায়ন ও পূজন হয়। রাধারও গায়ন হয়, কিন্তু কৃষ্ণকে শিশুরূপে তারা যেমন কৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়, রাধাকে কখনও দোলায় না। তারা কৃষ্ণকে ভালোবাসে। কৃষ্ণের সাথে থাকার কারণে রাধার নাম অবশ্যই উল্লিখিত হয়, তবুও দুই নম্বর আর এক নম্বর হওয়ায় ফারাক তো হবেই, তাই না! তাহলে নম্বর ওয়ান হওয়ার জন্য কারণ কি ছিল? মহা পুণ্য। মহান পুণ্য আত্মা তারপরে মহান পূজ্য আত্মা হয়েছেন। প্রথমদিকে তোমাদেরও তো শোনানো হয়েছিল যে তোমাদের পূজাতেও তারতম্য ঘটবে। কোন কোনও দেবী-দেবতাদের পূজা বিধিপূর্বক হয় আর কারও কারও নামে মাত্র পূজা হয়। এই বিষয়ে অনেক বিস্তার আছে। পূজারও অনেক বিস্তার আছে। কিন্তু আজ তো বাবা সকলের জমার খাতা দেখছেন। জ্ঞানের ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের ভান্ডার কতখানি সঞ্চয় করেছ আর সময়ের ভান্ডার কতখানি সঞ্চিত হয়েছে? এই চার ভান্ডারই কতখানি সঞ্চয় হয়েছে, সেই খাতাই দেখছিলেন। সুতরাং এখন নিজেদের এই চার বিষয়েরই খাতা চেক কর। তারপরে বাপদাদাও তোমাদের বলবেন কি রেজাল্ট তিনি দেখেছেন এবং প্রত্যেকটা ভান্ডার জমা করার বিধি, কীভাবে সেটা প্রাপ্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত আর কীভাবে জমা করতে হবে, এই সব বিষয়ে বাবা তোমাদের পরে বলবেন। বুঝেছ!

সময় তো সীমিত, তাই না! তিনি আসেনও সীমার মাঝে, নিজের শরীরও নেই। যে শরীর লোন নিয়েছেন সেই শরীরও টেম্পোরারি ভূমিকা (পার্টের) পালন করেছে, সেইজন্য বাবাকে সময়ের ব্যাপারেও বিবেচনা করতে হয়। বাপদাদাও সব বাচ্চার সাথে মিলিত হতে, সব বাচ্চার মিষ্টি মিষ্টি আধ্যাত্মিক সুবাস নিতে আনন্দিত হন। বাপদাদা তো সব বাচ্চার তিন

কালের বিষয়ে জানেন, তাই না ! আর বাচ্চারা শুধু নিজের বর্তমানকে বেশি জানে, সেইজন্য কখনো এইরকম কখনো সেইরকম হয়ে যায়। ((((((((((কিন্তু তিন কাল জানার কারণে, বাপদাদা সেই দৃষ্টিতে দেখেন যে পূর্ব-কল্প থেকে তোমরা সেই একইরকম অধিকারী। বাবার অবিনাশী ঐশ্বর্যের অধিকারী। এখন শুধু কতিপয় মাত্রই চঞ্চলতার মধ্যে আছে, কিন্তু যারা ওঠাপড়ার মধ্যে রয়েছে তাদের এখনই অনড় হতে হবে। তিনি তোমাদের ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ রূপে দেখেন, সেইজন্য তিনি বর্তমান দেখেও দেখেন না। তাইতো তিনি সব বাচ্চার বিশেষত্ব দেখেন। এমন কেউ আছে যার কোনও বিশেষত্ব নেই ? প্রথম বিশেষত্ব তো এটাই যে তোমরা এখানে পৌঁছেছ। আর কিছু না হোক, সমুখ মিলনের এই ভাগ্য কম নয়। এই বিশেষত্ব তো তোমাদের আছে, নয় কি ! এই সভা বিশেষ আত্মাদের, সেইজন্য বিশেষ আত্মাদের বিশেষত্ব দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হন। আচ্ছা !

যারা সদা 'তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্যের' এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করে, যারা সদা 'পরে কখনো'-কে 'এখন'-এ পরিবর্তন করে, সদা সময়ের বরদান জেনে তাদের ঝুলি বরদানে পরিপূর্ণ করে, সদা ব্রহ্মাবাবাকে ফলো ক'রে ব্রহ্মাবাবার সাথে শ্রেষ্ঠ রাজ্য অধিকারী এবং শ্রেষ্ঠ পদাধিকারী হয়, সদা বাবার সাথে কন্বাইন্ড থাকে, এইরকম সদা সাথী বাচ্চারা যারা সদা সাথে থাকার দায়িত্ব পালন করে, এমন বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

**\*সকল বাচ্চার বিদায়কালে স্মরণ-স্নেহ প্রদান\***

বাপদাদা চতুর্দিকের সব বাচ্চাকে স্মরণ-স্নেহ পাঠাচ্ছেন। প্রত্যেক জায়গার স্নেহী বাচ্চারা, স্নেহে সেবাতেও অগ্রচালিত হচ্ছে এবং স্নেহ সদা অগ্রচালিত হতে তোমাদের সমর্থ বানাবে। স্নেহের সাথে সেবা কর, সেইজন্য যাদের সেবা কর তারাও বাবার স্নেহী হয়ে যায়। সব বাচ্চাকে সেবার জন্য অভিনন্দন এবং অভিনন্দন ভালোবাসার জন্য প্রশ্রমের জন্য নয়, কারণ কঠিন প্রশ্রমের কথা বললেও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' ভালোবাসা। সেইজন্য স্মরণে থেকে যারা সেবা করে তারা নিজের বর্তমান আর ভবিষ্যতের জন্য জমা করে। তাইতো এখনও সেবার খুশি লাভ হয় আর ভবিষ্যতেও জমা হয়। তোমরা সেবা কর না, বরং অবিনাশী ব্যাংকে তোমাদের হিসেবের খাতায় সঞ্চয় কর। একটুখানি সেবা সদাকালের জন্য সঞ্চয়ের খাতায় সঞ্চিত হয়ে যায়। তাহলে সেই সেবা কেমন হলো ? সঞ্চয়ই তো হলো, নয় কি ! সেইজন্য সব বাচ্চাকে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ পাঠাচ্ছেন। প্রত্যেকে তোমরা নিজেকে শক্তিশালী আত্মা মনে করে অগ্রচালিত হলে তবে শক্তিশালী আত্মাদের সদাই সাফল্য। তোমরা সবাই নিজের নিজের নামে বিশেষ স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করে নাও। ( দিল্লি পাণ্ডব ভবনে টেলেক্স লাগানো হয়েছে ) দিল্লি নিবাসী পাণ্ডব ভবনের সব বাচ্চাকে বিশেষ সেবার জন্য অভিনন্দন। কারণ এই সাধনও সেবার জন্য তৈরি হয়েছে। সাধনের জন্য অভিনন্দন নয়, সেবার জন্য অভিনন্দন। সদা এই সাধনের দ্বারা অসীম জগতের অবিনাশী সেবা করতে থাকবে, খুশির সাথে এই সাধন দ্বারা বাবার সন্দেশ বিশ্বে পৌঁছে দিতে থাকবে, সেইজন্য বাপদাদা দেখছেন বাচ্চাদের সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা খুশি কতটা আছে ! এই খুশির সাথেই সদা এগিয়ে যেতে থাক। পাণ্ডব ভবনের জন্য সকল বিদেশি খুশির সার্টিফিকেট দেয়, একে বলা হয়, বাবা সমান আতিথেয়তায় সদা সামনে এগিয়ে থাকা। তোমরা দেখেছ, ব্রহ্মাবাবা কতো অতিথি-পরায়ণতা দেখিয়েছেন। সুতরাং যারা এই আতিথেয়তা ফলো করে, তারা বাবাকে শো করে। বাবার নাম প্রত্যক্ষ করে, সেইজন্য বাপদাদা সবার তরফে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন।

**\*অমৃতবেলার পরে প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় বাপদাদা আবারও মুরলী শোনান তথা স্মরণ-স্নেহ দেন - ২৫/০৩/৮৫\***

আজকের দিন, সদা নিজেকে ডবল লাইট মনে করে উড়তি কলার অনুভব করতে থাক। কর্মযোগীর ভূমিকা (পার্ট) পালন করেও কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স চেক কর, কর্ম আর স্মরণ অর্থাৎ যোগ দুইই শক্তিশালী থেকেছে কিনা। যদি কর্ম শক্তিশালী আর স্মরণ কম ছিল, তবে তা' ব্যালেন্স হয়নি। আবার স্মরণ শক্তিশালী ছিল কিন্তু কর্ম শক্তিশালী ছিল না, তাহলে সেটাও ব্যালেন্সড নয়। সুতরাং, কর্ম আর স্মরণের ব্যালেন্স সবসময় বজায় রাখ। সারাদিন এই শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে থাকায় নিজের কর্মজীবিত অবস্থা কাছে আসার অনুভব করবে। সারাদিন কর্মজীবিত স্থিতি বা অব্যক্ত ফরিস্তা স্বরূপ স্থিতিতে একভাবে ঘোরাফেরা করবে। আর নিচের স্থিতিতে যেও না। আজ নিচে নেমে যেও না, ওপরেই থেকে। যদি কোনও দুর্বলতার কারণে নিচে নেমে যাও, তাহলে একে অন্যকে স্মরণ করিয়ে শক্তি দিয়ে তোমরা সবাই উঁচু স্থিতির অনুভব করবে। এটা আজকের পঠন-পাঠনের হোমওয়ার্ক। হোমওয়ার্ক বেশি, পড়াশোনা কম।

এইভাবে সদা বাবাকে ফলো করে, সদা বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্যকে ধারণ করে অগ্রবর্তী, উড়তি কলার অনুভাবী বাচ্চাদের বাপদাদার মন-প্রাণ থেকে গভীর ভালোবাসার সাথে স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং।

**\*বরদান:-\***

মাধুর্য দ্বারা বাবার নৈকট্যের সাক্ষাৎকার করিয়ে মহান আত্মা ভব\*

যে বাচ্চাদের সঙ্কল্পেও মাধুর্য, কথাতেও মাধুর্য এবং কর্মেও মাধুর্য আছে, তারাই বাবার কাছে আছে, সেইজন্য বাবাও তাদের রোজ বলেন 'মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা' আর বাচ্চারাও রেসপন্স দেয় "মিষ্টি মিষ্টি বাবা !" সুতরাং প্রতিদিনের এই মধুর বোল মাধুরী-সম্পন্ন করে তোলে । এইরকম মধুরিমা প্রত্যক্ষকারী শ্রেষ্ঠ আত্মারাই মহান হয় । মাধুর্যেরই মাহাত্ম্য । মধুরতা না থাকলে মহত্বের অনুভব হয় না ।

**\*স্লোগান:-\***

যে কোনও কার্য ডবল লাইট হয়ে করলে মনোরঞ্জনের অর্থাৎ মনে আনন্দের অনুভব করবে ।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতি পদে শ্রীমতে চলাই হলো সর্বোচ্চ চার্ট, যে বাচ্চাদের শ্রীমতের প্রতি সম্মান আছে, তারা অবশ্যই মুরলী পড়বে"\*

\*প্রশ্নঃ - তোমাদের মতো ঈশ্বরীয় সন্তানদের কাছে কোন্ প্রশ্ন কেউই জিজ্ঞাস করতে পারে না ?\*

\*উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কেউই এই কথা জিজ্ঞাস করতে পারে না যে, তোমরা খুশীতে আছো, সন্তুষ্ট তোমরা ? কেননা, তোমরা বলো যে, আমরা সর্বদাই খুশী । পার ব্রহ্মে থাকা বাবার জন্য উৎকণ্ঠা ছিলো, তাঁকে পেয়ে গেছি, আর কিসের জন্য পরোয়া করবো। তোমরা যদি অসুস্থও থাকো, তাহলেও বলবে যে, আমরা খুবই খুশীতে আছি । ঈশ্বরের সন্তানদের কোনো বিষয়েরই উদ্বেগ থাকে না । বাবা যখন দেখেন যে, এর উপর মায়ার আঘাত হয়েছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন --- বাচ্চারা, তোমরা খুশীতে আছো তো ?\*

\*ওম্ শান্তি ।\* বাবা বোঝান যে, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এ কথা অবশ্যই আছে যে, বাবা যেমন বাবাও, তেমনই টিচার এবং সুপ্রীম গুরুও । তোমরা এই স্মরণে অবশ্যই থাকবে । এই স্মরণ তোমাদের কেউই কখনো শেখাতে পারে না । কল্প - কল্প বাবা এসেই শেখান । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন । একথা তোমাদের এখনই বোঝানো হয়, যখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র, দিব্য বুদ্ধি পেয়েছো । বাচ্চারা যদিও বুঝতে পারে, তবুও তারা বাবাকেই ভুলে যায়, তো টিচার বা গুরু কিভাবে স্মরণে আসবে ? মায়া অত্যন্ত প্রবল যে, বাবার তিন রূপকেই ভুলিয়ে দেয় । তখন বলে, আমরা হেরে গেছি । যদিও প্রতি পদে পদ্ম সম উপহার, তবুও হেরে গেলে কিভাবে পদ্ম হবে ? দেবতাদেরই পদ্মের নিদর্শন দেওয়া হয় । এ হলো ঈশ্বরীয় পার্থ । মানুষের পার্থ কখনো এমন হতে পারে না । দেবতাদের মহিমা যদিও করা হয়, তবুও উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন একমাত্র বাবা । বাকি ওদের বিশেষত্ব কোথায় ? আজ গাধার জাহাজ, কাল আবার রাজা । তোমরা এখন পুরুষার্থ করে এমন তৈরী হচ্ছে । তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষার্থে অনেকই ফেল করে যাই । জ্ঞান তো অনেকই সহজ তবুও খুব অল্পই এতে পাস হয় । তা কেন ? মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় । বাবা বলেন, তোমরা চার্ট লেখো, তবুও লিখতেই পারে না । কখন লিখবে ? যদিও বা লেখে তো কখনো আপ আবার কখনো ডাউন । সর্বোচ্চ চার্ট তাদেরই হয় যারা প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে থাকে । বাবা তো বুঝতেই পারবে যে, এই চিন্তার জন্য লজ্জা আসে । না হলে প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতে চলা চাই । মুশকিলে এক বা দুই শতাংশই লিখতে পারে । শ্রীমতের প্রতি এতো সম্মান নেই । মুরলী পেলেও তারা পড়ে না । তারা হৃদয় দিয়ে অবশ্যই এ কথা বুঝতে পারে যে, বাবা তো সত্যি কথাই বলেন, আমরা মুরলীই পড়ি না তো অন্যদের কি শেখাবো ।

বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে, এতে বাবাও এসে গেলো আর শিক্ষকও এসে গেলো । অল্প কিছু শব্দেই সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে যায় । তোমরা এখানে আসোই এই জ্ঞান রিভাইজ করতে । বাবা যদিও এ কথা বোঝান, কারণ তোমরা নিজেরাই বলো যে, তোমরা ভুলে যাও, তাই তিনি আসেন রিভাইজ করতে । যদিও কেউ করেও তবুও রিভাইজ হয় না । ভাগ্যে না থাকলে প্রচেষ্টাও আর কি করবে । এই প্রচেষ্টাও এক বাবাই করান, তিনি এতে কাউকেই বিশেষ ভাবে কিছু আলাদা করান না । ওই পড়াতে তো অতিরিক্ত পড়ানোর জন্য টিচার রাখা হয় । বাবা তো ভাগ্য বানানোর জন্য সকলকেই একরস পড়ান । এক - একজনকে আলাদা আলাদা করে কিভাবে পড়াবেন - কতো বাচ্চা । ওই পড়াতে কোনো বড়লোকের সন্তানের জন্য যদি অনুরোধ করা হয় তাহলে অতিরিক্তও পড়ানো হয় । টিচার জানে যে, এই ছাত্র মোটা বুদ্ধির, তাই অতিরিক্ত পড়িয়ে তাকে স্কলারশিপের উপযুক্ত করে । এই টিচার এমন করেন না । ইনি তো সকলকেই একই রকম পড়ান । অতিরিক্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ টিচার কিছু কৃপা করেন । এমনিতে তারা অর্থও নেন, অতিরিক্ত সময় দিয়ে পড়ান যাতে সে বেশী বুদ্ধিমান হতে পারে । এই বাবা তো সকলকেই একই মহামন্ত্র দেন যে, "মনমনাভব" । ব্যস্ । বাবাই হলেন একমাত্র পতিত পাবন, তাঁর স্মরণেই আমরা পবিত্র হতে পারবো । বাচ্চারা, এ তোমাদেরই হাতে, তোমরা যত স্মরণ করবে, ততই পবিত্র হতে পারবে । সমস্তকিছুই এক পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । ওরা তো তীর্থযাত্রা করতে যায় । একে অপরকে দেখেও যায় । বাচ্চারা, তোমরাও অনেক যাত্রাই করেছিলে কিন্তু কি হলো ? তোমরা নীচে নেমেই এসেছো । এই যাত্রা কিসের জন্য, এতে কি পাবে ? কিছুই জানতে না । এখন তোমাদের হলো স্মরণের যাত্রা । অক্ষর একটাই - "মনমনাভব" । এ হলো তোমাদের অনাদি যাত্রা । ওরাও বলে, এই যাত্রা আমরা অনাদি কাল ধরে করে আসছি । এখন তোমরা জ্ঞানের সঙ্গে বলো, কল্প কল্প আমরা এই যাত্রা করি । এই যাত্রা স্বয়ং বাবা এসেই

শোনান । ওই যাত্রায় মানুষ কতো ধাক্কা খায় । কতো শোরগোল হয় । আর এই যাত্রা হলো ডেড সাইলেন্সের যাত্রা । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এতেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । বাবা তোমাদের এই প্রকৃত আত্মিক যাত্রা শিখিয়েছেন । ওই যাত্রা তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে করেছে, তবুও গাইতে থাকে --- চারিদিকে প্রদক্ষিণ করলাম --তবুও ভগবানের থেকে দূরেই রইলাম । যাত্রা করে এসে আবার যদি বিকারে যায়, তাহলে কি লাভ । তোমরা এখন জেনেছো, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যেহেতু বাবা এসেছেন । একদিন সকলেই জানতে পারবে যে বাবা এসেছে । অবশেষে ভগবানকে কিভাবে পাওয়া যাবে ? এ তো কেউই জানে না । কেউ কেউ তো মনে করে যে, কুকুর - বিড়ালের মধ্যে পাওয়া যাবে । এই সবকিছুর মধ্যে কি ভগবানকে পাওয়া যাবে ? এ কতবড় মিথ্যা । মিথ্যা এই খাওয়া, মিথ্যা পানীয়, মিথ্যাই এই রাত কাটানো ---তাই এ হলো মিথ্যা খণ্ড । সত্য খণ্ড স্বর্গকে বলা হয় । এই ভারতই স্বর্গ ছিলো । স্বর্গে সবই ভারতবাসীরা ছিলো, সেই ভারতবাসীরা এখন নরকে আছে । এই কথা তো তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারাই জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে এই ভারতকে আবার স্বর্গ তৈরী করছি । সেই সময় ভারতে আর কেউই থাকে না । সম্পূর্ণ বিশ্ব পবিত্র হয়ে যায় । এখন তো কতো বিভিন্ন ধর্ম এখানে । বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান শোনান । তিনি আবারও তোমাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দেন । তোমরাই সেই দেবতা ছিলে তারপর তোমরাই বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছো । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো । এই কথা কখনো কোনো সন্ন্যাসী, উদাসী বা বিদ্বানের কাছে শুনেছো ? এই যে 'আমরাই সেই' কথার অর্থ বাবা কতো সহজ করে শোনান । 'আমিই সেইয়ের' অর্থ আমি আত্মা, আমি আত্মাই এমন চক্র পরিক্রমা করি । ওরা তো বলে দেয় - আমি আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আমি আত্মা । এমন একজনও নেই যে 'আমিই সেইয়ের' অর্থ জানে । বাবা বলেন, এই যে 'আমিই সেইয়ের' মন্ত্র, এই মন্ত্র সদা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখা চাই । না হলে কিভাবে চক্রবর্তী রাজা হবে ? ওরা তো ৮৪ এর অর্থও বুঝতে পারে না । ভারতেরই উত্থান আর পতনের মহিমা আছে । সতোপ্রধান, সতো, রজো আর তমো । সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী...

বাচ্চারা, এখন তোমরা সবকিছুই জেনে গেছো । এক বীজরূপ বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । তিনি এই সৃষ্টিচক্রে আসেন না । এমন নয় যে, আমি আত্মাই পরমাত্মা হয়ে যাই । তা নয়, বাবা তাঁর নিজের সমান জ্ঞানী তৈরী করেন আমাদের । তিনি আমাদের তাঁর নিজের সমান ভগবান বানান না, এই বিষয়কে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে, তাহলেই বুদ্ধির চক্র চলতে পারে । তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো যে, আমরা কিভাবে ৮৪ এর চক্রে আসি । এতে সময়, বর্ণ এবং বংশাবলী সবই এসে যায় । এই জ্ঞানেই আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু হই । এই জ্ঞান থাকলেই আমরা অন্যকে তা দান করতে পারবো । ওই স্কুলে যখন পরীক্ষা হয় তখন যে পরীক্ষা পত্র আসে তা বিলেত থেকে আসে, কেউ আবার বিলেতে পড়তে যায়, তাই কোনো শিক্ষা মন্ত্রী তাদের এই পরীক্ষা পত্র চেক করে । এখানে তোমাদের পেপার কে চেক করবে ? তোমরা নিজেরাই তা করবে । নিজেরা যা চাও, তাই তৈরী হও । এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে বাবার কাছ থেকে যে পদ চাও, তাই নিয়ে নাও । বাবাকে যত স্মরণ করবে, যত সেবা করবে, ততই ফল পাবে । তাদের এই সেবা করার ইচ্ছা থাকবে, কারণ রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে, আর এরজন্য প্রজারও তো প্রয়োজন, তাই না । ওখানে উজির ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না । এখানে তো সকলেরই বুদ্ধি কম তাই উজিরের দরকার হয় । এখানে বাবার কাছেও রায় নিতে আসে - বাবা, এমন হয়েছে, কি করবো ? এই কাজ কারবার কিভাবে করবো ? বাবা বলেন, দুনিয়ার এই কাজ কারবারের কথা এখানে এনো না । হ্যাঁ, যদি কারোর মন খারাপ হয়ে যায় বা কেউ হতাশ হয়ে যায়, তখন তিনি তার জন্য কিছু উপদেশ দিয়ে দেন, কিন্তু এ আমার কোনো কাজ নয় । আমার কাজ হলো, তোমাদের এই বিশ্বের মালিক করার জন্য পতিত থেকে পবিত্র বানাই । তোমরা সদাই বাবার থেকে শ্রীমৎ নিয়ে চলতে হবে । এখন তো সকলেরই হলো আসুরী মত । ওখানে তো হলো সুখধাম । ওখানে কেউই এমন জিঞ্জোঁস করবে না যে, তোমরা খুশী আছো ? তোমাদের শরীর সুস্থ আছে তো ? এই কথা এখানেই জিজ্ঞাসা করা হয় । ওখানে এইসব কথা থাকে না । দুঃখধামের কোনো কথাই ওখানে থাকে না, কিন্তু বাবা জানেন, বাচ্চাদের মধ্যে মায়ার প্রবেশের কারণেই বাবা জিঞ্জোঁস করেন, তোমরা ঠিকঠাক খুশীতে আছো তো ? মানুষ তো এখানকার শব্দ বুঝতেই পারে না । কোনো মানুষ জিঞ্জোঁস করলে তোমরা বলতে পারো, আমরা তো ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের কি খুশীতে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করো ? পার ব্রহ্মে থাকা বাবার জানা তাঁকে পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা ছিলো, এখন তাঁকে পেয়ে গেছি, এখন আর কিসের পরোয়া ? এই কথা সবসময় স্মরণে রাখা উচিত । আমরা কার সন্তান - এই জ্ঞানও বুদ্ধিতে আছে । আমরা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবো, তখন লড়াই শুরু হবে । তোমাদের অবশ্যই জিঞ্জোঁস করবে । তোমরা বলবে, আমরা তো সর্বদাই খুশী । অসুস্থ হলেও খুশীতে থাকি । তোমরা বাবার স্মরণে থাকলে স্বর্গের থেকেও বেশী খুশীতে থাকবে যেহেতু স্বর্গের বাদশাহী প্রদানকারী বাবাকে পেয়েছো । তিনি আমাদের কতো উপযুক্ত বানান, তাহলে কিসের পরোয়া ? ঈশ্বরের সন্তানদের কিসের পরোয়া ? ওখানে দেবতাদেরও কোনো পরোয়া নেই । দেবতাদের উপরে হলেন ঈশ্বর । তাহলে ঈশ্বরের সন্তানদের কিসের ভয় থাকতে পারে ? বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা আমাদের টিচার

এবং সদগুরু । বাবা আমাদের মাথায় মুকুট রাখেন । আমাদের ইংরাজীতে বলে ক্রাউন প্রিন্স । বাবার মুকুটই বাচ্চারা মাথায় দেয় । তোমরা বুঝতে পারো, এই সদগুরুতে সুখই সুখ । প্রত্যক্ষভাবে সেই সুখ তখনই পাবে যখন তোমরা ওখানে যাবে । এ তো তোমরাই জানো, যখন তোমরা এই শরীর ত্যাগ করে সত্যযুগে যাবে তখন সেখানে কি পাবে । এখন বাবা তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে পড়াচ্ছেন । তোমরা জানো যে, আমরা সত্যিই স্বর্গে যাই । ওরা যে বলে, অমুকে স্বর্গে গেছে, কিন্তু ওরা জানেই না যে, স্বর্গ আর নরক কাকে বলা হয় । কল্পের আয়ুই লাখ বছরের লিখে দিয়েছে । জন্ম - জন্মান্তর এই জ্ঞান শুনতে শুনতে নেমে এসেছে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছি । সত্য যুগ থেকে নেমেই এসেছে । আমরা এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে পৌঁছেছি । কল্প - কল্প বাবাই পড়াতে আসেন । বাবার কাছেই তো তোমরা থাকো, তাই না । ইনিই হলেন আমাদের প্রকৃত সদগুরু যিনি মুক্তি এবং জীবনমুক্তির পথ বলে দেন । এই বাবাও যেমন শেখেন তেমনই এনাকে দেখে তোমরা বাচ্চারাও শেখো । তোমাদের প্রতি পদে সাবধানে থাকতে হয় । মন - বচন এবং কর্মে খুবই শুদ্ধ থাকতে হবে । অন্তরে কোনরকম দুর্গন্ধের আবর্জনা থাকা উচিত নয় । বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যায় । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে বাবার দেওয়া শিক্ষাও ভুলে যায় । আমরা যে ছাত্র - এই কথাও ভুলে যায় । এ খুবই সহজ । বাবার স্মরণেই জাদু আছে । এমন জাদু আর কোনো বাবাই শেখাতে পারেন না । এই জাদুতেই মানুষ তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয় ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন, সেই ধর্ম সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ, এই অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এরপর অন্য ধর্ম পরে বৃদ্ধি পায় । ক্রাইস্ট যেমন এসেছিলেন, তখন খুব অল্প সংখ্যায় মানুষ ছিলো । যখন অনেক হয়ে যাবে তখন রাজত্ব করতে পারবে । খৃস্টান ধর্ম এখন পর্যন্ত আছে । বৃদ্ধি তো হতেই থাকে । ওরা জানে যে ক্রাইস্টের দ্বারাই আমরা খৃস্টান হয়েছি । আজ থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে ক্রাইস্ট এসেছিলেন । এখন তাঁর ধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে । খৃস্টানরা বলবে, আমরা ক্রাইস্টের । প্রথমে এক ক্রাইস্ট এসেছিলেন, তারপর তাঁর ধর্ম স্থাপন হয়, বৃদ্ধি হতে থাকে । এক থেকে দুই, দুই থেকে চার... এইভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে । এখন খৃস্টানের বৃষ্টি কতো বড় হয়ে গেছে । ফাউন্ডেশন (ভিত) হলো দেবী - দেবতার কুলের (ঘরানার), তাই ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । কিন্তু ভারতবাসীরা এ কথা ভুলে গেছে যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের প্রত্যক্ষ সন্তান ।

খৃস্টানরাও মনে করে, আদি দেব ছিলেন, যাঁর থেকেই এই মনুষ্য বংশাবলী । বাকি তারা তো তাদের ক্রাইস্টকেই মানবে, ক্রাইস্টকে, বুদ্ধকে মানুষ বাবা মনে করে । এ তো বৃষ্টির ঝাড় । যেমন খৃস্টানদের দেশে ক্রাইস্টের স্মরণ হয় । বাচ্চারা, তেমনই তোমরা এখানে তপস্যা করেছিলে, তাই তো তোমাদের স্মরণ আবৃত্তি হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\***

\*১)\* ডেড সাইলেন্সের প্রকৃত আত্মিক যাত্রা করতে হবে । 'আমিই সেই' - এই মন্ত্র সदा স্মরণে রাখতে হবে, তখনই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে ।

\*২)\* মন - বচন এবং কর্মে অনেক শুদ্ধ থাকতে হবে । ভিতরে যেন কোনো দুর্গন্ধ - আবর্জনা না থাকে । প্রতি পদে সাবধান থাকতে হবে । শ্রীমতের সম্মান রাখতে হবে ।

**\*বরদানঃ:-\*** "বাবা" শব্দের চাষিতে সর্ব সম্পদ প্রাপ্তকারী ভাগ্যবান আত্মা ভব\*

আর কোনো জ্ঞানের বিস্তার যদি জানতে নাও পারো, না শোনাতে নাও পারো, কিন্তু এক "বাবা" শব্দ মন থেকে মেনেছো বা অন্যদেরও মন থেকে শুনিয়েছো, তো বিশেষ আত্মা হয়ে গেছো । দুনিয়ার সামনে মহান আত্মার স্বরূপে মহিমার যোগ্য হয়ে গেছো কেননা এক "বাবা" শব্দ সর্ব সম্পদ বা ভাগ্যের চাবিকাঠি । এই চাবি লাগানোর বিধি হলো মন থেকে জানা আর মানা । মন থেকে বলো - "বাবা", তো সম্পদ সदा হাজির ।

**\*স্লোগানঃ:-\*** বাপদাদার প্রতি স্নেহ থাকলে সেই স্নেহে পুরানো দুনিয়াকে বলিদান দিয়ে দাও ।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিজেদের আত্মা রূপী দীপকের দেখাশোনা নিজেদেরকেই করতে হবে, মায়ার তুফান থেকে বাঁচার জন্য জ্ঞান-যোগের ঘৃত অবশ্যই চাই"\*

\*প্রশ্ন:- কী এমন পুরুষার্থ করলে গুপ্ত বাবার থেকে গুপ্ত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়?\*

\*উত্তর:- অন্তর্মুখী অর্থাৎ চুপ থেকে বাবাকে স্মরণ করো, তো গুপ্ত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। স্মরণে থাকাকালীন শরীর ছাড়লে তো খুবই ভালো, এতে কোন কষ্ট হয় না। স্মরণের সাথে সাথে জ্ঞান-যোগের সেবাও করতে হবে, আর তা যদি করতে না পারো, তবে কর্মের দ্বারা (কর্মণা সেবা) সেবা করো। অনেককে সুখ প্রদান করলে তো আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেই। কথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা চাই।\*

\*গীত:- দুর্বলের সঙ্গে লড়াই বলবানের.....\*

\*ওম্ শান্তি ।\* বাবা বুঝিয়েছেন যে, যখনই তোমরা এইরকম গীত শুনবে, তখন প্রত্যেকেই এর উপরে বিচার সাগর মন্ডন করবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, যখন কেউ মারা যায়, তখন সেই আত্মার উদ্দেশ্যে ১২ দিনের জন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। তোমরাও এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ এবং নিজেদের আত্মারূপী প্রদীপের জ্যোতিকে সর্বদা দীপ্তমান রাখতে পুরুষার্থ করছো। এই পুরুষার্থ তারাই করবে যারা যপমালার সূত্রে আসবে। প্রজারা এই যপমালার সূত্রে আসতে পারবে না। বিজয় মালাতে প্রথমে আসার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। কখনও যেন মায়ারূপী বিড়াল তুফান লাগিয়ে কুকর্ম না করিয়ে দেয়, যার ফলস্বরূপ আত্মারূপী প্রদীপ নিভে যায়। এখন এতে জ্ঞান আর যোগ এই দুই শক্তি চাই। যোগের সাথে জ্ঞানও জরুরী। প্রত্যেককে নিজেদের দীপকের দেখাশোনা করতে হবে। অন্তঃসময় পর্যন্ত পুরুষার্থ চলতেই থাকবে। প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে তো খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে - কখনো যেন আত্মার জ্যোতি কম না হয়ে যায়, নিভে না যায়। এইজন্য যোগ আর জ্ঞানের ঘৃত প্রত্যেকদিন ঢালতে হবে। যোগবলের শক্তি নেই তো দৌড়াতেও পারবে না। পিছনে থেকে যাবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশোনা করা হয়, যদি কোনো ছাত্র কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালো না হয়, সে তখন অন্যান্য বিষয়ের উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়। এখানেও একইরকম। স্কুল সেবার বিষয়ও খুব ভালো। অনেকের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। কোনো কোনো বাচ্চা জ্ঞানদানের সেবা করে। দিন দিন সেবার বৃদ্ধি হতে থাকে। কোনো কোনো ধনী ব্যক্তির ৬-৮ টি দোকানও থাকে। সব দোকানে একইরকম বেচাকেনা চলে না। কোনো দোকানে কম গ্রাহক সংখ্যা আবার কোনো দোকানে বেশী। তোমাদেরও একদিন সেই সময় আসবে, যখন রাতে ঘুমানোর সময় পাবেনা। সবাই জেনে যাবে যে জ্ঞানের সাগর বাবা এসেছেন জ্ঞানরত্ন দিয়ে আমাদের বুদ্ধিরূপী পাত্রকে ভরপুর করতে। সেই সময় অনেক বাচ্চার আগমন হবে। সে কথা আর জিজ্ঞেস করোনা। যখন কোনো দোকানে খুব কম দামে ভালো জিনিস পাওয়া যায়, সাধারণ ক্রেতারা পরস্পরকে তা শোনায়ে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এই রাজযোগের শিক্ষা খুবই সহজবোধ্য। যখন প্রত্যেকে এ বিষয়ে জেনে যাবে যে, এখানে জ্ঞানরত্ন পাওয়া যায়, তখন তারা আসতেই থাকবে। যোগ এবং জ্ঞানযুক্ত সেবা চলতেই থাকে। যদি তুমি যোগ কিংবা জ্ঞানযুক্ত সেবা করতে অক্ষম হও, তবে তুমি কর্মের দ্বারা সেবা করেও নশ্বর নিতে পারো। অনেকের থেকে তুমি আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। তোমরা সবাইকে সুখ প্রদান করতে পারো। এটি হল খুব সস্তা খনি। এটি হল অবিনাশী হীরা রত্নের খনি। তারা ৮ রত্নের মালা বানায় এবং পূজাও করে, কিন্তু তারা এটা জানেনা যে, কাদেরকে এই মালার দানা রূপে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, কিভাবে আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছি। এই জ্ঞান হল অত্যন্ত বিস্ময়কর, যেটা পৃথিবীতে আর কেউই জানেনা। এখন তোমরা হলে ভাগ্যশালী নক্ষত্র । বাচ্চাদেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম, এখন নরকের মালিক হয়ে গেছি, স্বর্গের মালিক হবো তো পুনর্জন্মও সেখানেই নেবে। এখন আমরা পুনরায় স্বর্গের মালিক হচ্ছি। শুধুমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই এই সঙ্গম যুগের জ্ঞান আছে। বাকি সমগ্র পৃথিবীতে হল কলিযুগ। সমস্ত যুগই হল ভিন্ন-ভিন্ন। যখন তোমরা সুবর্ণ যুগে হবে, তোমরা পুনর্জন্ম সুবর্ণ যুগেই নেবে। এখন তোমরা আছো সঙ্গম যুগে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এখন শরীর ত্যাগ করে তবে সংস্কার অনুসার এখানেই এসে জন্মগ্রহণ করবে। তোমরা হলে সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ। ঐ শূদ্ররা হল কলিযুগের। কেবলমাত্র সঙ্গম যুগেই তোমরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করো। তোমরা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা হলে জ্ঞান গঙ্গা, বাস্তুবে এখন সঙ্গম যুগে আছে। এখন তোমাদেরকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। দোকান সামলাতে হবে। জ্ঞান-যোগের ধারণা না হলে তো দোকান সামলাতে পারবে না। সেবার প্রত্যয়র্পণ তো বাবা-ই দেবেন।

যখন কোনো মহাযজ্ঞ রচনা করা হয়, তো বিভিন্ন ধরনের ব্রাহ্মণরা সেখানে যান। তাঁদের মধ্যে কারোর দক্ষিণা বেশি, কারোর কম হয়। এখন পরমপিতা পরমাত্মা এই রুদ্র জ্ঞানযজ্ঞ রচনা করেছেন। আমরাই হলাম ব্রাহ্মণ এবং আমাদের সেবাই হল মানুষকে দেবতা বানানো। আর অন্য কোনো যজ্ঞে কেউ বলবে না যে আমি মনুষ্য থেকে দেবতা হয়েছি। এখন এটাকে রুদ্র জ্ঞানযজ্ঞ অথবা পার্শ্বশালাও বলা হয়ে থাকে। জ্ঞান এবং যোগের দ্বারাই প্রত্যেক বাচ্চা দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করে। বাবা পরামর্শও দেন যে, তোমরা পরমধাম থেকে বাবার সাথে এসেছো। তোমরা বলো যে, আমরা হলাম পরমধাম নিবাসী। এই সময় আমরা বাবার শ্রীমতানুসারে স্বর্গের স্থাপনা করছি। যে স্থাপনা করবে, সে অবশ্যই মালিক হবে। তোমরা জানো যে, এই পৃথিবীতে আমরা হলাম অতিভাগ্যশালী, জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা আর জ্ঞান তারা। রচয়িতা হলেন জ্ঞানের সাগর। ঐ সূর্য, চন্দ্র, তারা হল স্কুলাকার বিশিষ্ট। তাদের সাথেই আমাদের তুলনা করা হয়েছে। সেই অনুসারে আমরাও আবার জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা আর জ্ঞান তারা হলাম। আমাদেরকে এইরকম তৈরী করেছেন - জ্ঞানের সাগর। নাম তো আছে তাইনা। জ্ঞান সূর্য অথবা জ্ঞান সাগরের আমরা হলাম বাচ্চা। তিনি তো এখানকার নিবাসী নন। বাবা বলেন যে, আমি আসি তোমাদেরকে নিজের সমান তৈরী করতে। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান তারা তোমাদেরকে এখানেই হতে হবে। তোমরা বুঝে গেছো যে আমরাই ভবিষ্যতে পুনরায় এখানেই স্বর্গের মালিক হবো। সবকিছুই নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপর। আমরা হলাম মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্তকারী যোদ্ধা। তারা তো মনকে বশ করার জন্য হঠযোগ আদি করে। তোমরা তো হঠযোগ আদি করোনা। বাবা বলেন যে, তোমাদেরকে কোন পরিশ্রম আদি করার দরকার নেই, শুধু বলছি যে, তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে তাই আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদের বাচ্চাদের নিতে এসেছি। এইরকম আর অন্য কোনো ব্যক্তি বলতে পারেনা। হয়তো নিজেদেরকে ঈশ্বর বলে পরিচয় দেয় কিন্তু নিজেদেরকে পথপ্রদর্শক রূপে পরিচয় দিতে পারেনা। বাবা বলেন যে, আমিই হলাম প্রধান পথপ্রদর্শক, মহাকাল। সত্যবান সাবিদ্রী সত্যবানের গল্প আছে না! তার ভালবাসা ছিলো ব্যক্তি (শরীর) কেন্দ্রিক। তাই তিনি দুঃখী হয়েছিলেন। তোমরা তো সদা খুশীতে থাকো। আমি তোমাদের আত্মাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, তোমরা কখনো দুঃখী হবেনা। তোমরা এখন জেনে গেছো যে, আমাদের বাবা এসেছেন আমাদেরকে সুইট হোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাকে মুক্তিধাম, নির্বাণধাম বলা হয়। বলেন যে, আমি সমস্ত কালেরও কাল আছি। সে তো একটি আত্মাকে নিয়ে যায়, আমি তো হলাম অনেক বড়ো কাল। ৫ হাজার বছর আগেও আমি পথপ্রদর্শক হয়ে সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রেমিক প্রেমিকাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন, তো তাঁকে স্মরণ তো করতেই হবে, তাই না!

তোমরা জেনে গেছো যে, এখন আমরা পড়াশোনা করছি, পুনরায় এখানেই আসবো। প্রথমে তোমরা সুইট হোমে ফিরে যাবে তারপর তোমরা পুনরায় নিচে নেমে আসবে। তোমরা বাচ্চারা হলে স্বর্গের তারা। পূর্বে তোমরা নরকের তারা ছিলে। তোমরা বাচ্চারাই হলে তারা; নম্বরক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে তোমাদেরকেই ভাগ্যশালী তারা বলা হয়। তোমরা ঠাকুরদাদার সম্পত্তি গ্রহণ করছো। এটি হলো একটি খুব শক্তিশালী খনি। এই খনি একবারের জন্যই উন্মুক্ত হয়। সেখানে তো অনেক রকমের ভিন্ন ভিন্ন খনি থাকে যেগুলি সর্বদা উন্মুক্ত অবস্থাতেই থাকে। যদি তোমরা সেগুলিকে খুঁজতে থাকো, তোমরা অনেক খুঁজে পেয়ে যাবে। এখানে তো কেবলমাত্র একটি বারের জন্য একটাই খনি প্রাপ্ত হয়, তাও আবার অবিনাশী জ্ঞান রত্নের। সেখানে তো পুস্তক অনেক আছে, কিন্তু তাদেরকে রত্ন বলা যায়না। বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এটি হল অবিনাশী জ্ঞানরত্নের নিরাকারী খনি। এই রত্ন দিয়েই আমরা আমাদের বুদ্ধিরূপী পাত্রকে ভরপুর করি। তোমাদের বাচ্চাদের তো খুশিতে থাকা চাই। প্রত্যেকেরই যেন এই আধ্যাত্মিক নেশা থাকে। কোনো দোকান যদি খুব ভালো চলে তো তার নামও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এখানে প্রজাও বানাচ্ছ তো উত্তরাধিকারীও বানাচ্ছ। এখানেই তোমরা তোমাদের বুদ্ধিরূপী পাত্রকে রত্ন দিয়ে ভরপুর করে পুনরায় অন্যদের দান করো। পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, যিনি জ্ঞান রত্ন দিয়ে আমাদের বুদ্ধি পাত্রকে ভরপুর করে দেন। বাকি ওই সমুদ্র নয় যেটা দেখানো হয়েছে যে রত্নের থালা ভরপুর করে দেবতাদের প্রদান করে। ওই সাগর থেকে তো তোমরা কোনো রত্ন প্রাপ্ত করতে পারো না। এখানে জ্ঞানরত্নের কথা বলা হচ্ছে। ড্রামা অনুসারে পুনরায় তোমাদের রত্নের খনি গুলি প্রাপ্ত হয়। সেখানে তো অনেক হিরে জহরের রত্ন থাকবে, যার দ্বারা পুনরায় ভক্তি মার্গে মন্দির তৈরি করবে। ভূমিকম্প হওয়ার কারণে সবকিছুই ভূপৃষ্ঠের অন্দরে চলে যাবে। সেখানে মহল আদি তো অনেক তৈরি হয়, কেবল একটাই নয়। এখানেও তো রাজাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা হয়। তোমরা জানো যে কল্প প্রথমে যেরকম মহল আদি তৈরি হয়েছিল, সেই রকমই পুনরায় হবে। সেখানে তো খুব সহজেই মহল আদি তৈরি হয়ে যাবে। বিজ্ঞান অনেক কাজে আসবে। কিন্তু সেখানে 'সায়েন্স' এই শব্দটি থাকবে না। 'সায়েন্স'- কে হিন্দি (বা বাংলায়) 'বিজ্ঞান' বলা হয়। আজকাল তো "বিজ্ঞান ভবন"-ও নাম রেখে দেয়। এই শব্দটির সাথে জ্ঞানের মিল পাওয়া যায়। জ্ঞান আর যোগকে 'বিজ্ঞান' বলা হয়। জ্ঞান থেকে রত্ন প্রাপ্ত হয়, এবং যোগের দ্বারা আমরা চির-সুস্থ থাকতে পারি। এটা হল জ্ঞান এবং যোগের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা, যার দ্বারা পুনরায় বৈকুণ্ঠে বড় বড় ভবন তৈরি হয়। এখন আমরা এই

সমস্ত জ্ঞান রপ্ত করেছি। তোমরা জেনে গেছো যে, এখন তোমরাই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছো। তোমাদের এই দেহের সাথে কোনো মমত্ব যেন না থাকে। তুমি আত্মা এই শরীরকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়ে নতুন শরীর ধারণ করবে, সেখানেও এই বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান থাকবে যে, একটি পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নেওয়া হবে। সেখানে কোন দুঃখ বা শোক আদি থাকবে না। নতুন শরীর নিলে তো ভালই হয়। বাবা আমাদেরকে একইরকম তৈরি করছেন, যেরকম কল্পের আগেও তৈরি করেছিলেন। আমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা তৈরি হচ্ছে। একইরকমভাবে কল্পপূর্বেও যেমন অনেক ধর্ম ছিল, এখনও তেমনই আছে। গীতাতে এসব কিছুই লেখা নেই। বলা হয় যে, ব্রহ্মার দ্বারাই আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল। অনেক ধর্মের বিনাশ কিভাবে হয় সেটাও তোমরা এখন বুঝে গেছো। এখন স্থাপনার কার্য চলছে। বাবা আসেন তখনই, যখন দেবী-দেবতা ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পেয়ে যায়। পুনরায় পরম্পরা কিভাবে চলবে? এ তো খুবই সহজ বিষয়। বিনাশ কিসের হয়েছিল? অনেক ধর্মের। তো এখন অনেক ধর্ম আছে, তাইনা! এই সময় হল অন্তিম সময়। এই সমস্ত জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধির মধ্যে থাকা চাই। এরকম তো নয় যে, শিববাবাই সবকিছু বোঝাচ্ছেন; এই বাবা কি কিছুই বলছেন না? ঐনারও পার্ট আছে। শ্রীমৎ ব্রহ্মার গাওয়া হয়, কৃষ্ণের জন্য তো শ্রীমৎ বলা হয় না। সেখানে তো সবকিছুই সুন্দর হয়। সেখানে তো তাঁর মতের কোন প্রয়োজনই নেই। এখানে তো তোমরা ব্রহ্মা বাবারও মত প্রাপ্ত করছো। সেখানে তো যেমন রাজা-রানী, তেমনই প্রজা, সকলেরই শ্রেষ্ঠ মত হবে। নিশ্চয়ই পূর্বে কেউ তাদের এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। দেবতারাই হলেন শ্রীমতাবলম্বী। শ্রীমতের দ্বারাই স্বর্গ রচনা হয়। অসুরের মত থেকে নরক রচিত হয়। শ্রীমৎ হলো শিবের। এসমস্ত কথা সহজেই বোধগম্য হয়। শিববাবার এইসব হলো দোকান। আমরা বাচ্চারা সেগুলিকে পরিচালনা করি। যে বাচ্চা ভালোভাবে দোকানকে পরিচালনা করে তার নাম হয়। যে রকম ভাবে লৌকিক দোকানের ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু সেই ব্যবসা তো কোন ধনী ব্যক্তিই করতে পারে। ব্যবসা তো সবাই করতে পারে। ছোট বাচ্চাও জ্ঞান আর যোগের ব্যবসা করতে পারে। শান্তি আর সুখধাম, ব্যস, বুদ্ধিতে এগুলি স্মরণ করতে হবে। তারা তো রাম রাম বলে। এখানে চুপ থেকে স্মরণ করতে হয়। কিছু বলতে হয়না। শিবপুরী, বিষ্ণুপুরী হল খুব সহজ কথা। সুইট হোম, সুইট রাজধানী স্মরণে আছে? তারা তো স্থূল মন্ত্র প্রদান করে। এখানে হল সূক্ষ্ম মন্ত্র। অতি সূক্ষ্ম স্মরণ। কেবলমাত্র এই স্মরণ করলেই আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবো। যপ আদি কিছু করতে হয় না। কেবলমাত্র স্মরণ করতে হয়। শব্দ কিছু করতে হয় না। গুপ্ত বাবার থেকে গুপ্ত আশীর্বাদ চুপ থেকে অন্তর্মুখী হলে তবেই আমরা প্রাপ্ত করতে পারি। এইরকমই স্মরণে থাকাকালীন শরীর ছেড়ে দিলে তো খুবই ভালো ব্যাপার। কোনো পরিশ্রম হয় না। যাদের স্মরণ হয় না তারা অভ্যাস করো। সবাইকে বলো যে বাবা বলেছেন, "আমাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্তিম কালে যেমন মতি, সেটাই গতি হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয় আর আমি স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। বুদ্ধিযোগ শিববাবার সাথে লাগানো তো খুব সহজ। এখানে তো সব প্রকারের সত্যকতা অবলম্বন করতে হয়। যদি তুমি সম্পূর্ণ পবিত্র (সত্যপ্রধান) হতে চাও, তবে তোমাদের ব্যবহার অত্যন্ত পবিত্র এবং তোমার শব্দ এবং সবকিছুই পবিত্র হতে হবে। তার মানে এটাই হলো যে নিজের সাথে নিজে কথা বলা। যখন তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবে তুমি অবশ্যই ভালোবাসার সঙ্গে কথা বলো। একটি গান আছে না, "ও প্রীতম, সর্বদা অমূল্য শব্দই বলো...."

তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। আত্মা হলো রূপ। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাই তিনি অবশ্যই এসে জ্ঞান শোনাবেন। তিনি বলেন যে, আমি একবারই এসে শরীর ধারণ করি। এটা কম জাদু নয়। বাবাও হলেন রূপ বসন্ত। কিন্তু নিরাকার তো কথা বলতে পারে না। এইজন্য শরীর ধারণ করতে হয়। কিন্তু তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। আত্মারা তো পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তোমরা বাচ্চারা বাবার ওপর সমর্পিত হয়ে যাও। তাই বাবা বলেন যে, পুনরায় কারো সাথে মমত্ব রেখো না। নিজের বলে কিছু মনে করো না। মমত্ব সমাপ্ত করার জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন। প্রতি কদমে বাবার সঙ্গে রায় নিতে হবে। মায়া এইরকমই আছে, যে আঘাত করে। এটা একদম বস্ত্রিয়ার মত। অনেক আঘাত খেয়েও পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। লিখতে থাকে বাবা মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দিয়েছে, মুখ কালো করে দিয়েছে। যেন মনে হয় চারতলা থেকে পড়ে গেছি। ক্রোধ করলে তো তিনতলা থেকে পড়ে যাবে। এটা হল অনেক বোঝার বিষয়। এখন দেখো, বাচ্চারা টেপ-রেকর্ডিং মেশিনের জন্য প্রার্থনা করে। বাবা টেপ-রেকর্ডিং মেশিন দাও, তাহলে আমরা ভালোভাবে মুরলী শুনতে পাবো। এটারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেকে শুনলে তো অনেকেরই বুদ্ধির দরজা খুলে যাবে। অনেকের কল্যাণ হবে। যখন কোনো ব্যক্তি কলেজ খোলে, তো পরবর্তী জন্মে তার অনেক বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন, টেপ-রেকর্ডার মেশিন ক্রয় করো, তো অনেকেই এর থেকে লাভান্বিত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

**\*১)\*** সতোপ্রধান হওয়ার জন্য নিজের উপর খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজের খাদ্য-পানীয়, বাণী এবং ব্যবহার সবকিছুতেই পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। বাবার সমান রূপ-বসন্ত হতে হবে।

**\*২)\*** অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খনি থেকে নিজের বুদ্ধিরূপী পাত্রকে ভরপুর করে অপার খুশিতে থাকতে হবে আর অন্যদেরকেও এই রত্নের দান দিতে হবে।

**\*বরদান:-\*** মন বুদ্ধিকে আদেশ অনুসারে বিধিপূর্বক কার্যে প্রয়োগ করে নিরন্তর যোগী ভব\*  
নিরন্তর যোগী অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী হওয়ার বিশেষ সাধন হলো মন আর বুদ্ধি। মন্ত্রই হল \*মন্মনাভব\*-র। যোগকে বুদ্ধিযোগ বলা হয়। তাই যদি এই বিশেষ আধার স্তম্ভ, নিজের অধিকারে থাকে অর্থাৎ আদেশ প্রমাণ বিধিপূর্বক কার্য করে। যে সংকল্প যখন করতে চাও, তখনই সেই সংকল্প করতে পারো, যেখানে বুদ্ধিকে লাগাতে চাও, সেখানেই লাগাতে পারো। বুদ্ধি রাজাকে ভ্রাম্যমান করবে না। বিধিপূর্বক কার্য করো, তো বলবে নিরন্তর যোগী।

**\*শ্লোগান:-\*** মাস্টার বিশ্ব শিক্ষক হও, সময়কে শিক্ষক বানিও না।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের যাত্রায় অমনোযোগী হযো না, স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে, বাবা এসেছেন সেবার দ্বারা সমস্ত আত্মাদের পরিশুদ্ধ করতে"\*

\*প্রশ্নঃ - কোন্ সচেতনতা বজায় থাকলে খাদ্য-পানীয়(ভোজন) সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে যাবে?\*

\*উত্তরঃ - যদি স্মৃতিতে থাকে যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি সত্যথন্ডে যাওয়ার জন্য বা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য, তবেই খাদ্য-পানীয় সব শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ দেবতারা কখনও অশুদ্ধ জিনিস খায় না। যখন আমরা সত্য-পিতার কাছে, এসেছি সত্যথন্ডে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য, তখন পতিত হতে পারি না।\*

\*ওম্ শান্তি।\* আধ্যাত্মিক পিতা আধ্যাত্মিক সন্তানদের প্রশ্ন করেন -- বাছা, তোমরা যখন বসো, তখন কাকে স্মরণ করো ? নিজেদের অসীম জগতের পিতাকে। তিনি কোথায় ? তাঁকে আহ্বান করা হয়, তাই না -- হে পতিত-পাবন! আজকাল সন্ন্যাসীরাও বলে যে -- পতিত-পাবন সীতারাম অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র পরিনত করেন যিনি সেই রাম এসো। এ তো বাচ্চারা জানে যে, পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে, পতিত দুনিয়া কলিযুগকে বলা হয়। এখন তোমরা কোথায় বসে রয়েছ ? কলিযুগের শেষে সেইজন্য (বাবাকে) আহ্বান করা হয় যে -- বাবা এসে আমাদের পবিত্র কর। আমরা কে ? আত্মা। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে। আত্মা যখন পবিত্র হয় তখন শরীরও পবিত্র হয়ে যায়। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাওয়া যায়। এই শরীর তো মাটির পুতুল। আত্মা অবিনাশী। আত্মা এইসমস্ত কর্মেন্দ্রিয়র মাধ্যমে কথা বলে, আহ্বান করে -- আত্মা অত্যন্ত পতিত হয়ে গেছে, আমাদের এসে পবিত্র কর। বাবা পবিত্র বানায়। ৫ বিকার-রূপী রাবণ পতিত করে দেয়। বাবা এখন স্মরণ করিয়েছেন যে -- আমরা পবিত্র ছিলাম পুনরায় এভাবে ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করতে করতে এখন অন্তিম জন্মে রয়েছি। বাবা বলেন, মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী এই যে বৃক্ষ আমি এর বীজ-স্বরূপ। আমাকে আহ্বান করা হয় -- হে পরমপিতা পরমাত্মা, ও গডফাদার, আমাকে মুক্ত কর। প্রত্যেকেই নিজ উদ্দেশ্য বলে, আমাকে মুক্ত কর এবং পান্ডা হয়ে শান্তিধাম অর্থাৎ ঘরে নিয়ে চলো। সন্ন্যাসী ইত্যাদিরাও বলে যে, স্থায়ী শান্তি কীভাবে প্রাপ্ত হবে ? এখন শান্তিধাম হলো ঘর, যেখান থেকে আত্মারা নিজ ভূমিকা পালন করতে আসে। ওখানে শুধু আত্মারাই থাকে শরীর থাকে না। আত্মারা নগ্ন অর্থাৎ শরীর ব্যতীত থাকে। নগ্ন অর্থ এটা নয় যে বিনা পোশাকে থাকা। না, শরীর ব্যতীত আত্মা নগ্ন(অশরীরী) থাকে। বাবা বলেন -- বাছা! তোমরা আত্মারা ওখানে মূললোকে (পরমধাম) শরীর ব্যতীত থাকো, একে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়।

বাচ্চাদের সিঁড়ির চিত্রের উপর বোঝান হয়েছে যে -- সিঁড়িতে কীভাবে আমরা অধঃপতনে গেছি। সর্বাধিক ৮৪ জন্ম লেগেছে। কেউ আবার এক জন্মও নেয়। আত্মারা উপর থেকে আসতেই থাকে। এখন বাবা বলেন, আমি এসেছি পবিত্র বানাতে। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবা তোমাদের পড়ান। শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা আর ব্রহ্মাকে আদিদেব বলা হয়। এই দাদার মধ্যে বাবা কীভাবে আসেন, একথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। আমাকে আহ্বানও করা হয় -- হে পতিত-পাবন এসো। আত্মারা এই শরীরের মাধ্যমে আহ্বান করে। মুখ্য হলো আত্মা, তাই না। এ হলো দুঃখধাম। এখানে কলিযুগে দেখ বসে বসেই হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যায়, ওখানে এমন কোন রোগই হয় না। নামই হলো স্বর্গ। কত সুন্দর নাম। বললেই মন খুশীতে ভরে ওঠে। খ্রিস্টানরাও বলে ক্রাইস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল। এখানে ভারতবাসীদের তো কিছুই জানা নেই। কারণ তারা প্রচুর সুখ দেখেছে আবার দুঃখও প্রচুর দেখেছে। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এদেরই ৮৪ জন্ম হয়। আধাকল্প পরে আবার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে। এখন তোমরা জানো যে, আধাকল্প যেমন দেবী-দেবতারা ছিল তখন আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। পুনরায় ত্রেতায় যখন রাম আসে তখনও ইসলামী-বৌদ্ধীরা ছিল না। মানুষ সম্পূর্ণ গভীর অন্ধকারে রয়েছে। তারা বলে দুনিয়ার আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর, তাই মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, মনে করে কলিযুগ এখনও ছোট বাচ্চা (সবে শুরু হয়েছে)। তোমরা এখন জানো যে, কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে এখন সত্যযুগের আগমন ঘটবে তাই তোমরা এসেছ বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার (বর্সা) নিতে। তোমরা সকলেই স্বর্গবাসী ছিলে। বাবা আসেনই স্বর্গ স্থাপন করতে। তোমরাই স্বর্গে আসো, বাকিরা শান্তিধামে অর্থাৎ ঘরে চলে যায়। ওটা হলো সুইট হোম, আত্মারা ওখানে বসবাস করে। পুনরায় এখানে এসে অভিনেতা (পার্টধারী) হয়। শরীর ব্যতীত আত্মা কথা বলতেও পারে না। ওখানে শরীর না থাকার কারণে আত্মারা শান্তিতে থাকে। পুনরায় আধাকল্প দেবী-দেবতারা থাকে, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় পুনরায় দ্বাপর-কলিযুগে হয় মানুষ। দেবতাদের রাজ্য ছিল কিন্তু এখন তা কোথায় গেছে ? কেউ জানে না। এই জ্ঞান এখনই তোমরা বাবার কাছ

থেকে পাও। আর কোনো মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান থাকে না। বাবা-ই এসে মানবকে এই জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হয়। তোমরা এখানে এসেছই মানুষ থেকে দেবতা হতে। দেবতাদের খাদ্য-পানীয় কখনো অশুদ্ধ হয় না, ওঁনারা কখনো বিড়ি ইত্যাদি খান না। এখানকার পতিত মানুষদের কথা আর জিজ্ঞাসা কোরোনা -- কী-কী সব খায়। এখন বাবা বোঝান, এই ভারত প্রথমে সত্যখন্ড ছিল। অবশ্যই তা সত্য পিতাই স্থাপন করেছিলেন। বাবাকেই টুথ বলা হয়। বাবা-ই বলেন, আমিই এই ভারতকে সত্যখন্ডে পরিণত করি। তোমরা সত্যিকারের দেবতা কীভাবে হবে তাও তোমাদের শেখাই। কত বাচ্চারা এখানে আসে এসব বাড়ী-ঘর বানাতে হয়। তা শেষপর্যন্ত তৈরী হতেই থাকবে, অনেক তৈরী করা হবে। বাড়ী ক্রয়ও করে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা কার্য করেন। ব্রহ্মা হলেন শ্যামবর্ণ, কারণ এ অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, তাই না। এই ব্রহ্মাই পুনরায় গৌরবর্ণের হবে। কৃষ্ণের চিত্রও তো গৌরবর্ণের এবং শ্যামবর্ণের হয়, তাই না। মিউজিয়ামে বড়-বড় সুন্দর চিত্র রয়েছে, যার উপর তোমরা যেকোন কাউকে ভালভাবে বোঝাতে পারো। এখানে বাবা মিউজিয়াম তৈরী করেন না, একে বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স। তোমরা জানো, আমরা শান্তিধাম, নিজেদের ঘরে যাই। আমরা ওখানকার বাসিন্দা পুনরায় এখানে এসে শরীর ধারণ করে নিজ ভূমিকা পালন করি। সর্বপ্রথমে বাচ্চাদের এই নিশ্চয় হওয়া উচিত যে, এই পড়া কোনো সাধু-সন্ত পড়ায় না। ইনি(দাদা) তো সিন্ধুপ্রদেশ-নিবাসী ছিলেন। এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে যিনি বলেন -- তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনাকে কেউ জানেই না। তারা বলেও গডফাদার। কিন্তু বলে দেয় যে, ওঁনার নাম-রূপই নেই। তিনি নিরাকারী, ওঁনার কোন আকার নেই। পুনরায় বলে, তিনি সর্বব্যাপী। আরে, পরমাত্মা কোথায় ? তখন বলবে, তিনি সর্বব্যাপী, সকলের মধ্যেই বিরাজমান। আরে, প্রত্যেকের মধ্যেই তো আত্মা বসে রয়েছে, সকলেই ভাই-ভাই, তাই না। তাহলে ঘটে-ঘটে (প্রতিটি আত্মায়) পরমাত্মা কোথা থেকে আসে ? এমন বলা যাবে না যে, পরমাত্মাও রয়েছে আর আত্মাও রয়েছে। পরমাত্মা বাবাকে বলা হয়। বাবা, তুমি এসে আমাদের মতন পতিতদের পবিত্র কর। আমাকে তোমরা ডাকো, এই কাজ, এই সেবা করাবার জন্য। আমাদের সকলকে এসে শুদ্ধ কর। পতিত দুনিয়ায় নিমন্ত্রণ কর, তোমরা বল যে, বাবা আমরা পতিত। বাবা তো পবিত্র দুনিয়া দেখেই না। পতিত দুনিয়াতেই তোমাদের সেবা করার জন্য আসে। এখন এই রাবণ-রাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হবে। বাকি তোমরা যারা রাজযোগ শেখো তারা গিয়ে রাজার রাজা হবে। তোমাদের অগণিতবার পড়িয়েছি, পুনরায় ৫ হাজার বছর পর তোমাদেরকেই পড়াব। সত্যযুগ-ত্রৈতার রাজধানী এখন স্থাপিত হচ্ছে। প্রথমে হলো ব্রাহ্মণকুল। প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়, তাই না, যাকে অ্যাডম বা আদিদেব বলা হয়। তা কারোরই জানা নেই। অনেকেই আছে যারা এখানে এসে শুনে পুনরায় মায়ার অধীন হয়ে যায়। পুণ্যাত্মা হতে-হতে পাপাত্মা হয়ে পড়ে। মায়ী অত্যন্ত প্রবল। সকলকে পাপাত্মায় পরিণত করে। এখানে কোন পবিত্র আত্মা, পুণ্যাত্মা থাকে না। দেবী-দেবতারাই ছিল পবিত্র আত্মা, এখন সকলেই পতিত হয়ে গেছে তবেই তো বাবাকে ডাকে। এখন হলো রাবণ-রাজ্য পতিত দুনিয়া, একে বলে কাঁটার জঙ্গল। সত্যযুগকে বলা হয় ফুলের বাগিচা। মোগল-গার্ডেনে কত ফার্স্টক্লাস সুন্দর-সুন্দর ফুল হয়। আবার আকন্দ ফুলও পাওয়া যাবে কিন্তু এর অর্থ কেউই জানেনা যে, শিবের (মাথায়) উপরে আকন্দ ফুল কেন দেয় ? এ'কথাও বাবা বসে বোঝান। আমি যখন পড়াই তখন তারমধ্যে কেউ ফার্স্টক্লাস জুঁইফুল, কেউবা রতনজ্যোতি, কেউ আবার আকন্দও হয়। নশ্বরের ক্রমানুসারেই তো হয়, তাই না। তাই একে বলাই হয় দুঃখধাম, মৃত্যুলোক। সত্যযুগ হলো অমরলোক। এই কথা কোন শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্র তো এই দাদাও পড়েছে, বাবা শাস্ত্র পড়াবেন না। বাবা স্বয়ং সঙ্গতিদাতা। কখনো তিনি গীতার কথা বোঝান। সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি গীতা ভগবানের কথা কিন্তু ভগবান কাকে বলা হয়, তা ভারতবাসীদের জানা নেই। বাবা বলেন, আমি নিষ্কাম সেবা করি। তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিই, আমি হই না। স্বর্গে তোমরা আমাকে স্মরণ কর না। দুঃখে সকলেই স্মরণ করে, সুখে কেউ-ই করে না। একে দুঃখ-সুখের খেলা বলা হয়। স্বর্গে আর কোন অন্য ধর্মই থাকেই না। ওসব(ধর্ম) আসেই পরে। তোমরা জানো, এখন এই পুরানো দুনিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তুফান অতি প্রবলভাবে আসবে। সব শেষ হয়ে যাবে।

এখন বাবা এসে অবোধ-কে বিচক্ষণ বানান। বাবা কত ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, সেসব কোথায় গেছে ? এখন কেমন দেউলিয়া হয়ে গেছে। ভারত, যা সোনার পখী (ঐশ্বর্যশালী) ছিল, তা এখন কী হয়ে গেছে ? এখন পুনরায় পতিত-পাবন পিতা এসেছেন রাজযোগ শেখানোর জন্য। ওটা ছিল হঠযোগ, এটা হলো রাজযোগ। এই রাজযোগ দুটোর জন্যই, ওই হঠযোগ শুধুমাত্র পুরুষরাই শেখে। এখন বাবা বলেন, পুরুষার্থ কর, বিশ্বের মালিক হয়ে দেখাও। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো এখন অবশ্যই হবে, এছাড়া সময় এখন অতি অল্প, এই যুদ্ধই অন্তিম যুদ্ধ। এই যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন তা আর থামতে পারবে না। এই লড়াই শুরুই হবে তখন, যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে আর স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। বাবা পুনরায় এও বলেন যে, স্মরণে যাত্রায় অমনোযোগী হয়ো না, এতেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। \*আচ্ছা!\*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর

আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* বাবার কাছে ভালভাবে পড়াশোনা করে ফার্স্টক্লাস ফুল হতে হবে, কাঁটার এই জঙ্গলকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করতে বাবাকে পুরোপুরি সাহায্য করতে হবে।

\*২)\* কর্মজীবিত অবস্থা প্রাপ্ত করতে বা স্বর্গে উচ্চপদাধিকার লাভ করার জন্যে স্মরণের যাত্রায় তৎপর হতে হবে, অমনোযোগী হবে না।

**\*বরদান:-\*** এক স্থানে স্থিত হয়ে অনেক আত্মাদের প্রতি সেবা প্রদানকারী লাইট-মাইটসম্পন্ন ভব\*

\*ব্যাখা :-\* যেমন লাইট-হাউস এক স্থানে স্থিত হয়ে দূর-দূরান্তে সেবা করে। তেমনই তোমরা সকলেই এক স্থানে স্থির থেকেও অনেকের সেবার প্রতি নিমিত্ত হতে পারো এতে শুধু লাইট-মাইট দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। মন-বুদ্ধি সদা যেন ব্যর্থ চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে, 'মন্বনাভব'-মন্ত্রের সহজ স্বরূপ যাতে হয় -- মন যেন শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা, শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আর শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন সম্পন্ন হয়, তবেই এই সেবা সহজে করতে পারবে। এটাই মম্মা সেবা।

**\*স্লোগান:-\*** এখন তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মারা শক্তিশালী (মাইট) হও আর অন্য আত্মাদেরকে মাইক বানাও।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাহায্যকারী হয়ে এই আয়রন এজড পাহাড়কে গোল্ডেন এজড পাহাড় করে তুলতে হবে, পুরুষার্থ করে নূতন দুনিয়ার জন্য ফার্স্টক্লাস্ট সীট রিজার্ভ (সংরক্ষণ) করতে হবে"\*

\*প্রশ্ন:- বাবার দায়িত্ব-কর্তব্য কি? কোন্ দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সঙ্গমে বাবাকে আসতে হয়?\*

\*উত্তর:- রোগগ্রস্ত আর দুঃখী বাচ্চাদের সুখী করে তোলা, মায়ার ফাঁদ থেকে বের করে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুখ দেওয়া - এটা হল বাবার দায়িত্ব-কর্তব্য, যেটা সঙ্গমেই বাবা সম্পন্ন করেন। বাবা বলেন- আমি এসেছি তোমাদের সকলের জন্য সমস্ত অসুস্থতা নিরাময় করতে, সকলের উপর কৃপা করতে। এখন পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের জন্য নিজের উচ্চ সৌভাগ্য তৈরী করে নাও।\*

\*গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই\*

\*ওম্ শান্তি ।\* ভোলানাথ শিব ভগবানুবাচ- ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা বাবা বলেন- এটা হল ভ্যারাইটি বিভিন্ন ধর্মের মনুষ্য সৃষ্টি বৃক্ষ । এই কল্প বৃক্ষ বা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য আমি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছি। গীতেও এর মহিমা আছে। শিববাবার জন্ম হলো এখানে। বাবা বলেন, আমি এসেছি ভারতে। মানুষ এটা জানে না যে, শিববাবা কখন অবতরিত হয়েছিলেন ? কারণ গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। দ্বাপরের তো কথাই নেই। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমি এসে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলাম। এই বৃক্ষের দ্বারা সকলকে বোধগম্য হয়ে যায়। বৃক্ষকে ভালো করে দেখো। সত্যযুগে বরাবরই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, ত্রেতাতে রাম-সীতার। বাবা আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলেন। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে- বাবা আমরা কখন মায়ার ফাঁদে পড়ি ? বাবা বলেন দ্বাপর থেকে। নশ্বর অনুযায়ী আবার দ্বিতীয় ধর্ম আসে। তাই হিসেব কষলে বুঝতে পারা যাবে যে এই দুনিয়াতে আমরা সকলে আবার কবে আসবো ? শিববাবা বলেন, আমি ৫ হাজার বছর পরে এসেছি, সঙ্গমে নিজের কর্তব্য পালন করতে। যে কোনো মানুষ মাত্রই সকলেই হলো দুঃখী, তার মধ্যেও বিশেষ করে ভারতবাসী। ড্রামা অনুসারে ভারতকেই আমি সুখী করি। বাবার কর্তব্য হলো বাচ্চারা অসুস্থ হলে তাদের ওষুধ যোগানো। এটা অনেক বড় অসুখ। \*সমস্ত রোগের মূল হলো এই ৫ বিকার\*। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে কবে থেকে শুরু হয়েছে? দ্বাপর থেকে। রাবণের কথা বোঝাতে হয়। রাবণের দেখা কেউ পায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। বাবাকেও বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়। আত্মা, মন বুদ্ধি সহ হয়। আত্মা জানে যে, আমাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। দুঃখ- সুখ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আত্মা আসে। শরীর যখন থাকে তো আত্মার দুঃখ হয়। এরকম বলা হয় না যে আমি পরমাত্মাকে দুঃখী করো না। বাবাও বোঝান যে, আমারও পার্ট আছে, প্রতি কল্পে সঙ্গমে এসে আমি ভূমিকা পালন করি। যে বাচ্চাদের আমি সুখের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম, তারা দুঃখী হয়ে পড়েছে, সেইজন্য ড্রামা অনুসারে আবার আমাকে আসতে হয়। এছাড়া কচ্ছপ- মৎস অবতার এমন ব্যাপার হয়ই না। বলে পরশুরাম কুঠার নিয়ে ক্ষত্রিয়কে মেরেছিল । এই সব হলো মুখের কথা। তাই এখন বাবা বোঝাচ্ছেন আমাকে স্মরণ করো।

এই হলো জগত অশ্বা আর জগত পিতা। মাদার আর ফাদার কান্ডি বলা হয়, তাই না ! ভারতবাসী স্মরণও করে - তুমি মাতা-পিতা... তোমার কৃপায় গহন সুখ প্রাপ্ত হয়। তবুও যে যতো পুরুষার্থ করবে। যেরকম বায়োস্কোপে যায়, কেউ কেউ ফার্স্টক্লাসের রিজার্ভেশন করায় ! বাবাও বলেন, চাইলে সূর্যবংশী, চাইলে চন্দ্রবংশীতে সীট রিজার্ভ করাও, যে যতো পুরুষার্থ করবে তেমনই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তাই সমস্ত রোগের উপশম করতে বাবা এসেছেন। রাবণ সবাইকে দুঃখ দিয়েছে। কোনো মানুষই, মানুষের গতি- সন্নতি করতে পারে না। এটা হলোই কলিযুগের শেষ। গুরুরা শরীর ছাড়লে আবার এখানেই পুনর্জন্ম নেয়। তাই আবার তারা অন্যের কি সন্নতি করবে! এতো সব অনেক গুরু মিলিত ভাবে কি পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করে তুলবে ? গোবর্ধন পর্বত বলে না ! এই মাতা-রা এই আয়রন এজড পাহাড়কে গোল্ডেন এজড করে তোলে। গোবর্ধনের আবার পূজাও করে, সেটা হলো তত্ত্ব পূজা। সন্ন্যাসীও ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে স্মরণ করে। মনে করে সেটাই হলো পরমাত্মা, ব্রহ্ম হলো ভগবান। বাবা বলেন, এটা তো হলো ভ্রান্ত ধারণা। ব্রহ্মান্দে তো আত্মারা ডিমের আকৃতিতে থাকে, নিরাকারী বৃক্ষও দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের নিজের নিজের সেকশন (ভাগ) আছে। এই বৃক্ষের ফাউন্ডেশন হল ভারতের সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী কুল। আবার বুদ্ধি হতে থাকে। মুখ্য হলো ৪ টি ধর্ম। তাই হিসেব করা উচিত- কোন্ কোন্ ধর্ম কখন আসে। যেমন গুরুনানক ৫ হাজার বছর পূর্বে এসেছিলেন। এমন তো নয় যে শিখরা ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করে। বাবা বলেন, ৮৪ জন্ম শুধুমাত্র তোমাদের অর্থাৎ অলরাউন্ডার ব্রাহ্মণদের। বাবা বুঝিয়েছেন

যে, তোমাদেরই হলো অলরাউন্ডার ভূমিকা। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তোমরা হও। যারা দেবী-দেবতা হয় তারাই সমস্ত চক্রে আবর্তিত হয়।

বাবা বলেন, তোমরা বেদ-শাস্ত্র তো অনেক শুনেছো। এখন এটা শোনো আর বিচার করো যে, শাস্ত্র রাইট না গুরুরা রাইট নাকি বাবা যেটা শোনান সেটা রাইট ? বাবাকে বলে টুথ(সত্য)। আমি তোমাদের প্রকৃত সত্যি বলছি - যাতে সত্যযুগ তৈরী হয়ে যাবে। আর দ্বাপর থেকে শুরু করে তোমরা মিথ্যা শুনে আসছো তো ওতে নরক তৈরী হয়ে আছে।

বাবা বলেন- আমি তোমাদের গোলাম, ভক্তি মার্গে তোমরা গেয়ে এসেছো- আমি গোলাম, আমি তোমার গোলাম...এখন আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করতে এসেছি। বাবাকে নিরাকারী, নিরহঙ্কারী বলে প্রশস্ত গাওয়া হয়। তাই বাবা বলেন, আমার দায়িত্ব হলো বাচ্চারা, তোমাদের সর্বদা সুখী করা। একটি গানও আছে 'ঈশ্বরের আসা-যাওয়াতে তাঁর খেলা ব্যক্ত হয়' - এছাড়া ডমরু ইত্যাদি বাজানোর কোনো ব্যাপার নেই। এটা তো আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত সংবাদ শোনায়। বাবা বলেন তোমরা সব বাচ্চারাই হলে অ্যাক্টর্স, আমি এই সময় করিয়ে নিই অর্থাৎ করনকরাবনহার। আমি এর (ব্রহ্মা) দ্বারা স্থাপনা করাই। এছাড়া গীতাতোই যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সবের তো অস্তিত্বই নেই। এখন তো প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার যে না! বাচ্চাদের এই সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগ শেখাই, যোগ-যুক্ত করি। বলে না যে, যোগ যুক্ত করায়, ঝুলি ভর্তি করে দেয়, রোগমুক্ত করে দেয়....। গীতারও সম্পূর্ণ অর্থ বাবা-ই বোঝান। যোগ শেখাই আর শেখাবোও। বাচ্চারা যোগ শিখে আবার অপরকেও শেখায়। বলে যোগ দ্বারা আমাদের জ্যোতি প্রজ্জ্বলনকারী.. এরকম গানও কোনো ঘরে বসে শুনলে সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে ঘুরবে। বাবার স্মরণে উত্তরাধিকারেরও নেশা উঠবে। শুধুমাত্র পরমাত্মা বা ভগবান বললেই মুখ মিষ্টি হয় না। বাবা মানেই উত্তরাধিকার।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার থেকে আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনে আবার অপরকে শোনাও, একেই শঙ্খধ্বনি বলা হয়। তোমাদের হাতে কোনো পুস্তক ইত্যাদি থাকে না। বাচ্চাদের শুধুমাত্র ধারণা করতে হয়। তোমরা হলে সত্যিকারের আত্মা রূপী ব্রাহ্মণ, আত্মাদের পিতার সন্তান। সত্যিকারের গীতার দ্বারা ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। সেখানে তো শুধু বসে কথা তৈরী হয়েছে। তোমরা সকলে হলে পার্বতী, তোমাদের এই অমর কথা শোনাচ্ছি। তোমরা সকলে হলে দ্রৌপদী। সেখানে (সত্য, ত্রেতায) কেউ নগ্ন হয় না। বলে, তবে বাচ্চা কীভাবে জন্মাবে! তোমরা যুক্তি দিয়ে বোঝাবে। এটা তো (ধ্রুপদীর কাহিনী ইত্যাদি) হলো শাস্ত্রের কথা ! আর সেটা হলোই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এটা হলো বিকারী দুনিয়া। আমি জানি ড্রামা অনুসারে মায়া আবার তোমাদের দুঃখী করবে। আমি প্রতি কল্পে নিজের দায়িত্ব পালন করতে আসি। তোমরা জানো যে, পূর্ব কল্পে যারা হারিয়ে গিয়েছিলো তারাই এসে নিজেদের উত্তরাধিকার নেবে। প্রতিকূলতাও দেখা যায়। এটা হলো সেই মহাভারত লড়াই। তোমাদের আবার দেবী-দেবতা বা স্বর্গের মালিক হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এর মধ্যে স্থূল লড়াই এর কোনো ব্যাপার নেই। না তো অসুর আর দেবতাদের লড়াই হয়েছে। সেখানে তো মায়াই নেই যে লড়াই করাবে। অর্ধ-কল্প না কোনো লড়াই, না কোনোই রোগ, না দুঃখ-অশান্তি। আরে, ওখানে তো সমস্ত রকমের সুখ, বাহার আর বাহার থাকে, অর্থাৎ চির বসন্ত। হাসপিটাল থাকে না, এছাড়া স্কুলে তো পড়তে হয়। এখন তোমরা প্রত্যেকে এখান থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে যাও। মানুষ পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। এর উপর গল্পও আছে- কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কার খাও ? তো বলে আমি নিজের ভাগ্যে খাই। সেটা হলো পার্থিব ভাগ্য। এখন তোমরা নিজেদের অসীম জগতের ভাগ্য তৈরী করো। তোমরা এমন ভাগ্য তৈরী করো যা ২১জন্য আবার নিজের থেকেই রাজ্য ভাগ্য ভোগ করো। এটা হলো অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার, এখন তোমরা বাচ্চারা এই কন্ড্রাস্ট ভালো ভাবে জানো, ভারত কতো সুখী ছিলো। এখন কি হাল হয়েছে! যারা পূর্ব-কল্পে রাজ্য-ভাগ্য নিয়েছিলো তারাই এখন নেবে। এরকমও নয় যে ড্রামাতে যা হবে সেটা প্রাপ্ত হবে, তবে তো থিডেয় মরে যাবে। ড্রামার এই রহস্য সম্পূর্ণ বোঝাতে হবে। শাস্ত্রে কেউ কতো আয়ু, কেউ কতো লিখে দিয়েছে। অনেক প্রকারের মত-মতান্তর আছে। কেউ আবার বলে আমি তো সর্বদা সুখীই আছি। আরে, তোমরা কখনো রোগগ্রস্ত হও না ? তারা তো বলে রোগ ইত্যাদি তো শরীরের হয়, আত্মা হলো নির্লেপ। আরে, ব্যথা ইত্যাদি লাগলে তো দুঃখ আত্মারই তো হয় - এটা হলই বোঝার ব্যাপার। এটা হলো স্কুল, এখানে একজন টিচারই পড়ান। নলেজ একই। এইম-অবজেক্ট একই, নর থেকে নারায়ণ হওয়া। যারা পাশ করবে না তারা চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে। যখন দেবতারা ছিল ক্ষত্রিয় ছিলো না, যখন ক্ষত্রিয় ছিলো তো বৈশ্য ছিলো না, যখন বৈশ্য ছিলো শূদ্র ছিলো না। এই সব হল বোঝার ব্যাপার। মাতা-দের জন্যও খুব সহজ। একটাই পরীক্ষা। এমন মনে করো না যে দেরীতে আসে যারা তারা কীভাবে পড়বে। কিন্তু এখন তো নূতনরাও তীব্র গতিতে এগোচ্ছে। প্র্যাকটিক্যাল ভাবেই হচ্ছে। এছাড়া মায়া রাবণের কোনো রূপ নেই। তোমরা বলতে পারো অমুকের মধ্যে কামনার ভূত আছে, তবে রাবণের কোনো মূর্তি বা শরীর তো নেই।

আচ্ছা, সব কথার স্যাকারিন হলো "মন্মনাভব" । বলে আমাকে স্মরণ করলে এই যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা গাইড হয়ে আসেন। বাবা বলেন- বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের সামনে বসে পড়াচ্ছি। কল্প-কল্প নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছি। পারলৌকিক বাবা বলেন, আমি নিজের দায়িত্ব পালন করতে এসেছি- তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সহযোগিতায়। সহযোগিতা করলে তবে তো তোমরাও পদ প্রাপ্ত করবে। আমি কতো বড় বাবা। কতো বড় যজ্ঞ রচনা করেছি। ব্রহ্মার মুখবংশাবলী তোমরা অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা হলে ভাই-বোন। যখন ভাই-বোন হয়েছে তো স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বাবা বলেন, এই ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত কোরো না, পবিত্র থাকার অনেক যুক্তি আছে। মানুষ বলে, এটা হবে কীভাবে ? এরকম হতে পারে না, একসাথে থাকবে আর আগুণ লাগবে না! বাবা বলেন, গুণ তলোয়ার মাঝখানে থাকার কারণে কখনো আগুণ লাগতে পারে না। কিন্তু যখন দু'জনে মন্মনাভব থাকবে, শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করবে। মানুষ তো এই সব কথা কে না বোঝার কারণে গন্ডগোল করতে থাকে, এক্ষেত্রে গালিগালাজও খেতে হয়। কৃষ্ণকে কি আর কেউ গালি দিতে পারে ! কৃষ্ণ এমনিই এসে গেলে তো বিলেত ইত্যাদি থেকে একেবারে এরোপ্পেনে পালিয়ে আসবে, ভীড় জমে যাবে। ভারতে না জানি কি হয়ে যাবে।

আচ্ছা, আজ ভোগ আছে- এটা হলো শ্বশুরবাড়ী। সঙ্গমে দেখা হয়। কেউ-কেউ একে জাদু মনে করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই সাক্ষাৎকার কি ? ভক্তি মার্গে কীভাবে সাক্ষাৎকার হয়, এতে সন্দ্বিদ্ধ বুদ্ধি হতে নেই। এটা হলো একটা নিয়ম মাত্র । শিববাবার ভান্ডারা (ভাঁড়ার) বলে তাঁকে স্মরণ করে ভোগ নিবেদন করা উচিত। যোগে থাকা তো ভালোই। বাবার স্মরণে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* নিজেকে ব্রহ্মা মুখবংশাবলী মনে করে সুপরিপক্ক পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে। কখনো নিজের এই ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত কোরো না।

\*২)\* বাবা সম নিরাকারী, নিরহঙ্কারী হয়ে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। আত্মীক সেবায় তৎপর থাকতে হবে।

**\*বরদান:-\*** সেবার প্রবৃত্তিতে থেকে মাঝে মাঝেই একান্তবাসী হয়ে অন্তর্মুখী ভব\*  
সাইলেন্সের শক্তির প্রয়োগ করার জন্য অন্তর্মুখী এবং একান্তবাসী হওয়া আবশ্যিক । কোনো কোনো বাচ্চা বলে অন্তর্মুখী স্থিতির অনুভব করার বা একান্তবাসী হওয়ার সময়ই পায় না, কারণ সেবার প্রবৃত্তি, বাণীর শক্তির প্রবৃত্তি অনেক বেশী হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য একসাথে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা বের করার পরিবর্তে মাঝে মাঝে অল্প সময়ও বের করলে শক্তিশালী স্থিতি হয়ে যাবে ।

**\*শ্লোগান:-\*** ব্রাহ্মণ জীবনে যুদ্ধ করার পরিবর্তে আমোদে থাকলে মুশকিলও সহজ হয়ে যাবে।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা আছো এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে, এখানে থাকাকালীন তোমাদের নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে এবং আত্মাকে পবিত্র করতে হবে"\*

\*প্রশ্ন:- বাবা তোমাদের এমন কি বোধশক্তি দিয়েছেন যার দ্বারা বুদ্ধির তালা খুলে গেছে?\*

\*উত্তর:- বাবা এই অসীমের অনাদি ড্রামার এমন বোধ দিয়েছেন, যার দ্বারা বুদ্ধিতে যে গোধরেজের তালা ছিল তা খুলে গেছে। পাথরবুদ্ধি থেকে পরশ বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন এই ড্রামার প্রতিটি অভিনেতার নিজস্ব অনাদি পার্ট আছে, যে কল্প পূর্বে যতটুকু পড়া পড়েছে, এখনও ততটুকুই পড়বে। পুরুষার্থ করে নিজের উত্তরাধিকার নেবে।\*

\*ওম্ শান্তি।\* আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের পিতা বসে শেখাচ্ছেন। যবে পিতা হয়েছেন তবে থেকেই তিনি হলেন টিচার, এবং সদগুরু রূপে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই কথা তো বাচ্চারা বোঝে যে তিনি হলেন পিতা, টিচার ও সদগুরু, তিনি ছোট শিশু নন। উঁচুর থেকেও উঁচু, সব থেকে মহান তিনি। বাবা জানেন, এরা সবাই আমার আত্মিক সন্তান। ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী তাঁকে আহ্বান করেছে এসে আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। কিন্তু কিছু বোঝে না। এখন তোমরা বুঝেছ, পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে, পতিত দুনিয়া কলিযুগকে বলা হয়। তারা বলে এসে আমাদের রাবণের জেল থেকে মুক্ত করে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করে নিজের শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে চলো। দুটি নামই ভালো। মুক্তি-জীবনমুক্তি বা শান্তিধাম-সুখধাম। বাচ্চারা, তোমাদের ছাড়া আর কারো বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই যে শান্তিধাম কোথায়, সুখধাম কোথায়? মানুষ একেবারেই অবুঝ। তোমাদের মুখ্য লক্ষ্যই হল সুবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। কম বুদ্ধির মানুষের মুখ্য লক্ষ্যই থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো এমন বুদ্ধিমান হতে হবে। সবাইকে শেখাতে হবে - এই হল মুখ্য লক্ষ্য, মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। এটা হল-ই মনুষ্য সৃষ্টি, ওটা হল দেবতাদের সৃষ্টি। সত্যযুগে আছে দেবতাদের সৃষ্টি, অতএব মনুষ্য সৃষ্টি অবশ্যই কলিযুগে হবে। এখন মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। তার জন্য নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগও হবে। ওরা হল দেবতা, আর এখানে হল মানুষ। দেবতা বুদ্ধিমান হয়। বাবা-ই এমন বুদ্ধিমান বানান। বাবা যিনি হলেন বিশ্বের মালিক, যদিও তিনি মালিক হন না, তবুও গায়ন তো হয়, তাইনা। অসীম জগতের পিতা, অসীম সুখ প্রদান করেন। অসীম সুখ থাকে নতুন দুনিয়ায় এবং অসীম দুঃখ থাকে পুরানো দুনিয়ায়। দেবতাদের চিত্রও তোমাদের সামনে আছে। তাঁদের মহিমা গায়নও হয়। আজকাল তো ৫ ভূতেরও পূজা হয়।

এখন বাবা তোমাদের বোঝান, তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জানে - আমাদের একটি পা আছে স্বর্গে, অন্যটি আছে নরকে। যদিও বাস করি এইখানে কিন্তু বুদ্ধি থাকে নতুন দুনিয়ায় এবং যিনি নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যান তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। বাবার স্মরণ দ্বারাই তোমরা পবিত্র হও। এই কথা শিববাবা বসে বোঝান। শিব জয়ন্তী তো অবশ্যই পালন করে কিন্তু শিববাবা কবে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন, সে কথা জানা নেই। শিবরাত্রি পালন করে এবং কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে, যে কথা গুলি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলা হয় সেসব শিববাবার জন্য তো বলা হবে না। তাই তাঁর রাত্রি পালনকে শিবরাত্রি বলা হয়। অর্থ কিছুই বোঝে না। বাচ্চারা, তোমাদের তো অর্থ বোঝানো হয়েছে। অসীম দুঃখ আছে কলিযুগের শেষ সময়ে, তারপরে অসীম সুখ থাকে সত্যযুগে। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা এই সময়েই প্রাপ্ত কর। তোমরা আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। যারা কল্প পূর্বে পড়েছে তারা-ই এখন পড়বে, যে যেরকম পুরুষার্থ করেছে সেই পুরুষার্থই করবে এবং এমন পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত করবে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে। তোমরাই উঁচু থেকে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো, তারপরে তোমরা নেমেও আসো। বাবা বুঝিয়েছেন এই যে মনুষ্য আত্মারা আছে, সবাই মামলায় গাঁথা হয়ে আছে, তাইনা, সব নম্বর অনুসারে আসে। প্রতিটি অভিনেতার নিজস্ব পার্ট আছে - কাকে কখন কি পার্ট প্লে করতে হবে। এই হল অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা যার বিষয়ে বাবা বসে বোঝান। এবারে বাবা তোমাদের যা বোঝান, সেসব নিজের ভাইদের বোঝাতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে প্রতিটি ৫ হাজার বছর পরে বাবা এসে আমাদের বোঝান, আমরা তারপরে আত্মা ভাইদের বোঝাই। আত্মার সম্পর্কে আমরা ভাই-ভাই হই। বাবা বলেন এই সময় তোমরা নিজেকে অশরীরী আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মাকেই নিজের পিতাকে স্মরণ করতে হবে - পবিত্র হওয়ার জন্য। আত্মা পবিত্র হয় তখন শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। আত্মা অপবিত্র হয়, তখন অলঙ্কার অর্থাৎ দেহটিও হয় অপবিত্র। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। ফিচার্স, কার্য কলাপ একে অপরের সঙ্গে মিল খায় না। নম্বর অনুযায়ী সবাই নিজস্ব

পার্ট প্লে করে, তফাৎ হতে পারে না। নাটকে সেই সীন-ই দেখবে যা কাল দেখেছিলে। সেই সবই রিপিট হবে তাইনা। এই হল আবার অসীমের এবং গত কালের ড্রামা। গতকাল তোমাদের বুদ্ধিযেছিলাম। তোমরা রাজস্ব নিয়েছিলে তারপরে রাজস্ব হারিয়েছিলে। আজ আবার রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য বুঝে নিচ্ছি। আজ ভারত হল পুরানো নরক, আগামী কাল নতুন স্বর্গ হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - এখন আমরা নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছি। শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ রা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে থাকবে। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন শ্রেষ্ঠ তাই শ্রেষ্ঠ স্বর্গে থাকেন। যারা দ্রষ্ট হয় তারা নরকে থাকে। এই রহস্য তোমরা এখন বুঝেছ। এই অসীমের ড্রামা যখন কেউ ভালো রীতি বুঝবে, তখন বুদ্ধিতে বসবে। শিবরাত্রিও পালন করে কিন্তু কিছু বোঝে না। অতএব বাচ্চারা তোমাদের এখন রিফ্রেশ করতে হয়। তোমরা আবার অন্যদের রিফ্রেশ কর। এখন তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্তি হচ্ছে তারপরে সদগতি প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন আমি স্বর্গে আসিনা, আমার পার্ট হল পতিত দুনিয়াকে বদল করে পবিত্র দুনিয়া করা। সেখানে তো তোমাদের কাছে কুবেরের খাজানা থাকে। এখানে তো কাঙাল আছে, তাই বাবাকে আহ্বান করো - এসে অসীমের উত্তরাধিকার দাও। কল্প-কল্প অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তারপরে আবার কাঙালও হয়ে যায়। চিত্র দ্বারা বোঝাও তখন বুঝবে। প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপরে ৮৪ জন্ম নিয়ে মানুষ হয়েছে। এই জ্ঞান এখন তোমরা বাচ্চারা পেয়েছ। তোমরা জানো, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যাকে বৈকুণ্ঠ, প্যারাডাইজ, দৈব দুনিয়াও বলা হয়। এখন তো বলা হবে না। এখন তো হল ডেভিল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ অসুরী দুনিয়া। অসুরী দুনিয়ার অন্ত, দৈব দুনিয়ার আদিকালের এই হল সঙ্গম। এই কথা এখন তোমরা বোঝো, অন্য কারো মুখে শুনবে না। বাবা স্বয়ং এসে ব্রহ্মার মুখ ধারণ করেন। কার মুখ নেবেন, সে কথা বোঝে না। বাবা কোন্ বাহনে বসে যাত্রা করবেন ? যেমন তোমাদের অর্থাৎ আত্মার যাত্রা এই শরীর রূপী বাহনের উপরে বসে হয়, তাইনা। শিববাবার নিজস্ব বাহন তো নেই, অথচ তাঁর মুখের প্রয়োজন তো আছে। নাহলে রাজযোগ শেখাবেন কীভাবে ? প্রেরণা দ্বারা তো শিখবে না কেউ। অতএব এই সব কথা মনে লিখে রাখতে হবে। পরমাত্মার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ আছে তাইনা। তোমাদের বুদ্ধিতেও এই জ্ঞান থাকা উচিত। এই নলেজ বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করতে হবে। বলাও হয় তোমাদের বুদ্ধি ঠিক আছে তো ? বুদ্ধি আত্মায় থাকে। আত্মা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারে। তোমাদের বুদ্ধিকে পাথরবুদ্ধি কে বানিয়েছে ? এখন বুঝেছ রাবণ আমাদের বুদ্ধি কিরূপ বানিয়ে দিয়েছে! গতকাল তোমরা ড্রামার কথা জানতে না, বুদ্ধিতে গোদরেজের তাল লাগানো ছিল। 'গড' শব্দটি আসে, তাইনা। বাবা যা বুদ্ধি দেন সে বুদ্ধি বদল হয়ে পাথরবুদ্ধি হয়ে যায়। তারপরে বাবা এসে তাল খোলেন। সত্যযুগে হয় পরশবুদ্ধি। বাবা এসে সকলের কল্যাণ করেন। নম্বর অনুযায়ী সকলের বুদ্ধি খোলে। তারপরে একে অপরের পিছনে আসতে থাকে। উপরে তো কেউ থাকতে পারে না। পতিত সেখানে থাকতে পারে না। বাবা পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। সেখানে সব পবিত্র আত্মারা থাকে। ওই হল নিরাকারী সৃষ্টি।

বাচ্চারা তোমরা এখন জেনেছ তাই নিজের ঘর পরমধাম খুব কাছে দেখতে পাও। তোমাদের ঘরের প্রতি অনেক ভালোবাসা আছে। তোমাদের মতন ভালোবাসা কারো নেই। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে, যাদের বাবার সঙ্গে ভালোবাসা আছে, তাদের ঘরের প্রতিও বিশেষ ভালোবাসা আছে। মুরব্বী বাচ্চা অর্থাৎ খুব কাছের সন্তান হয় তাই না। তোমরা বুঝেছ এখানে যারা ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে সুবুদ্ধি সম্পন্ন যোগ্য বাচ্চা যারা হবে, তারা-ই উঁচু পদের অধিকারী হবে। ছোট বা বড় শরীরের উপরে নির্ভর নয়। জ্ঞান ও যোগে যারা মত্ত, তারা-ই হল বড়। অনেক ছোট ছোট বাচ্চারাও জ্ঞান-যোগে তীক্ষ্ণ হয়, তারা বড়দের পড়ায়। যদিও নিয়ম হল বড়রা ছোটদের পড়ায়। আজকাল তো মিডগেডও দেখা যায় (বামন)। যদিও সব আত্মারাই হল মিডগেট। আত্মা তো বিন্দু স্বরূপ, তার কিই বা ওজন হবে। সে তো স্টার বা নক্ষত্র। মানুষ নক্ষত্র নাম শুনে আকাশের দিকে তাকাবে। তোমরা নক্ষত্র নাম শুনে নিজেকে দেখো। তোমরা হলে এই পৃথিবীর নক্ষত্র। ওই নক্ষত্র গুলি হল আকাশের, জড় বস্তু, তোমরা হলে চৈতন্য। তাতে তো ফের-বদল কিছুই হওয়া সম্ভব নয়, তোমরা তো ৮৪ জন্ম নাও, বিশাল পার্ট প্লে করো। পার্ট প্লে করতে করতে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়, ব্যাটারি ডিস চার্জ হয়। তারপরে বাবা এসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোঝান। কারণ তোমাদের আত্মা নিস্তেজ হয়ে আছে। যা শক্তি ভরা ছিল সেসব শেষ হয়ে গেছে। এখন আবার বাবার সাহায্যে শক্তিতে ভরপুর হও। তোমরা নিজের ব্যাটারি চার্জ করছ। এতে মায়াও অনেক বাধা সৃষ্টি করে ব্যাটারি চার্জ করতে দেয় না। তোমরা হলে চৈতন্য ব্যাটারি। জানো যে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে আমরা সতোপ্রধান হব। এখন তমোপ্রধান হয়েছি। ওই জাগতিক দুনিয়ার পড়াশোনা এবং এই অসীম জগতের পড়াশোনার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। কীভাবে নম্বর অনুসারে সব আত্মারা উপরে যায় তারপরে নিজ সময়ে পার্ট প্লে করতে আসতে হবে। সবারই নিজস্ব অবিনাশী পার্ট আছে। তোমরা এই ৮৪-র পার্ট কত বার প্লে করেছ ! তোমাদের ব্যাটারি কতবার চার্জ ও ডিস চার্জ হয়েছে ! যখন জানো যে আমাদের ব্যাটারি ডিস চার্জ হয়েছে তাহলে চার্জ করতে দেরি কেন করো? কিন্তু মায়া ব্যাটারি চার্জ করতে দেয় না। ব্যাটারি চার্জ করার কথা মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয়। ক্ষণে ক্ষণে ব্যাটারি ডিস চার্জ করিয়ে দেয়। চেষ্টা করো বাবাকে স্মরণ করার কিন্তু করতে পারো না। তোমাদের মধ্যেও যারা ব্যাটারি চার্জ করে সতো

প্রধান অবস্থার কাছাকাছি এসে যায়, তাদের দিয়েও কখনও কখনও মায়া গাফিলতি করিয়ে ব্যাটারি ডিসচার্জ করে দেয়। এইরকম শেষ পর্যন্ত হতেই থাকবে। তারপরে যখন যুদ্ধ সমাপ্ত হবে তখন সব শেষ হয়ে যায় তখন যার ব্যাটারি যতটুকু চার্জ হয়ে থাকে সেই অনুযায়ী পদ প্রাপ্ত হবে। সব আত্মারা বাবার সন্তান, বাবা স্বয়ং এসে সকলের ব্যাটারি চার্জ করেন। এই খেলা কেমন ওয়ান্ডারফুল বানানো হয়েছে। বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হওয়ার ক্রিয়ায় ক্ষণে ক্ষণে বিমুখ হওয়াতে কত ক্ষতি হয়েছে। যাতে বিমুখ না হয় তার জন্য পুরুষার্থ করানো হয়। পুরুষার্থ করতে করতে যখন সমাপ্তি হয় তখন নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী তোমাদের পাট পূর্ণ হয়। যেমন কল্প কল্প হয়। আত্মাদের মালা তৈরি হতে থাকে।

তোমরা বাচ্চারা জানো রুদ্রাক্ষের মালা হয়, বিষ্ণুর মালাও হয়। প্রথম নম্বরে তো তাঁর মালা রাখা হবে, তাইনা। বাবা দৈবী দুনিয়া রচনা করেন, তাইনা। যেমন রুদ্র মালা হয়, তেমনই রুদ্র মালাও হয়। ব্রাহ্মণদের মালা এখন তৈরি হতে পারে না, অদল-বদল হতে থাকবে। ফাইনাল তখন হবে যখন রুদ্র মালা তৈরি হবে। এ হল ব্রাহ্মণদের মালা, কিন্তু এইসময় তা তৈরি হবে না। বাস্তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হল সবাই। শিববাবার সন্তানদেরও মালা হয়, বিষ্ণুর মালাও বলা হবে। তোমরা ব্রাহ্মণ হও তো ব্রহ্মা ও শিবেরও মালা চাই। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে নম্বর অনুযায়ী আছে। সবাই তো শোনে কিন্তু কারো কান দিয়ে তখনই বেরিয়ে যায়, শোনেই না। কেউ তো পড়েই না, তারা জানে না - ভগবান পড়াতে এসেছেন। পড়া করে না, এই পড়া তো কত খুশী সহকারে পড়া উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* স্মরণের যাত্রা দ্বারা আত্মা রূপী ব্যাটারিকে চার্জ করে সতোপ্রধান স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এমন কোনো রকম গাফিলতি করবে না যাতে ব্যাটারি ডিসচার্জড হয়ে যায়।

\*২)\* সুবুদ্ধি সম্পন্ন যোগ্য বাচ্চা হতে বাবার প্রতি এবং তা সাথে সাথে ঘরের প্রতিও ভালোবাসা রাখতে হবে। জ্ঞান ও যোগে মত্ত হতে হবে। বাবা যা বোঝান সেসব ভাইদের বোঝাতে হবে।

**\*বরদান:-\*** সেবায় থেকে সম্পূর্ণতার নৈকট্য অনুভবকারী ব্রহ্মা বাবা সম একজাম্পল ভব\*

ব্যাখা: যেমন ব্রহ্মা বাবা সেবায় থেকে, সংবাদ শুনতে শুনতেও একান্ত বাসী হয়ে যেতেন, এক ঘন্টার খবর শুনে ৫ মিনিটে তার সার অর্থ বুঝে বাচ্চাদের খুশী করে, নিজের অন্তর্মুখী, একান্তবাসী স্থিতির অনুভব করিয়ে দিতেন। তেমনই ফলো ফাদার করো। ব্রহ্মা বাবা কখনই বলেননি আমি খুব ব্যস্ত আছি। বরং বাচ্চাদের সম্মুখে একজাম্পল ছিলেন। ঠিক তেমনই এখন সময়ানুসারে এই অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। মনের নির্ণা থাকলে সময় বেরিয়ে আসবেই এবং অনেকের জন্য একজাম্পল হয়ে যাবে।

**\*স্লোগান:-\*** প্রতিটি কর্মে, কর্ম এবং যোগের অনুভব হওয়াই হল কর্ম যোগ।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠ যা বাবা এসে পড়ান, এতে প্রচুর উপার্জন করার আছে, সেইজন্য ভালোভাবে পড়াশোনা করো, পড়াশোনার সাথে যেন লিঙ্ক ছিল না হয়"\*

\*প্রশ্নঃ - বিনাশকালে যাদের বিপরীত বুদ্ধি হয়, তোমাদের কোন্ বিষয়টি তাদের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়?\*

\*উত্তরঃ - তোমরা যখন বলো, বিনাশ সামনেই, তখন ওরা তোমাদের কথা শুনে হাসে। তোমরা জানো, বাবা এখানে বসে থাকবেন না, বাবার ডিউটি হলো তোমাদের পবিত্র করে তোলা। যখন পবিত্র হয়ে যাবে এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হবে, নতুন দুনিয়া আসবে। এই লড়াই হলো বিনাশের জন্য। তোমরা দেবতা হতে যাচ্ছ, সুতরাং তখন এই কলিযুগের ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে আসতে পারো না।\*

\*ওম্ শান্তি।\* রুহানী বাবা বসে রুহানী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে আমরা কত নির্বোধ হয়ে গেছি। মায়া রাবণ আমাদের নির্বোধ বানিয়েছে। বাচ্চারা এটাও বুঝেছে যে, বাবাকে অবশ্যই আসতে হবে, কেননা নতুন সৃষ্টি স্থাপনা করতে হবে। ত্রিমূর্তির চিত্রও আছে, যেখানে লেখা আছে- ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণু দ্বারা পালনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ। কেননা করনকরাবনহার তো বাবা-ই, তাইনা। একজনই আছেন যিনি স্থাপন করেন এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করেন স্থাপনা করার জন্য। সর্বপ্রথম তবে কার নাম আসবে? যিনি করান এবং তারপর যার দ্বারা করান। বাবাকে করনকরাবনহার বলা হয়, তাই না! ব্রহ্মা দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন তিনি। বাচ্চারা এটাও জানে, আমাদের যে নতুন দুনিয়া হবে, যা আমরা স্থাপনা করছি, এর নামই হলো দেবী-দেবতাদের দুনিয়া। সত্যযুগেই দেবী-দেবতা হয়, আর কাউকে দেবী-দেবতা বলা যায় না। ওখানে কোনও সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব নেই। একটাই দেবী-দেবতা ধর্ম, অন্য কোনো ধর্ম থাকে না। এখন বাচ্চাদের স্মৃতিতে এসেছে প্রকৃতপক্ষে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, তার চিহ্নও আছে। ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি প্রত্যেক ধর্মের নিজ-নিজ চিহ্ন আছে। যখন আমাদের রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনও রাজ্য ছিলনা। এখন অন্যান্য অনেক ধর্ম আছে কিন্তু আমাদের দেবতা ধর্মই নেই। গীতাতেও বড়ো বড়ো শব্দে লিখিত আছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না। বাবা বলেন বিনাশকালে কারো বিপরীত বুদ্ধি হয়, কারও বা প্রীত বুদ্ধি থাকে। বিনাশ তো এখনই হবে। বাবা আসেনই সঙ্গম যুগে, যখন পরিবর্তনের সময়। বাবা বাচ্চারা, তোমাদের পুরানো সবকিছুর (পুরানো সংস্কার) পরিবর্তে নতুন জিনিস প্রদান করেন। তিনি একাধারে স্বর্ণকার, ধোপা এবং বড় ব্যবসায়ীও। খুব অল্প সংখ্যক বাচ্চারাই বাবার সাথে এই ব্যবসা করবে। এই ব্যবসায় অগাধ লাভ। ঈশ্বরীয় পড়াশোনাতেও অনেক লাভ হয়। মহিমাও আছে যে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে উপার্জন হয়, সেটাও জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উপার্জন। সুতরাং খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করা উচিত আর পড়ানোও অতি সহজ। শুধু এক সপ্তাহ ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে, তারপর যেখানেই চলে যাও না কেন, তোমাদের কাছে মুরলী পৌছে যাবে। সুতরাং যোগাযোগ কখনও ছিল হবেনা। এ হলো আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগাযোগ। গীতাতেও আছে বিনাশকালে যার বিপরীত বুদ্ধি হবে তার বিনাশ হবে আর যার প্রীত বুদ্ধি থাকবে সে-ই বিজয়ী হবে। তোমরা জানো, এই সময় মানুষ একে অপরকে মেরে ফেলছে। এর মতো ক্রোধের বিকার আর কিছুই মধ্য হয়না। এটাও বলা হয় যে দ্রোপদী ঈশ্বরকে আহ্বান করেছিল। বাবা বুঝিয়েছেন এই সময় তোমরা সবাই হলে দ্রোপদী। ভগবানুবাচ, বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন আর বিকারগ্রস্ত হয়োনা। আমি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাব, তোমরা শুধু তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো। এখন বিনাশের সময়, তাইনা। কেউ কারও কথা শোনে না, লড়াই করতেই থাকে। ওদের কত বলা হয় শান্ত থাকার জন্য কিন্তু শান্ত থাকে না। সন্তানদের ফেলে রেখে লড়াইয়ের ময়দানে চলে যায়। কত মানুষের মৃত্যু হয়েই চলেছে। কোনও মূল্য নেই মানুষের। যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে, মহিমা করা হয় সে শুধুমাত্র দেবী-দেবতাদের। এখন তোমরা দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। বাস্তবে তোমাদের মহিমা এই দেবতাদের থেকেও বেশি। বাবা এসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। কত উচ্চ এই পঠন-পাঠন। ঈশ্বরীয় পাঠধারীর অর্থাৎ অনেক জন্মের শেষে এসে সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমি তো সবসময়ই সতোপ্রধান।

বাবা বলেন, আমি বাচ্চারা, তোমাদের অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে এসেছি। ভাবো তোমরা কত নিকৃষ্ট হয়ে গেছ। বাবা এসেই তোমাদের সুন্দর করে তোলেন। ভগবান বসে মানুষকে শিক্ষা প্রদান করে কত শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। বাবা স্বয়ং বলেন, আমি তোমাদের অনেক জন্মের শেষে এসে সবাইকে সতোপ্রধান করে তুলতে এসেছি। এখন তোমাদের শিক্ষা প্রদান করছি। বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গবাসী বানিয়েছিলাম, তারপরও তোমরা নরকবাসী কিভাবে হয়েছ, কে

বানিয়েছে ? গাওয়াও হয়ে থাকে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশ ঘটায়, প্রীত বুদ্ধি বিজয়ী হয় । যেমন প্রীত বুদ্ধি থাকবে অর্থাৎ ঈশ্বরের স্মরণে থাকবে, ততই তোমাদের লাভ হবে । এ হলো লড়াইয়ের ময়দান, তাইনা । কেউ-ই জানেনা যে, গীতায় কোন্ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে । ওরা তো কৌরব আর পান্ডবদের যুদ্ধ দেখিয়েছে। কৌরব সম্প্রদায়, পান্ডব সম্প্রদায় দুই-ই আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হয়নি। পান্ডব তাদেরই বলা হয়, যারা বাবাকে জানে, বাবার প্রতি যাদের প্রীত বুদ্ধি ( ভালোবাসা) আছে । কৌরব তাদের বলা হয় যারা বিপরীত বুদ্ধির (বাবার প্রতি ভালোবাসা নেই)।

এই শব্দগুলো এখন ভালোভাবে বোধগম্য হয়েছে । এখন হলো সঙ্গম যুগ । তোমরা বাচ্চারা জানো নতুন দুনিয়া স্থাপন হতে চলেছে। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। এখন দুনিয়া কত বড় । সত্যযুগে কত অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে । কল্প বৃক্ষ তো ছোট হবে, তাইনা । সেই বৃক্ষ পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । মানব সৃষ্টি রূপী এই উল্টো বৃক্ষ কেমন এটাও কেউ জানেনা । একে কল্প বৃক্ষ বলা হয়। বৃক্ষের নলেজ থাকা প্রয়োজন । এই বৃক্ষের নলেজ অতি সহজ, চট করে বলে দেওয়া যায় । এই বৃক্ষের নলেজই এমন কিন্তু এ হলো হিউম্যান বৃক্ষ । মানুষ নিজেদের বৃক্ষ সম্পর্কে কিছুই জানে না । বলাও হয়ে থাকে গড ইজ ক্রিয়েটর, তবে নিশ্চয়ই চৈতন্য তাইনা । বাবা সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর ।

ওঁনার মধ্যে কি জ্ঞান আছে তাও কেউ জানেনা। বাবা হলেন বীজরূপ, চৈতন্য । ওঁনার দ্বারাই সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনা হয় । সুতরাং বাবা বসে বোঝান মানুষের নিজেদের সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ সম্পর্কে সবকিছুই অজানা, অন্যান্য ঝাড়কে ভালোভাবে জানে। বৃক্ষের বীজ যদি চৈতন্য হতো তবে তো বলত তাইনা, কিন্তু ঐ বৃক্ষ হলো জড় । এখন তোমরা বাচ্চারা রচনা আর রচয়িতার রহস্যকে জেনেছ । ইনিই সত্য, চৈতন্য এবং জ্ঞানের সাগর। চৈতন্য থাকলেই তো বাক্যলাপ করা যায় । মানব শরীর সবচেয়ে অমূল্য বলা হয় কিন্তু ওঁনার মূল্য বর্ণনা করা সম্ভব নয় । বাবা এসে আত্মাদের বোঝাচ্ছেন ।

তোমরা হলে রূপ বসন্ত ( যোগের মূর্ত প্রতীক এবং জ্ঞান রত্ন)। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । ওঁনার কাছে থেকেই তোমরা রত্ন ( জ্ঞানের) পেয়ে থাক । এ হলো জ্ঞান রত্ন, যে রত্ন গ্রহণ করে তোমরা ঐ রত্নও ঢের প্রাপ্ত করে থাক । লক্ষী-নারায়ণের কাছে দেখো কত রত্ন, ওরা হীরে-জহরত খচিত প্রাসাদে বাস করে । নামই হলো স্বর্গ । তোমরা যার মালিক হতে যাচ্ছ । কোনও গরিব ব্যক্তির আচমকা লটারি প্রাপ্ত হলে খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে যায়, তাইনা । বাবা বলেন, তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছো, সুতরাং মায়া কতরকম ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে । আরও এগিয়ে গিয়ে তোমরা জানতে পারবে কত ভালো ভালো বাচ্চাদের ( জ্ঞানে চলা ) মায়া কিভাবে গ্রাস করেছে। সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে । তোমরা সাপ তো দেখেছ-- কিভাবে ব্যাঙ ধরে, যেমন হাতিকে বড় কুমীর (গ্রাহ) গ্রাস করেছিল । সাপ ব্যাঙকে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে । মায়াও ঠিক তেমনই বাচ্চাদের গ্রাস করে শেষ করে দেয় তারা আর কখনও বাবাকে স্মরণ করেনা । যোগবলের শক্তি তোমাদের অনেক কম । সবকিছুই যোগের শক্তির উপর নির্ভর করছে । যেমন সাপ ব্যাঙকে গ্রাস করে, তোমরা বাচ্চারাও সম্পূর্ণ বাদশাহীকে গ্রাস ( অধিগ্রহণ) করে নাও । সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী তোমরা সেকেন্ডেই প্রাপ্ত করে থাক । বাবা কত সহজ যুক্তি দিয়ে বলে দেন, কোনও অস্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না । বাবা জ্ঞান যোগের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে থাকেন । ওরা তো স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি দেখিয়েছে ।

তোমরা বাচ্চারা এই সময় বলে থাকো -- আমরা কি থেকে কি হয়েছি । তোমরা যা চাও বলতে পারো, কিন্তু আমরা অবশ্যই এমন ছিলাম । যদিও মানুষই ছিলে, কিন্তু গুণ আর অবগুণ তো থাকেই, তাইনা । দেবতাদের মধ্যে দৈবীগুণ থাকে, সেইজন্যই তাদের মহিমা করে বলা হয় — তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন....আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া গুণহীন হয়ে গেছে অর্থাৎ একজনও দৈবীগুণ সম্পন্ন নেই । বাবা যে গুণ প্রদান করতে এসেছেন, তাঁকে কেউ জানেই না সেইজন্যই বলা হয় বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । সঙ্গম যুগে বিনাশ তো হবেই । যখন পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয় আর নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় । এই সময়কে বলে বিনাশ কাল । এ হলো অন্তিম বিনাশ তারপর অর্ধকল্প আর কোনও লড়াই ইত্যাদি হবে না । মানুষ তো কিছুই জানে না । বিনাশকালে ওদের বিপরীত বুদ্ধি, সুতরাং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই। এই পুরানো দুনিয়াতে কত রকম বিপর্যয় হয়ে চলেছে। মৃত্যু হতেই থাকে । বাবা এই সময়ের কথা বর্ণনা করেছেন । পার্থক্য আছে, তাই না! আজ ভারতের এই অবস্থা, আগামী ভারত কেমন হবে ? আজ তোমরা এখানে আছ, আগামী কাল তোমরা কোথায় থাকবে ?

তোমরা জানো প্রথমে নতুন দুনিয়া কত ছোট ছিল । ওখানে প্রাসাদে অগাধ হীরে-জহরত ইত্যাদি ছিল। ভক্তি মার্গেও তোমাদের মন্দির কি কিছু কম আছে ! শুধু এক সোমনাথের মন্দির তো থাকবে না। একজন মন্দির নির্মাণ করবে তাকে দেখে অন্যরাও নির্মাণ করবে । এক সোমনাথ মন্দির থেকেই কত লুট হয়েছে । তারপর বসে নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি

করেছে। দেওয়ালের গায়ে নানারকম পাথর লাগিয়েছে। এইসব পাথরের কতটুকু মূল্য হবে? একটুকরো হীরে তারও কত দাম। বাবা তো (ব্রহ্মা বাবা) জহুরি ছিলেন, এক রতি হীরে ৯০ টাকা ছিল। এখন তো তার মূল্য হাজার টাকা হয়ে গেছে। পাওয়াও যায় না। কত মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় বিদেশেও অগাধ ধন ঐশ্বর্য রয়েছে, কিন্তু সত্যযুগের কাছে কিছুই নয়।

এখন বাবা বলেন, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। তোমরা যখন বলো বিনাশ সামনেই, মানুষ শুনে হাসাহাসি করে। বাবা বলেন, আমি কতদিন এখানে বসে থাকব, এখানে থাকতে কি আমার খুব মজা হয়? না, আমি সুখী, না দুঃখী। আমার ডিউটি তোমাদের পবিত্র করে তোলা। তোমরা দেবতা ছিলে, এখন এমন (অপবিত্র) হয়ে গেছ। তোমাদের আবার আমি শ্রেষ্ঠ করে তুলি। তোমরা জানো, আমরা আবার তমোপ্রধান হয়ে যাব। এখন তোমরা বুঝেছ আমরা দৈবী ঘরাণার ছিলাম, আমাদের রাজত্ব ছিল, হারিয়ে ফেলেছি। এরপর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসতে থাকে। এখন এই চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন তোমরা বুঝেছ লক্ষ বছরের কোনও প্রশ্নই নেই। এই লড়াই হলো বিনাশের। ওখানে (সত্য যুগে) খুব আরামে মৃত্যু বরণ করবে, কোনও কষ্ট হবে না। কোনও চিকিত্সালয় ইত্যাদি থাকবে না। কে বসে সেবা করবে আর কাঁদবে! ওখানে এইসব নিয়ম নেই। ওখানে মৃত্যু সহজেই হয়। এখানে তো দুঃখী হয়ে মরে, কেননা তোমরা অনেক সুখ প্রাপ্ত করেছ সুতরাং দুঃখও তোমাদের দেখতে হবে। রক্ত নদী বইবে। ওরা ভাবে এই লড়াই একদিন শান্ত হয়ে যাবে কিন্তু শান্ত তো হবে না। বলা হয় শিকারী শিকারের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করে। তোমরা দেবতা হতে যাচ্ছ, সেইজন্য এই ছিঃছিঃ কলিযুগের দুনিয়াতে আসতে পারবে না। গীতাতেও আছে ভগবানুবাচঃ বিনাশও দেখো, স্থাপনাও দেখো। সাক্ষাত্কার হয়েছে না! এই সাক্ষাত্কার সব অন্তিমে গিয়ে হবে — অমুকে ঐ করেছে, ঐ সময় কাঁদবে, অনেক অনুশোচনা হবে, সাজা হবে, মাথা ঠুকবে। কিন্তু কি করতে পারে? এ তো ২১ জন্মের লটারি। স্মৃতি তো আসে, তাইনা। সাক্ষাত্কার ছাড়া কেউ সাজা পেতে পারে না। ট্রাইব্যুনাল বসে যে! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

\*১)\* নিজের মধ্যে জ্ঞান রত্ন ধারণ করে রূপ-বসন্ত হতে হবে। জ্ঞান রত্ন দ্বারা বিশ্বের বাদশাহীর লটারি প্রাপ্ত করতে হবে।

\*২)\* এই বিনাশের সময় বাবার প্রতি প্রীত বুদ্ধি রেখে একজনকেই স্মরণ করতে হবে। এমন কোনও কর্ম করা উচিত নয় যাতে অন্তিমে গিয়ে অনুশোচনা হয় আর ভাগ্য হারাতে হয়।

**\*বরদানঃ-\*** অলসতা এবং অহঙ্কারকে ত্যাগ করে নিজের প্রতি মনোযোগী হয়ে বাবার কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণের পাত্র হয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব\*

কিছু কিছু বাচ্চা সাহস রাখার পরিবর্তে অনবধানতার কারণে অহঙ্কারী হয়ে বলে, আমি তো সবসময়ই বাবার সহযোগী। বাবা আমাকে সাহায্য করবেন না তো কাকে করবেন। এই অহঙ্কারের কারণে সাহসিকতার বিধি বা পদ্ধতিকে ভুলে যায়। কারো কারো মধ্যে নিজের প্রতি অ্যাটেনশন দেওয়ার অহঙ্কারও তৈরি হয়, সেইজন্য সাহায্য গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তারা মনে করে আমি তো দীর্ঘ সময় ধরে যোগ করি, জ্ঞানী-যোগী আত্মা হয়ে গেছি। সেবার রাজধানী বানিয়ে ফেলেছে মনে করে। অতএব, এই প্রকারের অহঙ্কারকে ত্যাগ করে সাহসিকতার বাবার কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণের পাত্র হয়ে ওঠো। তবেই সহজ পুরুষার্থী হতে পারবে।

**\*স্লোগানঃ-\*** ব্যর্থ আর নেগেটিভ সঙ্কল্পকে পরিবর্তন করে বিশ্ব কল্যাণের কাজে লাগাও।\*

## \*কর্মাতীত অবস্থা\*

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের দেখতে বিশেষ পরিক্রমণে বেরিয়েছেন। যেমন তোমরা সবাই ভক্তিমার্গে বহুবার পরিক্রমা করেছ। তাইতো বাপদাদাও আজ চারিদিকের প্রকৃত ব্রাহ্মণদের সব স্থান পরিক্রমা করেছেন। বাচ্চাদের সকলের স্থানও দেখেছেন আর স্থিতিও দেখেছেন। সব স্থানই তাদের নিজ নিজ নিয়মে সেজে ছিল। কেউ স্থূল সাধনে আকৃষ্ট করেছিল, কেউ তপস্যার ভাইরেশন দ্বারা আকৃষ্ট করেছিল। কেউ ত্যাগ আর শ্রেষ্ঠ ভাগ্য অর্থাৎ তারা তাদের সরলতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের বায়ুমন্ডল দ্বারা আকৃষ্ট করেছিল। কেউ কেউ সাধারণ রূপে প্রতীয়মান ছিল। ঈশ্বরীয় স্মরণের বিভিন্নরকম সব স্থান তিনি দেখেছেন। বাবা কি স্থিতি দেখেছেন? এক্ষেত্রেও বাবা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের স্থিতি দেখেছেন। সময়ানুসারে বাচ্চার কতখানি প্রস্তুতি নিয়েছে, সেটা দেখার জন্য ব্রহ্মাবাবা গিয়েছিলেন। ব্রহ্মাবাবা বলেন, বাচ্চারা এভার রেডি, সব বন্ধন থেকে মুক্ত এবং তারা যোগযুক্ত ও জীবনমুক্ত। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তোমরা কি এতখানিই প্রস্তুত? এটাই কি যে তোমাদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেছে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা করছ? বাপদাদার আধ্যাত্মিক বার্তালাপ হচ্ছিল। শিবাবা বলেন, চতুর্দিকে ঘুরে তো দেখেছ, বাচ্চারা কতখানি বন্ধনমুক্ত হয়েছে! যোগযুক্ত কতখানি হয়েছে? কারণ বন্ধনমুক্ত আত্মাই জীবনমুক্ত হওয়ার অনুভব করতে পারে। সীমিত পরিসরের কোনও আনুকূল্যে না থাকা অর্থাৎ বন্ধন থেকে সরে যাওয়া। যদি কোনপ্রকার ছোট বড়, স্থূল বা সূক্ষ্ম মন্যায় অথবা কর্মে সীমিত পরিসরের কোনও সহায়তা থাকে তবে সেইসব বন্ধন থেকে তোমরা সরে যেতে পার না। সুতরাং, এটাই দেখার জন্য বিশেষভাবে ব্রহ্মাবাবাকে আজ পরিক্রমা করিয়েছেন। তিনি কি দেখেছেন?

মেজরিটি বড় বড় বন্ধন থেকে মুক্ত। স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে বন্ধন বা রসি তা' থেকে তোমরা সরে এসেছ। যতই হোক, এখনও কিছু কিছু এমন অতি সূক্ষ্ম বন্ধন বা রসি আছে যা গভীর আর সূক্ষ্ম বুদ্ধি ব্যতীত দেখতে বা জানতে পারা যায় না। যেমন আজকালকার সায়েন্টিস্টরা সূক্ষ্ম বস্তুগুলোকে পাওয়ারফুল গ্লাসের মাধ্যমে দেখতে পারে। স্বাভাবিকভাবে তারা সেগুলো দেখতে পারবে না। একইভাবে, বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা সেই সূক্ষ্ম বন্ধন দেখতে পার বা তীর এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সেই সব জানতে পার। যদি উপরিগতভাবে দেখে, তাহলে তারা না দেখার বা না জানার কারণে নিজেকে বন্ধনমুক্তই ভাবতে থাকে। ব্রহ্মাবাবা সেই সমস্ত সূক্ষ্ম সহায়তা চেক করেছেন। দু'ধরনের সহায়তা তিনি সবচেয়ে অধিক দেখেছেন -

এক তো সেবার সাথীদের সহায়তার অতি সূক্ষ্ম রূপ দেখেছেন, এর মধ্যেও অনেক রকম দেখেছেন। সেবার সহযোগী হওয়ার কারণে, সেবায় বৃদ্ধি করার নিমিত্ত হওয়ার কারণে অথবা বিশেষ কিছু বিশেষত্বের বা বিশেষ গুণের কারণে, বিশেষ কোনও সংস্কারের সাদৃশ্য হওয়ার কারণে, অথবা সময় সময়ে কোন এক্সট্রা সহায়তা দেওয়ার কারণে, এইরকম কারণের জন্য, বাহ্যিকরূপে সেবার সহযোগী সাথী, কিন্তু বিশেষ অধীনতা থাকার কারণে সূক্ষ্ম মোহের রূপ তৈরি হয়। এর পরিণাম কি? এটাই তোমরা ভুলে যাও যে এইসবই বাবার দান। তোমরা ভাবো অমুকে খুব ভালো সহযোগী, অসাধারণ বিশেষত্ব এবং গুণবান, কিন্তু মাঝেমধ্যে তোমরা ভুলে যাও যে বাবাই তাকে সেইরকম ভালো বানিয়েছেন। এমনকি, সঙ্কল্পেও যদি তোমাদের বুদ্ধি কোনও আত্মার প্রতি নির্ভরশীল হয়, তাহলে সেই নির্ভরশীলতা সহায়ক হয়ে যায়। সুতরাং, সাকার রূপে সহযোগী হওয়ার কারণে সঠিক সময়ে বাবার পরিবর্তে সে স্মরণে আসবে। দু'-চার মিনিটও যদি সেই স্থূল সহায় তোমার স্মৃতিতে আসে, তবে সেই সময় বাবার সহায়তা তোমার মনে পড়বে? দ্বিতীয়তঃ, যদি দু'চার মিনিটের জন্যও স্মরণের যাত্রার লিঙ্ক ভেঙে যায় অর্থাৎ ছেদ পড়ে তাহলে ভেঙে যাওয়ার পরে তা' আবার জুড়তে তোমাদের পরিশ্রম করতে হয়, যেহেতু এটা আর অবিরত হবে না, কারণ বিরতি হয়ে গেছে, তাই না! হৃদয়ে দিলারামের বদলে আর কারও দিকে যে কোনও কারণে হৃদয় নির্ভর করে, 'এর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে', 'এর সাথে বসতে ভালো লাগে।' "এর সাথেই" এরূপ বলা অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কিছু ঠিক নেই। "এর সাথেই" - এই ধরনের ভাবনা থাকা অর্থাৎ কিছুর অনুপস্থিতি। কার্যতঃ, সবাইকে ভালো লাগে, কিন্তু এনাকে বেশি ভালো লাগে! সেবার প্রতি আধ্যাত্মিক স্নেহ থাকা, কথা বলা, সেবায় সহযোগ নেওয়া বা দেওয়া, এইসব আলাদা ব্যাপার। তাদের বিশেষত্ব দেখ, তাদের গুণ দেখ কিন্তু মাঝখানে 'এনারই এই গুণ খুব ভালো' এই শব্দগুলো রেখে না। জোরপূর্বক 'ই' এই শব্দ বলা সবকিছু পণ্ড করে দেয়, একেই বলে মোহবশ আকৃষ্ট হওয়া। তারপরে, বাহ্যিকরূপ সেবা হতে পারে, জ্ঞান হতে পারে, যোগ হতে পারে, কিন্তু যখন বলা,

এনার সাথে-'ই' যোগ করতে চাই, শুধুমাত্র এনার'ই' যোগ ভালো, এই যে 'ই' শব্দ এটা প্রয়োগ করা উচিত নয়। শুধুমাত্র ইনি'ই' সেবাতে সহযোগী হতে পারেন, এই সাথী'ই' চাই - সুতরাং বুঝেছ অধীনতার লক্ষণ কি ! সেইজন্য এই 'ই' শব্দ সরিয়ে দাও। সবাই ভালো। তাদের বিশেষত্ব দেখ, সহযোগী হও, তাদের সহযোগী বানাও, যদিও প্রথমে অল্পমাত্রায় হয়, পরে বাড়তে বাড়তে ভয়ঙ্কর আকার হয়ে যায়। তারপরে নিজেই তার থেকে বেরোতে চাইলেও বের হতে পার না, কারণ সুতা মজবুত হয়ে যায়, প্রথমে খুব সূক্ষ্ম হয়, পরে মজবুত হয়ে যায়, তখন সেটা ভাঙা কঠিন হয়ে যায়। এক এবং একমাত্র সহায় বাবা। কোনও মানব আত্মা সহায় নয়। বাবা যাকেই নিমিত্ত সহযোগী বানান, কিন্তু যিনি নিমিত্ত বানালেন তাঁকে ভুলে যেও না। বাবা বানিয়েছেন। বাবা মাঝখানে আছেন, সেইজন্যই যেখানে বাবা থাকবেন, সেখানে পাপ হবে না ! বাবা মাঝখানের থেকে সরে গেলে পাপ কৃত হয়। সুতরাং, প্রথম বিষয় হলো এই সহায়ের।

দ্বিতীয় ব্যাপার হলো, তোমরা কোন না কোন সাকার সাধনকে তোমাদের সহায়ক বানিয়েছ, সাধন আছে তো সেবা আছে। সাধনে সামান্য নিচে-ওপরে হলে তখন সেবাও নিচে-ওপরে হয়। সাধন সমূহ কার্যে প্রয়োগ করা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সাধনের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে সেবা করার অর্থ সাধনকে সহায় বানানো। সেবার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধন, সেইজন্য সেই সাধন সমূহ সেইভাবেই কার্যে ব্যবহার কর, সাধনকে আধার বানিও না। আধার কেবলমাত্র এক বাবা, সাধন তো বিনাশী। বিনাশী সাধনকে আধার বানানো অর্থাৎ সাধন যেমন বিনাশী, সেইরকম স্থিতিও কখনো খুব উঁচু, কখনো মধ্যম, কখনো নিচে পরিবর্তিত হতে থাকবে। অবিনাশী একরস স্থিতি থাকবে না। সুতরাং, দ্বিতীয়তঃ, বিনাশী সাধনকে তোমাদের সহায়, আধার বানিও না। সেগুলো নিমিত্ত মাত্র, সেবার জন্য। সেবার্থে ব্যবহার কর আর স্বতন্ত্র হয়ে যাও। সাধনের আকর্ষণে মনকে আকৃষ্ট হতে দিও না। সুতরাং, বাবা দেখেছেন, এই দুই ধরনের সহায়কে সূক্ষ্মরূপে তোমাদের আধার বানিয়েছ। যখন কর্মাভীত অবস্থায় তোমাদের পৌঁছাতেই হবে, তখন সকল ব্যক্তি, বস্তু, কর্মবন্ধন থেকে অতীত হওয়া, সবকিছুর উর্ধ্বে অর্থাৎ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে কর্মাভীত অবস্থা বলে। কর্মাভীত হওয়ার অর্থ এই নয় যে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, বরং যেকোন কর্মের বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হওয়া। স্বতন্ত্র হয়ে কর্ম করা অর্থাৎ কর্ম থেকে পৃথক হওয়া। কর্মাভীত অবস্থা অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত, যোগযুক্ত, জীবনমুক্ত অবস্থা।

আর বিশেষভাবে বাবা দেখেছেন, সময় সময়তে কিছু বাচ্চা তাদের পরখ করার শক্তিতে দুর্বল হয়ে যায়। তারা পরখ করতে অপারগ বলেই তারা প্রবঞ্চিত হয়। পরখ করার শক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণ বুদ্ধির অনুরাগ-প্রীতি একনিষ্ঠ নয়। যেখানে একাগ্রতা সেখানে পরখ করার শক্তি স্বতঃই বৃদ্ধি পায়। একাগ্রতা অর্থাৎ এক বাবার সাথে একমনা হয়ে মগ্ন থাকা। একাগ্রতার লক্ষণ, সদা উড়তি কলার একরস স্থিতি অনুভূত হবে। একরসের অর্থ এই নয় যে একরস তখনই হবে যখন সদা একই গতি হবে। একরস অর্থাৎ সদা উড়তি কলার উপলব্ধি - তা'তে একরস হওয়া। যা গতকাল ছিল, তার থেকে আজ পার্সেন্টেজে বৃদ্ধির অনুভব হওয়া। একেই বলা হয়ে থাকে, উড়তি কলা। সুতরাং, স্ব-উন্নতির জন্য, সেবার উন্নতির জন্য পরখ করার শক্তি অতি আবশ্যিক। পরখ করার শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে নিজের দুর্বলতাকে দুর্বলতা মনে করে না। আরও এই যে, তোমাদের দুর্বলতা আড়াল করার জন্য, হয় তোমরা নিজের সঠিক প্রমাণ করবে অথবা জিদ করবে। এই দুটো জিনিস হ'লো কিছু আড়াল করার বিশেষ উপায়। ভিতরে কখনো কখনো উপলব্ধিও হবে, কিন্তু তবুও সম্পূর্ণভাবে পরখ করার শক্তি না হওয়ার কারণে নিজেকে সদা রাইট এবং চতুর প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। বুঝেছ ! তোমাদের কর্মাভীত তো হতে হবে, তাই না ! নশ্বরও নিতে হবে, নয় কি ? অতএব, নিজেকে চেক কর। খুব ভালোভাবে যোগযুক্ত হয়ে পরখ করার শক্তি ধারণ কর। তোমাদের বুদ্ধি একাগ্র হতে দাও, আর তারপরে নিজেকে চেক কর। তখন, সূক্ষ্ম দুর্বলতা যা-কিছু আছে, তা' স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে। এমন যেন না হয় যে তোমরা ভাববে, 'আমি একেবারে রাইট, খুব ভালো এগিয়ে চলেছি। আমিই কর্মাভীত হব।' অন্যথায়, যখন সময় আসবে সেই সূক্ষ্ম বন্ধনগুলো তোমাকে উড়তে দেবে না, সেইসব নিজের দিকে তোমায় টানবে। তখন সেই সময়ে তুমি কি করবে ? বাঁধা আছে এমন ব্যক্তি উড়তে চাইলে সে কি উড়তে পারবে নাকি নিচে নেমে আসবে ! সুতরাং, এই সূক্ষ্ম বন্ধন যেন সময়ে তোমাদের নশ্বর নেওয়াতে বা বাবার সাথে ঘরে যেতে অথবা এভাররেডি হওয়াতে বাধা না হতে পারে। এই কারণে ব্রহ্মাবাবা চেক করতেন। যাকে তোমরা সহায় ভাবছ সে সহায় নয়, বরং তা' রয়্যাল সুতো। যেমন সোনার হরিণের উদাহরণ আছে। সীতাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ! সুতরাং, সোনার হরিণ বন্ধন, এইসব বন্ধনকে সোনা মনে করা অর্থাৎ তোমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে হারিয়ে ফেলা। ওইসব সোনা নয়, ওগুলো মানেই হারানো। তিনি রামকে হারিয়েছিলেন, অশোক বাটিকা হারিয়েছিলেন।

ব্রহ্মাবাবার বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা আছে, সেইজন্য ব্রহ্মাবাবা সদা বাচ্চাদের নিজের সমান বন্ধনমুক্ত এভাররেডি দেখতে চান। বন্ধনমুক্ত হওয়ার সুন্দর দৃশ্য তোমরা তো দেখেছ, তাই না ! এভাররেডি হতে তিনি কতো সময়

নিয়েছিলেন ? তিনি কি কোনও বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ? তিনি কি কাউকেও স্মরণ করেছেন 'অমুকে কোথায় ?' অমুক তো সেবার সাথী ! তিনি কি স্মরণ করেছেন ? তাহলে তোমরা এভাররেডি হওয়ার পার্ট, কর্মাকীত স্টেজের পার্ট দেখেছ, তাই না ! বাচ্চাদের জন্য তাঁর যতখানি গভীর ভালোবাসা ছিল, ততটাই স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় ছিলেন, দেখেছ না তোমরা ? তিনি ডাক পেয়েছেন আর চলে গেছেন ! নয়তো, বাচ্চাদের প্রতি ব্রহ্মাবাবার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ছিল, নয় কি ! যতটা প্রিয় ততটা স্বতন্ত্র ! তোমরা দেখেছ তাঁকে সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে ! যে কোনো জিনিস বা ভোজন যখন প্রায় তৈরি হয়ে যায়, পাত্রের কিনারা ছেড়ে দেয়, তাই না ! সুতরাং সম্পূর্ণ হওয়া অর্থাৎ কিনারা ছেড়ে দেওয়া ! কিনারা ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ সরে থাকা ! সহায় একই, অবিনাশী সহায় ! কোনও ব্যক্তিকে, কোনও বৈভব বা বস্তুকে সহায় বানিও না ! একেই বলা হয়, কর্মাকীত ! কখনো কোনকিছু লুকিও না ! কোনকিছু আড়াল করলে তা' আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে ! পরিস্থিতি বড় হয় না, কিন্তু সেটা তোমরা যত আড়াল কর ততই সেই পরিস্থিতি বড় করে ফেল ! যতটা নিজেকে রাইট প্রমাণ করতে চেষ্টা কর ততই সেই বিষয় আরও বড় করে দাও ! যত জিদ কর, ততই সেই পরিস্থিতি বড় হয় ! অতএব, সেই পরিস্থিতিকে বড় না করে সেটা ছোট আকার থাকতেই সমাপ্ত কর, তবে সহজ হবে আর তোমরা খুশি হবে ! এই পরিস্থিতি হয়েছে, কিন্তু আমি তা' পরাস্ত করেছি, এক্ষেত্রেও আমি বিজয়ী হয়েছি, তাহলেই তোমাদের এই খুশি হবে ! বুঝেছ ! বিদেশিদের কর্মাকীত অবস্থা প্রাপ্ত করার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, তাই না ! সেইজন্য ডবল বিদেশি বাচ্চাদের ব্রহ্মাবাবা বিশেষ সূক্ষ্ম পালনা করেছেন ! এই প্রতিপালন ভালোবাসার, কোনরকম সংশোধন বা শিক্ষা হেতু নয় ! বুঝেছ ! কারণ ব্রহ্মাবাবা তোমরা সব বাচ্চাকে বিশেষ আদ্বানের মাধ্যমে রচনা করেছেন ! ব্রহ্মার সঙ্কল্প দ্বারা তোমরা রচিত হয়েছ ! বলা হয়, ব্রহ্মা তাঁর সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেছেন ! ব্রহ্মার সঙ্কল্প দ্বারা ব্রাহ্মণদের এই এত বড় সৃষ্টি রচনা হয়েছে ! সুতরাং ব্রহ্মাবাবার সঙ্কল্প শক্তির আদ্বানে রচিত তোমরা বিশেষ আদ্বা ! তাইতো তোমরা বিশেষ প্রিয় হয়েছ, তাই না ! ব্রহ্মাবাবা উপলব্ধি করেন, তোমাদের ফাস্ট পুরুষার্থ করে ফাস্ট আসার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে ! বাপদাদা বিদেশি বাচ্চাদের বিশেষত্বের দ্বারা সবকিছু অলঙ্করণ করার বার্তালাপ করছিলেন ! তোমরা কোশ্চেনও করবে, আবার উপলব্ধিও করবে তাড়াতাড়ি, বিশেষ বোধশক্তিসম্পন্ন তোমরা, সেইজন্য বাবা তাঁর মতো সব বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র থেকেও প্রিয় হওয়ার জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছেন ! এমন নয় যে যারা সামনে আছে শুধু তাদের বলছেন, সব বাচ্চাকে বলছেন ! বাবার সব ব্রাহ্মণ বাচ্চা, তা' দেশেরই হোক বা বিদেশের, সদা সব বাচ্চাই তাঁর সামনে আছে ! আচ্ছা - আজ বাবা মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা করেছেন ! তোমাদের বলা হয়েছিল, বিগত বছরের তুলনায় এই বছরের রেজাল্ট খুব ভালো ! এতে প্রমাণ হয় তোমরা উন্নতিশীল ! উড়তি কলায় আরোহণকারী আদ্বা তোমরা ! যে যোগ্য প্রতীয়মান হয়, তাকেই সম্পূর্ণ যোগী হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়ে থাকে ! আচ্ছা !

সদা কর্মবন্ধনমুক্ত, যোগযুক্ত আদ্বাদের, সদা এক বাবাকে তাদের সহায় বানায় এমন বাচ্চাদের, সদা সূক্ষ্ম দুর্বলতা থেকেও যে বাচ্চারা সরে আসে, সদা একাগ্রতার দ্বারা পরখ করার শক্তিশালী বাচ্চাদের, সদা ব্যক্তি বা বস্তুর বিনাশী সহায়তা থেকে সরে আসা বাচ্চাদের, এইভাবে বাবা সমান জীবনমুক্ত কর্মাকীত স্থিতিতে স্থিত বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার !

\*নির্মলশান্তা দাদীর সাথে :-\* তুমি তো সদাই বাবার সাথে আছ ! যারা আদি থেকে বাবার সাথে সাথে চলছে, তাদের সদা সাহচর্যের অনুভব কখনও কম হতে পারে না ! এই প্রতিজ্ঞা শৈশব থেকেই ! তো সদা তোমাদের সাথে আছেন আর তোমরা সদা সাথে চলবে ! অতএব, এটা সদা সঙ্গের প্রতিজ্ঞাই বলো বা বরদান বলো, তোমরা তা' লাভ করেছ ! তা' স্নেহও যেভাবে বাবা প্রীতি-ভালোবাসার দায়িত্ব পরিপূর্ণ করতে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত রূপে আসেন, একইভাবে, তোমরা বাচ্চারা তোমাদের ভালোবাসার দায়িত্ব পালন করতে এখানে পৌঁছে যাও ! এইরকমই তো হয়, তাই না ! কেবল সঙ্কল্পেই নয়, বরং স্নেহও যাকে বলে সাবকম্পিয়াস (অবচেতন)... সেই স্থিতিতেও বাবার সাহচর্য কখনও ছেড়ে যেতে পারে না ! এমনই মজবুত সম্বন্ধ তোমরা গড়ে তুলেছ ! কতো জন্মের এই সম্বন্ধ ! সমগ্র কল্পের ! সম্বন্ধ এই জন্মের হিসাবে সমগ্র কল্পই থাকবে ! শুধু এই অন্তিম জন্মে কোনো কোনো বাচ্চা সেবার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ! যেমন এরা সবাই বিদেশে পৌঁছে গেছে, তোমরা সিন্ধে পৌঁছে গেছ ! কেউ কেউ এক জায়গায় আর অন্যেরা আরেক জায়গায় পৌঁছেছে ! যদি এরা বিদেশে না পৌঁছাত, তাহলে এত সেন্টার কীভাবে খুলত ! আচ্ছা, তুমি সদা সাথে থাকার প্রতিজ্ঞা পালনকারী পরদাদী ! বাপদাদা বাচ্চাদের সেবার উদ্যম-উৎসাহ দেখে খুশি হন ! বরদানী আদ্বা হয়েছে ! দেখো, এখন থেকেই ভিড় জড়ো হতে শুরু হয়ে গেছে ! যখন আরও বৃদ্ধি হবে তখন কতো ভিড় হবে ! এই বরদানী রূপের বিশেষত্বের ভিত্তি প্রস্তুত হচ্ছে ! যখন ভিড় হয়ে যাবে তখন কি করবে ! তুমি বরদান দেবে, দৃষ্টি দেবে ! এখন থেকেই চৈতন্য মূর্তি প্রসিদ্ধ হবে ! যেমন শুরুতে তোমাদের সবাইকে লোকে দেবী-দেবতা বলত... অন্তেও তোমাদের চিনতে পেরে দেবী-দেবতা বলবে ! 'জয় দেবী, জয় দেবী' অর্থাৎ

দেবী জ্ঞানে তারা এখান থেকেই জয়জয়কার শুরু করে দেবে। আচ্ছা !

**\*বরদান:-\*** ঈশ্বরীয় বিধান জেনেবুঝে বিধি দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত ক'রে ফার্স্ট ডিভিশনের অধিকারী ভব\*  
সাহসের এক কদম তো সহায়তার লক্ষ-কোটি কদম তোমরা লাভ কর - ড্রামাতে বিধির এই বিধান স্থিরীকৃত আছে। যদি এই বিধি, বিধান না হতো, তবে সবাই বিশ্বের প্রথম রাজা হয়ে যেত। নম্বরানুক্রমিক হওয়ার বিধান এই বিধির কারণেই তৈরি হয়। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে যে যতটা পার সাহস রাখ আর সহায়তা প্রাপ্ত কর। তোমরা সারেন্ডার হও বা গার্নস্ব্য জীবনে থাক, তোমাদের অধিকার সমান, কিন্তু সঠিক বিধি প্রয়োগে তোমরা সফলতা লাভ করো অর্থাৎ বিধি দ্বারা সিদ্ধি। এই ঈশ্বরীয় বিধান বুঝে অমনোযোগিতার খেলা সমাপ্ত করো, তবেই ফার্স্ট ডিভিশনের অধিকার প্রাপ্ত হবে।

**\*স্লোগান:-\*** সঙ্কল্পের খাজানার প্রতি ইকনমির অবতারণা হও।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - সবকিছুই স্মরণের উপর নির্ভরশীল, স্মরণ করলেই তোমরা মিষ্টি হয়ে যাবে, এই স্মরণের যাত্রাতেই তোমাদেরকে মায়ার সাথে যুক্ত করতে হয়"\*

\*প্রশ্ন:- এই নাটকে কী এমন রহস্য লুকিয়ে আছে যেটা তোমাদের কাছে অত্যন্ত বিচার্য বিষয়? যেটা কেবলমাত্র বাচ্চারা, তোমরাই জানো?\*

\*উত্তর:- তোমরা জানো যে নাটকে যে ঘটনা একবার অভিনীত হয়ে যায়, তা আর দ্বিতীয়বার হয় না। সমগ্র বিশ্বে যা কিছু ঘটনা অভিনীত হচ্ছে তা সর্বদা প্রথমবারই হচ্ছে, তোমরা বিচার করো যে, সত্যযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কিভাবে একের পর এক দিন অতীত হয়ে গেছে, সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, আত্মার মধ্যে ৫ হাজার বছরের ক্রিয়া-কলাপ রেকর্ড হয়ে আছে, যেটা কখনোই পরিবর্তিত হতে পারে না। এই ছোট কথাটিও বাচ্চারা, তোমাদের ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে আসতেই পারে না।\*

\*ওম শান্তি।\* আত্মিক বাবা আত্মিক বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন যে, "মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের পুরুষোত্তম মুখমণ্ডল, পুরুষোত্তম শরীর দেখতে পাচ্ছে? এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, তাইনা! তোমরা অনুভব করো যে, আমরা পুনরায় নতুন জগৎ সত্যযুগে এঁনার বংশে জন্মগ্রহণ করবো। যেটাকে সুখধামও বলা হয়।" সেখানে যাওয়ার জন্যই তোমরা এখন পুরুষোত্তম তৈরি হচ্ছে। যোগে বসে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তন করতে হবে। লৌকিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিতে এটা থাকে যে, পড়াশোনা সম্পূর্ণ করে আমরা এই (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি) হব। সেইরকম তোমরাও যখন যোগে বসো, তখন এই বিষয়ে চিন্তা করো যে, এই পড়াশোনা করে আমরা বিষ্ণুর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করবো। তোমাদের বুদ্ধি এখন অলৌকিক হয়ে গেছে। অন্যান্য অজ্ঞানী মানুষদের বুদ্ধিতে এইসব বিষয়ে কোনো বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। এটা কোন সাধারণ সংস্পর্শ নয়। যখন যোগে বসো তখন এটাই মনে করো যে, যাঁকে সমগ্র জগৎবাসী শিব ভগবানরূপে পূজা-অর্চনা করেন, আমি তাঁর সাথে বসে আছি। শিব বাবা হলেন রচয়িতা। তিনি এই সৃষ্টি রূপী রচনার আদি-মধ্য-অন্ত জানে। তিনি আমাদের এই জ্ঞান প্রদান করেন। যেন মনে হয়, আগামীকালের কথা শোনাচ্ছেন। এখন এখানে বসে আছো, কিন্তু বুদ্ধিতে তো এটাই স্মরণে আছে না, যে, আমরা এখানে এসেছি নবরূপে জন্ম নিতে অর্থাৎ এই পুরনো শরীরকে পরিবর্তন করে দিব্য শরীর ধারণ করতে। আত্মা-ই বলে যে, এটা হলো আমাদের পুরনো তমোপ্রধান শরীর। এই পুরনো শরীরকে বদল করে নতুন শরীরে প্রবেশ করবো। আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল খুব সহজ। জ্ঞানদাতা শিক্ষক, ছাত্রের তুলনায় অবশ্যই কৌশলী হবেন, তাই না। শিক্ষক আমাদের শিক্ষা দেন, আবার ভালো কর্ম করতেও শেখান। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমাদেরকে উঁচুর থেকে উঁচু স্থানে নিবাসকারী ভগবান পড়াচ্ছেন তো অবশ্যই দেবী দেবতা বানাবেন, তাই না! এই জ্ঞান হলো নতুন জগতের জন্য। অন্য কোন অজ্ঞানী আত্মার বুদ্ধিতে এই নতুন জগৎ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। এই লক্ষী-নারায়ন নতুন জগতের মালিক ছিলেন। দেবী-দেবতারাও পুরুষার্থ অনুসারে নম্বরক্রমে তৈরি হবেন, তাইনা! সবাই একরকম তো হবে না, কেননা রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তন যেন সর্বদা চলতে থাকে। আমি আত্মা এখন পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করছি। আত্মা তার নিজের অতি প্রিয় মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করে। বাবা স্বয়ং বলেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র সতোপ্রধান অবশ্যই হয়ে যাবে। সবকিছুই নির্ভর করছে স্মরণে যাত্রার উপর। \*বাবা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন যে, "বাচ্চারা সারাদিনের মধ্যে আমাকে কতটা সময় স্মরণ করেছো?"\* স্মরণের যাত্রাতেই মায়ার সাথে যুক্ত করতে হয়। মায়ার সাথে কিভাবে যুক্ত করতে হয়, তাও তোমরা এখন জেনে গেছো। এটা কেবল যাত্রা নয়, এটা সূক্ষ্ম যুক্তও বটে। তাই যোগে বসে খুব সতর্ক থাকতে হবে। জ্ঞান শোনা বা বোঝার সময় যেন কোন প্রকারের মায়ার ঝঙ্কাট না আসে। বাচ্চারাও বলে যে, "বাবা আমি তোমাকে স্মরণ করি, কিন্তু মায়ার একটাই তুফান আমাকে নিচে ফেলে দেয়।" সর্বপ্রথম তুফান হলো দেহ-অভিমানের। তারপর যথাক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আসে। বাচ্চারা বলে যে বাবা আমি অনেক চেষ্টা করি যাতে তোমাকে স্মরণ করার সময় কোন বিঘ্ন না আসে, কিন্তু তবুও মায়া বিঘ্ন ঘটিয়ে দেয়। কখনো কখনো লোভের তুফান এসে যায়। আবার বাচ্চারা কখনো বলে যে, "বাবা আজ আমার স্থিতি খুব ভাল ছিল, সারাদিন কোনো তুফান আমায় বিঘ্নিত করতে পারেনি, আজ সারাদিন খুব খুশিতে ছিলাম, বাবাকে খুব ভালোবাসার সাথে স্মরণ করেছি, প্রেমের অশ্রুতে মনের তৃষ্ণা মিটিয়েছি। বাবার স্মরণে থাকলে খুব মিষ্টি হয়ে যাবে।

তোমরা এটা বুঝে গেছো যে, মায়ার কাছে পরাজিত হতে হতে আজ তোমরা কোথায় এসে পৌঁছেছো। অন্য কেউ এসব কথা বুঝবে না। তারা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে আর তারা এটাও মনে করে যে,- "এসব পরম্পরা ক্রমে চলে আসছে..।" তোমরা বলো যে, "আমরা এখন পুনরায় মানুষ থেকে দেবতা তৈরি হচ্ছি।" এই জ্ঞান বাবাই এসে প্রদান করেন। অনন্য বাবা, যাঁর কোন চিত্র নেই অর্থাৎ বিচিত্র, তিনিই এই অনন্য জ্ঞান প্রদান করেন। 'বিচিত্র' শব্দটি নিরাকার শিববাবাকেই বলা হয়ে থাকে। নিরাকার, যাঁর কোনো আকার নেই, তিনি কীভাবে এই জ্ঞান দিতে পারেন? বাবা নিজেই তা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কিভাবে এই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেন। তবুও মানুষ এই কারণে বিভ্রান্ত হয় যে, তিনি কি কেবলমাত্র ঐনার শরীরেই প্রবেশ করেন? কিন্তু নাটকে এই শরীরই নিমিত্ত হয়। একটুও পরিবর্তন হয় না। এ সমস্ত কথা তোমরা ভালোভাবে বুঝে অন্যদেরকে বোঝাও। আত্মাই পড়াশোনা করে। আত্মাই কিছু শেখে বা শেখায়। আত্মাই হল চরম সত্য এবং চৈতন্য স্বরূপ। আত্মা হলো অবিনাশী। শরীর হল বিনাশী। আমরা আত্মারা নিজের পরমপিতা পরমাত্মার থেকে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের, ৮৪ জন্মের জ্ঞান গ্রহণ করছি। জ্ঞান কে গ্রহণ করছে? আমরা আত্মারা। তোমরা আত্মারই জ্ঞান সাগর বাবার থেকে মূলবতন, সূক্ষ্মবতনকে জেনেছো। সাধারণ মানুষ এটা জানেই না যে, আমাদের নিজেদেরকে আত্মা মনে করতে হয়। তারা তো নিজেদেরকে 'শরীর' ভেবে নিম্ন মস্তক হয়ে ঝুলে আছে। গীত আছে - আত্মা হলো সত্য, চৈতন্য এবং আনন্দ স্বরূপ। সবথেকে বেশি মহিমা পরমাত্মাকেই করা হয়। এক বাবার কত মহিমা হয়। তিনি হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা। তোমরা মশা-মাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গদের তো এত মহিমা করো না, যে তারা দুঃখহর্তা-সুখকর্তা, জ্ঞানের সাগর। না, তা হয় না। কারণ এগুলি হল শুধুমাত্র বাবার-ই মহিমা। তোমরা বাচ্চারাও হলে মাস্টার দুঃখহর্তা, সুখকর্তা। তোমাদের মধ্যেও এই জ্ঞান ছিল না, একদম শৈশব বুদ্ধি (বেবী বুদ্ধি) ছিল। শৈশবে বাচ্চাদের মধ্যে কোনো বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, আর কোনো অপগুণও থাকেনা। এইজন্য বাচ্চাদের মহাত্মা বলা হয়, কেননা তারা পবিত্র হয়। যত ছোট বাচ্চা ততটাই পুষ্পসম। একদম কর্মাতীত অবস্থায় থাকে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্ম সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান থাকেনা। এই জন্যই তারা পুষ্পসম হয়। সবাইকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে, যেরকম এক বাবা সবাইকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। বাবা এসেছেন সবাইকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে সুগন্ধি ফুল তৈরি করতে। কেউ কেউ আবার দুঃখদায়ী কন্টক-ই থেকে যায়। পাঁচ বিকারে বশীভূত আত্মাদেরকে দুঃখদায়ী কন্টক বলা হয়। প্রথম নম্বরের কন্টক হল দেহ-অভিমানের। যার থেকে অন্যান্য কন্টকের জন্ম নেয়। কন্টকময় জঙ্গল খুব দুঃখ প্রদান করে। জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কন্টক থাকে, তাই না! এইজন্য একে দুঃখধাম বলা হয়। নতুন জগতে কন্টক থাকে না, সেজন্য তাকে সুখধাম বলা হয়। শিববাবা ফুলের বাগান তৈরি করেন, আর রাবণ সেই বাগানকে কন্টকময় জঙ্গলে পরিণত করে দেয়। এইজন্য রাবণকে কন্টকের ঝাড়ের মধ্যে জ্বালানো হয়, আর বাবাকে পুষ্পাঞ্জলী দেওয়া হয়। এসব কথা বাবা জানে আর বাচ্চারা জানে, আর কেউ জানেনা।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, অবিনাশী নাটকে একই পার্ট দুই বার প্লে হতে পারে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, সমগ্র জগতে যে অভিনয় চলছে, একজনের ভূমিকা অপর জনের থেকে নতুন। । তোমরা ভেবে দেখো, সত্যযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কিভাবে একের পর এক দিন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সমস্ত কার্যকলাপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ৫ হাজার বছরের এই কার্যকলাপের রেকর্ড আত্মার মধ্যেই ভরা আছে। সেটা কখনোই পরিবর্তিত হয় না। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজের নিজের পার্ট ভরা আছে। এই ছোটো কথাটিও কারোর বুদ্ধিতে আসে না। এই নাটকের অতিত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে তোমরা বাচ্চারাই জানো। এটা হল বিশ্ববিদ্যালয়, তাই না! পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করার পড়া বাবা পড়াচ্ছেন। এই কথাটি কোনদিন ভেবেছিলে যে, বাবা এসে এরকম পতিত থেকে পবিত্র করার পড়া আমাদের পড়াবেন! এই পড়াশোনা করেই আমরা বিশ্বের মালিক তৈরি হবো! ভক্তিমাগের গ্রন্থগুলি আলাদা রকমের, এগুলোকে পড়াশোনা বলা যায় না। জ্ঞান ছাড়া সঙ্গতি কিভাবে হবে? বাবা ছাড়া জ্ঞান কোথা থেকে আসবে, যার দ্বারা তোমাদের সঙ্গতি হবে? যখন তোমাদের সঙ্গতি হবে, তখন কি তোমরা ভক্তি করবে? না। সেখানে থাকবেই অপার সুখ। তাই ভক্তি কি জন্য করবে! এখানকার জ্ঞান এখনই তোমরা প্রাপ্ত করো। সমস্ত জ্ঞান আত্মার মধ্যে থাকে। আত্মার কোন ধর্ম হয় না। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে তখন বলে অমুক ব্যক্তি এই ধর্মের। আত্মার ধর্ম কি? এক তো, আত্মা হলো বিন্দু স্বরূপ আর শান্ত স্বরূপ, শান্তিধামে থাকে।

এখন বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন যে, সমস্ত বাচ্চাদের-ই বাবার উপর সমান অধিকার আছে। অনেক বাচ্চা আছে, যারা অন্য অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তারাও আবার সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের নিজের আসল ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মকে ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে গেছে, তারা পুনরায় তাদের নিজেদের আসল ধর্মে ফিরে আসবে। তোমরা প্রথমে প্রথমে বাবার পরিচয় দাও। এই কথাটিতেই সবাই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। বাচ্চারা, তোমরা বোঝাও

যে, এখন আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন? অসীম জগতের বাবা। কৃষ্ণ তো হলেন দেহধারী। ঐনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাকে দাদা বলা হয়। তোমরা সবাই ভাই-ভাই হলে, তাইনা! বাকি সবকিছুই নির্ভর করছে তোমাদের স্থিতির উপর। ভাইয়ের শরীর কেমন আছে, বোনের শরীর কেমন আছে। আত্মা হলো একটা ছোট তারার মতো। এত সব জ্ঞান একটা ছোট তারার মধ্যেই আছে। তারা(star), শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। তারা-কে (আত্মা) নিজের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তোমাদের, অর্থাৎ তারাদের (stars) জগত হলো একদম আলাদা। আত্মা এখানে এসে পুনরায় শরীর ধারণ করে। শরীর ছোট কিংবা বড় হয়। আত্মাই নিজের বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। তাও আবার, যতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকে। ঘরের মধ্যে কি আত্মা বাবাকে স্মরণ করবে? না। সেখানে কিছুই মনে থাকবেনা। আমি কোথায় আছি? আত্মা আর পরমাত্মা দুজনেই যখন শরীর ধারণ করে তখনই আত্মাদের সঙ্গে পরমাত্মার মিলন মেলা হয়ে থাকে। গীতও আছে যে, আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহু সময়.....। কত সময় আলাদা ছিল? স্মরণে আছে কতটা সময় তোমরা এক পরস্পরের থেকে আলাদা ছিলে? এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড করে ৫ হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে। আবার পুনরায় প্রথম নম্বর থেকে শুরু হবে। এটা হলো একদম নির্ভুল হিসাব। এখন যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তিনি কবে জন্ম নিয়েছেন, তাহলে তোমরা নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণই প্রথম নম্বরে জন্ম নিয়েছেন। শিববাবার তো কোন মিনিট, সেকেন্ড বের করা যায় না। কৃষ্ণের জন্মতিথি, তারিখ, মিনিট, সেকেন্ড বের করা সম্ভব। মানুষের ঘড়িতে হয়তো কখনো কখনো নির্দিষ্ট সময়ের আগুপিছু হতে পারে, কিন্তু শিব বাবার অবতরণের সময় কাল একদম নির্ভুল হয়। জানা যায় না যে তিনি কখন এসেছেন? এরকম নয় যে, সাক্ষাৎকার হয়েছে, তবেই তিনি এসেছেন। না। অনুমান করা যেতে পারে। মিনিট, সেকেন্ডের হিসাব বলা সম্ভব নয়। তার অবতরণ হল অলৌকিক ঘটনা। তিনি আসেনই অসীম জগতের রাত্রিকালে। বাকি অন্য যাদের অবতরণ হয়, তাদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য জানা সম্ভব। আত্মা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রথমে ছোট শরীর ধারণ করে। তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শরীরের সাথে সাথে আত্মাও ভূমিষ্ঠ হয়। এই সমস্ত কথাগুলিকে বিচার সাগর মন্বন করে পুনরায় অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। এই জগতে অনেক মানুষ আছে কিন্তু কারোরই এক পরস্পরের সঙ্গে চরিত্রের মিল নেই। এই রঙ্গমঞ্চ হল অনেক বড়। যেরকম বড় বড় হলঘর হয়, যেখানে অসীম জগতের নাটক পরিচালিত হয়।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য, বাবা যে নতুন জগতের রচনা করেন, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ নেওয়ার জন্য। বাকি এই যে পুরনো জগত আছে, সেটাতো বিনাশ হয়ে যাবে। বাবার দ্বারা নতুন জগতের স্থাপনা হচ্ছে। বাবাকে পুনরায় পালনাও করতে হয়। যখন এই শরীর ছেড়ে সত্যযুগের নতুন শরীর ধারণ করবে তখনই তোমাদের পালনা দেবেন। তার আগে এই পুরনো জগতের বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে। খড়ের গাদায় আগুন তো লাগবেই। কেবলমাত্র এই ভারতবর্ষই থাকবে। বাকি সমস্ত দেশ জলের তলায় চলে যাবে। ভারতবর্ষেরও খুব অল্প অংশ থাকবে। তোমরা এখন খুব পরিশ্রম করছো, যেন বিনাশের পর তোমাদের শাস্তি না খেতে হয়, সেজন্য। আর যদি কুকর্ম বিনাশ না হয়, তাহলে শাস্তি তো খেতেই হবে আর শ্রেষ্ঠ পদও তোমরা পাবে না। তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা কার কাছে যাও ? তখন বলবে, শিব বাবার কাছে, যিনি ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন। এই ব্রহ্মা কোনো শিব নয়। বাবাকে জানলে বাবার প্রতি ভালবাসাও থাকবে। বাবা বলেন, "বাচ্চারা - তোমরা অন্য কোনো দেহধারীর প্রতি ভালোবাসা রেখো না, সকল দেহধারীর প্রতি ভালোবাসাকে (প্রেমিতি রাখো) চূর্ণ করে এক বাবার সঙ্গে ভালোবাসা বজায় রাখো।\* যেরকম প্রেমিক-প্রেমিকা হয়, এটাও সেই রকম। ১০৮ জন প্রেমিকা স্বচ্ছ হৃদয় দিয়ে বাবাকে ভালোবাসে, তার মধ্যেও আটজন হল অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়যুক্ত প্রেমিকা। ৮ দানারও মালা হয়। ৯ রঞ্জের প্রচলন আছে। ৮ রঙ্গ আর নয় নম্বর হলো বাবা। মুখ্য হলো আট দেবতারা। তারপর ১৬১০৮ রাজা-রানীর কুটুম্ব হয়, ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত। বাবা তো হাতের উপর স্বর্গ দেখিয়েছেন। বাচ্চারা তোমাদের এই কারণে নেশা হওয়া উচিত যে, তোমরা সৃষ্টির মালিক হতে চলেছো। বাবার সাথে এইরকম ব্যবসা করতে হবে। কথিত আছে কোন ধনী ব্যবসায়ীই এই ব্যবসা করতে পারে। এরকম কোনো ব্যবসা আছে কি ? তাই বাচ্চারা, তোমরা এখন খুশিতে থাকো কারণ তোমরা বাবার কাছে এসেছো। সবার উপরে থাকেন বাবা। এই জগতের কারোরই এই বিষয়ে কিছুই জানা নেই। তারা বলে যে, তিনি তো অন্ত সময়ে আসবেন। এখন এটাই হলো কলিযুগের অন্ত সময়, সেই গীতা মহাভারতের সময়, সেই যাদব বর্গ যারা মিসাইল তৈরি করেছিলেন, সেই কৌরবের রাজ্য আর তোমরা হলে পাণ্ডব।

তোমরা এখন ঘরে বসে নিজের উপার্জন করছো। ঘরে বসেই ভগবানকে পেয়ে গেছো। এজন্য বাবা বলেন যে যতটা সম্ভব নিজে উপার্জন করে নাও। এই জীবন হলো হীরার মত মূল্যবান, এখন একে কড়িতে বদলে হারিয়ে ফেলো না। এখন তোমরা এই সমগ্র জগতকে রামরাজ্য তৈরি করছো। তোমরা এখন শিব বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত করছো। এখন তো

অনেকের অকালে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে। বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দেন, আর মায়া বুদ্ধির তালা বন্ধ করে দেয়। এখন মাতারা, তোমরাই জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত করেছো। অবলাদের শক্তি প্রদানকারী হলেন তিনি। এটাই হল জ্ঞান অমৃত। শাস্ত্রের জ্ঞানকে কোনো অমৃত বলা হয়না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* কেবলমাত্র এক বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সুগন্ধি ফুল হতে হবে। নিজের মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করে দেহ-অভিমানের কন্টককে পুড়িয়ে দিতে হবে।

\*২)\* এই হিরে সম জন্মে অবিনাশী উপার্জন জমা করতে হবে। কড়িতে রূপান্তরিত করে একে হারিয়ে ফেলো না। এক বাবাকেই স্বচ্ছ হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে হবে। একজনের সঙ্গেই থাকতে হবে।

**\*বরদান:-\*** পুরানো স্বভাব সংস্কারের বোঝা গুলিকে সমাপ্ত করে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব\*  
যখন বাবার হয়ে গেছো, তো সমস্ত বোঝা বাবাকে দিয়ে দাও। পুরানো সংস্কারের অল্প একটু বোঝাও যেন পড়ে না থাকে, তা না হলে উপর থেকে নিচে পড়ে যাবে। উড়তি কলার অনুভব করতে পারবে না। এইজন্য বাপ-দাদা বলেন যে, "সবকিছুই আমাকে দিয়ে দাও।" এইসব হল রাবণের সম্পত্তি, নিজেদের কাছে রাখলে দুঃখই পাবে। অর্থাৎ অল্প একটুও যেন রাবণের সম্পত্তি কিছু না থাকে। সমস্ত পুরানো খাতা সমাপ্ত করো, তখন বলা যাবে ডবল লাইট ফরিস্তা।

**\*স্লোগান:-\*** নির্ভয় আর হর্ষিতমুখ হয়ে অসীম জগতের খেলাগুলিকে দেখো, তো দোলাচলের মধ্যে আসবে না।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যে জ্ঞানই পাও, তার উপর বিচার - সাগর মন্ডন করো, এই জ্ঞান মন্ডনেই অমৃত বের হবে"\*

\*প্রশ্নঃ - ২১ জন্মের জন্য লাভবান হওয়ার সাধন কি?\*

\*উত্তরঃ - জ্ঞান রত্ন । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে তোমরা যত জ্ঞান রত্ন ধারণ করো, ততই লাভবান হও । এখানের জ্ঞান রত্ন ওখানে হীরে - জহরত হয়ে যায় । আত্মা যখন জ্ঞান রত্ন ধারণ করবে, মুখ থেকে যখন জ্ঞান রত্ন নির্গত হবে, রত্নই শুনবে আর শোনাবে, তখন তার আনন্দিত চেহারা বাবার নাম উচ্ছল হবে । আসুরী গুণ যখন দূর হবে তখনই লাভবান হতে পারবে ।

\*ওম্ শান্তি ।\* বাবা তাঁর বাচ্চাদের জ্ঞান এবং ভক্তির উপর বোঝান । বাচ্চারা তো একথা বুঝতেই পারে যে, সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । সত্যযুগে জ্ঞানও পাওয়া যায় না । কৃষ্ণ না ভক্তি করতেন, না জ্ঞানের মুরলী বাজাতেন । মুরলীর অর্থ জ্ঞান দান করা । মহিমা তো আছে - মুরলীর জাদু । তাহলে অবশ্যই কোনো জাদু থাকবে, তাই না । কেবলমাত্র মুরলী বাজানো, এ তো সাধারণ কথা । ফকিররাও মুরলী বাজায় । এখানে তো জ্ঞানের জাদু । অজ্ঞানকে জাদু বলা হবে না । মানুষ মনে করে, কৃষ্ণ মুরলী বাজাতেন, তাই তাঁর মহিমা করে । বাবা বলেন যে, কৃষ্ণ তো দেবতা ছিলেন । মানুষ থেকে দেবতা আর দেবতা থেকে মানুষ, এ হতেই থাকে । দৈবী সৃষ্টিও যেমন হয়, তেমনই মনুষ্য সৃষ্টিও হয় । এই জ্ঞানেই মানুষ থেকে দেবতা হয় । সত্যযুগ যখন হয় তখন এই জ্ঞানের আশীর্বাদ হয় । সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । দেবতারা যখন মানুষ হয়, তখন ভক্তি শুরু হয় । মানুষকে বিকারী আর দেবতাকে নির্বিকারী বলা হয় । দেবতাদের সৃষ্টিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয় । তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছে । দেবতাদের মধ্যে কিন্তু এই জ্ঞান থাকবে না । দেবতারা সদগতিতে থাকেন, জ্ঞানের প্রয়োজন, দুর্গতিতে যারা থাকে, তাদের জন্য । এই জ্ঞানের দ্বারাই দৈবী গুণ আসে । জ্ঞানের ধারণা সম্পন্নদেরই চালচলন দেবতাদের মতো হয় । যাদের ধারণা কম, তাদের চলন মেলানো মেশানো হয় । আসুরী চলন তো বলা হবে না । ধারণা না থাকলে 'আমার সন্তান' কিভাবে বলা হবে ? বাচ্চারা যদি বাবাকে না জানে, তাহলে বাবা কিভাবে বাচ্চাদের জানতে পারবে । বাবাকে কতো খারাপ গালি দিয়ে থাকে । ভগবানকে গালি দেওয়া কতো খারাপ, কিন্তু যখন ওরা ব্রাহ্মণ হয়ে যায় তখন গালি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় । তাই এই জ্ঞানের বিচার - সাগর মন্ডন করা উচিত । ছাত্ররা বিচার - সাগর মন্ডন করে জ্ঞানের উল্লিখিত করে । তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো, এর উপর বিচার - সাগর মন্ডন করলে অমৃতের নির্গমন হবে । বিচার - সাগর মন্ডন না করলে কি মন্ডন করবে ? আসুরী বিচার মন্ডন করলে আবর্জনা বের হয় । তোমরা এখন ঐশ্বরীয় ছাত্র । তোমরা জানো যে, বাবা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠ পড়াচ্ছেন । দেবতারা তো আর পড়াবেন না । দেবতাদের কখনোই জ্ঞানের সাগর বলা হয় না । বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । তাই নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমাদের মধ্যে সমস্ত দৈবী গুণ আছে কি ? যদি আসুরী গুণ থাকে, তবে তা দূর করে দেওয়া উচিত, তখনই তোমরা দেবতা হতে পারবে ।

তোমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছো । তোমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছে তাই পরিবেশও খুব সুন্দর তৈরী হওয়া উচিত । ছি - ছি কথা মুখ থেকে নির্গত হওয়া উচিত নয় । না হলে তোমাদের কম মানের বলা হবে । পরিবেশ দেখেই চট করে তা বুঝতে পারা যায় । মুখ থেকে দুঃখ দেওয়ার মতো কথাই বের হয় । বাচ্চারা, তোমাদের বাবার নাম উচ্ছল করতে হবে । সর্বদা তোমাদের চেহারা আনন্দিত থাকা চাই । মুখ থেকে সর্বদা যেন রত্নই নির্গত হয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চেহারা কতো হাসিখুশী, এঁদের আত্মা জ্ঞান রত্ন ধারণ করেছিলো । এরা মুখ থেকে এই রত্ন নির্গত করেছিলো । এঁরা রত্নই শুনত এবং শোনাতে । তোমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত । এখন তোমরা যেই জ্ঞান রত্ন ধারণ করছো তাই প্রকৃত হীরে - জহরত হয়ে যায় । ৯ রত্নের মালা কোনো হীরে - জহরতের নয়, এই চৈতন্য রত্নের মালা । মানুষ কিন্তু ওই রত্ন মনে করে হাতে আংটি ইত্যাদি ধারণ করে । জ্ঞান রত্নের মালা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই তৈরী হয় । এই রত্নই ২১ জন্মের জন্য লাভবান করে দেয়, যা কেউই লুণ্ঠন করতে পারে না । এখানে ওই রত্ন ধারণ করলে চট করে কেউ লুণ্ঠন করে নেবে । তাই নিজেদের খুবই বুদ্ধিমান বানাতে হবে । আসুরী গুণকে দূর করতে হবে । আসুরী গুণের মানুষের চেহারাই এমন হয়ে যায় । তাদের মুখ ক্রোধে তো লাল তাওয়ার মতো হয়ে যায় । কাম বিকারের মানুষের মুখ তো একদম কালো হয়ে যায় । কৃষ্ণকেও তো কালো দেখানো হয় । বিকারের কারণেই গোরা থেকে কালো হয়ে গেছে । বাচ্চারা, তোমাদের প্রতিটি কথার বিচার - সাগর মন্ডন করা উচিত । এই পাঠ হলো অনেক সম্পদ অর্জনের পাঠ । বাচ্চারা,

তোমরা তো শুনেছো যে, রানী ভিক্টোরিয়ার উজির খুবই গরীব ছিলো। মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তো, কিন্তু ওই পড়া এমন কোনো রত্নই নয়। এই জ্ঞান অর্জন করে তোমরা উচ্চ পদ পেতে পারো। তাহলে এই ঈশ্বরীয় পড়া তো কাজে এলো, নাকি অর্থ? এই ঈশ্বরীয় পাঠই হলো সম্পদ। সে হলো লৌকিক ধন আর এ হলো অসীম জগতের ঐশ্বর্য। তোমরা এখন বুঝতে পারো, বাবা আমাদের পড়িয়ে এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। ওখানে তো অর্থ উপার্জনের জন্য কেউ এই পড়া পড়বে না। ওখানে তো এখনকার পুরুষার্থে অগাধ সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। সেই সম্পদ অবিনাশী হয়ে যায়। দেবতাদের কাছে কতো ধন সম্পদ ছিলো, তারপর বাম মার্গ, রাবণ রাজ্যে যখন আসে তখনো কতো সম্পদ থাকে। তাঁদের কতো মন্দির বানানো হয়। তার পরবর্তীকালে মুসলমানেরা সব লুণ্ঠন করে নেয়। দেবতারা কতো ধনবান ছিলো। আজকালকার পড়ায় এতো ধনবান হতে পারে না। তাহলে এই পড়ায় দেখো, মানুষ কি থেকে কি হয়ে যায়। গরীব থেকে বিত্তবান হয়ে যায়। এখন ভারতকে দেখো, কতো গরীব হয়ে গেছে। যারা নামে বিত্তবান, তাদের তো কোনো সাময়ি নেই। নিজের ধন - সম্পদ এবং পদের কতো অহংকার থাকে। এতে অহংকার ইত্যাদি দূর হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। আমরা হলাম আত্মা। আত্মাদের কাছে ধন - দৌলত, হীরে - জহরত আদি কিছুই নেই।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন এই বিত্ত ইত্যাদি সবই শেষ হয়ে যায়। তারপর যখন নতুন ভাবে পড়বে, অর্থ উপার্জন করতে পারবে তখন ধনবান হতে পারবে, অথবা অনেক দান - পুণ্য করলে বিত্তবানের ঘরে জন্ম নেবে। বলা হয়, এ হলো পূর্ব কর্মের ফল। জ্ঞানের যদি দান করে অথবা কলেজ - ধর্মশালা ইত্যাদি বানায়, তাহলে তার ফল পায় কিন্তু তাও অল্প সময়ের জন্য। এই দান - পুণ্য ইত্যাদিও এখানেই করা হয়। সত্যযুগে এমন করা হয় না। সত্যযুগে কেবল ভালো কর্মই হয়, কেননা আত্মা এখনকার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। ওখানে কোনো কর্মই বিকর্ম হবে না, কেননা ওখানে রাবণ নেই। বিকারে গেলে কর্মও বিকারী হয়ে যায়। বিকার থেকেই বিকর্মের উৎপত্তি হয়। স্বর্গে কোনো বিকর্ম হয় না। সবকিছুই এই কর্মের উপর নির্ভর করে। এই মায়া রাবণ অপগুণী করে দেয়। বাবা এসে তোমাদের আবার সর্বগুণ সম্পন্ন বানান। রাম বংশী আর রাবণ বংশীদের যুদ্ধ চলতেই থাকে। তোমরা হলে রামের সন্তান। কতো ভালো ভালো বাচ্চারাও মায়ার কাছে হার খেয়ে যায়। বাবা তাদের নাম বলেন না, তবুও তিনি তাদের প্রতি আশা রাখেন। অধমের থেকেও অধমকে তো উদ্ধার করতেই হয়। বাবাকে এই সম্পূর্ণ বিশ্বের উদ্ধার করতে হবে। এই রাবণের রাজ্যে সকলেই অধম গতি প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা তো নিজে বাঁচার আর অন্যকেও বাঁচানোর যুক্তি রোজ - রোজই বোঝান তবুও যদি নেমে যায় তাহলে অধমের থেকেও অধম হয়ে যায়। তারা তখন উপরে উঠতে পারে না। এই অধম ভাব মনের অন্তরে দংশন করতে থাকে। যেমন বলা হয় -- অন্তিম সময়ে যে যেমন স্মরণ করবে... এদের বুদ্ধিতে এই অধম ভাবই স্মরণে আসতে থাকবে।

তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - কল্পে - কল্পে তোমরাই তো শোনো যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, জন্তু - জানোয়াররা তো আর একথা জানবে না। তোমরাই শোনো আর তোমরাই বুঝতে পারো। মানুষ তো মানুষই, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ এঁদেরও তো নাক - কান ইত্যাদি সবই আছে, তাহলে তো এঁরাও মানুষ, তাই না, কিন্তু এঁদের মধ্যে দৈবী গুণ আছে, তাই এঁদের দেবতা বলা হয়। এঁরা এমন দেবতা কিভাবে হন, তারপর কিভাবে নেমে আসেন, এই চক্রের কথা তোমরাই জানো। যারা বিচার - সাগর মন্ডন করতে থাকবে, তাদেরই ধারণা হবে। আর যারা বিচার - সাগর মন্ডন করবে না, তাদের বুদ্ধি বলা হবে। যারা মুরলী পড়ে তাদের বিচার - সাগর মন্ডন চলতে থাকবে - এই বিষয়ে এমনভাবে বোঝাতে হবে। বাবা আশা রাখেন - এখন বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে গিয়ে অবশ্যই বুঝতে পারবে। আশা রাখা অর্থাৎ সেবার নেশা, পরিশ্রান্ত হলে চলবে না। যদি কেউ এই পাঠের অভ্যাসের পরেও অধম হয়ে যায়, তারাও যদি আবার আসে, তাহলে তাদের তো স্নেহের সঙ্গে বসাবে, নাকি বলবে চলে যাও! তাদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে হবে - এতদিন কোথায় ছিলো, কেন আসে নি? তারা তো বলবে - মায়ার কাছে হেরে গেছি। তারা বুঝতেও পারে যে, এই জ্ঞান খুবই সুন্দর। স্মৃতি তো থাকে, তাই না। ভক্তিতে তো জয় - পরাজয়ের কোনো কথাই নেই। এ হলো জ্ঞান, একে ধারণ করতে হবে। তোমরা যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ হচ্ছে, ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না। খৃস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি ইত্যাদির মধ্যে ব্রাহ্মণ হয়ই না। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয়। এই কথা এখন তোমরাই বুঝতে পারো। তোমরা জানো যে, অল্ফ (আল্লাহ) কে স্মরণ করতে হবে। অল্ফ (আল্লাহ) কে স্মরণ করলেই এই বাদশাহী পাওয়া যায়। যখন কাউকে পাবে, তো তাকে বলো যে, অল্ফ, আল্লাহকে স্মরণ করো। অল্ফকেই উচ্চ বলা হয়। বাবাকে অল্ফ বা আল্লাহ বলা হয়। অঙ্গুলি দিয়ে অল্ফের দিকে ইশারা করা হয়। সোজা উপরে হলেন এই অল্ফ বা আল্লাহ। অল্ফকে এক বলা হয়। ভগবান হলেন একজনই, বাকি সবাই তাঁর সন্তান। বাবাকে অল্ফ বা আল্লাহ বলা হয়। বাবা যেমন জ্ঞান দান করেন, তেমনি নিজের বাচ্চাও তৈরী করেন। তাই বাচ্চারা, তোমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত। বাবা আমাদের কতো সেবা করেন, তিনি আমাদের এই বিশ্বের

মালিক বানান । তিনি নিজে সেই পবিত্র দুনিয়ায় আসেনও না । পবিত্র দুনিয়াতে কেউই তাঁকে ডাকেন না । পতিত দুনিয়াতেই তাঁকে ডাকা হয় । পবিত্র দুনিয়াতে এসে তিনি কি করবেন । তাঁর নামই হলো পতিত পাবন । তাই পুরানো দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানো হলো তাঁর দায়িত্ব । বাবার নাম হলো শিব । বাচ্চাদের শালগ্রাম বলা হয় । এই দুইয়েরই পূজো হয় কিন্তু যারা পূজা করেন তারা কিছুই জানেন না, ব্যস, এক রীতি - নিয়ম বানিয়ে দিয়েছে এই পূজোর জন্য । দেবীদেরও এক নম্বর হীরে - মুক্তোর প্রাসাদ ইত্যাদি বানিয়ে পূজা করা হয় । ওরা তো মাটির লিঙ্গ বানায় আর ভেঙ্গে ফেলে । এই লিঙ্গ বানাতে কোনো পরিশ্রম হয় না । দেব - দেবীর মূর্তি বানাতে পরিশ্রম হয় । শিববাবার পূজোতে কোনো পরিশ্রম লাগে না । সবকিছুই বিনা পয়সায় পাওয়া যায় । জলে পাথর ঘষা খেয়ে গোল হয়ে যায় । সম্পূর্ণ ডিমের আকার হয়ে যায় । এমনও বলা হয় যে, আত্মা হলো ডিমের মতো যা ব্রহ্ম তত্ত্বে থাকে, তাই তাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয় । তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের এবং এই বিশ্বের মালিক হও ।

তাই প্রথমে এক বাবার সম্বন্ধে বোঝাতে হবে । শিবকে বাবা বলে সবাই স্মরণ করে । দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মাকেও বাবা বলা হয় । প্রজাপিতা যখন, তখন তো সকল প্রজাদেরই পিতা হলেন, তাই না । গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । এই সমস্ত জ্ঞান বাচ্চারা, এখনই তোমাদের মধ্যে আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অনেকেই বলেন কিন্তু যথার্থ ভাবে কেউই জানে না । ব্রহ্মা কার সন্তান ? তোমরা বলবে পরমপিতা পরমাত্মার । শিব বাবা এনাকে দত্তক নিয়েছেন, তাই ইনি তো শরীরধারী হলেন, তাই না । সকলেই ঈশ্বরের সন্তান । এরপরে যখন শরীর ধারণ করে তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দত্তক সন্তান বলা হয় । এ কোনো দত্তক নেওয়া নয় । সমস্ত আত্মাদের কি পরমপিতা পরমাত্মা দত্তক নিয়েছেন ? তা নয়, তিনি তোমাদের দত্তক নিয়েছেন । তোমরা এখন হলে ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । শিববাবা দত্তক নেন না । সমস্ত আত্মাই অনাদি - অবিনাশী । সকল আত্মাই নিজের নিজের শরীর, নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে, যে অভিনয় তাদের করতেই হবে । এই অভিনয়ই অনাদি - অবিনাশী পরম্পরা ধরে চলে আসছে । এর আদি - অন্ত সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\***

\*১)\* নিজের অর্থ, পদ ইত্যাদির অহংকার দূর করতে হবে । অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা নিজেকে লাভবান করতে হবে । সেবাতে কখনোই পরিশ্রান্ত হবে না ।

\*২)\* পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য মুখ থেকে সর্বদা রক্ত বের করতে হবে । দুঃখ দেওয়ার মতো বাণী যেন বের না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে । সর্বদা হাসিমুখে থাকতে হবে ।

**\*বরদানঃ:-\*** সदा শ্রেষ্ঠ সময় অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ কর্ম করে বাঃ - বাঃ - এর গীত গাওয়া ভাগ্যবান আত্মা ভব\*  
এই শ্রেষ্ঠ সময় শ্রেষ্ঠ কর্ম করে "বাঃ - বাঃ" এই গান মন থেকে গাইতে থাকো । "বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম অথবা বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের শিক্ষক বাবা ।" তাই সदा বাঃ - বাঃ - এই গীত গাও । কখনো ভুল করেও দুঃখের নিদর্শন দেখেও 'হায়' শব্দ বের করা উচিত নয় । বাঃ ড্রামা বাঃ । আর বাঃ বাবা বাঃ । যা স্বপ্নেও ছিলো না, সেই ভাগ্য ঘরে বসে পেয়ে গেছি । এই ভাগ্যের নেশায় থাকো ।

**\*স্লোগানঃ:-\*** মন - বুদ্ধিকে শক্তিশালী করে দাও, তাহলে যে কোনো অস্থির পরিস্থিতির মাঝে অচল - অটল থাকবে ।\*